উপস্থিতঃ
বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এবং
বিচারপতি মোঃ সগীর হোসেন

ডেথ রেফারেন্স নং ১৪/২০২২
সঙ্গে
ফৌজদারী আপীল নং ১৩২৭/২০২২
(জেল আপীল নং ১/২০২২)
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ১৩৮৭/২০২২
(জেল আপীল নং ২/২০২২)
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ২৪০০/২০২২
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ২৮৯০/২০২২
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৩/২০২২
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৭/২০২২
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৫৯৮৯/২০২২
এবং
ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/২০২২

রাষ্ট্র
-বনাম-
মোঃ লিয়াকত আলী এবং অন্যান্য

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ জসিম সরকার, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন গাজী, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব লাবনী আক্তার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব তানভীর প্রধান, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং
জনাব সুমাইয়া বিনতে আজিজ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
.... রাষ্ট্র পক্ষে।
জনাব এস. এম. শাহজাহান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট
----- মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী মোঃ লিয়াকত আলীর পক্ষে।
জনাব মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব মাহবুব শফিক, অ্যাডভোকেট এবং
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম রিপন, অ্যাডভোকেট
----- মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে।
জনাব মোঃ সারোয়ার আহমেদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব শুভ্রজীৎ ব্যানার্জী, অ্যাডভোকেট

----- যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে
জনাব দুলাল মল্লিক, অ্যাডভোকেট
------ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত এর পক্ষে
জনাব শেখ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব এস. এম মাহবুবুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট
-------যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন এবং মোঃ নুরুল আমিন এর পক্ষে।
জনাব বশির আহমেদ, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব মোঃ আকরাম উদ্দিন শ্যামল, অ্যাডভোকেট
------ রিভিশনকারী মিস শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস এর পক্ষে।
জনাব গোপাল চন্দ্র, অ্যাডভোকেট সঙ্গে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
------ প্রতিপক্ষ নং ২, ৩ ও ৪ এর পক্ষে
জনাব গোলাম নুর তরুণ, অ্যাডভোকেট
------ প্রতিপক্ষ নং ৫, ৬, ৭ ও ৮ এর পক্ষে
জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন, অ্যাডভোকেট
------ প্রতিপক্ষ নং ১২ এর পক্ষে
জনাব এস কে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অ্যাডভোকেট
------- প্রতিপক্ষ নং ১৩ এর পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৩/০৪/২০২৫, ২৪/০৪/২০২৫, ২৭/০৪/২০২৫, ২৮/০৪/২০২৫, ২৯/০৪/২০২৫, ৩০/০৪/২০২৫, ০৪/০৫/২০২৫৮, ০৫/০৫/২০২৫, ০৬/০৫/২০২৫, ০৭/০৫/২০২৫, ০৮/০৫/২০২৫, ১৩/০৫/২০২৫, ১৪/০৫/২০২৫, ১৫/০৫/২০২৫, ১৮/০৫/২০২৫, ১৯/০৫/২০২৫, ২০/০৫/২০২৫, ২১/০৫/২০২৫, ২২/০৫/২০২৫, ২৫/০৫/২০২৫, ২৬/০৫/২০২৫, ২৭/০৫/২০২৫, ২৮/০৫/২০২৫, ও ২৯/০৫/২০২৫ এবং রায়ের তারিখঃ ০২/০৬/২০২৫ খ্রিঃ।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,

আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি বিজ্ঞ দায়রা জজ, কক্সবাজার কর্তৃক ৩১/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ সংক্রান্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত।

আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী ২। প্রদীপ কুমার দাশ, ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৪। সাগর দেব, ৫। রুবেল শর্মা, ৬। মোঃ নুরুল আমিন, ৭। মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ, ৮। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ৯। মোঃ শাহজাহান আলী, ১০। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ১১। মোঃ রাজিব হোসেন, ১২। মোঃ লিটন মিয়া, ১৩।মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১৪। মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ ও ১৫। ছাফনুল করিমকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/

৩৪ ধারার অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হলে সংশ্লিষ্ট আদালত সেশন ট্রায়াল কেস নং-৪৯৩/২০২১ (জি. আর. ৭০৩/২০২০ টেকনাফ), টেকনাফ থানার মামলা নং ০৯ তারিখ ০৬/০৮/২০২০ এ ৩১/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের মাধ্যমে আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী ও ২। প্রদীপ কুমার দাশকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অপরাধে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত দোষী সাব্যস্ত করে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড এবং প্রত্যেককে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিতসহ অপর আসামী ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৪। সাগর দেব, ৫। রুবেল শর্মা, ৬। মোঃ নুরুল আমিন, ৭। মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও ৮। মোঃ নিজাম উদ্দিনকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক তাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

এছাড়া অভিযোগ পত্রে বর্ণিত অপর ৭ (সাত) জন আসামী যথাক্রমে ১। মোঃ শাহজাহান আলী, ২। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৩। মোঃ রাজিব হোসেন, ৪। মোঃ লিটন মিয়া, ৫। ছাফানুল করিম, ৬। মোঃ কামাল হোসেন আজাদ ও ৭। মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত না হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত তাদেরকে নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

অত:পর উক্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য কক্সবাজার দায়রা জজ আদালতের কার্যালয়ের স্মারক নং০১ তারিখ ০৭/০২/২০২২ খ্রি: মূলে মামলার যাবতীয় কার্যক্রম তিনি অত্র কোর্টে প্রেরণ করেন।

অপরদিকে, তর্কিত রায় ও আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী ফৌজদারী আপীল নং ১৩২৭/২০২২ ও জেল আপীল নং

০১/২০২২ এবং আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ফৌজদারী আপীল নং ১৩৮৭/২০২২ জেল আপীল নং ০২/২০২২ দায়ের করেছে।

এছাড়া যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী যথাক্রমে ১। সাগর দেব ও ২। রুবেল শর্মা একত্রে ফৌজদারী আপীল নং ২৪০০/২০২২, ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত ফৌজদারী আপীল নং ২৮৯০/২০২২, ৪। মোহাম্মদ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৩/২০২২, ৫। মোঃ নিজাম উদ্দিন ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৭/২০২২ ও ৬। মোঃ নুরুল আমিন ফৌজদারী আপীল নং ৫৯৮৯/২০২২ দাখিল করেছে।

অপরদিকে, এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের সাজা বৃদ্ধি ও খালাস প্রাপ্ত আসামীদের দন্ড প্রদানের প্রার্থনায় এজাহারকারীনি ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/২০২২ দাখিল করেছেন।

আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সসহ উল্লিখিত ফৌজদারী আপীল, জেল আপীল ও ফৌজদারী রিভিশনটি একই রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত হওয়ায় এগুলোর শুনানী একত্রে গ্রহন করা হয়েছে এবং অত্র রায়ের মাধ্যমে উক্ত ডেথ রেফারেন্স, ফৌজদারী আপীল এবং জেল আপীল সমূহ সহ ফৌজদারী রিভিশনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

অত্র ডেথ রেফারেন্স, ফৌজদারী আপীল এবং জেল আপীলসমূহ ও ফৌজদারী রিভিশনটি নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক বিবরন এই যে, এই মামলার ভিকটিম মেজর (অবঃ) সিনহা মোঃ রাশেদ খান ২০১৮ সালে ব্যক্তিগত কারনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহন করে তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ে নানা প্রকার কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ ও ভিডিও চিত্র ধারন করে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করতে “JUST GO” নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সহ তাঁর (মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খাঁন)

সহকর্মী সাহেদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২), শিপ্রা দেবনাথ ও রুপ্তি সহ মোট ০৪ (চার) জন গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ গাড়ীতে রওয়ানা করে কক্সাবাজার শহরে পৌঁছে একটি হোটেলে উঠেন এবং পরবর্তীতে ০৬ জুলাই, ২০২০ খ্রি: তারিখ নিলীমা রিসোর্টে গিয়ে উঠেন। তাঁরা পূর্ব পরিকল্পনা মত কক্সবাজার শহর, টেকনাফ ও রামু এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভিডিও তৈরির কাজ শুরু করে পাহাড়, জঙ্গল ও সি বিচ এলাকায় ভিডিও ও স্থির চিত্র ধারন করতে থাকেন। তাঁদের উক্তরুপ কাজের সময়ে স্থানীয় লোকজনদের সাথে যোগাযোগ হলে তাঁরা জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও পুলিশ পরিদর্শক মোঃ লিয়াকত আলী স্থানীয় জনসাধারনকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছে, হাজতে পাঠাচ্ছে, তাদেরকে অত্যাচার করছে, ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রসফায়ায়ের নামে মানুষ হত্যা করছে। স্থানীয় জনসাধারনের কাছ থেকে এরুপ অভিযোগ পাওয়ার পরে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এই বিষয় নিয়ে তাঁরা ভিডিও চিত্র তৈরি করবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে সরকারকে অবগত করাসহ স্থানীয় জনসাধারনকে সচেতন করা। সেমতে তাঁরা নির্যাতিত কিছু লোকের বক্তব্য রেকর্ড করেন। ইতোমধ্যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেরিন ড্রাইভ রোডে আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশের সাথে মেজর (অব:) সিনহা সহ সায়েদুল ইসলাম ওরফে সিফাত ও শিপ্রা দেবনাথের সাথে দেখা হলে পূর্ব পরিচিত হিসেবে মেজর (অব:) সিনহা প্রদীপ কুমার দাশকে স্থানীয় লোকজনের অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রদীপ কুমার দাশ তখন তাঁর সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করে। এছাড়া সিনহাকে সে ওই এলাকা থেকে চলে যেতে বলে, নয়তো তাকে ধ্বংস করে দিবে মর্মে হুমকি দেয়। গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ বিকাল অনুমান ৩/4 টার দিকে মেজর (অব:) সিনহা সাহেদুল ইসলাম সিফাত সহ নিলীমা রিসোর্ট থেকে বের হয়ে মারিশবুনিয়া এলাকায় গিয়ে এক জায়গায় গাড়ী পার্ক করে রেখে তাঁরা মুইন্না

পাহাড়ে উঠে তাঁদের পূর্ব পরিকল্পনা মত ভিডিও চিত্র ধারন করেন ও ছবি তোলেন। তাঁদের এই কাজ করতে করতে রাত ৮/ ৮.৩০ টার মতো সময় লাগে। এরপর তাঁরা ঐ পাহাড় থেকে নামার পর ০৩ জন লোক তাঁদের দিকে টর্চের আলো ফেললে মেজর (অব:) সিনহা তাদেরকে লাইট নামাতে বলেন এবং তাদের কোন কথা থাকলে কাছে এসে বলতে বলেন। তখন ঐ তিনজন লোক তাঁদের কাছে না এসে তারা নিজেরা কথা বলতে বলতে ওখান থেকে চলে যায়। এরপর মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান ও তাঁর সঙ্গী সায়েদুল ইসলাম সিফাত তাঁদের গাড়ীতে উঠে মেজর (অব:) সিনহা তাঁর ড্রাইভিং সিটে বসেন এবং বাম পাশের সিটে সায়েদুল ইসলাম সিফাত বসেন। তাঁরা নিলীমা রিসোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে রাত অনুমান ৯.২৫ ঘটিকার দিকে তাঁদের গাড়ী শামলাপুর এপিবিএন চেকপোস্টে পৌছলে তাঁদের গাড়ীর বাম দিকের দুইজনের একজন কং রাজীব হাতের ইশারায় তাঁদের গাড়ী থামাতে বলায় তাঁরা গাড়ী থামালে এবং কং রাজীব তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে মেজর (অব:) সিনহা তাঁর পরিচয় দেন। তখন কং রাজীব ও এস আই শাহ্জাহান মেজর (অব:) সিনহাকে সালাম দিয়ে তাঁদেরকে যাওয়ার জন্য ইশারা করলে ঐ মূহুর্তে ইন্সপেক্টর মোঃ লিয়াকত আলী ''থামাও থামাও'' বলে দৌড়ে এসে ঐ গাড়ীর বাম পাশে তাঁদের কাছে এসে পরিচয় জানতে চাইলে তখন মেজর (অব:) সিনহা পুনরায় তাঁর পরিচয় দেন। মেজর (অব:) সিনহার পরিচয় পেয়ে লিয়াকত আলী উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে বামহাতে রাস্তায় বেরিকেডে টান দেয় এবং ডান হাত দিয়ে তার অস্ত্র তাঁদের দিকে তাক করে রাখে। এ সময় লিয়াকত আলীর সঙ্গে থাকা আসামী এস. আই নন্দ দুলাল রক্ষিত ড্রাম দিয়ে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। লিয়াকত আলী উত্তেজিত হয়ে তাঁদের গালিগালাজ করে তাঁদেরকে দুহাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বললে প্রথমে সায়েদুল ইসলাম সিফাত গাড়ীর দরজা খুলে দুহাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে এলে লিয়াকত আলীর নির্দেশে রাজীব ও শাহজাহান আলী তার দু হাত শক্ত করে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে। লিয়াকত আলী তখন

সিনহাকে গালিগালাজ করতে থাকলে মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান গাড়ীতে বসেই ''কাম ডাউন, কাম ডাউন'' বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নেমে ''বাবা তুমি শান্ত হও, বাবা তুমি আমার পরিচয় নাও '' বলতে বলতে তিনি তাঁর গাড়ীর হেড লাইট বরাবর সামনে এগিয়ে এসে আত্নসমর্পনের ভঙ্গিতে হাটু ভেঙ্গে দু হাত উঁচু করে দাঁড়ান। তখন লিয়াকত আলী ''শুট শুট'' বলে সিনহার দিকে দুই রাউন্ড গুলি করলে সিনহা দু হাত উঁচু অবস্থায় সামনের দিকে ঝুকে পড়েন। তখন লিয়াকত আলী সামনের দিকে দু এক পা এগিয়ে এসে মেজর (অব:) সিনহাকে আরো দুই রাউন্ড গুলি করলে মেজর (অব:) সিনহা তখন উপুর হয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান। এরপর লিয়াকত আলী আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিতকে তাঁর হাতে হাত কড়া পড়ানোর নির্দেশ দিলে নন্দ দুলাল মারাত্নক আহত মেজর (অব:) সিনহার দু হাত পিছমোরা করে হাতকড়া পড়ায়। লিয়াকত আলী এপিবিএন সদস্যদেরকে সায়েদুল ইসলাম সিফাতের হাতে হাতকড়া পড়াতে নির্দেশ দিলে এবং এপিবিএন সদস্যদের কাছে হাতকড়া না থাকায় লিয়াকত আলী তাদেরকে গালি দেয় এবং তার নির্দেশে এপিবিএন সদস্য আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ঘটনাস্থলের পাশের বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসার পরে আসামী নন্দ দুলাল সহ এপিবিএন এর তিন জন সদস্য সায়েদুল ইসলাম সিফাতের দু হাত পিছমোড়া করে রশি দিয়ে বেঁধে ঐ জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে। ঐ সময় লিয়াকত আলী বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকে এবং বলে যে, ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। সে পুনরায় ফোন করে বলে যে, ''স্যার একটাকে ডাউন করেছি, আর একটাকে ধরেছি''। এরপর লিয়াকত আলী মেজর (অব:) সিনহার কাছে গেলে মেজর (অব:) সিনহা তখন তার কাছে পানি ও শ্বাস চায়। তখন লিয়াকত বলে যে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে গুলি করেছি কি শ্বাস দেওয়ার জন্য , পানি দেওয়ার জন্য''? এর পর সে উত্তিজিত হয়ে মেজর (অব:) সিনহার কোমরে দুটি লাথি মারে এবং পা দিয়ে তাঁর মাথা চেপে ধরে। এর কিছুক্ষন পর ঘটনাস্থলের রাস্তার পূর্ব দিকে সিভিল পোশাকে অস্ত্র হাতে আসামী লিটন

মিয়া, ছাফানুর করিম, কামাল হোসেন আজাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন এলে লিয়াকত আলী এই চারজনকে নির্দেশ দেয় তারা যেন অস্ত্র উঁচিয়ে লোকজনকে ভয় দেখায় এবং আশে পাশের লোকজন যেন এদের কাছে আসতে না পারে, ঘটনাস্থলের ভিডিও করতে না পারে এবং মেজর (অব:) সিনহাকে যাতে কোন সাহায্য করতে না পারে। এ সময় আসামী লিয়াকত আলী আসামী সাফানুর করিম ও আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ঘটনাস্থলের মেজর (অব:) সিনহার গাড়ী তল্লাশী করতে বললে তারা গাড়ীটি চেক করে লিয়াকত আলীকে জানায় যে, ঐ গাড়ীতে চামড়ার খাপের ভিতরে একটি পিস্তল, একটি ক্যামেরা, কিছু কাগজপত্র ও কাগজপত্রের ভিতর মেজর (অব:) সিনহার গল্ফ ক্লাবের একটি কার্ড পাওয়া গেছে। লিয়াকত আলী ঘটনাস্থলে আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে একটি গাড়ী নিয়ে আসতে বললে সে একটি মিনি ট্রাক এনে এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে রাখে। এর কিছুক্ষন পর টেকনাফের দিক থেকে একটি নোহা গাড়ী (মাইক্রোবাস) ও একটি পুলিশের টহল গাড়ী ঘটনাস্থলে আসে এবং নোহা গাড়ী থেকে টেকনাফ থানার ওসি আসামী প্রদীপ কুমার দাশ সহ ৫/৭ জন লোক ও পুলিশের টহল গাড়ী থেকেও ৫/৭জন লোক ঘটনাস্থলে নামে। প্রদীপ কুমার দাশ দ্রুত নোহা গাড়ী থেকে নেমে ঘটনাস্থলের মিনি টাকের আড়ালে লিয়াকত আলী এবং নন্দ দুলাল রক্ষিতের সাথে কিছু কথা বলে। এরপর প্রদীপ কুমার দাশ মারাত্নক ভাবে আহত মেজর (অব:) সিনহার কাছে এসে দম্ভ করে বলে যে, ''অনেক টার্গেট করে তোকে মেরেছি''। এরপর প্রদীপ কুমার দাশ তার পা দিয়ে মেজর (অব:) সিনহার শরীরে নাড়া দিলে মেজর (অব:) সিনহা তখন প্রদীপ কুমার দাশের কাছে পানি ও শ্বাস চায়। প্রদীপ কুমার দাশ তখন বলে যে, ''কুত্তার বাচচা, তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য'' এরপর প্রদীপ কুমার দাশ মেজর (অব:) সিনহার বুকের বাম দিকে বুট জুতা দিয়ে কয়েকটি লাথি মারে এবং বুট জুতা দিয়ে তাঁর গলার বাম দিকে চেপে ধরে। তখন মেজর (অব:) সিনহার শরীর কাপতে কাপতে এক পর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং প্রদীপ কুমার দাশ মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদের

মৃত্যু নিশ্চিত করে। এরপর উক্ত হত্যাকান্ডের ঘটনাকে আড়াল করা ও ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রদীপ কুমার দাশ, আসামী রুবেল ও সাগরকে তার গাড়ী থেকে গাঁজা ও ইয়াবা আনতে বলে। আসামী প্রদীপ কুমার দাশের নির্দেশে আসামী রুবেল ও সাগর দৌড়ে গিয়ে আসামী প্রদীপ কুমার দাশের ব্যবহৃত নোহা গাড়ীর ভিতর থেকে গাজা ও ইয়াবা এনে বলে যে, মেজর সিনহার গাড়ী থেকে গাঁজা ও ইয়াবা পেয়েছে। এরপর প্রদীপ কুমার দাশ সায়েদুল ইসলাম সিফাতকে সেডের ভিতর নিয়ে হাড্ডিগুড্ডি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সাগর ও রুবেলকে নির্দেশে দিলে তারা সায়েদুল ইসলাম সিফাতকে ঘটনাস্থলের পাশে পুলিশ শেডের ভিতর নিয়ে তাকে মারধোর করে এবং তাঁর মুখে ভিজে গামছা দিয়ে বেঁধে পানি ঢালে। আসামী প্রদীপ কুমার দাশ সায়েদুল ইসলাম সিফাতকে বলে যে, ''তোদেরকে বলেছিলাম এই এলাকা থেকে চলে যা নইলে তোদেরকে ধ্বংস করে দিবো, তোরা যাসনি এখন তোদের একজনকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এখানে বসে তোরা কিসের ভিডিও বানাচ্ছিস, তোদের ভিডিও ফুটেজ গুলো কোথায় রাখা আছে''? সায়েদুল ইসলাম সিফাত ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, ভিডিও ফুটেজ গুলো নিলীমা রিসোর্টে আছে। এরপর ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহাকে প্রদীপ কুমার দাশের নির্দেশে মিনি ট্রাকে যোগে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে প্রেরন করা হলে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষনা করে।

অত:পর এজাহারকারীনি শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস (পি. ডব্লিউ-১) তাঁর ছোট ভাই মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর হত্যাকান্ডের ঘটনার বিষয়ে গত ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং ৩, কক্সবাজার এ ৯ জন আসামীর নাম উল্লেখে ফৌজদারী দরখাস্ত দায়ের করলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদীকে বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করে ফৌজদারী দরখাস্তটি এজাহার হিসেবে রুজ্জু সহ অভিযোগটি তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার বরাবর প্রেরণ করে পরবর্তী ০৭ কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আদালতকে অবহিত করার জন্য টেকনাফ

মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ সহ ফৌজদারী দরখাস্ত প্রাপ্ত হয়ে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী দরখাস্তটি এজাহার হিসেবে গন্য করে টেকনাফ থানার মামলা নং -০৯, তারিখ ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: ধারা ৩০২/ ২০১/ ৩৪ দন্ডবিধি মূলে রুজ্জু করে উইং কমান্ডার- র‍্যাব ১৫ , কক্সবাজার বরাবর তদন্তের নিমিত্ত প্রেরণ করেন।

অত:পর অধিনায়ক, র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার মামলাটি তদন্তের জন্য র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার এর সহকারী পুলিশ সুপার জামিলুল হককে (পি. ডব্লিউ-৬৪) নির্দেশ দিলে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকন পূর্বক ব্যাখ্য সহ সূচিপত্র প্রস্তুত করেন। এছাড়া তিনি দুইজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন। এজাহার নামীয় আসামী পরিদর্শক মোঃ লিয়াকত আলী, পরিদর্শক প্রদীপ কুমার দাশ, এস. আই নন্দ দুলাল রক্ষিত, এএস আই, লিটন মিয়া, কং ছাফানুর করিম, কং মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ, কং আব্দুল্লাহ আল মামুন আদালতে হাজির হলে মামলাটির সুষ্ট ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এবং ঘটনার প্রকৃত রহস্য ও তথ্য উৎঘাটন, ঘটনার সাথে আসামীদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিরুপনের জন্য তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, প্রদীপ কুমার দাশ ও নন্দ দুলাল রক্ষিত এদের প্রত্যেককে ০৭ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এছাড়া আসামী সাফানুল করিম, মোঃ কামাল হোসেন আজাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন এদের প্রত্যেককে দুই দিন করে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন এবং পরবর্তীতে তাদের প্রত্যেককে ০৭ দিন করে পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আসামী মোঃ লিয়াকত আলীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের কললিষ্ট পর্যালোচনা করে ও প্রাপ্ত অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি ও তথ্যের ভিত্তিতে আসামী মোঃ নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের কললিষ্ট পর্যালোচনা করে ও অন্যান্য সাক্ষ্য- প্রমানাদি ও তথ্যের

ভিত্তিতে আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন এর সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের গ্রেফতার পূর্বক আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তাদের প্রত্যেককে ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অত্র মামলার তদন্তের স্বার্থে জি. আর-৬৯৫/ ২০২০ (টেকনাফ), জি. আর. ৬৯৬/ ২০২০ (টেকনাফ) মামলার জব্দকৃত আলামত সমূহ র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার বরাবর হস্তান্তর এবং মামলা দুটির তদন্তভার র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার বরাবর প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালত বরাবর আবেদন করে আদেশ প্রাপ্ত হন। অত:পর গত ১৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ মামলাটির তদন্তভার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৬৫), র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার এর উপর ন্যস্ত হলে তিনি তদন্তভার গ্রহন করে পূববর্তী তদন্ত কর্মকর্তার নিকট হতে মামলার ডকেট গ্রহন করে উহা পর্যালোচনা করেন। একই ঘটনার ধারাবাহিকতায় টেকনাফ থানা পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত জি. আর-৬৯৫/ ২০২০ও জি. আর. ৬৯৬/২০২০ সহ জি. আর-৩১১/২০২০ (রামু) মামলা পর্যালোচনা করেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করা সহ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত সমূহ জব্দ করেন। আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, প্রদীপ কুমার দাশ ও মোঃ নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের সিডিআর সংগ্রহ করে উহা পর্যালোচনা করেন। ঘটনার সময় ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে কর্মরত আসামী মোঃ শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ ও মোঃ রাজিব হোসেনকে গ্রেফতার পূর্বক আদালতে সোপর্দ করে আদালতের আদেশ মতে তাদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এই মামলায় মোট ১২ জন আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন।

তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদীনিকে জিজ্ঞাসাবাদসহ তাঁর দায়ের করা মামলা পর্যালোচনা সহ এজাহারে উল্লেখিত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দীসহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দী গ্রহন করেছেন। তদন্তকালীন রিমান্ডে নেওয়া ১২ জন আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সংগ্রহ করে তাদের বর্ণনায় প্রকাশিত মামলার পূর্ব পরিকল্পনার কথা ও মামলার ঘটনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তিনি অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। ভিকটিমের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি স্থান থেকে মেজর (অব:) সিনহাকে তার আত্নরক্ষার প্রানান্তকর আবেদন ও বক্তব্যকে উপেক্ষা করে তাঁকে গুলি করা হয়েছে মর্মে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন। তদন্তে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সিফাত ও ঘটনার বর্ণনাকারী শিপ্রা দেবনাথ ও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ০৫ জনের জবানবন্দী ও ১৬৪ ধারার বক্তব্যেতেও মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে নির্যাতনের বর্ণনা আছে। তদন্তে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হিসেবে ঘটনাস্থলে এবং ঘটনাস্থলের অদূরে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখেছেন এরকম প্রত্যক্ষদর্শী ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা (chain of circumstance) প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য রয়েছে। মামলাটি তদন্তে ঘটনা প্রমান করার জন্য বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর মতামত গ্রহন করা হয়েছে। তদন্তে ঘটনাস্থল এর সূচী ও সূচীপত্রের ব্যাখায় এবং ঘটনার দিন চাঁদ রাত হওয়ায় সাক্ষীগন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, কিভাবে, কখন, কাকে ও কে কোন্ ঘটনা ঘটিয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। মামলা প্রমানের জন্য প্রাসঙ্গিক বর্ণনাসহ মেজর সিনহার পোষাক ও পোষাকাদির জব্দ তালিকাসহ বর্ণনা রয়েছে। তদন্তে ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও তার সহযোগী পেটুয়া বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ টেকনাফ থানাধীন জনপদের ভিকটিম পরিবারের সাক্ষ্য তিনি গ্রহন করেছেন। স্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমান ও ঘটনা প্রমানের জন্য পাহাড়ে যাওয়া ও উক্ত স্থানের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য স্থানীয় সাক্ষী রয়েছে। মামলার তদন্তে মধ্যরাতে

নিলীমা রিসোর্টে শিপ্রা দেবনাথের উপর আক্রমণ ও মিথ্যা মামলা দায়েরের (এফআরটি) রিপোর্ট এর ডকুমেন্ট রয়েছে ও নিলীমা রিসোর্ট এর সাক্ষী আছে। তদন্তকালে তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। মামলাটি প্রমানের জন্য তিনি সিডিআরসহ সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট পর্যালোচনাপূর্বক জব্দ করেছেন এবং এই মামলার ঘটনায় ব্যবহৃত মোবাইল সমূহের ফোন মালিক ও ব্যবহকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকায় ডিউটিরত ডিজিএফআই সদস্যসহ স্থানীয় লোকজনের সাক্ষ্য তিনি গ্রহন করেছেন। মামলার তদন্তের স্বার্থে বাহারছড়া ও টেকনাফ মডেল থানায় আসামীদের গমনাগমনের তথ্যসম্বলিত সাধারণ ডায়রী পর্যালোচনাপূর্বক জব্দ করে কেস ডায়রীতে উহা সন্নিবেশিত করেছেন। তদন্তে মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মুইন্না পাহাড় থেকে নেমে শান্তভাবে মেরিন ড্রাইভে উঠে তাঁর গাড়ী চালিয়ে বিজিবির চেক পোষ্টের দিকে আসার পর চেক পোষ্টের সদস্যগণ তার পরিচয় জেনে তাঁকে সম্মান জানিয়ে বিদায়ের বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

অত্র মামলা তদন্ত ও বাদীনি কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী, ২। প্রদীপ কুমার দাশ, ৩। এস আই (নিরস্ত্র) নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৪। এএসআই (নিরস্ত্র) / লিটন মিয়া, ৫। কং/ ৮৯৪ ছাফানুল করিম, ৬। কং/ ৬০৫ মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ, ৭। কং/ ৫২৯ মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ৮। মোঃ নুরুল আমিন, ৯। মোহাম্মদ আইয়াজ @ আয়াছ, ১০। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ১১। এস আই (সশস্ত্র)/ ১৬০০৬ মোঃ শাহ জাহান আলী, ১২। কং/ ১৬৬১৫ আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ, ১৩। কং/ ১৬২৬০ মোঃ রাজিব হোসেন, ১৪। কং/ ৭৪৬ রুবেল শর্মা ও ১৫। কং/৪৯৭ সাগর দেব এদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে টেকনাফ মডেল থানার অভিযোগ পত্র নং-৯৮৭, তারিখ-১৩/১২/২০২০ খ্রি: ধারা ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ দন্ডবিধি

মূলে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেছেন। এছাড়া আসামী ১। এসআই/ টুটুল ও ২। কং/ মোস্তফা, এদের নাম ঠিকানা সঠিক না থাকায় এবং তাদেরকে সনাক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় অত্র মামলার দায় হতে তাদেরকে অব্যাহতি দানের প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দাখিলকৃত অভিযোগপত্র গ্রহন করে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত আসামী এস, আই টুটুল ও কন্সটেবল মোস্তফাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতির আবেদন মঞ্জুর করে অপর আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহন করেন। অত:পর মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে উহা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার বরাবর প্রেরন করা হলে উহা এস টি ৪৯৩/ ২০২১ নং মামলা হিসেবে নিবন্ধন করা হয়। অত:পর গত ২৭/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখ আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী, ২। প্রদীপ কুমার দাশ, ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৪। মোঃ লিটন মিয়া, ৫। সাফানুল করিম, ৬। মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ, ৭। আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৮। মোঃ নুরুল আমিন, ৯। মোঃ আইয়াছ ওরফে আয়াজ, ১০। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ১১। মোঃ শাহজাহান আলী, ১২। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ১৩। মোঃ রাজিব হোসেন, ১৪। রুবেল শর্মা এবং ১৫। সাগর দেবের উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ তাদের পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তারা প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন।

অত:পর বৈচারিক আদালতে অভিযোগ পত্রে বর্ণিত ৮৩ জন সাক্ষীর মধ্যে প্রসিকিউশন পক্ষে মোট ৬৫ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হলে আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষাকালে তারা পুনরায় নিজেদের নির্দোষ দাবী করে। এছাড়া স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ১২ জন আসামী প্রত্যেকে উল্লেখ করেছে যে, তাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে শারীরিক ও

মানসিকভাবে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে, যা আদৌ সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং পুনরায় তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করেছে।

এছাড়া ডিফেন্স পক্ষের জেরা ও সাজেশনের ধরন থেকে ডিফেন্স কেস সংক্ষেপে এই যে, আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আসামীগন কথিত ঘটনার সাথে আদৌ জড়িত নয় এবং আসামীগন সম্পূর্ন নির্দোষ।

অত:পর বিজ্ঞ দায়রা জজ, কক্সবাজার প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানাদি, অভিযোগপত্রে বর্ণিত আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, সাগর দেব ও রুবেল শর্মা ব্যতীত অপর ১২ জন আসামীর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বিচার-বিশ্লেষন করে আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড এবং প্রত্যেককে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন।

অপর আসামী এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত, কং-সগার দেব, কং রুবেল শর্মা, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত গন্যে তাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে অর্থদন্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

এছাড়া আসামী ১। এস, আই মোঃ শাহজাহান আলী, ২। কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৩। কং রাজিব হোসেন, ৪। এএস আই মোঃ লিটন মিয়া, ৫। কং মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৬। কং মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ এবং ৭। কং সাফানুল করিম এদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পক্ষের আনীত দন্ডবিধির ৩০২/২০১/ ১০৯/১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত না হওয়া গন্যে তাদের বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

উল্লেখিত রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ লিয়াকত আলী ফৌজদারী আপীল নং ১৩২৭/২০২২ ও জেল আপীল নং ০১/২০২২ এবং আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ফৌজদারী আপীল নং ১৩৮৭/২০২২ জেল আপীল নং ০২/২০২২ দায়ের করেছে। এছাড়া, যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী যথাক্রমে ১। সাগর দেব ও ২। রুবেল শর্মা একত্রে ফৌজদারী আপীল নং ২৪০০/২০২২, ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত ফৌজদারী আপীল নং ২৮৯০/২০২২, ৪। মোহাম্মদ আইয়াছ ওরফে আয়াজ ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৩/২০২২, ৫। মোঃ নিজাম উদ্দিন ফৌজদারী আপীল নং ৩০১৭/২০২২ ও ৬। মোঃ নুরুল আমিন ফৌজদারী আপীল নং ৫৯৮৯/২০২২ দাখিল করেছে।

এছাড়া এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের সাজা বৃদ্ধি ও খালাস প্রাপ্ত আসামীদের দন্ড প্রদানের প্রার্থনায় এজাহারকারীনি ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/২০২২ দাখিল করেছেন।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দন্ড প্রদানকারী বিজ্ঞ বিচারক আসামী মোঃ লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশকে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র কোর্টে প্রেরন করেছেন।

শুনানীকালে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব জসিমউদ্দিন ও বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল যথাক্রমে জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন গাজী, জনাব লাবনী আক্তার, জনাব তানভীর প্রধান, এবং জনাব সুমাইয়া বিনতে আজিজ সহযোগে আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি আদালতে উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত, গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি সহ দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ও অন্যান্য আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে প্রদত্ত সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and valuntary) স্বীকারোক্তি সমূহের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশ এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা,

নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৩০২/ ১২০বি/ ১০৯/ ১১৪/ ৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, এই মামলার ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের সাথে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী সাবেক পুলিশ পরিদর্শক জনাব প্রদীপ কুমার দাশের পূর্ব পরিচয় ছিল। ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ নিজ গাড়ী যোগে ঢাকা থেকে সঙ্গীয় সাইয়েদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২), শিপ্রা দেবনাথ ও রুপ্তি সহ ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে ঐ দিন রাত অনুমান ১২.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার জেলা সদরে পৌছে তথায় অবস্থান করার পরে ০৬/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ নিলীমা রিসোর্টে উঠেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভিডিও করে প্রচার করা এবং তিনি Just Go নামে ইউটিউবে উহা প্রচারের জন্য কক্সবাজার গমন করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মেজর (অব:) সিনহা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও রামু এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভিডিও এর মাধ্যমে ধারনের জন্য ঐ এলাকার লোকজনের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপের মাধ্যমে এক পর্যায়ে টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ এর বিভিন্ন বেআইনী কার্যকলাপ সহ সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকাবাসীকে জিম্মি করে তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় সহ ক্রস ফায়ারের নামে নির্বিচারে মানুষ হত্যার বিভিন্ন লোম হর্ষক কাহিনী জানতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি স্থানীয় জন সাধারনকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কতেক ভিকটিম পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহন শুরু করেন।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পুনরায় উল্লেখ করেন যে, বিষয়টি সোর্সের মাধ্যমে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ জ্ঞাত হয়ে ২০২০ সালের মধ্য জুলাইতে মেজর (অব:) সিনহা ও তাঁর দলের সাথে টেকনাফ এলাকায় তার সাক্ষাৎ হলে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ মেজর (অব:) সিনহা সহ তাঁর দলকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং ওই এলাকা থেকে তাঁদেরকে চলে যেতে হুমকি প্রদান করে, অন্যথায় তাঁদের ধ্বংস করে দেবে মর্মে হুমকি দেয়। তার এরুপ হুমকির পরও মেজর

(অব:) সিনহা তাঁদের উক্তরুপ কার্য থেকে বিরত না হওয়ায় আসামী প্রদীপ কুমার দাশ মেজর (অবঃ) সিনহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন ও পরিকল্পনা করে। সেমতে উক্ত হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার জন্য আসামী প্রদীপ কুমার দাশ টেকনাফ থানাধীন বাহাড়ছড়া তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশের সোর্স স্থানীয় নুরুল আমীন, নাজিমউদ্দিন ও আইয়াজ ওরফে আয়াছের সাথে পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করে এবং উক্ত পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সোর্স নুরুল আমিন, নাজিম উদ্দিন ও আয়াজের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা যেন মেজর (অব:) সিনহা ও তার দলের সদস্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তা প্রদীপ কুমার দাশ কিংবা লিয়াকত আলীকে উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে তথ্য সরবরাহ করে।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পুনরায় উল্লেখ করেন যে, ঘটনার দিন অর্থ্যাৎ ৩১/ ০৭/ ২০২০ খ্রি: তারিখ অপরাহ্নে মেজর (অব:) সিনহা তাঁর কাজের উদ্দেশ্যে সঙ্গী সিফাত সহ তাঁর প্রাইভেট গাড়ী যোগে মারিশবুনিয়া পৌছে তথায় অবস্থিত মুইন্না পাহাড়ে আরোহন করে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করতে থাকেন। মেজর (অব:) সিনহা সঙ্গী সহ মারিশবুনিয়া এলাকায় গেছেন এ বিষয়টি জ্ঞাত হয়ে আসামী নুরুল আমিন, নাজিম উদ্দিন ও আইয়াজ ওরফে আয়াছ তাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য মারিশবুনিয়া এলাকায় গিয়ে তাঁদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে গেলে মাথাভাংগা মসজিদের ইমাম (পি. ডব্লিউ-১০) তাদের জানায় যে, সেনাবাহিনীর লোক পাহাড়ে উঠেছে এবং তাঁরা ভাল লোক।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, মেজর (অব:) সিনহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং পূর্ব পরিকল্পনা হিসেবে তাঁকে ডাকাত সাব্যস্ত করে গন পিটুনিতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসামী নাজিম উদ্দিন স্থানীয় উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুল কুরআন জামে মসজিদ থেকে এশার নামাজের সময় মাইকে ঘোষনা দেয় যে, মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত দেখা গেছে। এছাড়া এশার নামাজের পর মাথাভাংগা জামে মসজিদের ইমাম (পি. ডব্লিউ-১০) বাড়ী ফেরার পথে আসামী নুরুল আমিন ও আয়াছের সাথে তার দেখা হলে তারা তাকে (পি. ডব্লিউ-১০) বলে যে, মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত দেখা গেছে তারা উম্মুল কুরআন মসজিদের মাইকে তা প্রচার করেছে, তিনি (পি. ডব্লিউ-

১০) কেন তা প্রচার করেননি। তখন তিনি বলেন যে, যারা মুইন্না পাহাড়ে উঠেছে তাঁরা সেনাবাহিনীর লোক এবং তাঁরা মুইন্না পাহাড়ে বিকালে উঠার সময় তার সাথে দেখা হয়েছে। আসামী নুরুল আমিন ও আয়াজ তাকে আরও জানায় যে, শামলাপুর পুলিশ ফাড়ি থেকে ডাকাত ধরার জন্য শীলখালী পর্যন্ত পুলিশ এসেছে এবং ওসি প্রদীপ মুইন্না পাহাড়ে আসার জন্য গাড়ী নিয়ে বের হয়েছে। তারা আরও বলে যে, ডাকাত মেরে ফেলার জন্য ওসি প্রদীপ তাদের ৫ লক্ষ টাকা দেবে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) ডাকাত ধরার জন্য মাইকিং করলে তারা ওই ৫ লক্ষ টাকা থেকে তাকে (পি. ডব্লিউ-১০) ২ লক্ষ টাকা দেবে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) আবারও বলেন যে, মুইন্না পাহাড়ে যারা উঠেছে তারা সেনাবাহিনীর লোক।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, আসামী নুরুল আমিন, আইয়াজ ও নাজিম উদ্দিন মেজর (অব:) সিনহার কক্সবাজারের দিকে চলে যাওয়ার খবর আই সি লিয়াকত আলীকে মোবাইল ফোনে জানালে লিয়াকত আলী পূর্বের ষড়যন্ত্র মতে মেজর (অব:) সিনহাকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত সহ ঘটনার তারিখ রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকায় শামলাপুর এপিবিএন চেক পোষ্টে পৌঁছে তথায় অবস্থান করাকালে এর কিছু সময় পরে সিলভার কালারের একটি প্রাইভেট কার উক্ত চেকপোষ্টে পৌছালে চেকপোষ্টে পাহাড়ারত পুলিশ সদস্য কং রাজিব গাড়ীটি থামার সংকেত দিলে গাড়ীটি তাদের সামনে থামে এবং সেখানে পাহাড়ারত এস, আই শাহজাহান আলী ও কং রাজিব মেজর (অব:) সিনহার পরিচয় পেয়ে তারা তাঁকে সেলুট দিয়ে গাড়ীট চলে যেতে সংকেত দিলে এবং সংকেত পেয়ে গাড়ীটি চলার প্রস্তুতি নিলে আই সি লিয়াকত আলী গাড়ীটর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গাড়ীর গতিরোধ করে গাড়ীর আরোহীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে এবং মেজর (অব:) সিনহা পুনরায় তাঁর পরিচয় দিলে তাৎক্ষনিক ভাবে গাড়ীর আরোহীদের গাড়ী থেকে নেমে বের হওয়ার জন্য লিয়াকত আলী নির্দেশ দেয় এবং রাস্তার পাশে থাকা বেরিকেড টেনে রাস্তা আটকিয়ে দেয়। আসামী লিয়াকতের সাথে থাকা এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিতও বেরিকেড টেনে রাস্তা আটকিয়ে দেয়। লিয়াকতের নির্দেশে গাড়ীতে বসা সাহেদুল ইসলাম ওরফে সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) গাড়ী থেকে বের হলে লিয়াকতের নির্দেশে এস, আই

শাহজাহান আলী ও কং রাজিব তার হাত দুটি শক্ত করে ধরে রাখে। এরপর মেজর (অব:) সিনহা গাড়ীর দরজা খুলে দু হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে লিয়াকতকে শান্ত হতে বলে এবং তার পরিচয় নিতে বলে গাড়ীর সামনের দিকে এগিয়ে গেলে আসামী লিয়াকত তার হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে মেজর (অব:) সিনহার শরীরে পরপর ৪ (চার) টি গুলি করে এবং গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মেজর (অব:) সিনহা ঘটনাস্থলের রাস্তার উপর উপুর হয়ে পরে যায়। এরপর উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করার জন্য লিয়াকতের নির্দেশে আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত গুরুতর আহত মেজর (অব:) সিনহার হাত দুটি পিছমোরা করে তাদের সাথে থাকা হ্যান্ডকাপ দিয়ে বেঁধে ফেলে।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, মেজর (অব:) সিনহা যখন আসামী লিয়াকতের গুলির আঘাতে মারাত্মক আহত অবস্থায় রাস্তার উপর শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন এবং পানি খেতে চাচ্ছিলেন তখন আসামী লিয়াকত বিশ্রি ভাবে তাঁকে গালি দেয় এবং পা দিয়ে মেজর (অব:) সিনহাকে আঘাত করছিল। এরপর লিয়াকত আলী প্রথমে ফোন করে বাহাড়ছড়া পুলিশ ক্যাম্প থেকে ৪ জন ফোর্স ঘটনাস্থলে আসতে বলে পাহাড়া দেওয়ার জন্য। এরপর সে ওসি প্রদীপ দাশকে ফোনে জানায় যে, একজনকে ডাউন করেছে এবং অপর জনকে ধৃত করেছে। এর কিছুক্ষন পর ওসি প্রদীপ তার সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে এসে আসামী লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে কথা বলে গুরুতর আহত মেজর সিনহার কাছে গিয়ে জুতা পড়া পা দিয়ে তাঁর শরীর নাড়াচাড়া করলে তখন তিনি পুনরায় কাতর কণ্ঠে পানি খেতে চাইলে ওসি প্রদীপ তাঁকে বিশ্রি ভাষায় গালি দিয়ে তাঁর বুকের বাম পার্শ্বে পা একাধিক আঘাত করে এবং জুতা পরা পা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরলে এক সময় মেজর সিনহার শরীরটা কেঁপে কেঁপে নিথর হয়ে যায়।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন যে, ওসি প্রদীপ মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করে তাঁর সঙ্গীয় সাইদুল ইসলাম ওরফে সিফাতকে (পি. ডব্লিউ-২) হাড্ডি গুড্ডি ভেংগে দেয়ার জন্য তার সাথে আসা এবং হত্যাকান্ডে সহায়তা করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা কং রুবেল ও সাগরকে নির্দেশ দেয় এবং মেজর (অব:) সিনহার গাড়ী তল্লাশী করে মাদক বের করার নির্দেশ দিলে কং রুবেল ও সাগর ওসি প্রদীপের গাড়ীতে গিয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ে এসে বলে যে,

মেজর (অব:) সিনহার গাড়ী থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। এরপর ওসি প্রদীপের নির্দেশে মেজর (অব:) সিনহাকে পিক আপে করে কক্সবাজার হাসপাতালে প্রেরন করা হলে সেখানকার কর্তব্যরত ডাক্তার মেজর (অব:) সিনহাকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষনা করেন।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পরিশেষে উল্লেখ করেন যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৩০২/ ১২০বি/ ১০৯/ ৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানাদি সহ সংশ্লিষ্ট আসামীদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষন করে দন্ড প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত ডেথ রেফারেন্সটি গ্রহন সহ বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বহাল রাখার প্রার্থনা করেন।

রিভিশনকারীর পক্ষে নিয়োজত বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব বশির আহমেদ শুনানীর শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, অত্র রিভিশনটি দায়ের করা হয়েছে দুটি প্রতিকারের দাবীতে; প্রথমত: এই মামলার রায়ে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত যাদের খালাস প্রদান করেছেন তাদেরকে দন্ড প্রদানের জন্য এবং দ্বিতীয়ত: যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে তাদের সাজা বৃদ্ধি করে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে ৮ জন আসামীকে দন্ডবিধির ৩০২/ ১২০বি/ ১০৯/ ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাদের মধ্যে কেবল মাত্র আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় বর্ণিত সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। অপর আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত, রুবেল শর্মা, সাগর দেব, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নাজিম উদ্দিনকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হলেও এক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৭(৫) ধারার বিধান অনুসরন করা হয়নি এবং কি কারনে তাদেরকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এর কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

বিজ্ঞ কৌশুলী পুনরায় উল্লেখ করেন যে, খালাস প্রাপ্ত ৭ জন আসামী প্রত্যেকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে অপরাধ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তাদের স্বীকারোক্তি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত। এই স্বীকারোক্তি সমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আই সি লিয়াকত আলীর নির্দেশে যখন ঘটনাস্থলে মেজর (অব:) সিনহার সহকর্মী সাইদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) গাড়ী থেকে বের হয় তখন আসামী শাহজাহান আলী ও কং রাজিব তার হাত শক্ত করে ধরে রাখে এবং লিয়াকতের নির্দেশে মেজর (অব:) সিনহা যখন গাড়ী থেকে দু হাত উঁচু করে বের হয়ে ''বাবা শান্ত হও, আমার পরিচয় নাও'' বলে গাড়ীর সামনের দিকে এগোতে থাকে তখন লিয়াকত আলী তাঁর প্রতি পরপর ৪ টি গুলি করে। ঐ গুলির আঘাতে মেজর সিনহা রাস্তার উপর উপুর হয়ে পরে গেলে আসামী নন্দ দুলাল গুরুতর আহত মেজর সিনহার দু হাত পিছ মোরা করে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলে দাড়িয়ে থাকা আসামী শাহজাহান আলী, কং রাজিব ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মেজর সিনহার জীবন রক্ষা করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। বরং লিয়াকত আলীর নির্দেশে স্থানীয় শামলাপুর বাজার থেকে রশি এনে মেজর (অব:) সিনহার সঙ্গী সাইদুল ইসলাম সিফাতকে শক্ত করে বেঁধে রেখে তারা আলোচ্য হত্যাকান্ডে সহায়তা করেছে।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, আসামী লিয়াকত আলী মেজর (অব:) সিনহার উপর গুলি বর্ষনের পরে মোবাইল ফোনে নির্দেশ দেয় বাহাড়ছড়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে প্রেরনের জন্য এবং তার নির্দেশে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র থেকে আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেন আজাদ অস্ত্র সহ ঘটনাস্থলে এসে পাহাড়া দেয়, যাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউ গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় পরে থাকা মেজর (অব:) সিনহাকে সাহায্য করতে না পারে এবং কোন ভাবে যেন মেজর (অব:) সিনহার জীবন রক্ষা না পায়। ফলে দেখা যায় যে, এই ৪ জন আসামী আলোচ্য হত্যাকান্ড সংঘটনের জন্য সহায়তা করেছিল তা তাদের স্বীকারোক্তি এবং প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

ফলে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত অন্যায্য ভাবে উপরোক্ত ৭ জন আসামীকে নির্দোষ গন্যে খালাস প্রদান করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, অপরাধ অর্থ এরুপ কোন কার্য করা যা অপরাধের সংজ্ঞায় পরে অথবা এরুপ কোন কার্য থেকে বিরত থাকা যার ফলে অপরাধ সংঘটিত হয় (Act or ommission)। আলোচ্য মামলাটির ক্ষেত্রে খালাস প্রাপ্ত ৭ জন আসামী পুলিশ বাহিনীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপস্থিতি ও সম্মুখে একটি ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং এক্ষেত্রে তারা কোন বাধা প্রদান না করাও অপরাধ।

বিজ্ঞ আইনজীবী যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মৃত্যুদন্ড ও খালাসপ্রাপ্ত আসামীদের পুন:বিচারের জন্য তাদেরকে প্রদত্ত খালাসের রায় রদ করে বৈচারিক আদালতে মামলার নথি প্রেরনের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী লিয়াকত আলী এর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব এস. এম. শাহজাহান তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের শুরুতেই আলোচ্য হত্যাকান্ডটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি শুনানীকালে আরও উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য ঘটনাটি নিয়ে টেকনাফ থানার পুলিশ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে দুটি এজাহার দায়ের করে। পরবর্তীতে বর্তমান অভিযোগকারিনী (পি. ডব্লিউ-১) ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তর্কিত ফৌজদারী দরখাস্তটি (petition of complaint) দাখিল করলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তা এজাহার হিসেবে গন্য করার জন্য টেকনাফ থানায় পাঠিয়ে তা পুনরায় র‌্যাব দ্বারা তদন্তের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন যা নজির বিহীন। তিনি আরও দাবী করেন যে, বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপত্তি উথাপন কালে উহা শুনানী অন্তে নামঞ্জুর করা হলে আসামী পক্ষে রিভিশন মামলা দায়ের করা হলে শুনানী অন্তে বিজ্ঞ দায়রা জজ, কক্সবাজার রিভিশনটি নামঞ্জুর করার পরে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ উক্ত সিদ্ধানের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যায়নি, কিন্তু বেআইনী বিষয়ে এক্ষনে উপস্থাপন ও নিস্পত্তি করার কোন আইনগত বাধা নেই।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, সকল আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১২০-বি ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত সকল আসামীকে দন্ডবিধির ১২০-বি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করা হয়েছে যা আদৌ সঠিক হয়নি। এছাড়া আসামী লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১২০বি ধারার অভিযোগ আদৌ প্রমানিত হয়নি।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে মেজর (অব:) সিনহা সশস্ত্র অবস্থায় থাকায় এবং লিয়াকত আলীর সাথে তাঁর ভূল বুঝাবুঝির কারনে আসামী লিয়াকত আলী আত্নরক্ষার্থে ঘটনাস্থলে গুলি বর্ষন করায় এই অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। আলোচ্য হত্যাকান্ডে তার মোটিভ সম্পর্কে প্রসিকিউশন পক্ষে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি এবং আলোচ্য হত্যাকান্ডে আসামী লিয়াকতের কোন দুষ্টমন (mens rea) প্রমানিত হয়নি।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও দাবী করেন যে, আসামী লিয়াকত আলী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিটি আদৌ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) নয়। এই আসামীকে মোট- ১৪ দিন পুলিশ হেফাজতে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে উক্ত স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে, যা এই আসামীর উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের আবেদনে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে তিনি এই মর্মে আবেদন করেন যে, আসামী লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অভিযোগ প্রমানিত হলেও মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যেন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

অপর মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাশ এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, আসামী প্রদীপ কুমার দাশের বিরুদ্ধে নিহত মেজর (অব:) সিনহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষে কোন সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি এবং কথিত ষড়যন্ত্র আদৌ প্রমানিত হয়নি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারিনী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে তিনি শুনে এজাহার দায়ের করেছেন। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেজর (অব:) সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য আসামী লিয়াকত আলী আরও ১ (এক) রাউন্ড গুলি করে ফলে দেখা যায়, আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার পূর্বেই মেজর (অব:) সিনহা মৃত্যুবরন করেন।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও দাবী করেন যে, ঘটনার পর পর মেজর (অব:) সিনহার সংগে থাকা সাইদুল ইসলামকে (পি. ডব্লিউ-২) ঘটনাস্থলে ও বাহাড়ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তার পুরো বক্তব্য ভিডিও রেকর্ড করা হলেও বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতে উহা ভিডিও চিত্র পরীক্ষার জন্য আবেদন করা হলেও তা বিবেচনা করা হয়নি, যা এ মামলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বিজ্ঞ কৌশুলী উক্ত ভিডিও চিত্র এক্ষনে বিবেচনা করার জন্য আবেদন করেন।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, প্রসিকিউশন পক্ষের ২ নং সাক্ষী তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন যে, জুলাই মাসের (২০২০ সালের জুলাই মাস) মাঝামাঝি ওসি প্রদীপের সাথে মেজর (অব:) সিনহা সহ তাদের দেখা হয় এবং সেখানে ওসি প্রদীপ মেজর (অব:) সিনহাকে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বলে, অন্যথায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে মর্মে হুমকি দেয়, কিন্তু কোন্ তারিখ, কোন্ স্থানে হুমকি দেয়, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ নেই বিধায় এ বক্তব্য আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, আসামী প্রদীপ কুমার দাশকে মোট ১৫ দিন তদন্ত কর্মকর্তার হেফাজতে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সে কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেনি। এছাড়া অন্যান্য আসামীদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলেও তারা প্রত্যেকে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছে। ফলে উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ আদৌ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় বিধায় সহআসামীদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে আসামী প্রদীপ কুমার দাশকে যে দন্ড প্রদান করা হয়েছে তা আদৌ সঠিক ও আইনানুগ নহে এবং তিনি আসামী প্রদীপ কুমার দাশের বেকসুর খালাসের প্রার্থনা করেন।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব দুলাল মল্লিক যুক্তিতর্ক শুনানীর শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, আসামী নন্দ দুলালের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১২০বি ধারায় বর্ণিত অভিযোগ গঠন করা আদৌ সঠিক হয়নি, কারন এই আপীলকারীর বিরুদ্ধে আলোচ্য হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে কোন ভাবে জড়িত থাকার বিষয়ে প্রসিকিউশন পক্ষ কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঘটনার সময় টেকনাফ থানার বাহাড়ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে আপীলকারী কর্মরত ছিল এবং তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর নির্দেশে তার সাথে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা কিংবা হত্যাকান্ড সংঘটনের অভিপ্রায়ে আপীলকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পি. ডব্লিউ-৪ তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, ঘটনাস্থলে আহত মেজর (অব:) সিনহার কোমড় চেপে ধরে পিছ মোড়া করে তাঁর দুহাতে নন্দ দুলাল (আপীলকারী) হাতকড়া পরিয়েছিল, কিন্তু উক্ত দাবী সমর্থন করে প্রসিকিউশন পক্ষে অন্য কোন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী নন্দ দুলাল রক্ষিতকে দীর্ঘ দিন তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে রেখে নির্যাতন করে কথিত স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছে ফলে উহা সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নহে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী নন্দ দুলাল রক্ষিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে সে আদৌ জড়িত ছিল না কিংবা উক্ত হত্যাকান্ড সংঘটনে সে কোনরুপ সহায়তা করেনি, কিংবা হত্যাকান্ড সংঘটনের একই অভিপ্রায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না।

সর্বশেষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী নন্দ দুলাল রক্ষিতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ আদৌ প্রমান করাতে সক্ষম হয়নি। বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত

সঠিক ভাবে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য উপলব্দি না করে সম্পূর্ন বেআইনী ভাবে আপীলকারীকে আলোচ্য হত্যাকান্ডে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করেছেন। উক্ত দন্ড রদ ও রহিত অন্তে এই আপীলকারীকে নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাসের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন।

আপীলকারী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব সরওয়ার আহমেদ শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ ত্রুটিপূর্ন। এই আপীলকারীদ্বয় পুলিশের সর্ব নিম্ন পদের কর্মচারী অর্থাৎ পুলিশ কন্সটেবল পদধারী। ঘটনার দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসামী প্রদীপ কুমার দাশের নির্দেশে অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের সাথে আলোচ্য হত্যাকান্ডের পরে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, ঘটনাস্থলে আপীলকারীদ্বয় নিহত মেজর সিনহাকে কোনরুপ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। এজাহারে এই আপীলকারীকের নাম ছিল না। এই আপীলকারীদের কোন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেই, যদিও রুবেল শর্মাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে ১৫ দিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সম্পূর্ন ভ্রমে পতিত হয়ে আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করেছেন। তিনি এই আপীলকারীদের নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাসের প্রার্থনা করেছেন।

আপীলকারী নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন সংগে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মাহাবুব হোসেন উল্লেখ করেন যে, এজাহারে এই আপীলকারীদের নাম ছিল না। এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ ত্রুটিপূর্ন। তাদেরকে পুলিশের সোর্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলোচ্য হত্যাকান্ড সংঘটনে তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উল্লেখ করা হলেও এ সম্পর্কে প্রসিকিউশন পক্ষে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, এই আপীলকারীদের দীর্ঘদিন তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে রেখে নির্যাতন করে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে যা আদৌ

সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় এবং উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। উক্ত স্বীকারোক্তি সমূহের উপর ভিত্তি করে আপীলকারীদের দন্ড প্রদান করা সঠিক হয়নি।

তিনি আরও দাবী করেন যে, প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী মতে এই আপীলকারীগন মেজর (অব:) সিনহা ও তাঁর সঙ্গীকে ডাকাত সাব্যস্তে গন পিটুনিতে হত্যা করার পরিকল্পনায় ঘটনার দিন আপীলকারী নিজাম উদ্দিন উম্মুল কোরআন মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষনা দিলেও উক্ত ঘোষনার প্রেক্ষিতে কোন ঘটনা ঘটেনি। ফলে এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আনীত আলোচ্য হত্যাকান্ডে সহায়তা কিংবা ষড়যন্ত্র এর অভিযোগ প্রমানিত হয়নি বিধায় এই আপীলকারীগন নির্দোষ গন্যে খালাস পেতে হকদার।

এছাড়া ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/ ২০২২ এর ৫-৮ নং প্রতিপক্ষ লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মোঃ কামাল হোসেন আজাদ এর পক্ষে নিয়োজত বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব গোলাম নূর (তরুন) শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য ঘটনার ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই প্রতিপক্ষগণ বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে শামলাপুর এপিবিএন চেক পোষ্টে গিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঘটনাস্থলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাছে নিয়োজিত হয়েছিল।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও দাবী করেন যে, এই প্রতিপক্ষগন ঘটনাস্থলের আলোচ্য হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা সহায়তা কিংবা একই অভিপ্রায়ে উপস্থিত ছিল না এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পক্ষের কোন সাক্ষী কোন সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রতিপক্ষগন প্রত্যেকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা যে সকল কার্য সম্পন্ন করেছিল এবং ঘটনাস্থলে যে সমস্ত কার্য-কলাপ অবলোকন করেছিল তার পূর্নাঙ্গ বিবরন তারা দিয়েছে। এই প্রতিপক্ষগনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামী শ্রেনিভুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল না করে বরং তাদেরকে প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষী মান্য করা উচিৎ ছিল।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রতিপক্ষগন সম্পূর্ন নির্দোষ এবং তারা আলোচ্য হত্যাকান্ডে কোন ষরযন্ত্র, পরিকল্পনা, সহায়তা কিংবা একই অভিপ্রায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত এই প্রতিপক্ষ গন কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিসমূহ সহ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে অত্যন্ত সঠিক ও আইনানুগভাবে তাদেরকে নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ কৌশুলী এই প্রতিপক্ষগন বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেন।

২-৪ নং প্রতিপক্ষ শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে নিয়োজত বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, এই প্রতিপক্ষদের নাম এজাহারে ছিল না। ঘটনার পূর্ব থেকে তারা ঘটনাস্থলের রাস্তায় চলাচলরত গাড়ী তল্লাশী সহ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা কালে মেজর (অব:) সিনহার গাড়ীটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁর পরিচয় জেনে তাঁকে স্যালুট দিয়ে গাড়িটিকে চলে যাওয়ার জন্য এই প্রতিপক্ষগন ইশারা করেন।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে এই প্রতিপক্ষগন আদৌ জড়িত নয়। আলোচ্য হত্যাকান্ডের বিষয়ে তাদের কোন দুষ্টমন (mens-rea) ছিল না। তারা মেজর (অব:) সিনহার হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, সহায়তা কিংবা একই অভিপ্রায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। ঘটনার সময় তারা সরকারী দায়িত্ব পালন করছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রতিপক্ষগন মধ্যে শাহজাহান আলী ও রাজিব মেজর (অব:) সিনহার পরিচয় জেনে তাঁকে সম্মান জানিয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সংকেত দেয়। এই প্রতিপক্ষগণ তাদের স্বীকারোক্তিতেও একই ভাবে তা উল্লেখ করেছে।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরও উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য, এই প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তিসমূহ সহ ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে অত্যন্ত সঠিক ও আইনানুগ ভাবে এই প্রতিপক্ষদের নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত

সিদ্ধান্ত বহাল রেখে এই প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি খারিজের প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ, রিভিশনকারী পক্ষ, আপীলকারী পক্ষ ও খালাসপ্রাপ্ত আসামীদের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের উথাপিত আলোচিত বক্তব্যসহ আলোচ্য ডেথ রেফারেন্স, অভিযোগকারিনী পক্ষে দাখিলকৃত ফৌজদারী রিভিশন, দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের পক্ষে দাখিলকৃত জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীল সমূহের বিষয়ে সঠিক ও আইনানুগ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার জন্য মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানাদি সহ সামগ্রিক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার- বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

এই মামলার ডিসিস্ট সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বোন এজাহারকারিনী শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস পি. ডব্লিউ-১ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে,তিনি এই মামলার বাদী ও সংবাদদাতা। নিহত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান তার একমাত্র ছোট ভাই। ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, সময় রাত আনুমানিক রাত ৯.২৫ ঘটিকা। ঘটনাস্থল টেকনাফ থানাধীন মেরিনড্রাইভ রোডের শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট। আসামীদের নাম ১। লিয়াকত আলী, ২। প্রদীপ কুমার দাশ, ৩। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৪। ছাফানুল করিম, ৫। কামাল হোসেন, ৬। আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৭। লিটন মিয়া, ৮। টুটুল, ৯। মোস্তফা, ১০। নুরুল আমিন, ১১। আয়াছ উদ্দিন প্র: আয়াছ, ১২। নিজাম উদ্দিন, ১৩। শাহজাহান, ১৪। রাজিব, ১৫। রুবেল শর্মা, ১৬। সাগর দেব সহ আরও একজন আছে। তার (পি. ডব্লিউ-১) ভাই মেজর (অব:) সিনহা ৫১ তম বিএমএ লং কোর্স সফলতার সাথে শেষ করে ২২/১২/২০০৪ খ্রি: তারিখ সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে কমিশন প্রাপ্ত হন। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে আইভরিকোস্টে তিনি গমন করে সেখানে কর্মরত থাকাকালে মেজর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে একান্ত ব্যক্তিগত কারনে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর

গ্রহন করেন। অবসর গ্রহনের পর তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক , ভ্রমন ও পর্যটন বিষয়ে নানা প্রকার কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ এবং ভিডিও চিত্র ধারনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে আসছিলেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য তিনি ''জাস্ট গো'' নামক একটি ইউটিউব চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছিলেন। এরই ধারাবাহিকাতায় গত ০৩/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ মেজর সিনহা তাঁর সহকর্মী সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) এবং আরো দুইজন সহকর্মী সহ কক্সবাজারে গমন করেন। গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ মেজর সিনহা তাঁর সহকর্মী সাহেদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) সহ টেকনাফ থানার মেরিনড্রাইভ রোডস্থ শামলাপুরে ৭ নং ওয়ার্ডের রাস্তা সংলগ্ন মারিশবুনিয়া গ্রামের মুইন্না পাহাড়ে গমন করেন। এই সময় তার পরণে ছিল কম্বাট গেঞ্জি, কম্বাট ট্রাউজার ও ডেজার্ট বুট। মুলত; ভিডিও ডকুমেন্টারি করার জন্যই তিনি এই পোষাক পরিহিত ছিলেন। ওই পাহাড়ে তাঁরা বিকাল ৪.০০ ঘটিকা থেকে অবস্থান করছিলেন। দিনের ভিডিও ধারন শেষ করে সান্ধ্যকালীন ভিডিও ধারণ করার জন্য তিনি সহকর্মী সিফাত সহ সেখানে আনুমানিক রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অবস্থান করেন। এর পর রাত আনুমানিক ৮.২৫ ঘটিকায় তাঁরা সিলভার কালারের প্রাইভেট কার যার নং ঢাকা মেট্রো-গ-২৮-০৯৭৯ চালিয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থল নিলীমা রিসোর্টে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁরা যখন শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে পৌঁছেন রাত তখন আনুমানিক ৯.২৫ ঘটিকা। তখন এপিবিএন এর দুইজন দায়িত্বরত সদস্য তাঁদের গাড়ীটি থামিয়ে গাড়ীর বামদিক থেকে গাড়ীতে থাকা লোকদের পরিচয় জানতে চাইলে তাঁর ভাই তখন তাঁর পরিচয় প্রদান করেন। পরিচয় পাওয়ার পর তারা তাঁকে সেলুট দিয়ে এবং হাতের ইশারায় গাড়ীটি চলে যেতে বলে। এই সময় গাড়ীর পিছনে থাকা আসামী লিয়াকত আলী দ্রুত গাড়ীর সামনে চলে আসে এবং বাম দিক থেকে আবারও গাড়ীতে থাকা যাত্রীদের পরিচয় জানতে চায়। তার ভাই তখন আবার নিজেকে

মেজর (অব:) সিনহা বলে পরিচয় প্রদান করেন। পরিচয় পেয়ে লিয়াকত তার ডান হাতে অস্ত্র ধরে এবং বাম হাত দিয়ে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। তখন আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত আরও তিনটি ড্রাম ফেলে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। এই পর্যায়ে লিয়াকত আলী অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে করতে গাড়ীতে থাকা যাত্রীদের বের হয়ে আসতে বলে। প্রথমে তার ভাইয়ের সাথে থাকা সহকর্মী সিফাত গাড়ীর যাত্রী সিট অর্থ্যাৎ বামদিক থেকে দরজা খুলে হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। তখন লিয়াকত এপিবিএন এর সদস্যদের সিফাতকে শক্ত করে ধরে রাখার নির্দেশ দিলে তারা সিফাতকে শক্ত করে ধরে রাখে। তখনও লিয়াকত তার অশ্রাব্য গালাগাল অব্যাহত রাখে এবং মেজর সিনহাকে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বলে। তখন তিনি হাত উঁচু করে ড্রাইভিং সিট থেকে আত্নসমর্পনের ভঙ্গিতে গাড়ী থেকে বের হয়ে বার বার বলতে থাকেন ‘‘কাম ডাউন, শান্ত হউন, আমার পরিচয় নিন’’, একথা বলতে বলতে তিনি আত্নসমর্পনের ভঙ্গিতে গাড়ীর সামনে হেডলাইটের কাছে এসে দাঁড়ান। এরপর লিয়াকত কোন কথা না শুনেই ‘‘শুট শুট’’ বলে মেজর সিনহার শরীরের উর্ধ্বাংশে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়ে মারে। দুটি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি হাত উঁচু অবস্থায় হাটু গেড়ে রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে যান। এরপর লিয়াকত, নন্দ দুলালকে তার ভাই এবং সিফাতকে হাতকড়া পড়িয়ে দিতে বলে। নন্দ দুলাল তখন তার হাতে থাকা হাতকড়া দিয়ে তার ভাইয়ের হাত পিছন দিকে টেনে নিয়ে লাগিয়ে দেয়। এরপর তাদের কাছে আর কোন হাতকড়া না থাকায় একজন আসামী গিয়ে স্থানীয় লামার বাজার থেকে রশি এনে সিফাতকে শক্ত করে হাতদুটি বেঁধে ফেলে। এরপর লিয়াকত একটি ফোন করে বলতে থাকে ‘‘টার্গেট ফেলে দিয়েছি তোরা তাড়াতাড়ি আয়’’। এরপর সে আর একটি ফোন করে বলে, ‘‘স্যার একটাকে ডাউন করেছি, আরেকটাকে ধরে ফেলেছি’’। এরপর লিয়াকত আহত অবস্থায় পড়ে থাকা তার ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেলে লিয়াকতের কাছে তিনি পানি এবং শ্বাস চাইলে লিয়াকত অশ্রাব্য ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করে তাঁর কোমড়ে লাথি মারে এবং তাঁর মাথা পা দিয়ে স্বজোরে চেপে

ধরে। এরপর একটি গাড়ী আসে এবং তা থেকে পুলিশের কয়েকজন সদস্য নেমে আসলে লিয়াকত তাদেরকে নির্দেশ দেয় আশে পাশের লোকজনকে ভয় দেখাতে, যাতে তারা তার ভাইকে সাহায্য করতে না পারে, কোন রকম ভিডিও করতে না পারে এবং কোন ছবি তুলতে না পারে। লিয়াকতের নির্দেশে তারা অস্ত্র উঁচিয়ে ঘটনাস্থলে থাকা আশেপাশের লোকজনকে ভয় দেখায়। এরপর লিয়াকত আসামীদের কয়েকজনকে তার ভাইয়ের গাড়ী চেক করতে বললে তারা গাড়ী চেক করে একটি ক্যামেরা, কালো রংয়ের খাপ এর ভিতরে থাকা একটি পিস্তল এবং কিছু কাগজপত্র পায়। তখন তারা গাড়ীতে কোন মাদক পায়নি। এরপর মেরিনড্রাইভের দক্ষিণ দিক থেকে একটি নোহা এবং আর একটি পুলিশের টহলগাড়ী ঘটনাস্থলে আসে। নোহা গাড়ী থেকে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ লাফ দিয়ে নেমে লিয়াকত ও নন্দ দুলালের কাছে এসে তাদের কানে কানে কি যেন কথা বলে। অন্য পুলিশের টহল গাড়ী থেকে আরও ৮/১০ জন পুলিশ সদস্য সিভিল পোষাকে বের হয়ে আসে। এরপর প্রদীপ কাকে যেন ফোন করে। তারপর প্রদীপ আহত অবস্থায় পড়ে থাকা তার ভাইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। এরপর সে তাঁকে পা দিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার ভাই (মেজর (অব:) সিনহা) প্রদীপের কাছে পানি ও শ্বাস চাইতে থাকলে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে তাঁকে স্বজোরে বাম পাজরে কয়েকটি লাথি মারে। প্রদীপ এমন জোরে লাথি মারে তাতে প্রত্যক্ষদর্শিদের মনে হয়েছিল তাঁর বাম পাজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। এরপর সে জুতা দিয়ে স্বজোরে তার ভাইয়ের বাম দিকের গলায় চাপ দেয়, তখন তার ভাই নড়াচড়া করছিল এবং থরথর করে কাঁপছিল। এরপর কাঁপতে কাঁপতে যখন তিনি নিথর হয়ে গেলেন, তখন প্রদীপ তার ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করে তার পা সরিয়ে নেয়। এরপর প্রদীপ তার ভাইয়ের গাড়ী চেক করতে বলে এবং বলে ''এই রুবেল, এই সাগর গাড়ী থেকে ইয়াবা এবং গাঁজা বের করে নিয়ে আয়''। তার নির্দেশ পেয়ে আসামী রুবেল ও সাগর প্রথমে নোহা গাড়ীর কাছে গিয়ে নোহা গাড়ীতে ঢুকে সেখান থেকে বের হয়ে এসে তার ভাইয়ের গাড়ীর কাছে যায় এবং

বলতে থাকে গাড়ীতে ইয়াবা ও গাঁজা পেয়েছে। এরপর প্রদীপ সিফাতকে মেরে হাড্ডিগুড্ডি ভেঙ্গে দিতে বললে কয়েকজন আসামী সিফাতকে টিনসেডের ভিতর নিয়ে যায়। এরপর আসামী প্রদীপ তার ভাইয়ের মৃতদেহকে পিকআপে করে নিয়ে যেতে বললে নন্দ দুলাল তার মৃত ভাইয়ের চার হাত পা ধরে বস্তা ছুঁড়ে ফেলার মত মৃতদেহটি পিকআপে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এরপর পিকআপটি আনুমানিক রাত ১২.০০ ঘটিকায় তাঁর মৃতদেহটি নিয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পৌছালে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষনা করেন। তিনি এবং তার পরিবার বিভিন্ন মাধ্যমে তার ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদটি পরেরদিন পহেলা আগষ্ট জানতে পারেন। এরপর ২ আগষ্ট তার ভাইয়ের মৃতদেহ কক্সবাজার থেকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আনা হয়। অত:পর তারা বনানী সামরিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করেন। দাফন কাফন শেষ করে কিছুটা শোক কাটিয়ে তিনি গত ০৪ আগষ্ট ২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাথে কথা বলে ঘটনার বিবরন জানতে পারেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে এও জানতে পারেন যে, , আসামীগন শুধুমাত্র নৃশংশ হত্যাকান্ড ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্ত তারা তার ভাইয়ের সাথে থাকা সহকর্মী সিফাতের নামে দুটি মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করেছে, যার একটি ছিল মাদক মামলা এবং অপরটি ছিল সরকারী কাজে বাধা ও হত্যা মামলা। আসামীগন তাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে শলাপরামর্শ করে এবং যোগসাজসে এই মিথ্যা মামলাগুলো দায়ের করে তার ভাইয়ের হত্যাকান্ডের ঘটনাকে আড়াল করে সর্ম্পূন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে এবং তার ভাইয়ের মান হানিরও চেষ্টা করে। ১নং আসামী লিয়াকত আলী, ২ নং আসামী প্রদীপ কুমার দাশের প্ররোচনায় ও ফোনে নির্দেশিত হয়ে তার ভাইকে গুরুত্বর আহত করে এবং পরবর্তীতে ২ নং আসামী ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে এসে তার আহত ভাইয়ের মৃত্যু ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করে। অন্যান্য আসামীগনও তাদেরকে এই হত্যাকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে এবং হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করে। তার একমাত্র

ছোট ভাই মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান ছিলেন একজন অনন্য সাধারন ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান এবং আদর্শ একজন মানুষ। তিনি তাঁর মাকে সবসময় বলতেন, মা তিনি শুধু তাঁর সন্তান নন, তিনি দেশমাত্রিকার সন্তান। দেশকে তিনি মায়ের মত ভালোবাসতেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১) ৪ আগষ্ট ২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সাক্ষী ও আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করে পরের দিন ৫ আগষ্ট ২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-৩, টেকনাফ কোর্টে হাজির হয়ে ফৌজদারী দরখাস্ত দায়ের করেন। এই সাক্ষী উক্ত ফৌজদারী দরখাস্ত এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-১ ও ১/১ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জবানবন্দি গ্রহন করেন। তিনি বিজ্ঞ আদালতকে মামলাটি র‌্যাব দ্বারা তদন্তের আবেদন জানান। তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি গ্রহন করেন। আসামীরা সবাই কাঠগড়ায় আছে। তার ভাইয়ের সাথে থাকা গাড়ী সহ মালামাল মামলার তদন্তকালে তার (পি. ডব্লিউ-১) জিম্মায় প্রদান করা হলে তিনি গাড়ী সহ মালামাল গ্রহন করে জিম্মানামায় সই করেন। এই সাক্ষী উক্ত জিম্মানামা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২ ও ২/১ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস. আই শাহজাহান আলী, কং মোঃ রাজিব হোসেন, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: , তিনি ৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজারে এসে সাক্ষীদের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ জানতে পারেন। তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বিজ্ঞ ম্যাজিসেস্ট্রট কোর্টে ফৌজদারী দরখাস্ত দায়ের করেন, ঐ দরখাস্তে আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ও মোঃ নিজাম

উদ্দিন এর নাম নাই, তদন্তে তাদের নাম এসেছে। তার দরখাস্ত (ফৌজদারী দরখাস্ত) টেকনাফ থানায় এফআইআর হিসেবে রেকর্ড হয়।

আসামী এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এস আই নন্দ দুলাল ঘটনাস্থল এপিবিএন চেকপোষ্টে ড্রাম ফেলে বেরিকেড দেয় এমন কথা এজাহারে নাই, তদন্তের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন।

আসামী কং সাগর দেব ও রুবেল শর্মা এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি বিভিন্ন সূত্র, সাক্ষী, সংবাদ মাধ্যমে ঘটনা জানতে পেরেছেন। তার ফৌজদারী দরখাস্তে আসামী সাগর দেব এবং রুবেল শর্মার নাম নাই, তদন্তে তাদের নাম এসেছে। তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তার সাথে তার অনেক বার কথা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তের অগ্রগতি তাকে জানিয়েছেন।

আসামী সাফানুল করিম এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন কং সাফানুল করিম বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কর্মরত ছিল।

কন্সষ্টেবল কামাল হোসেনের পক্ষে কন্সটেবল সাফানুল করিমের জেরা গ্রহন করা হয়।

আসামী কং মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে তিনি যাননি। সিএনজি করে ০৪ জন লোক ও প্রদীপ সহ মোট ৮/১০ লোক ঘটনাস্থলে আসে, তা তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শুনেছেন।

আসামী লিটন মিয়ার পক্ষে আসামী সাফানুল করিমের পক্ষের জেরা গ্রহন করা হয়।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১) বলেন যে, তিনি ফৌজদারী দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, সাক্ষীদের সাথে পরামর্শ করে ঘটনার পূর্বাপর জেনে মামলা দায়ের করেন। এজাহারের ৬ নং দফায় আছে যে, হত্যা করার পরবর্তীতে

আসামী প্রদীপ নিহতের শরীরের ও মুখের বিভিন্ন জায়গায় তার পরিহিত জুতা দিয়ে পদাঘাত করে মৃত দেহের মুখ বিকৃত করার চেষ্টা করে।

আসামী লিয়াকতের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার ভাই মেজর সিনহা রামু সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। তার ভাইয়ের (মেজর অব: সিনহা) লাইসেন্সকৃত পিস্তল ছিল। এজাহার দায়েরের আগে ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সিফাতের (পি. ডব্লিউ-২) সাথে তার দেখা হয়। ঐ দিন শামলাপুরে ১৫/২০ জনের সাথে তার কথা হয়। সময়টা ছিল মাগরিবের পূববর্তী আসরের সময়। তিনি ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ঢাকা থেকে কক্সবাজারে আসেন।

মাদক, মানব পাচার, ডাকাতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সমাজ বিরোধী ও স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী মহলের কুপ্ররোচনায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে কিংবা এজাহারে বর্ণিত ঘটনা অসত্য এবং আসামীদের হয়রানি করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মর্মে আসামী পক্ষে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-২ সাহেদুল ইসলাম ওরফে সিফাত তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, সময় রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল টেকনাফ থানাধীন শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট। আসামীদের নাম-১। লিয়াকত আলী, ২। নন্দ দুলাল, ৩। লিটন, ৪। সাফানুল, ৫। মামুন, ৬। কামাল, ৭। প্রদীপ, ৮। সাগর, ৯। রুবেল, ১০। শাহজাহান, ১১। রাজিব, ১২। মাহমুদ, ১৩। নুরুল আমিন, ১৪। আয়াছ ও ১৫। নিজাম। আসামী ১৫ জন কাঠগড়ায় আছে। গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি তার বন্ধু ও সহকর্মী শিপ্রা দেবনাথ, রুপ্তি এবং মেজর সিনহা সহ তারা মোট ০৪ জন ঢাকা থেকে কক্সবাজার এর উদ্দেশ্যে মেজর সিনহার গাড়ীতে করে যাত্রা শুরু করেন। ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ দিবাগত রাত ১২.৩০ ঘটিকার সময় তারা কক্সবাজার এসে শহরের কলাতলীতে ওয়াল্ড বীচ রির্সোট নামক হোটেলে উঠেন এবং ৬/৭ জুলাই তারা নিলীমা রিসোর্টে গিয়ে উঠেন। তাদের

পূর্ব পরিকল্পনা মতে কক্সবাজার শহর এবং টেকনাফ ও রামু এলাকার বিভিন্ন স্থানে তারা ভিডিও তৈরির কাজ শুরু করেন। পাহাড়, জঙ্গল ও সী বিচ এলাকায় তারা ভিডিও এবং স্থির চিত্র ধারণ করতে থাকেন। তাদের উক্তরুপ কাজের সময় স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের যোগাযোগ হলে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ ও পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত মানুষকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে মামলা দিচ্ছে, হাজতে পাঠাচ্ছে, অত্যাচার করছে, মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। এই সব বক্তব্য শুনার পর তারা সিদ্ধান্ত নেন, এই নিয়ে তারা ভিডিও বানাবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে জানানো এবং জনগনকে সচেতন করা। তারা নির্যাতিত অনেক লোকের ভিতর থেকে কিছু লোকের বক্তব্য রেকর্ড করেন। ইতোমধ্যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেরিন ড্রাইভ রোডে আসামী লিয়াকত ও প্রদীপের সাথে তিনি (পি. ডব্লিউ-২), মেজর সিনহা ও শিপ্রা দেবনাথ এর সাথে দেখা হলে ঐ সময় মেজর সিনহা ওসি প্রদীপ এর পূর্ব পরিচিত হিসেবে লোকজনের অভিযোগের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে ওসি প্রদীপ তখন মেজর সিনহার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করে। ওসি প্রদীপ বলে, সে অনেক সাংবাদিককে পিটিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। ওসি প্রদীপ আরও বলে ‘‘আপনি এই এলাকা থেকে চলে যান, নয়তো আপনাকে ধ্বংস করে দেবো’’ সে কোন মেজর টেজরকে পাত্তা দেয় না। এরপর তারা নিলীমা রিসোর্টে ফেরত আসেন। মেজর সিনহা বলেন, এইসবে ভয় পেয়ে লাভ নেই, কিছু হবে না এবং তারা তাদের কাজ করতে থাকেন। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ বিকাল আনুমানিক ৩/৪ টায় তিনি এবং মেজর (অব:) সিনহা নিলীমা রিসোর্ট থেকে বের হয়ে মারিশবুনিয়া এলাকায় যান। তারা মারিশবুনিয়ায় এক জায়গায় গাড়ী পার্ক করে মুইন্না পাহাড়ের দিকে রওনা হন। সেখানে মসজিদের একজন ইমামের সাথে মেজর সিনহার সালাম বিনিময় হয়। ওখানে একটি ছোট ছেলে তাদেরকে মুইন্না পাহাড়ের রাস্তা দেখিয়ে দিলে তিনি এবং মেজর সিনহা মুইন্না পাহাড়ে উঠে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মত ছবি তোলেন ও ভিডিও চিত্র ধারন করেন। তাদের এই

কাজ করতে করতে রাত ৮ টা কি ৮.৩০ টা বেজে যায়। তারা পাহাড় থেকে নামার পর ৩ জন লোক তাদের দিকে লাইট মারলে মেজর সিনহা তাদের বলেন, ‘‘লাইট নামান কিছু কথা থাকলে কাছে আসেন’’। ঐ ৩ জন লোক কাছে আসে নাই, তারা নিজেরা কথা বলতে বলতে চলে যায়। তারাও পায়ে হেটে মেরিন ড্রাইভ রোড পর্যন্ত যান। পথিমধ্যে কিছু লোকের সাথে তাদের দেখা হয় এবং মেরিন ড্রাইভ রোডে তাদের গাড়ী পার্কিং এর জায়গায় গিয়ে মেজর সিনহা তাঁর স্বভাবসূলভ কয়েকটি বুকডান দেন। এরপর তিনি ও মেজর সিনহা গাড়ীতে উঠেন। মেজর (অব:) সিনহা ড্রাইভিং সিটে ছিলেন এবং তিনি উনার বাম পাশের সীটে বসেন। মেজর সিনহা তাঁর লাইসেন্সকৃত পিস্তল কভার সহ তাদের দুই সীটের মাঝখানের বক্সে রেখে নিলীমা রিসোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। রাত আনুমানিক ৯.১০ ঘটিকায় তারা বিজিবি চেকপোষ্টে পৌছে মেজর সিনহা গাড়ী থামিয়ে তাঁর পরিচয় দেন এবং সামনের দিকে এগোতে থাকেন। আনুমানিক রাত ৯.৩০ টার দিকে তাদের গাড়ী শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে পৌছে। তাদের গাড়ীর ডান দিকে ১ জন এবং বামদিকে ২ জন এপিবিএন সদস্য ডিউটিতে ছিল। বাম দিকের ২ জনের একজন কং রাজিব হাতের ইশারায় তাদের গাড়ী থামাতে বল্লে তিনি তার বাম পাশের গাড়ীর গ্লাস নিচে নামান এবং কং রাজিব গাড়ীর কাছে এসে ঝুকে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তখন মেজর (অব:) সিনহা তাঁর পরিচয় দেন এবং এপিবিএন সদস্যদের কুশলাদি জানতে চান। কং রাজিব এবং এস আই শাহজাহান স্যালুট দিয়ে তাদেরকে যাওয়ার জন্য ইশারা করলে ঐ মূহুর্তে ইন্সপেক্টর লিয়াকত ‘‘থামাও থামাও’’ বলে দৌড়ে এসে গাড়ীর বাম পাশে তার কাছে এসে তাদের পরিচয় জানতে চান। তখন মেজর সিনহা পুনরায় নিজেকে মেজর অব: সিনহা বলে পরিচয় দেন। মেজর সিনহার পরিচয় পেয়ে লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে তাঁর গাড়ীর সামনে বাম হাতে রাস্তায় বেরিকেডে টান দেয় এবং ডান হাতের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করে। আসামী নন্দ দুলাল ড্রাম দিয়ে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। আসামী লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করে

এবং তাদের দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বলে। তিনি গাড়ীর বাম দিক থেকে দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নামা মাত্রই আসামী লিয়াকতের নির্দেশে কং রাজিব ও এস আই শাহজাহান তার দুই হাত শক্ত করে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে। আসামী লিয়াকত মেজর সিনহাকে গালিগালাজ করতে থাকে। মেজর সিনহা গাড়ীতে বসেই ''কাম ডাউন, কাম ডাউন'' বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নেমে বলতে থাকেন, ''বাবা তুমি শান্ত হও, বাবা তুমি আমার পরিচয় নাও'' বলতে বলতে তিনি গাড়ীর হেড লাইট বরাবর সামনে এগিয়ে যান। মেজর সিনহা গাড়ীর হেড লাইটের পাশে আত্নসমর্পনের ভঙ্গিতে হাটু ভেঙ্গে দুই হাত উঁচু করে দাড়ান। তখন আসামী লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে মেজর সিনহার দিকে দুই রাউন্ড গুলি করে। মেজর সিনহা দুই হাত উঁচু অবস্থায় সামনের দিকে ঝুকে পড়েন। এরপর আসামী লিয়াকত সামনের দিকে দু এক কদম এগিয়ে এসে মেজর সিনহাকে আরও দুই রাউন্ড গুলি করলে মেজর সিনহা উপুড় হয়ে রাস্তায় উপর পড়ে যান। তখন মেজর সিনহার মুখ ছিল পশ্চিম দিকে অথার্ৎ তার দিকে, মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে, হাত সামনের দিকে। আসামী লিয়াকত আসামী নন্দ দুলালকে মেজর সিনহার হাতে হাতকড়া পড়ানোর নির্দেশ দিলে নন্দ দুলাল মেজর সিনহার হাত পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাপ পড়ায়। আসামী লিয়াকত এপিবিএন সদস্যদের তার (পি. ডব্লিউ-২) হাতে হাতকড়া পড়াতে নির্দেশ দেয়। এপিবিএন এর সদস্যদের কাছে হাতকড়া না থাকায় লিয়াকত তাদেরকে গালি দেয়। আসামী লিয়াকতের নির্দেশে গাড়ীর ডান দিকে থাকা এপিবিএন সদস্য মাহামুদ পাশের বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসে। মাহামুদ রশি আনার পর এপিবিএন এর তিনজন এবং নন্দদুলাল এই ৪ জন মিলে তার (পি. ডব্লিউ-২) দুই হাত পিছমোড়া করে রঁশি দিয়ে বেঁধে ঐ জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে। এরপর আসামী লিয়াকত বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকে। আসামী লিয়াকত ফোন করে বলে, ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। আবার ফোন করে বলে, ''স্যার একটাকে ডাউন করেছি, আরেকটাকে

ধরেছি''। আসামী লিয়াকত মেজর সিনহার কাছে গেলে মেজর সিনহা তার কাছে পানি ও শ্বাস চায়। আসামী লিয়াকত তখন বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে গুলি করেছি শ্বাস দেওয়ার জন্য, পানি দেওয়ার জন্য''। লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে মেজর সিনহার মাজায় ২ টি লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। কিছুক্ষণ পর রাস্তার পূর্বদিক থেকে ৪ জন পুলিশ সিভিল পোষাকে বড় অস্ত্র হাতে ঘটনাস্থলে আসে, পরে তাদের নাম জানতে পারেন তারা হলো লিটন, সাফানুর, কামাল ও মামুন। আসামী লিয়াকত এই ৪ জনকে নির্দেশ দেয় তারা যেন অস্ত্র উচিয়ে লোকজনকে ভয় দেখায়, আশেপাশের লোকজন যেন কাছে আসতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে না পারে। লিয়াকতের কথামত এই ৪ জন আশেপাশের লোকজনকে ভয় দেখায়। আসামী লিয়াকত আসামী সাফানুর ও মামুনকে মেজর সিনহার গাড়ী চেক করতে বললে আসামী ছাফানুর ও মামুন গাড়ী চেক করে লিয়াকতকে বলে, গাড়ীতে চামড়ার খাপের ভিতরে একটি পিস্তল , ১ টি ক্যামেরা, কিছু কাগজপত্র এবং কাগজপত্রের ভিতর মেজর সিনহার গলফ ক্লাবের ১ টি কার্ডও পাওয়া গেছে। লিয়াকত মামুনকে ১ টি গাড়ী নিয়ে আসতে বললে মামুন ১ টি মিনি ট্রাক নিয়ে আসে এবং লিয়াকতের নির্দেশে উক্ত মিনি ট্রাক চেকপোষ্টের সামনে রাখে। কিছুক্ষণ পর টেকনাফের দিক থেকে ১ টি নোহা গাড়ী ও ১ টি পুলিশের টহল গাড়ী ঘটনাস্থলে আসে। নোহা গাড়ী থেকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ সহ ৫/৭ জন লোক নামে এবং পুলিশের টহল গাড়ী থেকেও ৫/৭ জন নামে। ওসি প্রদীপ দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে মিনি ট্রাকের আড়ালে লিয়াকত এবং নন্দ দুলাল এর সাথে কিছু কথা বলে। এরপর ওসি প্রদীপ মেজর সিনহার কাছে এসে দম্ভ করে বলে ''অনেক টার্গেট করে তোকে মেরেছি''। ওসি প্রদীপ পা দিয়ে মেজর সিনহার শরীরে নাড়া দেয়। মেজর সিনহা তখন ওসি প্রদীপের কাছে পানি ও শ্বাস চায়। প্রদীপ বলে, ''কুত্তার বাচ্চা, তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য''? ওসি প্রদীপ মেজর সিনহার বুকের বাম দিকে বুট জুতা দিয়ে জোরে কয়েকটি লাথি মারে এবং গলায় বাম দিকে পা দিয়ে চেপে ধরে। তখন

মেজর সিনহার শরীর কাঁপতে থাকে এবং কাঁপতে কাঁপতে এক পর্যায়ে মেজর সিনহার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন ওসি প্রদীপ বলে ''এই রুবেল, এই সাগর গাড়ী থেকে গাঁজা, ইয়াবা নিয়ে আয়''। ওসি প্রদীপের কথা শুনে রুবেল ও সাগর দৌড়ে নোহা গাড়ীতে গিয়ে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এসে মেজর সিনহার গাড়ীর কাছে এসে বলে, ''স্যার গাঁজা পেয়েছি, ইয়াবা পেয়েছি''। প্রদীপ তখন সাগর ও রুবেলকে বলে তাকে (পি. ডব্লিউ-২) সেডের ভিতরে নিয়ে মেরে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে। সাগর ও রুবেল গিয়ে তাকে সেডের ভিতর নিয়ে মারধর করে, তার মুখে ভেজা গামছা দিয়ে বেঁধে পানি ঢালে। ওসি প্রদীপ তাকে বলে, ''তোদেরকে বলেছিলাম এই এলাকা থেকে চলে যা, নইলে তোদেরকে ধ্বংস করে দেব। তোরা যাসনি, এখন ধ্বংস করে দিয়েছি, এখানে বসে কিসের ভিডিও বানাচ্ছিস, তোদের ভিডিও ফুটেজ গুলো কোথায় রাখা আছে''? তিনি (পি. ডব্লিউ-২) উত্তরে বলেন, নিলীমা রিসোর্টে আছে। ওসি প্রদীপ ও তার টিম তার হাতের দড়ি খুলে হ্যান্ডকাপ পড়ায় এবং পুলিশের পেট্রোল গাড়ীতে করে ঘটনাস্থল থেকে তাকে বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রে নিয়া যায়। তদন্ত কেন্দ্রে যাওয়ার পর সেখানে তিনি (পি. ডব্লিউ-২) আসামী নুরুল আমিন, আয়াছ ও নিজামকে দেখেন। এই তিনজন ওসি প্রদীপকে বলে, এরা মুইন্না পাহাড় থেকে নেমেছিল, লাইট মেরে তারা তাদেরকে (পি. ডব্লিউ-২ ও মেজর অব: সিনহা) সনাক্ত করেছিল। মধ্যরাতে তাকে বাহাড়ছড়া তদন্ত কেন্দ্র থেকে টেকনাফ থানায় নেয়। পরের দিন বিকাল আনুমানিক ৩/৪ টার দিকে তাকে কক্সবাজার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনা হয়। সেখান থেকে তাকে আদালতে নেওয়া হয়। তাকে আদালতে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর শিপ্রাকেও আদালত নেওয়া হয়। কক্সবাজার কারাগারে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, তার নামে ২ টি মামলা করা হয়েছে। ১ টি মাদক মামলা, অপরটি পুলিশের কাজে বাধা প্রদান ও খুনের অভিযোগ। ঐ মামলায় পরবর্তীতে র‌্যাব তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করে এবং তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। টেকনাফ থানার জি. আর-৬৯৫/ ২০২০ ও জি. আর-৬৯৬/ ২০২০

মামলাদ্বয়ের ফাইনাল রিপোর্ট ও অব্যাহতি দানের আদেশের জাবেদা নকল দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-৩ ও ৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস, আই শাহজাহান আলী, কং রাজিব হোসেন ও কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মেজর সিনহা ঢাকায় উত্তরায় থাকতেন, তিনি বয়সে বড় ছিলেন, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে গিয়ে তাঁর সাথে পরিচয় হয়। তিনি (পি. ডব্লিউ-২) সিনেমার চিত্র নাট্য লেখার চেষ্টা করছেন। ভিডিও টেকনোলজির উপর তার (পি. ডব্লিউ-২) পড়াশোনা আছে। বাদী (পি. ডব্লিউ-১) তাকে বিশ্বাস করেন। তিনি তাকে (পি. ডব্লিউ-১) ঘটনার বিষয়ে কিছু কিছু বলেছেন, তখন পুরো ঘটনা বলার মতো তার অবস্থা ছিল না। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকায় ঘটনাটি হয়।হিমছড়ি নিলীমা রিসোর্টে তিনি (পি. ডব্লিউ-২), মেজর সিনহা ও রুপ্তি একই রুমে ছিলেন, সাক্ষী শিপ্রা কত নম্বর রুমে থাকতো রুম নম্বর জানা নাই।

আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, গত ২৫/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা তাকে বিস্তারিত শুনে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। উক্ত জবানবন্দিতে আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের নাম বলেছেন কিনা স্মরন নাই। ১৫/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন তাতে এই তিন জনের নাম তিনি বলেননি। তবে মুইনা পাহাড় থেকে নামার সময় তিনজন লোক তাদের দিকে টর্চ মেরেছিল তা বলেছেন, পরে তাদেরকে তদন্ত কেন্দ্রে সনাক্ত করেন। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ মুইন্না পাহাড়ে যাওয়ার আগে আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনকে তিনি চিনতেন না।

আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার ০৩/৪ দিন পর জেল হাজতে বাদীর সাথে তার (পি. ডব্লিউ-২) যোগাযোগ হয়। জেল থেকে বের হওয়ার

পর তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। আসামী এস আই নন্দ দুলালের সাথে তার (পি. ডব্লিউ-২) পূ্র্ব পরিচয় ছিল না। ঘটনা চলমান থাকা অবস্থায় পুলিশের পোষাক পড়া লোক এসেছে। ঘটনার সময়কাল প্রায় ১ ঘন্টা।

আসামী সাফানুল করিম ও কামাল হোসেন এর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তাকে জেলে পাঠানো হয় এবং ১০/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ তিনি জামিনে বের হয়ে ২৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ র‍্যাব-১৫ এর কার্যালয়ে জবানবন্দি দেন।

আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকার সময় এপিবিএন চেকপোষ্টে তাদের গাড়ী থামানো হয়। চেকপোষ্টে মেজর সিনহা আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যান। তখন সেখানে দুই জন পুলিশ ও তিন জন এপিবিএন সদস্য ছিল। তখন সেখানে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। এপিবিএন চেকপোষ্টে তাদের (পি. ডব্লিউ-২) পরিচয় জানার পর ২/১ মিনিটের মধ্যে তাদেরকে গাড়ী থেকে নামানো হয় এবং গাড়ী থেকে নামার ৩০ সেকেন্ড এর কম সময়ের মধ্যে মেজর সিনহা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। গাড়ী থেকে নামার পর তার (পি. ডব্লিউ-২) চোখ মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়নি। গাড়ী থেকে নামার পর ঘটনাস্থলে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং আনুমানিক ৪০/৫০ মিনিট পর তাকে (পি. ডব্লিউ-২) চেকপোষ্টে ঢোকানো হয়। চেকপোষ্টে তাকে ১০/১৫ মিনিট রাখার পর বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে নেয়া হয়। মেজর সিনহাকে যখন গাড়ীতে তোলা হয় তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-২) চেকপোষ্টের ভিতরে থাকায় কে বা কারা তাঁকে গাড়ীতে তোলে তা তিনি দেখেননি।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ১৫/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি ও সাক্ষী শিপ্রা দেবনাথ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় জবানবন্দি দেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-২) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, এপিবিএন চেকপোষ্টে মেজর সিনহার নামটি শোনার সাথে সাথে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা

ব্যক্তি (যার নাম পরে জেনেছেন আই সি লিয়াকত) কথাটি আছে। এক পর্যায়ে মেজর সিনহা গাড়ী থেকে নেমে বাবা তুমি শান্ত হও, বাবা তুমি আমার পরিচয় নাও, এই কথা হয়তো তার জবানবন্দিতে বলেননি। লিয়াকত সামনের দিকে দুই এক কদম এগিয়ে এসে মেজর সিনহাকে আরো দুই রাউন্ড গুলি করে হুবুহু এই কথা আই ও ও ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেননি, তবে দুই রাউন্ড উল্লেখ না করলেও আবারো গুলি করে এই কথা বলেছেন।

আসামী কামাল হোসেনের পক্ষের জেরা আসামী লিটন মিয়ার পক্ষে গ্রহন করা হয়।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১১.০০ টার পর বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনার বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তিনি তাদের নাম বলতে পারবেন না। তার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার জবানবন্দি হুবহু একি রকম এমনকি দাড়ি, কমা সেমিকোলন সহ মিল আছে কিনা বলতে পারবেন না। তবে তিনি উভয় জায়গায় ঘটনার একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন। ওয়ান্ড ব্রিজ রিসোর্টে ৮০০ স্কয়ার ফুটের বড়ো একটি শুটে তিনটি রুমে তারা ০৪ জন ছিলেন।

আসামী রুবেল শর্মা ও সাগর দেবের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনি ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়ের করেন, এর আগে বাদীনির সাথে তার (পি. ডব্লিউ-২) দেখা হলে ঘটনার বিষয়ে তার অল্প কিছু কথা হয়। আরজিতে আসামী রুবেল শর্মা ও সাগর দেবের নাম আছে কিনা তার জানা নেই। ঘটনাস্থল এপিবিএন চেকপোষ্টে তাদের গাড়ী যখন থামানো হয় সেখানে আসামী রুবেল শর্মা ও সাগর দেব উপস্থিত ছিল না এবং তারা তার (পি. ডব্লিউ-২) পূর্ব পরিচিত নয়।

নিলীমা রিসোর্টের যে কক্ষে মেজর সিনহা ছিলেন সেই কক্ষ থেকে সেক্স ইন্সটুমেন্ট, বিদেশী মদের বোতল ইত্যাদি উদ্ধার হওয়ার ভিডিও চিত্র আছে কিংবা তাদের গাড়ী থেকে মাদক উদ্ধার ও নিলীমা রিসোর্ট থেকে বিভিন্ন আলামত উদ্ধার সংক্রান্ত মামলা সমূহ সত্য

বের হয়ে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাদের (পি. ডব্লিউ-২) মামলা র‍্যাব দিয়ে তদন্ত করিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট হাসিলের ব্যবস্থা করেছেন কিংবা আসামী প্রদীপ ও লিয়াকত এলাকার প্রভাবশালী মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ট ভূমিকার কারনে এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও চোরকারবারীদের প্ররোচনায় বাদীর দায়েরী মিথ্যা মামলায় অসত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন কিংবা আসামী লিয়াকত মেজর সিনহাকে গুলি করা ও প্রদীপ কুমার কর্তৃক মেজর সিনহার শরীরে আঘাত করার উক্তি সমূহ অসত্য কিংবা আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও নিজাম উদ্দিন, এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত কং রুবেল কং সাগর সহ সকল আসামীগণ কথিত ঘটনার সহিত আদৌ জড়িত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশান সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৩ মোহাম্মদ আলী @ মোঃ আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, সময় রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকা। তিনি লামার বাজারে চা দোকানে চা খাচ্ছিলেন। আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকার দিকে তিনি প্রস্রাব করার জন্য লামার বাজার মসজিদের প্রস্রাব খানায় যান এবং প্রস্রাব করার পর পশ্চিম মুখি হয়ে ঢিলা ধরেন, তখন দেখেন শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টের দক্ষিণে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বটগাছের নীচে আই সি লিয়াকত দাঁড়িয়ে আছে। সিভিল ড্রেসে হাতাকাটা জ্যাকেট পরিহিত তার হাতে অস্ত্র ছিল। এপিবিএন চেকপোষ্টে রাস্তার পশ্চিম পাশে চেকপোষ্টের সামনে আসামী শাহজাহান, রাজিব ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ রাস্তার পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজিব এবং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের কাঁধে অস্ত্র ছিল। এই ৩ জন এপিবিএন চেকপোষ্টে ডিউটিতে ছিল। আসামী নন্দ দুলালকে সিভিল ড্রেসে এপিবিএন চেকপোষ্টের উত্তরে রাস্তার পশ্চিম পাশে ড্রামের নিকট তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তখন দক্ষিণ দিক থেকে ১ টি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার আসে এবং আসামী রাজিব এর হাতের ইশারায় প্রাইভেট কারটি চেকপোষ্টের সামনে এসে দাঁড়ায়। এপিবিএন এর রাজিব মাথা নিচু করে প্রাইভেট কারের

বাম পাশে বসা লোককে কি যেন জিজ্ঞাসা করে এরপর আসামী রাজিব হাত উঁচু করে স্যালুট দেয়। এপিবিএন এর শাহজাহানও স্যালুট দেয়। এপিবিএন এর রাজিব গাড়ীটিকে চলে যেতে সংকেত দিলে এবং গাড়ীটি চলে যেতে চাইলে আই. সি লিয়াকত বটগাছের ওখান থেকে এসে ''থাম্ থাম্'' বলে গাড়ীর বাম পার্শ্বে এসে মাথা নিচু করে কি যেন জিজ্ঞেস করে। আই সি লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে গিয়ে ডান হাতে পিস্তল তাক করে বাম হাতে বেরিকেডে টান দেয়। সাথে সাথে নন্দ দুলালও ড্রাম এনে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। আইসি লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে বসা লোকদেরকে গালাগালি করতে থাকে। আইসি লিয়াকত ''কুত্তার বাচ্চা শুয়ারের বাচ্চা'' বলে দুই হাত উঁচু করে তাদেরকে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বলে। গাড়ীর বাম পাশে বসা লোকটি দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। বের হয়ে আসা লোকটা লম্বা চুল ওয়ালা ছিল। আইসি লিয়াকত রাজিব এবং শাহজাহানকে বলে ''লোকটাকে শক্ত করে ধরে রাখ''। শাহজাহান লোকটাকে ডান হাতে ধরে আর রাজিব লোকটাকে বাম হাতে শক্ত করে ধরে ঐ জায়গায় দাঁড় করে রাখে। আইসি লিয়াকত গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিকে গালিগালাজ করে বলে, ''কুত্তার বাচ্চা, শুয়ারের বাচ্চা দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আয়''। তখন ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসে। সেনাবাহিনীর মত পোষাক পড়া একটি লোক দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে এসে দুই কদম এগিয়ে গাড়ীর হেড লাইটের পাশে একটু নিচের দিকে ঝুকে বলতে থাকে, ''বাবা আমার পরিচয় নাও, আমার কথা শোন''। আইসি লিয়াকত কোন কথা না শুনেই ২ রাউন্ড গুলি করলে গুলি লোকটির গায়ে লাগে। তখন লোকটি রাস্তার উপরে উত্তর দক্ষিণ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়, মাথা ছিল উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে, মুখ পশ্চিম দিকে, হাত সামনের দিকে ছিল। আইসি লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বলে। তখন নন্দ দুলাল লোকটিকে দুই হাত পিছন দিকে নিয়ে হ্যান্ডকাপ লাগায়। আই সি লিয়াকত এপিবিএন এর শাহজাহান ও রাজিবকে ধরে রাখা লোকটিকে হ্যান্ডকাপ

লাগাতে বললে এপিবিএন এর শাহজাহান বলে হান্ডকাপ নাই। তখন আই সি লিয়াকত বলে ''শালার পুতেরা কিসের ডিউটি কর, হ্যান্ডকাপ নাই''। আই সি লিয়াকত এপিবিএন এর শাহজাহান ও রাজিবকে বলে রশি দিয়ে লোকটিকে বাঁধ। এপিবিএন এ রশি না থাকায় আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ দৌড়ে লামার বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসে। এরপর আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রাজিব, ও নন্দ দুলাল ৪ জন মিলে ধরে রাখা লোকটিকে দুই হাত পিছনে নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে দাড় করিয়ে রাখে। আই সি লিয়াকত মোবাইল করে বলে, ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। আই সি লিয়াকত আবার মোবাইল করে বলে, ''স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেক জনকে ধরে ফেলেছি''। আইসি লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটির কাছে গেলে লোকটি কি যেন তাকে বলে, তখন আই সি লিয়াকত বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি''। আই সি লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে কোমড়ের বাম পাশে লাথি মারে, মাথার বাম পাশে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথার বাম পাশে চেপে ধরে। তখন তিনি দেখেন লামার বাজারের দিক থেকে সিভিল ড্রেসে ৪ জন লোক হাতে অস্ত্র নিয়ে আসে। এই ৪ জন হল লিটন, কামাল, সাফানুর ও ক্যাশিয়ার মামুন। আইসি লিয়াকত তখন নির্দেশ দেয়, ''তোমরা পাহাড়া দাও, যেন লোকজন আহত ব্যক্তির কাছে আসতে না পারে, পানি দিতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে''। আই সি লিয়াকত আসামী মামুনকে একটি গাড়ী নিয়ে আসতে বললে এবং ঐ সময় একটি ছারপোকা গাড়ী লামার বাজারের দিকে নামতে থাকলে মামুন ডাক দিয়ে ছারপোকা গাড়ীটিকে থামায় এবং আই সি লিয়াকতের কথামত মামুন গাড়ীটিকে চেকপোষ্টের সামনে নিয়ে আসে। আই সি লিয়াকত আসামী মামুন ও সাফানুরকে প্রাইভেট কারটিকে তল্লাশী করতে বললে আসামী মামুন ও সাফানুর প্রাইভেট কারটি তল্লাশী করে গাড়ীর ভিতর থেকে ১ টি ক্যামেরা, ১ টি কাভার সহ অস্ত্র, কিছু কাগজপত্র পেয়েছে বলে উপরের দিকে তুলে দেখায়। সেই সময় দক্ষিণ দিক থেকে হুইসেল বাজিয়ে দুইটি

গাড়ী আসে। ব্রিজের কাছাকাছি আসলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) দেখতে পান ১ টি নোহা গাড়ী, তার পিছনে ছিল পুলিশের পিকআপ। ওসি প্রদীপ সিভিল ড্রেসে কয়েকজন পুলিশ সহ দ্রুত নোহা গাড়ী থেকে নেমে চেকপোষ্টের সামনে এসে আই সি লিয়াকত ও নন্দ দুলাল এর সাথে ছারপোকা গাড়ীর পাশে গিয়ে কি যেন বলে। ওসি প্রদীপ এর কাছে মোবাইলে কল আসলে সে ''স্যার স্যার'' বলতে থাকে। ওসি প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির পাশে গেলে গুলি খাওয়া লোকটি তাকে কি যেন বলে। ওসি প্রদীপ তখন বলে, ''অনেক দিন টার্গেট করে আজকে শেষ করতে পেরেছি, কুত্তার বাচ্চা তোকে পানি দেওয়ার জন্য মেরেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য মেরেছি''। ওসি প্রদীপ পায়ের বুট জুতা দিয়ে গুলি খাওয়া লোকটিকে বুকের বাম পাশে জোরে জোরে দুইটি লাথি মারে এবং ডান পা দিয়ে লোকটির বাম পাশের ঘাড়ে জোরে চেপে ধরে, তখন গুলি খাওয়া লোকটির দেহ নড়াচড়া করে কাঁপতেছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) দেখেন লোকটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর ওসি প্রদীপ তার পা সরিয়ে নেয়। ওসি প্রদীপ বলে, ''এই রুবেল, এই সাগর গাড়ী থেকে গাঁজা, ইয়াবা বের করে নিয়ে আয়''। রুবেল ও সাগর টেকনাফ থেকে আসা নোহা গাড়ীতে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এসে প্রাইভেট কার এর পাশে আসে। তারা বলে, গাঁজা পেয়েছি, ইয়াবা পেয়েছি এবং উঁচু করে তা দেখায়। প্রদীপ সাগর ও রুবেলকে বলে, ''চুল লম্বা লোকটিকে চেকপোষ্টের ভিতরে ঢুকাও, হাত পা ভেঙ্গে দাও, মুখে গামছা বেঁধে পানি ঢাল''। রুবেল ও সাগর লম্বা চুল ওয়ালা লোকটিকে বেশি মারধর করে। লোকটি তখন চিৎকার করছিল। লোকটির মুখে গামছা বেঁধে পানি ঢালতে থাকে। ওসি প্রদীপ লোকটিকে বলে ''তোদের কক্সবাজার থেকে চলে যেতে বলছিলাম। তোদেরকে বলছিলাম মানুষের ঘরে ঘরে যাবি না, ক্রসফায়ারের বিষয়ে ভিডিও করবি না, লোকজনকে মারধরের ভিডিও করবি না, তোদেরকে বলছিলাম, ধ্বংস করে দেব, আজ একজনকে মেরেছি, তোকেও মেরে ফেলব, তোরা আমার কথা শুনছ নাই, এখন কি করবি''। ওসি প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির লাশ

গাড়ীতে তুলতে বললে তখন নন্দ দুলাল গিয়ে লোকটির হ্যান্ডকাপ খুলে দেয়। শামলাপুর পুলিশ ফাড়ির আসামী লিটন, কামাল, মামুন, সাফানুর গুলি খাওয়া লোকটির ২ হাত ও ২ পা ধরে গাড়ীতে বস্তা তোলার মত ছারপোকা গাড়ীতে ছুড়ে মারে এবং ওসি প্রদীপ ছারপোকা গাড়ীটিকে কক্সবাজার চলে যেতে বলে। তখন লিটন সহ কয়েকজন ছারপোকা গাড়ীতে উঠে কক্সবাজারের দিকে চলে যায়। লম্বা চুল ওয়ালা লোকটিকে পুলিশের গাড়ীতে তুলে ওসি প্রদীপ সহ অন্যরা শামলাপুর ফাঁড়ির দিকে চলে যায়। লম্বা চুল ওয়ালা লোকটির নাম পরে তিনি জানতে পারেন, তার নাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২)। গুলি খাওয়া লোকটির নাম পরে তিনি জানতে পারেন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা। চাঁদের আলো, চেকপোষ্টের লাইটপোষ্ট ও গাড়ীর হেডলাইটের আলোতে তিনি সমস্ত ঘটনা দেখেন। তাদের এলাকার আরও কয়েকজন ঘটনাটি দেখেছে। আসামী প্রদীপ, রুবেল, সাগর, আয়াজ, নুরুল আমিন, নেজাম, শাহজাহান, রাজিব, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, লিয়াকত, নন্দ দুলাল, লিটন, কামাল, সাফানুর, মামুন কোর্টের কাঠগড়ায় আছে। মামলার তদন্দকালে তদন্ত কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার জবানবন্দি নেয়। তিনি ঘটনার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ৯ টি দস্তখত সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী- ৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস, আই শাহজাহান আলী, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, কং রাজিব হোসেন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লামা বাজার থেকে এপিবিএন চেকপোষ্টের দূরত্ব ২০/২৫ হাত হবে। তার (পি. ডব্লিউ-৩) প্রস্রাব খানা থেকে চেকপোষ্টের দূরত্ব ১০/১২ হাত হবে। ঐ প্রস্রাব খানায় তিনি প্রায় দেড় ঘন্টা ছিলেন। ঘটনার সময় এস, আই শাহজাহান আলী ও রাজিব হোসেন গাড়ীকে স্যালুট দিয়ে চলে যেতে সংকেত দেয়। এপিবিএন এর তিন আসামীকে তার ভদ্র ও অনুগত মনে হয়েছে।

আসামী সাফানুল করিম, লিটন মিয়া, কামাল হোসেনও আব্দুল্লাহ আল মামুনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনা ঈদের আগের দিন, ঐ সময় তিনি লামা বাজারে চা দোকানে গিয়েছিলেন। এপিবিএন চেকপোষ্টে তিন জন লোক ডিউটি করে। এই আসামীদেরকে তিনি আগে থেকে চিনেন। ঘটনার সময় আসামীরা সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। অনুমান ৯.৩০ ঘটিকায় ঘটনার শুরু, এক দেড় ঘন্টা ঘটনাটি হয়। ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে সিভিল ড্রেসে ০৪ জন লামার বাজারের দিক থেকে মেরিন ড্রাইভে উঠে। ঐ চারজনকে তিনি ঘটনার আগেও দেখেছেন।

আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থলের পূর্বদিকে ছিলেন, প্রাইভেট কারের মুখ ছিল উত্তর মূখী। তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) শামলাপুর তদন্ত কেন্দ্রে কোন দিন যাননি। ঘটনার পরে ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ঘটনাস্থলে বাদীনিকে (পি. ডব্লিউ-১) তিনি প্রথম দেখেন। আসর নামাজের পরে ঘটনাস্থলে একজন মহিলা কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে মহিলার সাথে কথা বলেন। তিনি সহ আরো লোক ঐ মহিলাকে (পি. ডব্লিউ-১) ঘটনার বিষয়ে জানান

আসামী লিয়াকত এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার ঐ প্রস্রাব খানার পাশে কোমর পর্যন্ত টিন আছে উপরে টিন নেই। তার ভাড়া ঘর মেরিন ড্রাইভের পূর্বদিকে। আর্মি ড্রেস পড়া লোকটি গাড়ী থেকে বের হয়ে দুই হাত তোলা অবস্থায় এবং একটু হাটু ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়িয়ে কি যেন বলছিল, এমন কথা তার ১৬১ ও ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে বলেছেন।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, গুলি হওয়ার আনুমানিক ১০/১৫ মিনিট পর ওসি প্রদীপ সাধারন ড্রেসে ঘটনাস্থলে আসে।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার শুরুতে ঘটনাস্থলে ১০/১২ জন লোক ছিল।

আসামী লিয়াকত মেজর সিনহাকে গুলি করেনি কিংবা আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মেজর সিনহার শরীরে কোন আঘাত করেনি কিংবা আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশান সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৪ মোঃ কামাল হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকায় শামলাপুর লামার বাজারে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হন। রাস্তার পাশে একটি দোকানে কিছুক্ষণ বসে তিনি পান সিগারেট খান। এরপর লামার বাজারে যাওয়ার জন্য তিনি সিএনজি নিয়ে রওনা করেন। তিনি টেকনাফের দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন। শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট এর ৫০০/৬০০ গজ আগে দক্ষিণে থাকতে একটি সিলভার রংয়ের প্রাইভেট কার তার সিএনজিকে ওভারটেক করে এপিবিএন চেকপোষ্টের দিকে যাচ্ছিল। তার আগে থাকা প্রাইভেট কারটি এপিবিএন চেকপোষ্টে আসলে কন্সটেবল রাজিব সংকেত দিয়ে কারটি থামায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) পিছনে পিছনে ছিলেন এবং প্রাইভেট কারটির ২/৩ হাত পিছনে তিনি থামেন। তখন আই সি লিয়াকত চেকপোষ্টের দক্ষিণ পাশে বট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কার সাথে যেন কথা বলছিল। এপিবিএন চেকপোষ্টের রাজিব একটু নিচু হয়ে প্রাইভেট কারের বাম পাশের দরজার কাছে গিয়ে কি যেন কথা বলে। গাড়ীর লোকের সাথে কথা বলা শেষ হলে রাজিব স্যালুট দেয়, সাথে সাথে পাশে থাকা শাহজাহান আলীও স্যালুট দেয়। রাজিব গাড়ীটাকে চলে যাওয়ার জন্য হাতের ইশারায় সংকেত দিলে তখন বট গাছের নীচ থেকে আই সি লিয়াকত ''থাম, থাম'' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়ীর বাম পাশে নিচু হয়ে কি যেন কথা বলে। আই সি লিয়াকত কথা বলা অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করে গাড়ীর সামনে দৌড়ে এসে বাম হাতে ব্যারিকেডে টান দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয় এবং ডান হাতে একটি পিস্তল গাড়ীর দিকে তাক করে। আসামী নন্দ দুলালও ড্রাম দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। আই সি

লিয়াকত ''কুত্তার বাচ্চা শুয়ারের বাচ্চা'' বলে গালিগালাজ করতে করতে হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নেমে আসতে বলে। তখন গাড়ীর বাম পাশের দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে এক ব্যক্তি নেমে আসে, লোকটা লম্বা চুলওয়ালা ছিল। লিয়াকত, শাহজাহান ও রাজিবকে আদেশ দেয় লোকটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে। শাহজাহান লোকটিকে ডান হাতে ধরে, রাজিব লোকটিকে বাম হাতে ধরে ঐ জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে। লিয়াকত উত্তেজিত অবস্থায় গালিগালাজ করতে করতে গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিকে হাত উঁচু করে নেমে আসতে বলে। তখন গাড়ীর ড্রাইভিং সিট থেকে একজন লোক দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। গাড়ী থেকে বের হওয়া লোকটি সেনাবাহিনীর মত পোষাক পরা ছিল। লোকটি বলে ''কাম ডাউন, বাবা শান্ত হউন, আমার পরিচয় নেন'' বলতে বলতে লোকটি গাড়ীর হেড লাইটের সামনের দিকে যায়। লোকটি দুই হাত উঁচু করে একটু নিচু অবস্থায় ছিল। লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে ২ রাউন্ড গুলি করে। লোকটি ২ রাউন্ড গুলি খাওয়ার পর হাত উঁচু করে হাটু গেড়ে হাটুতে ভর দিয়ে আরো নিচু হয়ে বসে পড়ে। লিয়াকত দুই এক পা সামনে এগিয়ে এসে আরো ২ রাউন্ড গুলি করে, গুলি খাওয়া লোকটি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। গুলি খাওয়া লোকটির পা ছিল দক্ষিণ দিকে, মাথা ছিল উত্তর দিকে, মুখ পশ্চিম মুখি, ২ হাত সামনের দিকে। লিয়াকত ফোন করে কাকে যেন বলে ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। একটু পর লিয়াকত ফোন করে বলে ''একজনকে ডাউন করেছি, আরেক জনকে ধরে ফেলেছি স্যার''। লিয়াকত এই কথা বলতে বলতে গুলি খাওয়া লোকটির কাছে গেলে গুলি খাওয়া লোকটি বলে, ''আমাকে পানি দাও, নিশ্বাস দাও''। লিয়াকত বলে, ''তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি'' এবং লোকটিকে পাছায় দুই একটা লাথি মারে ও পা দিয়ে তাঁর মাথা চেপে ধরে, তখন রাস্তার পূর্ব দিক থেকে একটি সিএনজি এসে থামে। লিয়াকত নন্দ দুলালকে গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরাতে বললে তখন নন্দ দুলাল লোকটির কোমড়ে হাটু দিয়ে দুই হাত ধরে

পিছনে এনে হ্যান্ডকাপ লাগায়। তখন লিয়াকত চুল ওয়ালা লোকটাকেও হ্যান্ডকাপ পরাতে বলে। শাহজাহান বলে, ''স্যার আমাদের কাছে হ্যান্ডকাপ নাই''। তখন লিয়াকত বলে, ''বালের ডিউটি করছ, হ্যান্ডকাপ নাই কেন, রশি দিয়ে বাঁধ''। এপিবিএন সদস্য আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ দৌড়ে লামার বাজার গিয়ে একটি রশি নিয়ে আসে। তারপর রাজিব, শাহজাহান, নন্দ দুলাল, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এই ৪ জন মিলে লম্বা চুলের লোকটিকে রশি দিয়ে বেঁধে ঐখানে দাঁড় করিয়ে রাখে। ঐ সময় লামার বাজারের দিক থেকে একটি সিএনজি এসে মাছের বাজারের আড়তের পাশে দাঁড়ায়। অস্ত্রধারী ৪ জন লোক সিভিল ড্রেসে দ্রুত এসে ঘটনাস্থলের দিকে যায়। ঐ ৪ জন হলো মামুন, সাফানুর, কামাল ও লিটন। লিয়াকত ঐ ৪ জনকে আদেশ দেয় কেউ যেন গুলি খাওয়া লোকটিকে পানি দিতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, ছবি তুলতে না পারে, কেউ যেন কাছে আসতে না পারে। এই ৪ জন লিয়াকতের কথামত ডিউটি করতে থাকে। লিয়াকত মামুনকে একটি গাড়ী নিয়ে আসতে আদেশ দেয়। কিছুক্ষণ পর একটি টাটা মিনি পিকআপ আসে। মিনি পিকআপটি লামার বাজারের রাস্তার দিকে নামতে চাইলে মামুন গিয়ে পিকআপটিকে থামায় এবং গাড়ীটি ব্যাক করে ব্রিজের উত্তরে পশ্চিম পাশে পিকআপটি থামে। লিয়াকত ক্যাশিয়ার মামুন ও সাফনুরকে গুলি খাওয়া লোকটির প্রাইভেট কার চেক করতে বললে তারা চেক করে বলে, ''স্যার পেয়েছি পেয়েছি''। লিয়াকত বলে কি পেয়েছে? তখন তারা কালো রংয়ের কভারের ভিতর ১ টি পিস্তল, কিছু কাগজপত্র ও আরেকটি ক্যামেরা হাতে তুলে দেখায়। ঐ সময় টেকনাফের দিক থেকে ২ টি গাড়ী হুইসেল দিয়ে এসে ব্রিজের উপর হার্ড ব্রেক দিয়ে থামে। ২টি গাড়ীর সামনেরটি নোহা গাড়ী, আরেকটি পুলিশের পিকআপ। নোহা গাড়ী থেকে ওসি প্রদীপ সহ ৪/ ৫ জন নামে। প্রদীপ দ্রুত মিনি পিকআপের সামনে গিয়ে লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে কি যেন কথা বলে। কথা বলা শেষ হলে প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির কাছে গিয়ে বলে, ''বহু দিনের টার্গেট, আজকে শেষ করতে পারছি'' এরপর পা দিয়ে গুলি খাওয়া

লোকটিকে নাড়াচাড়া করে দেখে। গুলি খাওয়া লোকটি প্রদীপের কাছে শ্বাস ও পানি চাইলে প্রদীপ বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য, শ্বাস দেওয়ার জন্য মারছি''। প্রদীপ উত্তেজিত অবস্থায় গুলি খাওয়া লোকটির বাম পাশের পাজরে জোরে জোরে ২ টি লাথি মারে এবং পা দিয়ে বাম পাশের গলায় চেপে ধরে। গুলি খাওয়া লোকটির তখন হাত পা নড়তেছিল। এর কিছুক্ষণ পর গুলি খাওয়া লোকটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রদীপ পা সরিয়ে নেয়। প্রদীপ, সাগর ও রুবেলকে লম্বা চুল ওয়ালা লোকটিকে মুখ বেঁধে ফেলতে এবং হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে বলে। সাগর ও রুবেল গিয়ে লোকটিকে বেঁধে চেকপোষ্টের ভিতরে নিয়ে মারধর করে এবং মুখে পানি ঢালে। প্রদীপ রুবেল ও সাগরকে গাড়ী থেকে ইয়াবা ও গাঁজা বের করতে বললে তখন রুবেল ও সাগর দ্রুত নোহা গাড়ীতে গিয়ে আবার প্রাইভেট কারের পাশে আসে এবং তারা বলে, ''স্যার ইয়াবা ও গাঁজা পেয়েছি''। প্রদীপ চেকপোষ্টের ভিতরে গিয়ে চুল ওয়ালা লোকটিকে বলে, ''তোরা কিসের ভিডিও করিস, ক্রস ফায়ারের কি ভিডিও বানাইছস, তোদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম কক্সবাজার থেকে চলে যেতে, না গেলে ধ্বংস করে দেব বলছিলাম, তোরা যাস নাই, সেই কারনে আজ একজনকে শেষ করেছি, তোকেও শেষ করে দেব, তোকে কে বাঁচাবে, তোদেরকে আগে বলেছিলাম, আমার কথা শুনছ নাই''। প্রদীপ চেকপোষ্ট থেকে বের হয়ে আসে এবং লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে কথা বলে। এরপর আদেশ দেয়, লাশ মিনি পিকআপে তোলার জন্য। তখন নন্দ দুলাল দ্রুত গিয়ে গুলি খাওয়া লোকটির হ্যান্ডকাপ খুলে দেয়। সাফানুর, মামুন, কামাল ও লিটন এই ৪ জন গুলি খাওয়া লোকটির হাত পা ধরে ঝুলিয়ে চাউলের বস্তা তোলার মত করে পিকআপটিতে ছুড়ে মারে। এরপর পিকআপে ৪/৫ জন উঠে কক্সবাজারের দিকে রওনা দেয়। চুল ওয়ালা লোকটিকে পুলিশের ভ্যানগাড়ীতে তুলে লিয়াকত ও প্রদীপ সহ পূর্ব দিকে পুলিশ ফাড়ির দিকে নিয়ে যায়। এই পুরা ঘটনা তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) খুব কাছ থেকে নিজ চোখে দেখেছেন। এরপর তিনি সিএনজি নিয়ে লামার বাজারে চলে যান এবং লামার বাজারে

সিএনজি রেখে তিনি বাড়ী চলে যান। পরের দিন কোরবানীর ঈদ। ঈদের নামাজ পড়ে তিনি লামার বাজারে গিয়ে লোকজনের কাছে শুনেন, গত রাতে এপিবিএন চেকপোষ্টে যে লোকটাকে মারা হয়েছে তিনি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন মেজর, তিনি খুব ভালো লোক, উনার নাম সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান। মামলার তদন্তকালে তিনি তদন্ত কর্মকর্তাকে একই রকম কথা বলেছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকটও তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে তার সই আছে। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী- ৭ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস আই শাহজাহান আলী, কং রাজিব ও কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন আনুমানিক রাত ৯.১৫ ঘটিকায় তার (পি. ডব্লিউ-৪) নিজস্ব সিএনজি যোগে বাড়ি থেকে বের হয়ে লামার বাজারে এসে মাছের আড়তে সিএনজি রেখে তার বাড়ির পাশের দোকান থেকে পান সিগারেট নেন। সিলভার কালারের প্রাইভেট কারের পিছনে তার সিএনজি গাড়ীটি ছিল। রাস্তায় সৌর বিদ্যুতের লাইট ছিল। ঐ প্রাইভেট কারের দুই/ আড়াই হাত পিছনে তার (পি. ডব্লিউ-৪) সিএনজি গাড়ীটি ছিল। কং রাজিব যখন প্রাইভেট কারটি থামায় তখন তার সিএনজি গাড়ীটি ঐ প্রাইভেট কারের পিছনে ছিল। তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) সিএনজি গাড়ী থেকে নেমে সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। এপিপিবএন এর রাজিব (আসামী) মাথা নিচু করে প্রাইভেট কারের যাত্রীকে কি যেন জিজ্ঞেস করে। এরপর রাজিব ও অপর দুই সদস্য প্রাইভেট কারকে স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখায়, মেজর সিনহাকে তারা স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখায়, তারা কোন খারাপ আচরণ করেনি

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মো নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তিনি আসামী মোঃ নুরুল আমিন , মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম ও কামালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, সময় রাত অনুমান ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনার দিন তিনি বাড়ি থেকে লামা বাজারের দিকে এপিবিএন চেকপোষ্টের দিকে আসছিলেন। এপিবিএন চেকপোষ্টে সিলভার কালারের প্রাইভেট কারটির পেছনে তার সিএনজি গাড়ীটি ছিল। তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব আনুমানিক ৭/৮ হাত হবে। এপিবিএন এর চেকপোষ্টের সদস্যদের সাথে আগে থেকে তার জানাশোনা ছিল না। তিনি ঘটনা দেখেছেন। আব্দুল হামিদ (পি. ডব্লিউ-৭), হাফেজ আমিন (পি. ডব্লিউ-৫) সহ আরো কয়েকজন ঐ জায়গায় ছিল। পুলিশ ঐ জায়গা থেকে কাউকে তাড়ায় নি। তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) যখন ঘটনাস্থলে পৌছেন তখন সেখানে এপিবিএন এর তিন জন এবং পুলিশের লিয়াকত ও নন্দ দুলাল ছিল। ঘটনাস্থলে পৌছার ৭/৮ মিনিট পর ঘটনা ঘটে। গুলি করার আনুমানিক ১০/১৫ মিনিট পর বাকি ঘটনা শুরু হয়। গুলি হওয়ার ২/৪ মিনিট পর আসামী লিটন, সাফানুর, কামাল ও মামুন ঘটনাস্থলে আসে। এই চারজন ঘটনাস্থলে কাউকে মারধোর করেনি, তারা অস্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিল।

আসামী নন্দ দুলাল এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, টেকনাফ থানায় ও শামলাপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে তার (পি. ডব্লিউ-৪) যাওয়া আসা নাই। ঘটনার পরে ০৪ তারিখ মামলার বাদীনির (পি. ডব্লিউ-১) সাথে তার দেখা হয়। ০৪ তারিখ ঘটনাস্থলে একজন মহিলাকে কাঁদতে দেখে তিনি সেখানে গিয়ে ঐ মহিলার (পি. ডব্লিউ-১) সাথে কথা বলেন।

আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আনুমানিক ৬/৭ বছর সিএনজি গাড়ী চালান, তবে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

আসামী লিয়াকত এর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সিএনজি ড্রাইভারদের সমিতি আছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া ড্রাইভার সমিতির সদস্য হওয়া যায় না। পুলিশকে

টাকা দিলে লাইসেন্স ছাড়াও গাড়ী চালানো যায়। পুলিশকে টাকা দিয়ে লাইসেন্স ছাড়া তিনি গাড়ী চালান।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মাকে ঘটনার আগে তিনি দেখেন নাই।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার (পি. ডব্লিউ-৪) বিরুদ্ধে টেকনাফ থানার হত্যা মামলা নং ৬৮(৫) ২০১৭ জি. আর ৪৫৬/ ২০০৭, ধারা ৩০২/ ২০১/ ৩৪ ছিল। ঐ মামলা এলাকায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং তাকে চার্জশীট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকার সময় শামলাপুর লামার বাজার যাওয়ার জন্য তার বাড়ি থেকে বের হওয়া কিংবা মেজর সিনহার সিলভার কালারের গাড়ীর পিছনে তার থাকা কিংবা ঘটনাস্থল এপিবিএন চেকপোষ্টে উক্ত সিলভার কালারের গাড়ীটি থামিয়ে অন্যান্য আসামীদের সহযোগিতায় আসামী লিয়াকত মেজর সিনহাকে গুলি করা কিংবা এসআই নন্দ দুলাল আহত মেজর সিনহার হাতে হাতকড়া পড়ানো কিংবা ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে এসে আহত মেজর সিনহার বুকে বুট জুতা দিয়ে বার বার আঘাত করা ও তার গলা জুতা দিয়ে চেপে ধরে মৃত্যু নিশ্চিত করা কিংবা অপরাপর আসামীরা আসামী লিয়াকত ও প্রদীপ কুমারকে উক্ত হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে ষড়যন্ত্র, সহায়তা করা এবং একই উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিত থাকা মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন সমুহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৫ হাফেজ মোঃ আমিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি শামলাপুর বাইতুল নূর জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন। ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ রাতে এশা নামাজের পর তিনি শামলাপুর বাইতুল নূর জামে মসজিদের ছাদে উঠেন। ঐ সময় তার সাথে হেফজখানার ১০/১২ জন ছাত্র ছাদে উঠে। শামলাপুর কেন্দ্রিয় জামে মসজিদের

মাইকে কোরবানীন ঈদের জামাত কয়টায় হবে সেই এলান শুনার জন্য তারা বাইতুল নূর জামে মসজিদের ছাদে উঠেন। তারা আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকার দিকে শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে বেরিকেড টানার শব্দ শুনেন। এপিবিএন চেকপোষ্টের দিকে তাকালে তিনি চেকপোষ্টে সিলভার কালারের একটি প্রাইভেট কার দেখেন। প্রাইভেট কারটি থামলে প্রাইভেট কারের আলোতে তিনি দেখতে পান, তার পূর্ব পরিচিত ইন্সপেক্টর লিয়াকত প্রাইভেট কারের দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্সপেক্টর লিয়াকত এর পশ্চিম পাশে অন্য আরেকজনকে ব্যারিকেড দিতে দেখেন। ঐ লোকটার পরিচয় পরে তিনি জানতে পারেন, উনি তাদের শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির নন্দ দুলাল। প্রাইভেট কারের পশ্চিম পাশে এপিবিএন এর ২ জন সদস্যকে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, তাদের ১ জন শাহজাহান আলী ও অপরজন রাজিব হোসেন। প্রাইভেট কারের পূর্ব পাশে এপিবিএন এর একজন সদস্যকে তিনি দেখতে পান, তার নাম আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। ইন্সপেক্টর লিয়াকত প্রাইভেট কারের দিকে পিস্তল তাক করে বলে, গাড়ী থেকে নাম। গাড়ীর পশ্চিম পাশের দরজা খুলে একজন লোক নেমে হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। লোকটা লম্বা চুলওয়ালা ছিল। লিয়াকত নির্দেশ দেয় লোকটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে। লিয়াকত আবার চিৎকার করে বলে, গাড়ী থেকে নেমে আয়। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি গাড়ীর পূর্ব পাশের দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসে। লোকটার গায়ে আর্মির পোষাকের মত পোষাক পরা ছিল। উনার গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জি এবং পরনে আর্মির পোষাকের মত লম্বা প্যান্ট ছিল। ঐ লোক হাত উঁচু করে দুই এক পা এগিয়ে গাড়ীর হেডলাইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় ইন্সপেক্টর লিয়াকত ‘‘শুট শুট’’ বলে ২ রাউন্ড গুলি করে, গুলি লোকটির গায়ে লাগে। লিয়াকত আরো দুই এক পা এগিয়ে এসে লোকটির গায়ে আরো ২ রাউন্ড গুলি করে। গুলি খেয়ে লোকটি হাত সামনের দিকে রেখে মাটিতে উপুর হয়ে পরে যায়। লিয়াকত নির্দেশ দেয় তাকে হ্যান্ডকাপ পরাতে। লিয়াকতের পশ্চিম পাশে ব্যারিকেড দেওয়া ব্যক্তি গুলি খাওয়া

লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরায়। লিয়াকত এপিবিএন সদস্যকে নির্দেশ দেয় ধরে রাখা লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরাতে। এপিবিএন সদস্য বলে, স্যার হ্যান্ডকাপ নাই। তখন গাড়ীর পূর্ব পাশে থাকা এপিবিএন সদস্য লামার বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসে। রশি আনার পর ৪ জন মিলে লম্বা চুলাওয়ালা লোকটিকে হাত পিছমোড়া করে রশি দিয়ে বাঁধে। লিয়াকত কাকে কাকে ফোন করে বলে তোমরা কোথায় তাড়াতাড়ি আস। লিয়াকত ফোন কেটে দিয়ে আবার ফোন করে বলে, স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি। আহত ব্যক্তির কাছে লিয়াকত গেলে আহত ব্যক্তি কি যেন বলে। লিয়াকত বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য, তোকে মেরেছি শ্বাস দেওয়ার জন্য''। এই কথা বলে লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে দুই একটা লাথি মারে ও পা দিয়ে মাথা চেঁপে ধরে। ঐ সময় লামার বাজার এর দিক থেকে সিভিল পোষাকে অস্ত্র সহ ৪ জন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তখন লিয়াকত বলে, আহত ব্যক্তির কাছে যেন কেউ আসতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে, কেউ যেন ছবি তুলতে না পারে। লিয়াকত ঐ ৪ জনকে নির্দেশ দেয় গাড়ীটি তল্লাশী করতে। দুই জন গিয়ে গাড়ীটি তল্লাশী করে। তারা হলো আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাফানুর। তখন তারা তল্লাশী করে বলে, ''স্যার পেয়েছি পেয়েছি''। লিয়াকত বলে কি পেয়েছ? আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাফানুর বলে, ''স্যার একটা কভার ওয়ালা পিস্তল পেয়েছি, আরেকটি ক্যামেরা, আর কিছু কাগজপত্র''। তারা হাত তুলে ঐ সব জিনিস লোকজনকে দেখায়। তখন দক্ষিণ দিক থেকে একটা ছারপোকা মিনি ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে থামে। ছারপোকা গাড়ীটি লামার বাজারের দিকে নামতে চাইলে আব্দুল্লাহ আল মামুন গাড়ীটিকে সংকেত দিলে ড্রাইভার গাড়ীটিকে এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে এনে রাখে। ঘটনা চলাকালিন সময়ে টেকনাফের দিক থেকে দুইটি গাড়ী এসে থামে। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) দেখেন যে, সামনের গাড়ীটি একটি নোহা গাড়ী,তার পিছনেরটি পুলিশের গাড়ী। নোহা গাড়ী থেকে প্রদীপ সহ আরো কয়েকজন নেমে ঘটনাস্থলে আসে। লিয়াকত ও প্রদীপ কানে

কানে কথা বলে। প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে, ''কুত্তার বাচ্চা, অনেক দিনের প্ল্যানে তোকে মেরেছি''। তখন আহত ব্যক্তি কি যেন বলে। প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে, ''তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য, শ্বাস দেওয়ার জন্য''। প্রদীপ ডান পা দিয়ে আহত ব্যক্তির বুকের বাম পাশে লাথি মারে এবং ডান পা দিয়ে আহত ব্যক্তির বাম পাশের গলা চেপে ধরে। আহত ব্যক্তির শরীর একটু কেঁপে উঠে নড়াচড়া করে এবং নড়াচড়া করতে করতে এক পর্যায়ে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রদীপ তার পা সরিয়ে নেয়। প্রদীপ তার সাথে আসা লোকজনকে গাড়ী তল্লাশী করতে বলে। তখন প্রদীপের সাথে আসা দুই জন দৌড়ে নোহা গাড়ীতে ঢুকে আবার প্রাইভেট কারের কাছে এসে বলে, ''স্যার পেয়েছি, গাঁজা ও ইয়াবা পেয়েছি'' বলে হাতে দেখায়। প্রদীপ ফোন করে স্যার স্যার বলে কাউকে ঘটনা বুঝায়। এপিবিএন সদস্যরা যে লোকটাকে ধরে রেখেছিল প্রদীপ সেই লোকটাকে এপিবিএন অফিসের ভিতর নিয়ে মেরে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে বলে। প্রদীপ লাশটা (মেজর সাহেবের) গাড়ীতে তুলতে বললে লাশটা গাড়ীতে তোলার পর ঐ গাড়ী কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। প্রদীপের গাড়ীগুলি পূর্ব দিকে ফাঁড়ির দিকে চলে যায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) যা বলেছেন সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রেখে বলেছেন, তিনি নিজ চোখে দেখে সত্য বিবরন দিয়েছেন। মামলার তদন্ত কালে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকটও তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে প্রদত্ত জবানবন্দিতে তার ৬ টি সই সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী- ৮ সিরিজ চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস আই শাহজাহান আলী,কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও কং রাজিব হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি কোরানের হাফেজ এবং বায়তুন নুর জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন। পবিত্র কোরআন তার হৃদয়ে ধারন করা আছে। তার স্মৃতি শক্তি ভালো। ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ কোরবানির দিন এবং ঐ দিন শুক্রবার ছিল। তার (পি. ডব্লিউ-৫) বাড়ি মসজিদের পাশে। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: এশার নামাজের পরে ঘটনা হয়।

মসজিদের ভিতরে হেফজখানায় তিনি ছাত্রদের পড়ান। তিনি মসজিদের ছাদ থেকে ঘটনা দেখেছেন। মসজিদের ছাদ থেকে এপিবিএন চেকপোষ্ট আনুমানিক ১২/১৪ হাত দুরে। ঘটনার সময় হেফজখানার দায়িত্বে ছিলেন হাফেজ শহিদুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৬)। ঘটনার সময় হাফেজ শহিদুল ইসলাম মসজিদে ছিলেন, তবে তাদের (পি. ডব্লিউ-৫) সাথে তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) ছাদে উঠেন নাই। এপিবিএন এর তিন সদস্য এস, আই শাহজাহান আলী, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এবং কং রাজিব হোসেন তার পূর্ব পরিচিত। এপিবিএন এর তিনজন ভিকটিম মেজর সিনহাকে মারধোর কিংবা গালাগালি করতে তিনি দেখেননি। এপিবিএন এর এই তিনজন সরকারি ডিউটিতে ছিল।

আসামী সাফানুল করিম, লিটন মিয়া, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই আসামীরা লোকজনকে পাহাড়া দেয় লোকজন যেন ছবি তোলতে না পারে। এই ৪ জন শান্তি শৃঙ্খলার জন্য পাহাড়া দেয়।

আসামী এস আই নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী লিয়াকতের পশ্চিমে দাঁড়ানো লোকটিকে ঘটনার আগে তিনি দেখেননি। সাক্ষী মোহাম্মদ আলী (পি. ডব্লিউ-৩), আব্দুল হামিদ (পি. ডব্লিউ-৭) এদের কাছে ঘটনার কিছু সময় পরে তিনি আসামী নন্দ দুলালের নাম শুনেছেন। মসজিদের ছাদে তিনি অনুমান ০২ ঘন্টা থেকে ঘটনা দেখেছেন।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এপিবিএন চেকপোস্টের দক্ষিনে ব্রিজ আছে। চেকপোষ্ট থেকে ব্রিজ ৮/১০ হাত দক্ষিনে। লামার বাজারের রাস্তা পূর্ব পশ্চিমে। রাত ৮.৪৫ ঘটিকায় এশা নামাজের জামাত শেষ হয়। তার (পি. ডব্লিউ-৫) সাথে ১০/১২ জন ছাত্র ঐ সময় মসজিদের ছাদে উঠেছিল। তদন্ত কর্মকর্তা তার সাথে থাকা ছাত্রদের বিষয়ে জানতে চাননি। মামলার বাদীনির সাথে (পি. ডব্লিউ-১) তার কথা হয়েছে এবং তার সাথে দুইবার দেখা হয়েছে।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা তার পূর্ব পরিচিত নয়।

আসামী প্রদীপ দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার সাথে সাইফুল ইসলাম মোঃ তারেক, রিদওয়ান, তৌহিদ, সেফায়েত উল্লাহ, আজিম উল্লা, আব্দুল আজিজ সহ ১০/১২ জন ছাত্র ছাদে উঠেছিল।

৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ এশার নামাজের পরে শামলাপুর বায়তুন নুর জামে মসজিদের হেফজখানার ১০/১২ জন ছাত্র নিয়ে ছাদে উঠা কিংবা রাত ৯.৩০ ঘটিকায় এপিবিএন চেকপোষ্টে একটি প্রাইভেট কার থামিয়ে লম্বা চুলওয়ালা একজন লোককে বের করে ধরে রাখা কিংবা আর্মির পোষাক পড়া অপর একজন লোক গাড়ীর দরজা খুলে হাত উঁচু করে বের হলে ইন্সপেক্টর লিয়াকত তাকে পরপর ০৪ রাউন্ড গুলি করা কিংবা এস আই নন্দ দুলাল এর আহত ঐ লোকটিকে পিছ মোড়া দিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ লাগানো কিংবা এপিবিএন অপর ০৪ জন পুলিশ সদস্য উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করা কিংবা ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে এসে আহত মেজর সিনহার বুকে বুট জুতা দিয়ে বার বার আঘাত করা ও তার গলা জুতা দিয়ে চেপে ধরে মৃত্যু নিশ্চিত করা কিংবা অপরাপর আসামীরা আসামী লিয়াকত ও প্রদীপ কুমারকে উক্ত হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও একই উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন সমুহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৬ হাফেজ মাওলানা শহিদুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: রোজ শুক্রবার, সময় আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোডের শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট। আসামীগন হল আই সি লিয়াকত, নন্দ দুলাল, লিটন, সাফানুর, মামুন, কামাল হোসেন, ওসি প্রদীপ, রুবেল, সাগর, নেজাম উদ্দিন, আয়াজ উদ্দিন, নুরুল আমিন, শাহজাহান, রাজিব হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ এশার নামাজ তার (পি. ডব্লিউ-

৬) ইমামতিতে মসজিদে শেষ হয়। এশার ফরজ, সুন্নত, নফল, ওয়াজিব এবং কোরআন তেলওয়াত শেষ করে রাত ৯.১৫ ঘটিকায় তিনি মসজিদের সিঁড়ির পাশে তার শয়ন কক্ষে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে ছাদের উপর যান। এরপর ছাদের উপর থেকে পশ্চিম দিকে লক্ষ্য করেন। কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে তিনি একটি প্রাইভেট কার দেখেন। উক্ত প্রাইভেট কারের সামনে ডান পাশে সেনাবাহিনীর পোষাকের মতো পোষাক পরা এক ব্যক্তি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে তিনি দেখেন। বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির আই সি লিয়াকতকে তিনি পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। একই সাথে দেখেন যে, প্রাইভেট কারের পশ্চিম পার্শ্বে চিকন লম্বা চুল ওয়ালা একজন লোককে এপিবিএন সদস্যরা শক্ত করে ধরে আছে। তখন আই সি লিয়াকত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তি আহ্ শব্দ করে ‘‘আমাকে একটু পানি দাও, আমাকে একটু শ্বাস দাও’’ বড় বড় করে বলে কাঁতরাচ্ছিল। মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তির এই কথা শুনে আই সি লিয়াকত আরো ক্ষেপে যায় এবং সে বলে, ‘‘তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি’’। তখন আই সি লিয়াকত নন্দ দুলাল এবং এপিবিএন সদস্যদেরকে বলে দুই জনের (মাটিতে পড়ে থাকা এবং লম্বা চুলওয়ালা লোকটি) হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও। এস আই নন্দ দুলাল আহত ব্যক্তিকে হ্যান্ডকাপ পরায়। এপিবিএন এর এক সদস্য লামার বাজার গিয়ে রশি এনে লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে রশি দিয়ে সবাই মিলে হাত বেঁধে ফেলে। মাটিতে পড়ে থাকা আহত ব্যক্তি যখন পানি ও শ্বাস চায় তখন লিয়াকত ক্ষেপে গিয়ে লোকটিকে খুব জোরে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। লিয়াকত মোবাইলে অনেকের সাথে কথা বলে। সে মোবাইলে বলে স্যার একজন টার্গেট ফেলে দিয়েছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পর শামলাপুর বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র থেকে একটি সিএনজি করে কিছু পুলিশ সেখানে আসে, তাদের হাতে বড় অস্ত্র ছিল। লামার বাজারের শেষ প্রান্তে মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে

সিএনজি দাঁড় করিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। আই সি লিয়াকত তাদের ঐ প্রাইভেট কারটি তল্লাশি করতে বললে ফাঁড়ি থেকে আসা পুলিশ সদস্যরা গাড়ীটি তল্লাশী করে গাড়ীর ভিতর থেকে খাপের ভিতর রক্ষিত একটি পিস্তল, একটি ক্যামেরা, আর কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করতে তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) দেখেন। গাড়ীর ভিতর থেকে কোন ইয়াবা, গাঁজা, মাদক বের করতে তিনি দেখেন নাই। লিয়াকত ফাঁড়ি থেকে আসা ব্যক্তিদেরকে একটা গাড়ী আনতে বললে ফাঁড়ি থেকে আসা এক ব্যক্তি একটি মিনি ট্রাক (স্থানীয় ভাষায় যাকে ছারপোকা গাড়ী বলা হয়) এনে চেকপোষ্টের সামনে রাখে। ঐ সময় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে কিংবা কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে কাউকে তিনি দেখেননি। ফাঁড়ি থেকে আসা ব্যক্তিদের লিয়াকত বলে যে, কেউ যেন আহত ব্যক্তির কাছে আসতে না পারে, কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে না পারে, পানি দিতে না পারে এবং তাদের পাহাড়া দিয়ে রাখতে বলে। ঐ সময় টেকনাফের দিক থেকে একটি নোহা গাড়ী ও আরেকটি পুলিশের ভ্যান ঘটনাস্থলের পাশে ব্রিজে হার্ড ব্রেক করে দাঁড়ায়। সাদা নোহা গাড়ী থেকে ওসি প্রদীপ সহ পুলিশ লাফ দিয়ে নেমে তারা সবাই দ্রুত বেগে এপিবিএন চেকপোষ্টে যায়। এরপর ছারপোকা গাড়ীটির একটু সামনে আই সি লিয়াকত, এস আই নন্দ দুলাল ও ওসি প্রদীপ কানে কানে কিছু কথা বলে ওসি প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে যায় এবং সে আহত ব্যক্তির বাম পাজড়ে জোরে জোরে লাথি মারে ও বুট জুতা দিয়ে আহত ব্যক্তির গলার বাম পাশে চেপে ধরে। একপর্যায়ে আহত লোকটি কাঁপতে কাঁপতে নিস্তেজ হয়ে যায়। আহত লোকটিকে পুলিশের পক্ষ থেকে পানি দিতে কিংবা কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে কিংবা কোন হাসপাতালে নিতে তিনি দেখেননি। অতঃপর প্রদীপ লম্বা চুলওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে রুবেল ও সাগরকে সে জোরে জোরে বলে ''এই রুবেল, সাগর লোকটিকে মেরে পিটিয়ে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দাও, নাকে মুখে পানি ঢাল''। ঘটনাস্থলের পুলিশ সদস্যরা লম্বা চুল ওয়ালা লোকটিকে চেকপোষ্টের পাকা ঘরে নিয়ে খুব মারধর করে, নাকে মুখে পানি ঢালে।

প্রদীপ বলে ''কিসের ভিডিও করিস, ভিডিও গুলো কোথায়''। সে আরো বলে ''তোদেরকে বলেছিলাম না এখান থেকে চলে যেতে''। আরো কি যেন বলে, তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) সবকিছু ভালো করে শুনেননি। তখন লোকটি কান্নাকাটি করছিল। আনুমানিক ১০.৩০ কিংবা ১০.৪০ ঘটিকার সময় প্রদীপ মোবাইল ফোনে বলে, ''স্যার কি করব, পাঠিয়ে দেব''? পুলিশের কয়েকজন মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে খুব খারাপ ভাবে তুলে ছারপোকা গাড়ীতে নিষ্ঠুরভাবে ছুড়ে মারে। পুলিশের লোকেরা লোকটিকে গাড়ীতে পা দিয়ে সোজা করে রাখে এবং ছারপোকা গাড়ীটি কক্সবাজারের দিকে চলে যায়। এরপর তিনি তার শয়ন কক্ষে চলে যান। পরের দিন সকালবেলা তিনি লোকজনের কাছে জানতে পারেন যে, গুলি খাওয়া লোকটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা। মামলার তদন্ত কালে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী এস. আই শাহজাহান আলী, কং রাজিব হোসেন ও কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৬) বলেন যে, তিনি ঘটনার শুরুটা দেখেননি। তার স্মরন শক্তি ভালো। এপিবিএন সদস্যগনকে লম্বা চুলওয়ালা লোকটাকে বাঁধতে দেখেছেন। তাদেরকে আর কোন ঘটনা ঘটাতে দেখেননি।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আজকের (০৮/০৯/২০২১) জবানবন্দিতে তিনি আসামী মোঃ আয়াছ, নুরুল আমিন ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের নাম বলেছেন। তবে এই তিনজনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন ও কামাল হোসেন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি শামলাপুর লামার বাজার বাইতুর নুর জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব এবং ঐ মসজিদ সংলগ্ন রহমানীয়া তালেমুল কোরআন নূরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানার হেফজ বিভাগের শিক্ষক, এতিম খানায় ২০/২৫ জন ছাত্র আছে। এই ০৪ জন আসামী

(লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন ও কামাল হোসেন) আহত ব্যক্তিকে পাহাড়া দেয় এবং লোকজনকে কাছে আসতে নিষেধ করে। এই চারজনের কাউকে তিনি মারধোর করতে দেখেননি ও কারো সাথে খারাপ আচরন করতে দেখেননি।

আসামী এস আই নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার ৪/৫ দিন আগে বাজারে স্থানীয় লোকজনের মুখে শুনেন যে, এই আসামী এস, আই নন্দ দুলাল। ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বাদীনির (পি. ডব্লিউ-১) সাথে তার দেখা হয়। বাদীনি ঘটনাস্থলে কান্নাকাটি করতে থাকলে তাকে তিনি ঘটনার বিষয়ে জানান।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লোকজনের কাছ থেকে এতিমখানা ও মাদ্রাসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বাদীনির সাথে তার একবার সরাসরি দেখা হয়েছে। ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসর নামাজের পর ও মাগরিবের আগে বাদীনির সাথে তার দেখা ও কথা হয়। তিনি যা দেখেছেন বাদীনিকে তা বলেছেন। বাদীনির এজাহার সম্পর্কে তিনি জানেন। ঘটনার দিন ঝড়বৃষ্টি হয়নি।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা তার পূর্ব পরিচিত নয়।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকায় ঘটনার শুরু এবং ১০.৩০ কিংবা ১০.৪০ ঘটিকায় ঘটনা শেষ হয় বলেছেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) তদন্ত কর্মকর্তাকে বলেছেন ওসি প্রদীপ আহত ব্যক্তিকে বুকের বাম পাশে জোরে জোরে লাথি মারে। সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৬) দেখিয়ে বলেন বুকের বাম পাশে বা বাম পাজরে যাই বলেন।

ঘটনার দিন ঘটনাস্থলের পাশে অবস্থিত মসজিদে তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) উপস্থিত ছিলেন না কিংবা ঘটনাস্থলে তিনি কোন গুলির শব্দ শুনেন নাই কিংবা তিনি ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় কোন প্রাইভেট কার দেখেননি কিংবা প্রাইভেট কারের সামনে ডানপাশে সেনাবাহিনীর

পোশাক পরিহিত কাউকে আহত অবস্থায় রাস্তায় উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখেননি কিংবা আসামী লিয়াকতকে ঘটনাস্থলে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেননি কিংবা ঘটনাস্থলে চিকন লম্বা চূলওয়ালা একজন লোককে এপিবিএন এর সদস্যদের শক্ত হাতে ধরে থাকতে দেখেননি কিংবা এস আই নন্দ দুলালকে আহত লোকটির হাতে হাত কড়া পড়াতে দেখেননি কিংবা পুলিশ সদস্যদের আলোচ্য ঘটনায় অংশগ্রহন করতে দেখেননি কিংবা ওসি প্রদীপকে ঘটনাস্থলে এসে আহত ব্যক্তির বাম পাজরে লাথি মারা কিংবা বুট জুতা দিয়ে তার গলার বাম পাশে চেপে ধরা কিংবা কং রুবেল ও সাগরকে নোহা গাড়ী থেকে মাদকদ্রব্য বের করে মেজর সিনহার গাড়ী থেকে উদ্ধারের দাবী করার উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মর্মে আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৭ মোঃ আবদুল হামিদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল শামলাপুর মেরিন ড্রাইভ রোড এপিবিএর চেকপোষ্ট। আসামীগন ওসি প্রদীপ, সাগর, রুবেল, নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল, লিটন, সাফানুর, কামাল, ক্যাশিয়ার মামুন, শাহজাহান আলী, রাজিব, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মোট ১৫ জন এবং তারা ডকে আছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) শামলাপুর নৌকার ঘাটে ভাত বিক্রি করে সংসার চালান। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকার সময় তিনি শামলাপুর বাজারে ছিলেন। রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকার সময় শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই সি লিয়াকত আলী ও এস আই নন্দ দুলালকে তিনি মোটরসাইকেল যোগে পূর্ব দিক থেকে মেরিন ড্রাইভ রোডের দিকে যেতে দেখেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনিও বাড়ি যাওয়ার জন্য মেরিন ড্রাইভ রোডে উঠেন। মেরিন ড্রাইভ রোডের রাস্তার পশ্চিম পাশে এপিবিএন চেকপোষ্টের দক্ষিণে আ্ই সি লিয়াকতকে এবং এপিবিএন চেকপোষ্টের উত্তর পাশে নন্দ দুলালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ঐ সময় তিনি দক্ষিণ দিক থেকে একটি প্রাইভেট কারকে কক্সবাজারের দিকে আসতে দেখেন। তখন সময় রাত অনুমান

৯.৩০ ঘটিকা। রাস্তার পূর্ব পাশে একজন এপিবিএন সদস্য আব্দুল্লাহকে অস্ত্রসহ এবং রাস্তার পশ্চিম পাশে এপিবিএন চেকপোস্টের সামনে ২ জন এপিবিএন সদস্য রাজিব ও শাহজাহান আলীকে তিনি ডিউটি করতে দেখেন। তাদের একজনের হাতে অস্ত্র ছিল। এপিবিএন সদস্য রাজিব প্রাইভেট কারটিকে সংকেত দিলে প্রাইভেট কারটি থামে। এরপর রাজিব প্রাইভেট কারের যাত্রীদের সাথে কথা বলে যাত্রীদের স্যালুট দেয়, শাহজাহান আলীও স্যালুট দিয়ে প্রাইভেট কারটিকে চলে যাওয়ার জন্য সংকেত দেয়। গাড়ীর একটু পিছন দিক থেকে লিয়াকত স্যার ''থাম থাম'' বলে চিৎকার দিয়ে গাড়ীর দরজা বরাবর গিয়ে গাড়ীর যাত্রীদের সাথে কথা বলে এবং হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে গিয়ে ব্যারিকেডে টান দেয়। তখন নন্দ দুলালও ড্রাম দিয়ে ব্যারিকেড দেয়। তখন আই সি লিয়াকত গাড়ীর দিকে পিস্তল ধরে গাড়ীর ভিতরে যাত্রীকে বের হয়ে আসতে বলে। গাড়ীর পশ্চিম দিক থেকে লম্বা চুল ওয়ালা লোক হাত উঁচু করে বের হলে লিয়াকত শাহজাহান আলী ও রাজিবকে নির্দেশ দেয় লম্বা চুলা লোকটিকে ধরতে। শাহজাহান আলী এবং রাজিব লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে শক্ত করে ধরে গাড়ীর পাশে দাঁড় করিয়ে রাখে। গাড়ীর ডান দিকে ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নামে। লোকটির গায়ে সেনাবাহিনীর পোষাকের মত পোষাক পড়া ছিল। লোকটি ''বাবা শুন'' বলে গাড়ীর সামনে লাইট বরাবর যায়। আই সি লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে লোকটিকে ২ রাউন্ড গুলি করলে লোকটি গুলি খেয়ে আধা বসার মত হাঁটু গেড়ে হাত উঁচু করে বসে পড়ে। লিয়াকত কয়েক কদম সামনের দিকে এগিয়ে আবারো ২ রাউন্ড গুলি করে এবং গুলি খেয়ে লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এরপর লিয়াকত মোবাইল করে এবং ২ জনকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বলে। নন্দ দুলাল গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগায়। লম্বা চুলওয়ালা লোকটির পাশে গিয়ে লিয়াকত আলী শাহজাহান আলীকে লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বললে শাহজাহান আলী বলে যে, হ্যান্ডকাপ নাই। লিয়াকত তখন গালমন্দ করে। এরপর এপিবিএর সদস্য আব্দুল্লাহ দৌড়ে বাজারে গিয়ে রশি এনে নন্দ দুলাল,

রাজিব, আব্দুল্লাহ মিলে লম্বা চুলওয়ালা লোকটির হাত রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। লিয়াকত ফোন করে বলে ‘‘টার্গেট ফেলে দিয়েছি’’। আবার ফোন করে বলে, ‘‘স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি’’। লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটির কাছে এগিয়ে রাগ করে কি যেন বলে তাকে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। লোকটি পানি চায়, তখন লিয়াকত বলে, ‘‘তোকে গুলি করেছি কি পানি খাওয়ানোর জন্য’’? কিছুক্ষণ পর পুলিশ ফাঁড়ির দিক থেকে সিএনজিতে করে আরো ৪ জন পুলিশ অস্ত্র সহ ঘটনাস্থলে আসে, ঐ ৪ জন লিটন, সাফানুর, কামাল, ক্যাশিয়ার মামুন। তারা ঘটনাস্থলে এসে অস্ত্র দেখিয়ে লোকজনকে নির্দেশ দেয়, ‘‘যে যেখানে আছেন থাকেন, কেউ সামনে আসবেন না, গুলি খাওয়া লোকটিকে কোন সাহায্য করবেন না’’। লিয়াকত মামুন ও সাফানুরকে প্রাইভেট কার তল্লাশী করতে বললে তারা প্রাইভেট কার তল্লাশী করে একজন পুলিশ চিৎকার করে বলে, ‘‘পেয়েছি, পিস্তল ও কিছু কাগজপত্র পেয়েছি’’। ঐ সময় দক্ষিণ দিক থেকে ১ টি নোহা ও আরেকটি পুলিশের গাড়ী নিয়ে ওসি প্রদীপ সেখানে আসে এবং সে গাড়ী থেকে নেমে ঘটনাস্থলে গিয়ে লিয়াকত, নন্দ দুলাল ও ওসি প্রদীপ কানে কানে কিছু কথা বলে। ওসি প্রদীপ রাগ করে বলে, ‘‘অনেক চেষ্টার পর কুত্তার বাচ্চাকে শেষ করতে পেরেছি’’। মানুষটি তখনও জীবিত ছিল। প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির বাম পাশে কয়েকটি লাথি মারে এবং পা দিয়া গলার উপর জোরে চেপে ধরে। প্রদীপ এর পায়ে বুট জুতা ছিল। কিছুক্ষণ পর মানুষটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রদীপের সাথে আসা পুলিশদের প্রাইভেট কারটি সে তল্লাশী করতে বললে প্রদীপের কথায় সাগর ও রুবেল (যাদের নাম প্রদীপ স্যারের ডাকাডাকিতে জানতে পারেন) নোহা গাড়ীতে গিয়ে কিছু সময় পর আবার প্রাইভেট কারের কাছে এসে বলে ‘‘ইয়াবা ও গাঁজা পেয়েছি স্যার’’। প্রদীপ ও লিয়াকত ছারপোকা গাড়ীর আড়ালে গিয়ে কিছু কথা বলে। এরপর প্রদীপ প্রাইভেট কারের কাছে এসে লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে বলে, ‘‘তোরা কিসের ভিডিও করছিস, ক্রস ফায়ারের ভিডিও করেছ, এগুলো কোথায় বের কর।

তোদেরকে কক্সবাজার ছেড়ে চলে যেতে বলছিলাম, যাস নাই বলে তোদের আজকে এই পরিনতি হয়েছে"। সাগর ও রুবেল এবং অন্যান্য পুলিশ লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে এপিবিএন চেকপোষ্টের ভিতরে ঢুকিয়ে মারধর করে, চোখে গামছা বেঁধে পানি ঢালে। কিছুক্ষণ পর স্যারদের নির্দেশে গুলি খাওয়া লোকটিকে লিটন, সাফানুর, ক্যাশিয়ার মামুন ও কামাল এই ৪ জন মিলে বস্তা ছুঁড়ে মারার মত করে ছারপোকা গাড়ীতে ছুঁড়ে মারে। এরপর ছারপোকা গাড়ী কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা দেয়। লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে পুলিশের গাড়ীতে করে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে নিয়ে যায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) সহ উপস্থিত মোহাম্মদ আলী (পি. ডব্লিউ-৩), কামাল হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪), হাফেজ আমিন (পি. ডব্লিউ-৫) সহ বাজারের ও মসজিদের বহু লোকজন চাঁদের আলো, চেকপোষ্টের লাইট ও গাড়ীর লাইটে ঘটনাটি দেখেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) নিজ চোখে দেখা ঘটনার বিবরন দিয়েছেন। তিনি তদন্ত কর্মকর্তা ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে তিনি সই দিয়েছেন। তিনি উক্ত সই সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী- ৯ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী এস, আই শাহজাহান আলী, কং রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এস আই শাহজাহান আলী, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও কং রাজিব তার পূর্ব পরিচিত। ঘটনার দিন তিনি ঘটনাস্থলের ৫/৬ হাত দূর থেকে ঘটনা দেখেছেন। প্রাইভেট কারটিতে দুইজন মানুষ ছিল। কং রাজিব প্রাইভেট কারের লোকদের স্যালুট দেয়, এস আই শাহজাহানও স্যালুট দেয়। আসামী রাজিব, আব্দুল্লাহ ও শাজাহান প্রাইভেট কারের লোকদের অসম্মান করেনি।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি তদন্ত কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন ঘটনার সহিত জড়িত মর্মে জবানবন্দি দেননি এবং তাদেরকে তিনি ঘটনাস্থলে দেখেননি ।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন ও কামালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে কার কার গায়ে পুলিশের ড্রেস ছিল এবং কার কার গায়ে পুলিশের ড্রেস ছিল না তা বলতে পারবেন না। লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে পুলিশ মারধোর করেছিল। উপস্থিত লোকজনকে পুলিশ মারেনি।

আসামী নন্দ দুলাল এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। লামা বাজার থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ২০/৩০ হাত। আসামী নন্দ দুলাল ঘটনার আগে লামার বাজারে চা পানি খেত, সে এস আই পরিচয় দেয় ঐ ভাবে তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) তাকে চেনেন। তিনি আই সি লিয়াকত ও এস আই নন্দ দুলালকে মটর সাইকেলে করে (ঘটনার দিন) মেরিন ড্রাইভের দিকে যেতে দেখেন। তখন তিনি লামার বাজারে ছিলেন, তিনি বাড়ি যাওয়ার পথে এপিবিএন চেকপোষ্টে আসেন।

আসামী লিয়াকতের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার শুরুতে ঘটনাস্থলে ১০/১৫ জন লোক ছিল। ধীরে ধীরে সেখানে ৫০/৬০ লোক জমায়েত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন তার (পি. ডব্লিউ-৭) আগে না পরে ঘটনাস্থলে যায় তা তিনি বলতে পারবেন না। হাফেজ আমিন (পি. ডব্লিউ-৫) সহ সাক্ষীগন তার (পি. ডব্লিউ-৭) আগে না পরে ঘটনাস্থলে যায় খেয়াল করেননি।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা তার পূর্ব পরিচিত নয়। চেকপোস্ট এবং গুলি খাওয়া লোকটি যেখানে পড়েছিল সে জায়গার দূরত্ব আনুমানিক ০৩/০৪ হাত। এপিবিএন চেকপোষ্ট মেরিন ড্রাইভ রোডের পশ্চিম পার্শ্বে । গুলি খাওয়া লোকটি যেখানে পড়েছিল ঐ জায়গা রাস্তার মাঝখানে। গত ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বাদীনির (পি. ডব্লিউ-১) সাথে তার দেখা হয়।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ২৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

ঘটনার তারিখ ও সময়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না কিংবা ঘটনার তারিখ রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকার সময় শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি লিয়াকত আলী ও এস, আই নন্দ দুলাল মোটর সাইকেল যোগে ঘটনাস্থলে আসেনি কিংবা ঐসময় কোন প্রাইভেট কারকে কক্সবাজারের দিকে যেতে দেখেননি কিংবা এপিবিএন চেকপোষ্টে ঐ প্রাইভেট কারকে তিনি থামাতে দেখেননি কিংবা ঐ গাড়ী থামিয়ে লম্বা চুলওয়ালা লোকটাকে নামিয়ে এপিবিএন সদস্যদের তাকে ধরে থাকতে দেখেননি কিংবা ঐ গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসা সেনাবাহিনীর পোশাকের মতো পরিহিত একজন লোককে গাড়ী থেকে বের হয়ে দুই হাত উঁচু করে গাড়ীর সামনে এগিয়ে যেতে দেখেননি কিংবা আই সি লিয়াকতকে তার উপর ৪ রাউন্ড গুলি করতে দেখেননি কিংবা এস আই নন্দ দুলালকে আহত লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পড়াতে দেখেননি কিংবা এর পরে ওসি প্রদীপকে ঘটনাস্থলে সঙ্গীয় ফোর্স সহ উপস্থিত হয়ে আহত লোকটির বুকে পা দিয়ে আঘাত করতে কিংবা পা দিয়ে গলা চেপে ধরতে তিনি দেখেননি কিংবা কং রুবেল ও সাগরকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করতে দেখেননি এবং অন্যান্য পুলিশ সদস্যকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা কিংবা হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে দেখেননি মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৮ ফিরোজ মাহমুদ @ ফিরোজকে রাষ্ট্রপক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি কখনো বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে যাননি। তিনি আই সি লিয়াকত, এস নন্দ দুলাল, এ এস আই লিটন , ক্যাশিয়ার মামুন, সাফানুর ও কামালকে চিনেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আই ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী লিয়াকত এর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আই ও কে বলেছেন, রাত আনুমানিক ৯.০০ দিকে লামার বাজার পৌছার মূহুর্তে হঠাৎ করে মেরিন ড্রাইভ পুলিশ চেকপোষ্টের দিক থেকে একটি শব্দ শুনতে পান। রাত আনুমানিক ৯.৩০ কথা বলেছেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৯ মোঃ শওকত আলীকে রাষ্ট্র পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী নন্দ দুলালের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে বিচার আচারের জন্য গিয়েছেন। সেখানে প্রায়ই বিচার হয়।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঘটনার কথা আনুমানিক সাড়ে নয়টার কথা বলেছেন, আঞ্চলিক ভাষায় বলেছেন তবে আই ও সাহেব কি লিখেছে তিনি জানেন না।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আই ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। আইও সাহেব তাকে ফোন করেছিল। র‌্যাব-১৫ অফিসে গিয়ে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-১০ হাফেজ জহিরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ২০২০ সালের ৩১ জুলাই। ঘটনাস্থল শামলাপুর মেরিন ড্রাইভ রোড এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে। সময় আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকা। আসামী ওসি প্রদীপ, রুবেল শর্মা, সাগর দেব, নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম, এস আই শাহজাহান, রাজিব, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ইন্সপেক্টর লিয়াকত, নন্দ দুলাল, এএসআই লিটন, সাফানুর, কামাল হোসেন, ক্যাশিয়ার মামুন, মোট ১৫ জন। গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে দক্ষিণ মাথাভাঙ্গা জামে মসজিদে ইমাম হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ

আনুমানিক বিকাল ৪.০০/৪.৩০ টার দিকে সেনাবাহিনীর মত ড্রেস পরিহিত আনুমানিক ৩২/ ৩৪ বছর বয়স্ক একজন এবং অপরজন গায়ে গেঞ্জি এবং হাফ প্যান্ট পরিহিত চুল লম্বা অপরিচিত এই ২ জনকে তিনি গ্রামের ভিতর ডিসি রোড দিয়ে মুইন্না পাহাড়ের দিকে চলে যেতে দেখেন। ঐ সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) মাথাভাঙ্গা জামে মসজিদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উনাদেরকে সালাম দেন। সেনাবাহিনীর মত ড্রেস পরিহিত ব্যক্তি তার সালাম গ্রহন করে সালামের উত্তর দেন। উনাদেরকে তিনি মুইন্না পাহাড়ের দিকে চলে যেতে দেখেন। তিনি উনাদেরকে পিছন দিক থেকে কিছুক্ষণ দেখেন ও তাকিয়ে থাকেন। জসিম উদ্দিনের বাড়ীর শহিদুল ইসলাম (বয়স ৯ বছর) ঐ ২ ব্যক্তিকে মুইন্না পাহাড়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতে পান, শহিদুল ইসলাম পাহাড়ে উঠার রাস্তা থেকে আবার বাড়ীতে ফিরে আসে। বিকাল অনুমান ৪.৫০ ঘটিকার সময় মসজিদের অজুখানায় তিনি অজু করেন। ঐ সময় স্থানীয় ছোট ছোট কয়েকজন ছেলে এসে তাকে বলে মেরিন ড্রাইভের রাস্তার পাশে ১ টি গাড়ী রাখা আছে এবং গাড়ীতে লাগানো একটি কাগজ আছে, ঐ কাগজে ১ টি মোবাইল নম্বর লিখা আছে, আর মেজর সিনহা লিখা আছে। ঐ ছোট ছোট ছেলেদেরকে তিনি বলেন উনি হয়ত সেনাবাহিনীর লোক, পাহাড়ের দিকে গেছেন। এরপর তারা আসরের নামাজ আদায় করেন। আসরের নামাজের পর মসজিদ থেকে মুসল্লিগন বের হয়ে যায় এবং তিনি মসজিদ বন্ধ করে মসজিদের উত্তর কোন্ বরাবর দোকানে চা খেতে যান। তখন ঐ দোকানে ১০/ ১২ জন লোক বসা ছিল এবং তারা গল্প গুজব করে চা খাচ্ছিল, তিনিও চা খাচ্ছিলেন। ঐ সময় ২/৩ জন লোক বলছিল, মেরিন ড্রাইভের পাশে ১ টি গাড়ী রাখা আছে। গাড়ীর সামনের গ্লাসের ভিতর ১ টি কাগজ লাগানো আছে। ঐ কাগজে মোবাইল নম্বর লেখা আছে ও মেজর সিনহা লেখা আছে। তিনি দোকানে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেন, উনি সেনাবাহিনীর লোক, মুইন্না পাহাড়ের দিকে গেছেন, তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) নিজ চোখে দেখেছেন, তাদের হাতে স্টান্ড সহ ক্যামেরা ছিল। তিনি আরো বলেন যে, তাদের এলাকায়

৫/৭ বার সেনাবাহিনী জায়গা একোয়ার করার জন্য জরিপ করেছে। উনারাও হয়ত জরিপ করতে এসেছেন। এরপর মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত হলে তিনি নিজে আজান দেন এবং তার (পি. ডব্লিউ-১০) ইমামতিতে নামাজ আদায় করেন। মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হওয়ার সময় ২/১ জন তাকে জিজ্ঞাসা করে পাহাড়ের দিকে ২ জন লোক উঠেছিল, ঐ ২ জন নেমে এসেছে কিনা? তিনি বলেন, উনারা নেমে এসেছেন কিনা তিনি দেখেননি। তিনি মসজিদ বন্ধ করে আবার ঐ চা দোকানে যান, তখন দোকানে ৭/৮ জন লোক ছিল। তারা আবার তার কাছে জানতে চায়, পাহাড়ে উঠা ঐ ২ জন লোক নেমে এসেছে কিনা? তিনি বলেন, উনাদেরকে নামতে দেখেন নি, হয়তো এখনো পাহাড়ে আছেন। এরপর এশার নামাজের ওয়াক্ত হলে তিনি মসজিদের সামনে যান। ঐ সময় উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুল কুরা জামে মসজিদে এশার আজান দিচ্ছিল। তিনিও মাইকে এশার আজান শুরু করেন এবং আজান শেষ হয়। তখন উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুল কূরা জামে মসজিদে মাইকিং করা হচ্ছিল, ‘‘পাহাড়ে বাত্তি দেখা যাচ্ছে, এলাকার মানুষ সতর্ক থাকেন, ওরা ডাকাত’’। তিনি নিজ কানে শুনেন, মাইকিং করা ব্যক্তি নিজাম উদ্দিন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ মসজিদের ইমাম মৌলানা মোক্তারকে (পি. ডব্লিউ-১৪) ফোন করেন। তিনি মৌলানা মোক্তারকে ফোন করে নিশ্চিত হন যে, ঐ মাইকিং করা ব্যক্তি নিজাম উদ্দিন। পরবর্তীতে এশার ফরজ নামাজের আগের সুন্নত আদায় করেন এবং তার ইমামতিতে জামাতে এশার ফরজ নামাজ আদায় করে মুনাজাত করে ফেলেন। তাদের মসজিদের তার আগের ইমাম স্থানীয় মৌলানা হোছন আহাম্মদ তাকে বলেন, ‘‘ভাগিনা উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুর কুরা জামে মসজিদে ডাকাত বলে মাইকিং করে দেওয়া হয়েছে, তুমিও জলদি মাইকিং করে দাও’’। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) উত্তরে বলেন, ‘‘মাইকিং করতে হবে না, উনারা সেনাবাহিনীর লোক, তার (পি. ডব্লিউ-১০) সামনে দিয়ে তাঁরা পাহাড়ে উঠে গেছে, তিনি দেখেছেন’’। তিনি সেনাবাহিনীর পোষাক পরিহিত লোকটার পোষাকের বর্ণনা দেন এবং উনার সাথে আরো একজন আছে তাও বলেন। ১০-২০ জন

মুসুল্লি এশার নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে তখন সবাই বের হয়ে মসজিদের উঠানে দাঁড়ানো ছিল। তিনি মসজিদের দরজা বন্ধ করে তাদেরকে বলেন, ‘‘আপনারা হৈচৈ করবেন না, আপনারা সবাই বাড়ী চলে যান, এরা সেনাবাহিনীর লোক, যদি হৈ চৈ করেন ওরা নেমে এসে তাদেরকে মারধর করবে’’। এরপর তিনি আবার ঐ দোকানে যান। তার মামা মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘‘উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুল কুরা জামে মসজিদে ডাকাত বলে মাইকিং করে দেওয়া হয়েছে, তুমিও মাইকিং করে দাও’’। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০)বলেন, ‘‘মাইকিং করার কোন প্রয়োজন নাই। উনারা ডাকাত না, সেনাবাহিনীর লোক, পরে তিনি ডিসি রোড দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হন। তিনি মুইন্না পাহাড় বরাবর গেলে তখন দেখতে পান দক্ষিণ দিক থেকে নুরুল আমিন ও আয়াজ আসতেছে। নুরুল আমিন ও আয়াজ তাকে বলে যে, ওরা উম্মুল কুরা মসজিদে মাইকিং করে দিয়েছে, তিনি কেন মাইকিং করেন নি। তিনি বলেন, মাইকিং করার কোন প্রয়োজন নেই, উনারা সেনাবাহিনীর লোক। নুরুল আমিন ও আয়াজ বলে, ‘‘ওরা সেনাবাহিনীর লোক না, ওরা ডাকাত’’। তারা (নুরুল আমিন ও আয়াজ) তার হাত থেকে টর্স নিয়ে মুইন্না পাহাড়ের দিকে টর্স মারতে থাকে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) বলেন, পাহাড়ের দিকে বাত্তি (টর্স) মারিও না, ওরা ডাকাত না, ওরা সেনাবাহিনীর লোক। নুরুল আমিন ও আয়াজ বলে, এত রাত্রে কিসের সেনাবাহিনী, এরা আব্দুল হাকিম ডাকাত, সেনাবাহিনীর ড্রেস পরে ডাকাতি করতে এসেছে। নুরুল আমিন ও আয়াজ তাকে আরো বলে, শামলাপুর ফাড়ির পুলিশ ডাকাত ধরার জন্য শীলখালী পর্যন্ত এসেছে, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ মুইন্না পাহাড়ে আসার জন্য গাড়ী নিয়ে বের হয়েছে। তারা আরো বলে, ওসি প্রদীপ স্যার তাদেরকে ৫ লক্ষ টাকা দিবে ডাকাত মেরে ফেলার জন্য। তারা আরো বলে, ঐ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা তাকে (পি. ডব্লিউ-১০) দিবে, তিনি যেন ডাকাত বলে মাইকিং করে দেন, বাকি ৩ লক্ষ টাকা তারা ২ জন ভাগ করবে। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ২ লক্ষ টাকা নেবেন না, ডাকাত বলে মাইকিং করবেন না, উনারা

সেনাবাহিনীর লোক। তিনি আরও বলেন, উনারা মুইন্না পাহাড়ে উঠার সময় তার সাথে সালাম বিনিময় হয়েছে। নুরুল আমিন ও আয়াজ এর সাথে তার তর্ক বিতর্ক হয়। তিনি রাগ করে ওদের হাত থেকে তার টর্স নিয়ে বাড়ী চলে যান। ফজরের আজান দেওয়ার জন্য তিনি ভোর ৩.৫৫ ঘটিকায় ঘুম থেকে উঠে ঠিক ৪.০০ টার সময় মসজিদে যাওয়ার জন্য ডিসি রোডে উঠেন। তখন নাজিম উদ্দিন তার দোকানের সামনে গেঞ্জি গায়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। তিনি মসজিদে গিয়ে অজু খানায় অজু করে মসজিদ খুলে ফজরের আজান দেন এবং ভোর ৫ টায় ফজরের নামাজ পড়েন। নামাজ শেষ করে মোনাজাত করে কোরবানীর ঈদের নামাজ সাড়ে ৮ টায় হবে মর্মে তিনি মাইকিং করে দেন। মাইকিং করার পর তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে ডিসি রোডে উঠলে তার মামা মোহাম্মদ আলীর সাথে তার দেখা হয়। মামা মোহাম্মদ আলী বলেন, গতকাল মুইন্না পাহাড়ে যে ২ জন লোক উঠেছিল এদের মধ্যে সেনাবাহিনীর মত পোষাক পড়া লোকটিকে রাত অনুমান ৯.৩০ ঘটিকায় শামলাপুর মেরিন ড্রাইভ এপিবিএন চেকপোষ্টে গুলি করা হয়েছে। মামা আরো বলেন, ঐ লোক বাংলাদেশের একজন বড় মেজর ছিল। তিনি ঘরে চলে যাওয়ার পথে নাজিম উদ্দিনের দোকানের সামনে নুরুল আমিন ও আয়াজ তাকে দেখে বলে, তার (পি. ডব্লিউ-১০) কথা না শুনে তারা বড় বিপদে পড়ে গেছে। কোরবানির ঈদের পরের দিন আগষ্টের ২ তারিখ জোহরের নামাজের পর তিনি নুরুল আমিনের দোকানের সামনে গেলে নুরুল আমিন ও আয়াজ বলে এই রকম মেজর আরো ৪ টা মারলেও ওসি প্রদীপের কোন ভয় নাই। কেউ যদি ওসি প্রদীপ স্যারের বিরুদ্ধে কথা বলে সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির মোবাইল নম্বর নিয়ে তারা ১ টা ম্যাসেজ দেবে, মাগরিবের পরে ওসি প্রদীপ স্যার মেরিন ড্রাইভে নিয়ে তাকে ক্রস ফায়ার দিয়ে দেবে। তিনি ভয়ে ওদের সাথে আর কথা বলেন নি। নুরুল আমিন ও আয়াজ বলে, টেকনাফ থানায় ১ টি মশহুর (ব্যাপক প্রচলন) আছে যে, ওসি প্রদীপ স্যারের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে সে বেশী দিন বেঁচে থাকবে না, ক্রস ফায়ার দিয়ে দিবে। তিনি এইসব কথাবার্তা শুনে ওদের সাথে আর

বেশী কথা বলেন নি। ঈদের দিন সকাল বেলা শুনেন, এপিবিএন চেকপোষ্টে লিয়াকত গুলি করেছে, ওসি প্রদীপ বেশী বেশী লাথি মেরেছে, আর গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেছিল, ভিকটিম হল মেজর সিনহা। তিনি আরো শুনেন, ওসি প্রদীপের পায়ের মারানিতে ঐ লোকটি মারা গেছে।

আসামী এস আই শাহজাহান আলী, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও কং রাজিব হোসেনের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) এপিবিএন চেকপোষ্টে ছিলেন না এবং শামলাপুর এপিবিএন এর চেকপোষ্টের কোন ঘটনা তিনি দেখেননি, তার বাড়ি মারিশবুনিয়া।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এর সাক্ষী বলেন যে, মুইন্না পাহাড় মেরিন ড্রাইভ রোডের পূর্ব দিকে, ডিসি রোডও পুর্ব দিকে। মেরিন ড্রাইভ রোড থেকে আনুমানিক ৪০০/৪৫০ হাত পূর্ব দিকে মুইন্না পাহাড়। ডিসি রোডের লাগোয়া পশ্চিমে মাথাভাঙ্গা মসজিদ। ঘটনার দিন তিনি মেরিন ড্রাইভ রোডে যাননি। মেরিন ড্রাইভ রোডে মেজর সিনহার গাড়ী দেখার কথা ছোট ছোট কতেক ছেলে তাকে বলেছিল। আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের বাড়ীর লাগোয়া দক্ষিনের তার (পি. ডব্লিউ-১০) বাড়ী। নুরুল আমিনের বাড়ীর আনুমানিক বিশ হাত উত্তরে উম্মুল কুরা জামে মসজিদ। মোঃ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন চাচাতো ভাই। নুরুল আমিন আয়াছের ভাগনে। নুরুল আমিন পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১০) জানেন আয়াছ পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে, নিজাম উদ্দিন কি করে জানেন না। তিনি ২৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আইও এর নিকট জবানবন্দি দিয়ে ঘটনার বিষয় তিনি যা জানেন তা বলেছেন। আই ও সাহেব কি লিখেছে তা বলতে পারবেন না।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর, কামাল, মামুন, নন্দ দুলাল, সাগর দেব এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনাস্থল এপিবিএন চেকপোস্টে ঘটনার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, কোন ঘটনা দেখেননি। মেজর সাহেবকে কে মেরেছে তা দেখেননি।

আসামী প্রদীপরে পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি দক্ষিণ মাথাভাঙ্গা মসজিদের ইমাম তদমর্মে কোন কাগজপত্র তদন্ত কর্মকর্তাকে দেননি।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জসিমের ছেলে সহিদুল ইসলাম এই মামলায় সাক্ষী আছে কিনা তার জানা নাই। ছোট ছোট ছেলে মেরিন ড্রাইভ রোডে মেজর সিনহার গাড়ী দেখেছে, তাদের নাম আই ও কে তিনি বলেননি। সহিদুল ইসলাম (বয়স-৯ বছর) মুইন্না পাহাড়ে গিয়ে ৩/4 মিনিট পর ফিরে আসে।

গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ বিকাল অনুমান ৪/৪.৩০ দিকে সেনাবাহিনীর মতো ড্রেস পরিহিত বত্রিশ/ চৌত্রিশ বছর বয়স্ক একজন এবং অপর একজন গায়ে গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট পরিহিত লম্বা চুলওয়ালা একজনকে তিনি ডিসি রোড দিয়ে মুইন্না পাহাড়ের দিকে চলে যেতে দেখেননি কিংবা তখন তিনি মাথা ভাঙ্গা মসজিদের সামনে উপস্থিত ছিলেন না কিংবা তাদেরকে তিনি সালাম দেননি কিংবা জসিম উদ্দিনের বাড়ির সহিদুল ইসলাম (বয়স ০৯ বছর) তাদেরকে মুইন্না পাহাড়ের পথ দেখিয়ে দেয়নি কিংবা মেরিন ড্রাইভের রাস্তার পাশে রাখা একটি গাড়ীতে মেজর সিনহা ও মোবাইল ফোন নম্বর লেখা ছিল না কিংবা এশার আযানের সময় মারিশবুনিয়া উম্মুল কুরা জামে মসজিদের মাইক থেকে আসামী নিজাম উদ্দিন মাইকে ঘোষনা দিয়ে বলেনি যে, পাহাড়ে বাত্তি দেখা যাচ্ছে এলাকার মানুষ সতর্ক থাকেন ওরা ডাকাত কিংবা এশার নামাজ শেষে তিনি (পি.ডব্লিউ-১০) বাড়ি যাওয়ার পথে মুইন্না পাহাড় বরাবর গেলে দেখতে পান যে, নুরুল আমিন ও আয়াছ আসতেছে এবং তারা বলে যে, উম্মুল কুরা মসজিদে তারা মাইকিং করে দিয়েছে এবং তিনি কেন মাইকিং করেননি কিংবা তিনি বলেন মাইকিং করার কোন প্রয়োজন নাই উনারা সেনাবাহিনীর লোক কিংবা

নুরুল আমিন ও আয়াছ বলে এতো রাতে এরা কিসের সেনাবাহিনী এরা আব্দুল হাকিম ডাকাত ও সেনাবাহিনীর ড্রেস পরে ডাকাতি করতে এসেছে কিংবা নুরুল আমিন ও আয়াজ তাকে (পি. ডব্লিউ-১০) আরো বলে শামলাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ডাকাত ধরার জন্য শিলখালী পর্যন্ত এসেছে কিংবা টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ মুইন্না পাহাড়ে আসার জন্য গাড়ী নিয়ে বের হয়েছে কিংবা তারা আরো বলে ওসি প্রদীপ তাদেরকে ০৫ লক্ষ টাকা দেবে ডাকাত মেরে ফেলার জন্য, তারা ঐ ৫ লক্ষ টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকা তাকে (পি.ডব্লিউ-১০) দিবে কিংবা তিনি যেন ডাকাত বলে মাইকিং করে দেন কিংবা এই নিয়ে নুরুল আমিন ও আয়াজের সাথে তর্কবিতর্ক হয় কিংবা নুরুল আমিন ও আয়াছ বলে টেকনায় থানায় একটা কথা ব্যাপক প্রচলন আছে যে, ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে সে বেশি দিন বেঁচে থাকে না মর্মে আসামী পক্ষে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন

পি. ডব্লিউ-১১ ডাঃ রনধীর দেবনাথ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে তিনি মেডিকেল অফিসার হিসেবে জরুরী বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং ঐ দিন সকাল ৮ টা থেকে বেলা ২.৩০ পর্যন্ত তার মর্নিং শিফট্ ডিউটি ছিল তিনি সকাল ৮ টা থেকে ডিউটি শুরু করেন। এর আগের দিনের নাইট ডিউটির ডাঃ পুলক মন্ডল তার নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ডা: পুলক মন্ডল তাকে বলেন যে, গত কাল রাতে আনা সেনাবাহিনীর একজন মেজরের ডেডবডি লাশঘরে আছে। উনি আরএমও স্যারের সাথে কথা বলেছেন। উনি তাকে আরো বলেন, ঐ ডেডবডির সুরতহাল রিপোর্ট আসলে আরএমও স্যার তাকে পোষ্টমর্টেম করতে বলেছেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) নিজে আরএমও স্যারকে ফোন করে ঐ মেজরের ডেডবডি লাশঘরে আছে মর্মে জানান। স্যার বলেন, তিনি অবগত আছেন। স্যার তাকে আরো নির্দেশ দেন, তার ডিউটি কালীন সময়ে সুরতহাল রিপোর্ট আসলে তিনি যেন পোষ্টমর্টেম করে ফেলেন। বেলা ১১.৩০ ঘটিকার সময় কক্সবাজার মডেল থানার একজন পুলিশ অফিসার সুরতহাল রিপোর্ট নিয়ে তার কাছে আসে।

সুরতহাল রিপোর্ট প্রাপ্তির পর তিনি বিষয়টি আরএমওকে অবহিত করে আরএমও এর নির্দেশনা মোতাবেক দুপুর ১.৩০ ঘটিকার দিকে তিনি ডেডবডির পোষ্টমর্টেম করার জন্য লাশঘরে যান। লাশঘরে যাওয়ার আগে ডোমকে ডেকে তাকে পোষ্টমর্টেম করার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিতে বলেন। ডোম মনু (পি. ডব্লিউ-২৭) লাশটি তাকে দেখিয়ে দেয়। তিনি লাশঘরে গিয়ে সুরতহাল রিপোর্ট মোতাবেক মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর লাশ বাইরের দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। মেজর সিনহার লাশটি তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ (ন্যুড) অবস্থায় পান। লাশটি পূর্ব পশ্চিম অবস্থায় রাখা ছিল। মাথা পশ্চিম দিকে, মাথার নিচে একটি ইট ছিল। লাশের বাম বাহুতে একটি inverted injury ছিল। বাম কাঁধের হাড়ের (Clavicle) উপরে one rounded inverted penetrating wound ছিল। বুকের বাম পাশে ১ টি বড় inverted penetrating wound ছিল। গলার বাম পাশে উপরের অংশে অগভীর four parallel penetrating wound ছিল। গলার বাম পাশে অগভীর ক্ষতের নীচে মাংসপেশি ছেড়া ছিল। লাশ উল্টানোর পর লাশের পিঠে one inverted penetrating wound ছিল। পিঠের নিচের অংশে two inverted penetrating wound পাশাপাশি ছিল। পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা অক্ষত স্বাভাবিক ছিল। লাশের মুখ, নাক, চোখ, কান অক্ষত ও স্বাভাবিক ছিল। এরপর লাশটি কেটে বুকের বাম পাশের পাজরের ৪র্থ এবং ৫ম হাড় (যেখানে গর্ত আছে) ভাঙ্গা অবস্থায় পান। হার্টের left ventricle এ দুইটি penetrating wound পান। বাম পাশের lung lacerated (ruptured) অবস্থায় পান। বাম পাশের pleura lacerated (ruptured) অবস্থায় পান। Stomach, Liver, small intestine, large intestine, kidneys, prostate, spleen, urinary bladder, internal genitalia, right lung, great vessels bladder, internal

genitalia, right lung, great vessels, brain, trachea, oesophagus সহ শরীরের বাকি অংশ অক্ষত অবস্থায় পান।

মৃত্যুর কারন তিনি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, "Death was due to hemorrhage and shock resulted from above mentioned injuries caused by firearm weapon which was antemortem and Homicidal in nature".

এই সাক্ষী ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন এবং এতে তার স্বাক্ষর সহ সিভিল সার্জনের স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-১০, ১০/১, ১০/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১১) বলেন যে, পোষ্টমর্টেম শুরু করার আগে তিনি সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন। সুরতহাল রিপোর্টে মৃতদেহ প্রাপ্তির স্থান, তারিখ, সময়, অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে যে, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে অদ্য ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ০১.৩০ ঘটিকার সময় উত্তর শিউরি অবস্থায় স্টেচারের উপর পাওয়া যায়। পোষাকের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে যে, কম্বাইন্ড রংয়ের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পোষাক গায়ে ফুলহাতা গেঞ্জি এবং পরনে ফুলপ্যান্ট এবং পায়ে বাদামী রংয়ের বুট জুতা ও ইউনিফর্মের সাথে সংযুক্ত কালো ও বাদামী রংয়ের লেইনার দুটি। যখমের বিবরনে আছে বাম পাশের শোল্ডার ব্রনের নিচে গভীর রক্তাক্ত একটি এবং বাম হাতের বাহুতে একটি, বাম পাজরে একটি, বাম কোমরের উপরে একটি, পিছনের পিঠে একটি, কোমরের উপরে একটি মোট ছয়টি রক্তাক্ত গুলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কোন আলামত জব্দ করা হয়েছে কিনা সে মর্মে লিপিবদ্ধ আছে যে, পরিহিত ইউনিফর্মের সাথে সংযুক্ত লেইনার কালো রংয়ের একমাথা বাদামী পরিহিত গেঞ্চি, ফুলপ্যান্ট এবং বুটজুতা জব্দ করা হয়েছে। মৃত্যুর সম্ভাব্য কারন সম্পর্কে সুরতহাল প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার মন্তব্য হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে যে, আগ্নেয়াস্ত্র গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে মর্মে

প্রাথমিকভাবে জানা যায়। মাথার খুলি, মেরুদন্ডের অস্তি সমূহ, ঝিল্লি, মস্তিস্ক এবং মেরুদন্ড রুজ্জু অক্ষত। বাকযন্ত্র, শ্বাসনালী এবং রক্তনালী অক্ষত আছে। মুখ, অন্ননালী অক্ষত আছে। রোগ ও জখমের আরো বিস্তৃত বিবরনের উল্লেখ রয়েছে যে, On deep desection- there was rupture of heart, left lung fructure of left 4^{th} @ and 5^{th} ribs with rupture of left Sternoclidomastoid musscle. There was huge antemortem blood with clot in the thoracic cavity আছে। এই জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে ৫/৭ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে- এখানে তার (পি. ডব্লিউ-১১) দ্বিমত আছে, এটা ভিকটিমের শারীরিক কন্ডিশন সহ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। গুলি খাওয়ার পরে ভিকটিম বেঁচে যেতে পারে। ডাঃ পুলক মন্ডল থেকে তিনি ডিউটি গ্রহন করেছেন। সেই রোস্টার ও ডিউটি রেজিস্ট্রার আই ও সাহেব জব্দ করেছে কিনা বলতে পারবেন না। মৃতদেহ তিনি উলঙ্গ অবস্থায় পেয়েছেন এমন কথা তার পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ করেননি।

আসামী এস আই শাহজাহান, রাজিব ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ডোম মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) কার মৃতদেহ সনাক্ত করে তা সুরতহাল রিপোর্টের সাথে মিলিয়েছেন। লাশের মাথা পশ্চিম দিকে ছিল। মাথার নিচে একটি ইট ছিল। লাশঘরে একটু উচু পাকা জায়গার উপর লাশ রাখা ছিল। তার (পি. ডব্লিউ-১১) নির্দেশে এবং উপস্থিতিতে লাশ কাটা হয়। ডেড বডির ভিতরে তিনি কোন পিলেট ও বুলেট পাননি। লাশের গায়ে হালকা রক্তক্ষরনের দাগ পেয়েছেন। Hemorrhage আগে হয় পরে shock হয়। না কাটলে External Bleeding হয় না। Hemorrhage হলে shock হয়। তিনি exmine করে পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তাদের হাসপাতালে ফরেনসিক মেডিসিনের আলাদা বিভাগ নেই। যে সকল হাসপাতালে ফরেনসিক মেডিসিনের আলাদা বিভাগ আছে সেই সব জায়গায় ফরেনসিক বিভাগে পোষ্টমর্টেম করা হয়। ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তারদেরকে আলাদা প্রশিক্ষন দেয়া হয়। ফরেনসিক মেডিসিনের উপরে তার (পি. ডব্লিউ-১১) প্রশিক্ষন নাই। যে ব্যক্তি মেডিকেল অফিসারের সামনে সনাক্ত করেছেন ঐ কলামে কোন ব্যক্তির নাম নেই। তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) রিপোর্টে যে কয়েকটি Penetrating wound এর বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কোন মেজারমেন্ট নাই। Age of injury উল্লেখ করেননি, ফর্মে এই রকম কোন কলাম নেই। Penetrating wound যেকোন Pointed weapon দিয়েও হতে পারে। ভিসেরা প্রয়োজন হলে ভিসেরা সংরক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়। এখানে ভিসেরার প্রতিবেদন নেই, ভিসেরা ছাড়াই রিপোর্ট দিতে পেরেছেন। পোষ্ট মর্ডেম করার আগে তাকে (পি. ডব্লিউ-১১) মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। তার আগে ডা: পুলক মন্ডল মৃত্যু সনদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তার উপস্থিতিতে এবং নির্দের্শে ডোম মৃতের লাশ ডিসেকশন করে।

পোষ্ট মর্টেম করার আগে ভিকটিমের মৃত্যুসনদ তার দেখার প্রয়োজন ছিল কিংবা মৃত দেহের ডিসেকশন ডাক্তারকে নিজ হাতে করার নিয়ম আছে কিংবা ভিকটিমের লাশ সনাক্ত করন ছাড়াই বেআইনিভাবে পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট ইস্যু করেছেন মর্মে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, কামাল, মামুন, নন্দ দুলাল, সাগর দেব, রুবেল শর্মার পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-১২ সার্জেন্ট মোঃ আউয়ুব আলী @ মোঃ আইয়ুব আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০। ঘটনাস্থল মেরিন ড্রাইভ রোড

শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট। আসামী ওসি প্রদীপ, রুবেল, সাগর, নেজাম উদ্দিন, নুরুল আমিন, আয়াজ উদ্দিন, শাহজাহান, মাহমুদ, , রাজিব, লিয়াকত, নন্দ দুলাল, লিটন, সাফানুর, কামাল, মামুন, মোট ১৫ জন। ৩১/০৭/২০২০খ্রি: তারিখ শামলাপুর আর্মি আরপি পোষ্টে তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) ডিউটিরত ছিলেন, তার ডিউটি ছিল ২৪ ঘন্টার জন্য। রামু শাখা থেকে তার ডেক্স এনসিও ফোন করে দ্রুতগতিতে ডেট কমান্ডার স্যারের সাথে তাকে কথা বলতে বলেন, তখন সময় আনুমানিক রাত ১০.০০ টার একটু আগে পরে হবে। তিনি অতিদ্রুত ডেট কমান্ডারের সাথে কথা বলেন এবং ডেট কমান্ডার তার কাছে জানতে চান যে, তার ওখানে কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা? তিনি না সূচক উত্তর দেন। ডেট কমান্ডার স্যার তার কাছে জানতে চান, তার ওখান থেকে এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টের দূরত্ব কত? উত্তরে তিনি বলেন প্রায় ২ কিলোমিটার। ডেট কমান্ডার স্যার দ্রুতগতিতে তাকে এপিবিএন চেকপোষ্টে গিয়ে কি ঘটেছে বিস্তারিত রিপোর্ট করতে বলেন। তিনি দ্রুতগতিতে দৌড়ে এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে যান, তখন সময় রাত আনুমানিক ১০.১৫/ ১০.২০ ঘটিকা। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, পুরো এলাকা পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে। পুলিশ সদস্যদের তার পরিচয় প্রদান করে পুলিশ কর্ডনের ভিতরে তিনি ঢুকে যান। তিনি সেখানে ঢুকে ওসি প্রদীপ, লিয়াকত, নন্দ দুলাল, থানা থেকে আসা ৫/৬ জন পুলিশ, এপিবিএন এর ০৩ জন সদস্য এবং বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ৩/4 জন পুলিশ সদস্যকে দেখতে পান। পুলিশ চেকপোষ্টের ভিতর লম্বা চুলওয়ালা একজন ছেলে হাত রঁশি দিয়ে বাঁধা, চোখ, মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান। চেকপোষ্টের পাশে কক্সবাজারের দিকে মুখ করে দাড়ানো ১ টি ছারপোকা গাড়ী দেখতে পান। তিনি ঐ ছারপোকা গাড়ীর কাছে গিয়ে দেখেন ছারপোকা গাড়ীতে একজন লোক গুলিবিদ্ধ শোয়া অবস্থায় রাখা আছে। লোকটির গায়ে আর্মি পোষাকের মত পোষাক পরা ছিল। লোকটিকে চেনার জন্য তিনি আরো কাছে যান এবং তার মুখ দেখে তিনি ঐ লোককে সহজেই চিনতে পারেন। ঐ স্যার এস. এস. এফ. এ ছিলেন সেই হিসেবে তিনি

স্যারকে সহজে চিনতে পারেন। স্যার হলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান। তিনি তার ব্যক্তিগত মোবাইল দিয়ে ঐ স্যারের ছবি তুলেন। পুলিশ সদস্যরা তাকে স্যারের ছবি তুলতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তার পরিচয় জানতে চায় এবং তার পরিচয় জানার পরেও পুলিশ সদস্যরা তার পরিচয় পত্র এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে ঘটনাস্থল থেকে তাড়িয়ে দেয়। আনুমানিক ১৫/২০ গজ দূরে গিয়ে তিনি তার পকেটে থাকা অন্য একটি মোবাইল ফোন দিয়ে ডেট কমান্ডার স্যারের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তখন ডেট কমান্ডার স্যার জানতে চান, তিনি কি পুলিশ সদস্যদের কাছে তার পরিচয় দেননি। উত্তরে তিনি বলেন, তার পরিচয় দেওয়ার পরেও তার সাথে তারা এইরকম আচরণ করেছে। ডেট কমান্ডার স্যার বলেন, ''পুলিশ সদস্যদের তোমার মোবাইল দাও, আমি কথা বলব। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) আবার পুলিশ সদস্যদের কাছে গিয়ে বলেন যে, তার স্যার তাদের সাথে কথা বলবেন। কিন্তু কোন পুলিশ সদস্য স্যারের সাথে কথা বলে নাই। স্যার বিষয়টি বুঝতে পেরে ফোন কেটে দেন। ঐ সময় ছারপোকা গাড়ীটি চলে যাওয়ার পর ওসি প্রদীপ তাকে দেখে বলেন, ''আপনি কে, ডিজিএফআই এর একজন ছিল, সে কোথায়''? তখন তিনি তার পরিচয় দেন এবং বলেন যে, ডিজিএফআই এর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কাজ করছেন। ওসি প্রদীপ বলেন, আপনাকেই খোঁজ করছি, কোথায় আপনি, কি লাগবে ছবি তুলেন। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) বলেন এখানে তো তিনি কিছু দেখতে পারছেননা, কি ছবি তুলবেন, কিছুইতো নেই। তাছাড়া পুলিশ তো তার পরিচয় পত্র ও মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়েছে। তখন ওসি প্রদীপ বলে, আপনি বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে আসেন। এরপর তিনি বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে গিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করেন। পুলিশ সদস্যরা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি পরিচয় প্রদান করেন এবং বলেন, ওসি প্রদীপ স্যার তাকে আসতে বলেছে তিনি উনার সাথে সাক্ষাত করবেন। ওসি প্রদীপ বলেছেন তাকে কিছু তথ্য প্রদান করবেন। তখনও পুলিশ সদস্যরা তাকে তদন্ত কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ

করতে দেয় নি। তিনি তদন্ত কেন্দ্রের বাইরে রাস্তার উপর অপেক্ষা করেন এবং কিছুক্ষণ পর তাদের সেনাবাহিনীর ২ টি পিকআপ এবং ১ টি জীপ গাড়ী বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে আসে। লেঃ মুনতাছির আরেফিন স্যার (পি. ডব্লিউ-২১) গাড়ী থেকে নেমে পকেট গেইট দিয়া বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান, মাটিতে কিছু আলামত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তখন ওসি প্রদীপ লেঃ মুনতাছির আরেফিন স্যারের সাথে উচ্চ স্বরে কথাসহ দুর্ব্যবহার করে। লেঃ মুনতাছির স্যার বার বার ঘটনাটি জানার চেষ্টা করেন। তখন ওসি প্রদীপ স্যার লেঃ মুনতাছির স্যারকে বলেন এখান থেকে চলে যান, কেন এসেছেন, কেন বার বার আমাদের কাজে বাঁধা দিচ্ছেন, কাজ শেষে সব জানতে পারবেন। ঐ সময় তিনি গুলি লাগা ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর পরিচয় ওসি প্রদীপকে নিশ্চিত করেন। তখন ওসি প্রদীপ কার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলে জানান, উনারা সেনাবাহিনীর জন্য কোন কাজ করতে পারছেন না। এর মধ্যে ওসি প্রদীপ তাকে বসতে বলে। তিনি এবং লেঃ মুনতাছির স্যার তদন্ত কেন্দ্রের নিচে চেয়ারে বসেন। এর মধ্যে পুলিশ কিছু মালামালের তালিকা তৈরী করে। ঐ সময় ডিজিএফআই এর কর্নেল জিএস স্যার এসে উপস্থিত হন। তিনি এবং কর্নেল জিএস স্যার মালামালের তালিকা অনুযায়ী ছবি উঠান। ঐ সময় মারিশবুনিয়ার নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল। তদন্ত কেন্দ্রে ওসি প্রদীপ ঐ ৩ জন পাবলিক (নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন) কে বলে যে, এই দেখ, এই মালামাল গুলি আমরা পেয়েছি। ঘটনাস্থল এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে গাড়ী থেকে কোন মাদক দ্রব্য, অবৈধ মালামাল তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) উদ্ধার করতে দেখেন নাই। ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএর পুলিশ চেকপোস্টে মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে পুলিশ কর্তৃক গুলি করে হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য জড়িত পুলিশ সদস্যরা তার সাথে এইরুপ ব্যবহার করেছে। মামলার তদন্ত কালে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনকে এবং তাদের বাড়ী ঘর তিনি চিনেন। তারা দোকানদারী করে, ঠিকাদারী করে কিনা জানা নাই। এই তিনজনকে কখন কে কিভাবে তাদের বাড়ী থেকে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে এনেছিল তিনি বলতে পারবেন না। এই তিন জনের সাথে তার (পি. ডব্লিউ-১২) কোন আলাপ হয়নি। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে সাক্ষী জহিরুল ইসলামকে (পি. ডব্লিউ-১০) তিনি দেখেননি। নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনকে পুলিশ ধরে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায় তা তিনি পরে জানতে পেরেছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন মেজর সিনহা হত্যা কান্ডে কোন ভাবেই জড়িত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন ও কামালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি শামলাপুর আর্মি চেকপোর্স্টে কর্মরত ছিলেন। আনুমানিক রাত ১০.১৫ থেকে ১০.২০ ঘটিকার সময় তিনি এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে পৌছান। তিনি ঘটনাস্থলে পৌছার আগেই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে আসামী ও ভিকটিমদের পেয়েছেন। কে কাকে কিভাবে মেরেছে তা তিনি দেখেননি। তিনি যখন ঘটনাস্থলে পৌছান তখন পুলিশ ঘটনাস্থল কর্ডন করে রেখেছিল। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে পৌছার সময় তার স্মরন নাই। আসামী নন্দ দুলালকে তিনি জব্দ তালিকা করতে দেখেছেন।

আসামী শাহজাহান আলি, রাজিব ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট তাদের ডিউটি ২৪ ঘন্টা, ঘটনা শেষ হওয়ার আগে তিনি এপিবিএন চেকপোষ্টে পৌছান।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ২০/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ র‍্যাব-১৫ অফিসে তিনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী নন্দ দুলালকে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে জব্দ তালিকা করতে দেখেন নাই মর্মে ডিপেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মাকে ঘটনাস্থলে কর্ডন করে রাখতে দেখেছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটিকে হাত চোখ ও মুখ বাঁধা অবস্থায় এপিবিএন চেকপোষ্টের ভিতর তিনি দেখেছেন।

টেকনাফ থানার চৌকস পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে মাদক ও মানব পাচার, ডাকাতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের নির্দেশনা মতে জিরো টলারেন্স ভূমিকা পালন করায় প্রভাবশালী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আসামী প্রদীপ কুমার দাশ এর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে মেজর সিনহা কথিত হত্যাকান্ডের সাথে তাকে মিথ্যা ভাবে জড়িয়েছে কিংবা উক্ত মিথ্যা মামলায় তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৩ ডাঃ মোঃ শাহীন আবদুর রহমান চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন রাত ১১.৫৫ ঘটিকায় হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ পুলক মন্ডল তাকে ফোন করে জানায়, মেজর (অবসর প্রাপ্ত) সিনহা মোঃ রাশেদ খান নামের এক ব্যক্তির লাশ জরুরী বিভাগে আনা হয়েছে, তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-১৩) বাসায় ছিলেন। ডাঃ পুলক মন্ডল আরো জানায়, তিনি লাশের সার্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত অবস্থায় আনিত মর্মে ঘোষনা দেন এবং রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করে মৃত মর্মে ডেড সার্টিফিকেট দেন। ডাঃ পুলক মন্ডল মৃহদেহটিকে লাশঘরে প্রেরন করেন। পরের দিন ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় ঐ লাশের চালান ফরম ও সুরতহাল রিপোর্ট হাসপাতালে আসে এবং উহা তিনি অফিসিয়ালী গ্রহন করেন। ঐ দিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ রনধীর দেবনাথকে (পি. ডব্লিউ-

১১) মৃত মেজর সিনহার পোষ্টমর্টেম করার জন্য তিনি অবহিত করেন এবং লাশঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডোম আহাম্মদ কবির মনুকে (পি. ডব্লিউ-২৯) তিনি সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহনের নির্দেশ দেন। ঐ দিন দুপুরে ডাঃ রনধীর দেবনাথ মৃত মেজর সিনহার পোস্টমর্টেম কার্য সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে মৃত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তিনি প্রাপ্ত হয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে ঐ রিপোর্ট প্রদান করেন। মামলার তদন্ত কালে তদন্ত কর্মকর্তা তার জবানবন্দি নেয়।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, কামাল হোসেন, সাফানুর, মামুন, প্রদীপ কুমার দাশ, নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ১১.৫৫ ঘটিকায় জুরুরী বিভাগে কর্মরত মেডিকেল অফিসার বলতে তিনি ডাঃ পুলকের কথা বলেছেন। ডাক্তার পুলক মেজর সিনহাকে মৃত ঘোষনা করে লাশঘরে লাশ প্রেরন করেন। ঐ সময় ডাঃ পুলকের সাথে টেলিফোনে তার (পি. ডব্লিউ-১৩) বেশ কয়েকবার কথা হয়, ডাঃ পুলক লাশের সার্বিক অবস্থা তাকে জানায়, তিনি তাকে টেলিফোনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

মৃত মেজর সিনহার পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষা তাদের (পি. ডব্লিউ-১৩) হাসপাতালে হয়নি কিংবা তার নির্দেশনায় ও অবগতি মতে হয়নি কিংবা প্রভাবশালী বাদী পক্ষের দ্বারা বশিভূত হয়ে ডাঃ পুলক, ডাঃ রনধির এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-১৩) মিলে মেজর সিনহার মৃত দেহের ময়না তদন্তের নামে ভূয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করে তদন্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৪ মুক্তার আহামদ @ মোখতার আহমদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:। সময় রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল

শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট মেরিন ড্রাইভ রোড। আসামী ওসি প্রদীপ, রুবেল, সাগর, নেজাম উদ্দিন, নুরুল আমিন, আয়াজ উদ্দিন, শাহজাহান, মাহমুদ, , রাজিব, লিয়াকত, নন্দ দুলাল, লিটন, সাফানুর, কামাল, মামুন মোট ১৫ জন। ৩১/০৭/২০২০খ্রি: তারিখ তিনি (পি. ডব্লিউ-১৪) বাড়ীতে ছিলেন। তিনি মারিশবুনিয়ার উম্মুল কুরা জামে মসজিদে বিকল্প ইমাম হিসেবে ঐ দিন মাগরিবের নামাজ পড়ান। নামাজের পরে তিনি বাড়ীতে চলে যান। তার বাবা আলী আহাম্মদ ঐ দিন উম্মুল কুরা জামে মসজিদে এশার আজান দেন। আসামী নিজাম তার বাবাকে বলে, পাহাড়ে আলো দেখা যাচ্ছে, আপনারা সতর্ক থাকেন এই বলে সে মসজিদের মাইকে মাইকিং করে ঘোষনা দিতে বলে। তার বাবা নিজামের কথায় মাইকিং করে নাই, নিজাম উদ্দিন নিজেই মাইকিং করে। নিজাম উদ্দিন বলে, ‘‘পাহাড়ে আলো দেখা যাচ্ছে, আপনারা সতর্ক থাকিয়েন, ডাকাত হইতে পারে’’। এশার নামাজ তার (পি. ডব্লিউ-১৪) ইমামতিতে পড়ান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে সবাই বলাবলি করছিল, পাহাড়ে আলো দেখা যাচ্ছে, আপনারা সবাই সতর্ক থাকিয়েন, ডাকাত হইতে পারে। ৩ দিন আগে তাদের এলাকায় একটি গরু চুরি হয়েছিল। এরপর তিনি বাড়ীতে চলে যান। পরের দিন সকালে তিনি কোরবানীর ঈদের নামাজ পড়ার জন্য বের হয়ে উম্মুল কুরা জামে মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ পড়ান। নামাজ পড়ানোর আগেই পুলিশ নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনকে খোঁজাখোঁজি করে। তিনি কোরবানীর ঈদের নামাজ পড়ান, গরু জবাই করেন, এরপর বাড়ীতে চলে যান। বাড়ীতে যাওয়ার পর তিনি শুনেন পুলিশ নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গেছে। পরে আরো শুনেন, মেজর সিনহাকে আগের রাত্রে এপিবিএন চেকপোষ্টে পুলিশ মেরে ফেলেছে। মামলার তদন্ত কালে এইসব কথা তদন্ত কর্মকর্তাকে তিনি বলেছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী হাফেজ জহিরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-১০) তার জ্যাঠাতো ভাই, সাক্ষী আলী

আহমত তার পিতা। ০১/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় তিনি কোরবানীর ঈদের নামাজ পড়ান। পুলিশ আসায় একটা ঘটনা হওয়ায় তাড়াতাড়ি তিনি নামাজ শেষ করে দেন। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ দিকে পুলিশ নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনকে ধরে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায়।

আসামী নিজাম উদ্দিন কথিত ঘটনার বিষয়ে মাইকে কোন ঘোষনা দেয়নি কিংবা তার (পি. ডব্লিউ-১৪) বাবা ও হাফেজ জহিরুল ইসলাম মিলে পারিবারিক শত্রুতার কারনে নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৫ ছেনোয়ারা বেগম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তার (পি. ডব্লিউ-১৫) স্বামী আব্দুল জলিল সিএনজি চালাতো এবং টেকনাফ থেকে মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে কক্সবাজার রোডে আসা যাওয়া করত। তার স্বামী বিদেশ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ০৩/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখ তিনি চট্টগ্রাম থেকে সকাল ৯ টায় কক্সবাজার এসে মসজিদ মার্কেটের সামনে নেমে তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন করে জানায় যে, তিনি কক্সবাজার মসজিদ মার্কেটের সামনে আছেন, তার সাথে প্রতিবেশী শাহ আলম ছিল, সে টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপের দালাল। তার স্বামী আরো বলেন, বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে ট্রাভেল এজেন্সিতে একটি কাগজ জমা দিতে হবে, কাগজ জমা দিয়ে তিনি বাড়ীতে চলে আসবেন। সকাল ১০ টা বেজে যায় কিন্তু তার স্বামী তার সাথে আর কোন যোগাযোগ করে নি। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন করলে কল ঢুকে কিন্তু তার স্বামী রিসিভ করে নাই। তিনি শাহ আলম এর কাছে জানতে চান তার স্বামী আব্দুল জলিল তার সাথে ছিল, তিনি কেন ফোন রিসিভ করছেন না। কিছুক্ষণ পর শাহ আলম জানায় যে, তার স্বামীকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের লোকজন ধরে টেকনাফ থানায় নিয়ে গেছে। এই খবর পেয়ে তিনি টেকনাফ থানায় গেলে টেকনাফ থানার পুলিশ তাকে থানায় ঢুকতে দেয় নি। ঐ দিন তার সন্তানসহ

বিকাল ২ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত তিনি টেকনাফ থানার বাইরে অবস্থান করেন। প্রদীপের দালাল শাহ আলম তাকে জানায় যে, তার স্বামী টেকনাফ থানায় আছে। পরের দিন তিনি আবার টেকনাফ থানায় গিয়ে একটি জিডি করতে চান, কিন্তু পুলিশ তাকে থানায় ঢুকতে দেয় নি। পরে ওসি প্রদীপ এর দালাল শাহ আলম তাকে জানায় যে, তার স্বামী কোথায় আছে তা সে জানে, থানায় জিডি করার দরকার নেই, তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) যেন বাড়ীতে চলে যান। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) ঐ দিনও রাত ১০ টা পর্যন্ত টেকনাফ থানার বাইরে অবস্থান করেন। রাত ১০ টার পর ওসি প্রদীপের দালাল শাহ আলম তাকে বলে যে, রাত ১১টায় তার স্বামী আব্দুল জলিলকে শাহ আলম এর বাড়ীতে নেওয়া হবে, তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) যেন একা শাহ আলমের বাড়ীতে যান, সাথে যেন কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যান। তিনি বাড়ীতে গিয়ে সারা রাত অপেক্ষা করেন, কিন্তু শাহ আলম তাকে ফোন দেয় নি। শাহ আলমের নিষেধ সত্ত্বেও ৯ নং ওয়ার্ডের আব্দুল জব্বার মেম্বারকে তিনি বিস্তারিত ঘটনা জানান। মেম্বার আব্দুর জব্বার তাকে শাহ আলম এর বাড়ীতে যেতে বলে। পরের দিন সকাল ৭ টায় তিনি শাহ আলমের বাড়ীতে গিয়ে শাহ আলমের কাছে জানতে চান, সে কেন তার (পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন ধরে নাই। এরপর শাহ আলম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে। শাহ আলম এর কাছে কোন জবাব না পেয়ে তিনি বাড়ী চলে যান। ঐ দিন দুপুর ২ টায় তিনি সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে যান, সাথে তার সন্তানরাও ছিল। তিনি সাবেক এম পি মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বিস্তারিত ঘটনা জানালে এমপি সাহেব প্রথমে টেকনাফ থানার এস, আই মশিউরকে ফোন দিয়ে বলেন যে, একজন অসহায় মহিলা ওসি প্রদীপের কাছে গেছে, শাহ আলম এর কাছে গেছে, মেম্বার আব্দুল জব্বারের কাছে গেছে, তার স্বামী আব্দুল জলিল তাদের কাছে আছে এবং তার স্বামীকে তিনি ছেড়ে দিতে বলেন। এস. আই মশিউর জানায় যে, তার স্বামী আব্দুল জলিল তাদের কাছে নেই। এরপর এম. পি. মোহাম্মদ আলী আবার ওসি প্রদীপকে ফোন দেন। ওসি প্রদীপও জানায় যে, এ ধরনের লোক তাদের কাছে নেই,

তারা তার স্বামীকে ধরে নাই। উত্তরে এম. পি মহোদয় বলেন যে, ‘‘ঐ মহিলা আপনাদের কাছে জিডি করতে চাচ্ছে, আপনারা জিডি নিচ্ছেন না কেন’’। এরপর তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) বাড়ী ফিরে আসেন এবং তার স্বামীর ঘটনাটি পত্রিকায় ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেন। তার স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার ১৫/২০ দিন পর তাদের এলাকার রফিক উল্লাহ নামের একজনকে ওসি প্রদীপের দলবল নিয়ে যায় এবং তাকে টেকনাফ থানায় দোতলায় হাজতখানায় রাখে। সেখানে তার স্বামীর সাথে উক্ত রফিক উল্লার দেখা হয়। তার স্বামী আব্দুল জলিল রফিক উল্লাহকে তার (পি. ডব্লিউ-১৫) মোবাইল নম্বর দেয় এবং রফিক উল্লাহকে বলে যে, উনি (তার স্বামী) টেকনাফ থানায় আছেন, এই খবর যেন রফিক উল্লাহ তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) দেয়। কয়েকদিন পর রফিক উল্লাহ জামিনে বের হয়ে তাকে (পি. ডব্লিউ- ১৫) ফোন করে তার সাথে দেখা করতে বলে। তিনি রফিক উল্লাহ এর সাথে দেখা করলে রফিক উল্লাহ তাকে সতর্ক করে বলে যে, ‘‘বোন তুমি আমার সাথে দেখা করেছ এই কথা কাউকে বলবা না, ওসি প্রদীপ তাকে বলেছে, তুই আব্দুল জলিলকে এখানে দেখেছ এই কথা কাউকে বলবি না, যদি বল তাহলে তোকে গুলি করে মেরে ফেলব’’। তিনি রফিক উল্লাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী সাহেবকে জানালে উনি তাকে টেকনাফ থানায় যেতে পরামর্শ দেন। উনার পরামর্শ মোতাবেক তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) টেকনাফ থানায় গিয়ে এম. পি মোহাম্মদ আলী সাহেবের একটি কার্ড থানার গেটে দেখালে তাকে থানায় ঢুকতে দেওয়া হয়। তিনি থানার পুলিশকে বলেন, তার স্বামী জলিল টেকনাফ থানায় আছে। সে সময় ওসি প্রদীপ দলবল সহ গাড়ী নিয়ে থানা থেকে বাইরে যায়। কিছু পুলিশ তাকে গ্রেফতারের হুমকি দিলে তিনি বাড়ী ফিরে যান। তিনি তার স্বামীর ঘটনা ৮ টি পত্রিকায় দেন। পরবর্তীতে তিনি কক্সবাজার এর এস. পি. মাসুদ সাহেবের কাছে সকাল ৯ টায় গিয়ে একটি দরখাস্ত দেন। ঐ দিন এস. পি সাহেবের সাথে তার দেখা হয় নাই। ০৭/০১/২০২০খ্রি: তারিখ এস. পি. অফিস থেকে তাকে দরখাস্ত গ্রহন করে কপিতে সীল

দেওয়া হয় এবং তাকে পরের দিন আসতে বলে, তবে লক ডাউনের কারনে এস. পি. সাহেবের সাথে তিনি আর দেখা করতে পারেন নি। ৩/ ৪ মাস পর ওসি প্রদীপ, সাগর, রুবেল মশিউরসহ আরো ২/৩ জন পুলিশ মাগরিবের পরে তাদের বাড়ীতে যায়। তখন তিনি মাগরিবের নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। ওসি প্রদীপ বলে, ''তুমি যদি তোমার স্বামীকে ফিরে পেতে চাও, তাহলে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে"। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) বলেন, ''আপনি দেখেন আমার ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, ঘরে ভাতের চাউলও নাই। আমার ছোট ছোট ছেলে না খেয়ে আছে, আমি ১০ লক্ষ টাকা কোথা থেকে দেব''। এই সব কথা বলে তিনি ওসি প্রদীপের পায়ে পড়েন। ওসি প্রদীপ বলে, ''তুমি ১০ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে, নইলে তোমার স্বামীকে ফিরে পাবা না''। ওসি প্রদীপ তাকে ওয়াটসআপে কল দিতে বলেন। তিনি বলেন তার ওয়াটসআপ নাই, ছোট মোবাইল। ওসি প্রদীপ বলে, ''সিমে ফোন দিবা না, আমি নিজে আসবো। ইতোপূর্বে তার স্বামী বিদেশ যাওয়ার জন্য আশা এনজিও থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছিলেন, তার স্বামীর সিএনজি বিক্রি করে আড়াই লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন, তাদের বসত ভিটা বন্ধক দিয়ে ১ লক্ষ টাকা পান। এই ভাবে প্রায় ১৫ দিনে ৫ লক্ষ টাকা যোগাড় করে তিনি ওসি প্রদীপকে ফোন দেন এবং ৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানান। ওসি প্রদীপ তেমন বেশি কিছু বলে নি। পরের দিন রাত আনুমানিক ৯টা/ ৯.৩০ টার দিকে ওসি প্রদীপ তাদের বাড়ীতে আসে, ঘরে তার ছোট ছোট ২ টি ছেলে ছিল, আর কেউ ছিল না। ওসি প্রদীপ ইতোপূর্বে তাকে বলেছিল ঘটনা কাউকে না জানাতে, জানালে তার স্বামীর লাশ পাবে। এই ভয়ে তিনি কাউকে আর কিছু বলেন নি। ওসি প্রদীপ টাকা কোথায় জানতে চায়। তিনি সাহস করে বলেন, ''আগে আমার স্বামীকে ফেরত দেন, আমার স্বামী কোথায়''? তার (পি. ডব্লিউ-১৫) আশংকা ছিল, ইতিপূর্বে ওসি প্রদীপ টাকা নিয়ে অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে, তাই টাকা দেওয়ার আগে সাহস করে তার স্বামী কোথায় জানতে চান এবং বলেন তার স্বামীকে ফেরত দিলে টাকা দেবেন। এরপর তিনি

আল্লাহর উপর ভরসা করে ওসি প্রদীপের হাতে ৫ লক্ষ টাকা দেন এবং কান্নাকাটি করে তাকে বুঝান। ওসি প্রদীপ সাগর, রুবেল ও মশিউরকে নাম ধরে বলে, বাইরে আর কেউ আছে কিনা দেখ এবং ওসি প্রদীপ তার (পি. ডব্লিউ-১৫) দেওয়া ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে দলবলসহ চলে যায়। পরের দিন সকালে তিনি ওসি প্রদীপকে ফোন করেন, কিন্তু সে ফোন রিসিভ করে নি। পরের দিন তিনি আবার টেকনাফ থানায় ওসি প্রদীপ সাহেবের রুমে গিয়ে তাকে চেয়ারে পান। তিনি ওসি প্রদীপের কাছে জানতে চান তার স্বামীর কি দোষ, তিনি ভিটা বাড়ী বন্ধক দিয়াছেন তার ভিটা বাড়ী চলে যাবে, রাস্তায় গিয়ে থাকতে হবে, সে তার স্বামীকে ফেরত দিচ্ছে না কেন, তার চাহিদা মত টাকাও তিনি দিয়েছেন। ওসি প্রদীপ কোন কথা না বলে কেবল হাসে। এরপর তিনি বাড়ী ফিরে যান, সাথে তার ছোট ছোট ২ ছেলে ছিল। কিছু দিন পরে তিনি আবার কক্সবাজারে এস. পি. মাসুদ সাহেবের কাছে গেলে সেখানে সাগর, রুবেল ও মশিউর তাকে দেখে হাসে এবং এস. পি সাহেবের গেটের পুলিশদেরকে তাকে ভিতরে ঢুকতে বাঁধা দিতে বলে। সাগর, রুবেল ও মশিউর বলে ‘‘তুমি আবার এখানেও এসেছ’’। তার সাথে ছিল ৬ বছর ও ৪ বছরের ছোট ২ টি ছেলে। ওসি প্রদীপের ভয়ে তাকে সাহায্যের জন্য তখন কেউ এগিয়ে আসে নি। এস. পি. মাসুদ সাহেবের অফিসের গেটে থাকা পুলিশদেরকে তিনি বলেন যে, তার বেঁচে থেকে আর কি হবে। ঐ দিন রাত ১০.৩০ টার সময় এস. পি মাসুদ সাহেবের সাথে তার দেখা হয়। তিনি কি জন্য এসেছেন তা এস. পি. মাসুদ সাহেব জানতে চান। তিনি উনাকে বিস্তারিত ঘটনা বলেন। ওসি প্রদীপকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, সেই কাহিনী বলেন। এস. পি মাসুদ তার নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর লিখে অফিসে জমা দিতে বলেন এবং তিনি পরের দিন তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) জানাবেন বলেন। ঐ দিন রাত প্রায় ২ টা বাজে তার ৬ ও ৪ বছরের ছোট ছোট ২টি ছেলে সহ তিনি বাড়ী ফিরে যান। পরের দিন এস. পি. মাসুদ সাহেব তাকে কিছু জানান নি। লক ডাউনের কারনে এস পি. সাহেবের সাথে তিনি আর যোগাযোগ করতে পারেন নি। এরপর ঢাকার একজন

সাংবাদিক তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর দরখাস্ত দিতে বলেন। ঢাকার ঐ সাংবাদিক বলেন যে, তিনি নিজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে দরখাস্ত দিবেন। ০৩/১২/২০১৯ তারিখ তার স্বামী আব্দুল জলিলকে আটক করে। ২০২০ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখ একজন সাংবাদিক তাকে ফোন করে জানান যে, তার স্বামীর লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। তিনি ফেইসবুকের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ওসি প্রদীপ তার স্বামীকে ক্রসফায়ার দিয়েছে। তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে তার স্বামী আব্দুল জলিলের লাশ সনাক্ত করেন। তার স্বামী আব্দুর জলিলের শরীরে কোন রক্তের দাগ দেখেন নি। তার মনে হয়, তার স্বামীকে খেতে না দিয়ে প্রায় ৮ মাস আটক রেখে হত্যা করে ক্রসফায়ারের নাম দিয়ে লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রেখে গেছে। এই সাক্ষী আব্দুল জলিলের আটকের পূর্বের ছবি দাখিল করেছেন, যা বস্তু প্রদর্শনী-ক, আব্দুল জলিলের লাশের ছবি বস্তু প্রদর্শনী- ক/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাক্ষী পুনরায় বলেন যে, তার স্বামী আব্দুল জলিলের লাশ প্রাপ্তির পর লাশ বাড়ীতে নিয়ে এলাকার কবরস্থানে কবর দেন। ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এলাকায় লোক মুখে জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানা এলাকায় সেনাবাহিনীর একজন মেজর ভিডিও বানাচ্ছে, ওসি প্রদীপের হাতে ক্রসফায়ারের শিকার এমন বহু লোকের আত্মীয়স্বজন ঐ মেজর সাহেবকে গিয়ে ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। তিনিও ঐ মেজর সাহেবকে তার স্বামী আব্দুল জলিলের ক্রসফায়ারের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। মেজর সাহেবের সাথে থাকা লম্বা চুলা লোক (পি. ডব্লিউ-২) তার সাক্ষাৎকার ভিডিও করেন। মেজর সাহেব বলেন, এই জাতীয় অনেক ঘটনা আছে, সবগুলির বিচার হবে। তার (পি. ডব্লিউ-১৫) সাথে তার ছেলে ২ টা ছিল, সেটা জুলাই মাসের ১৮/১৯ তারিখ হবে। ওসি প্রদীপ, সাগর ও রুবেল সহ ৬/৭ জনের ১ টা দল তাদের বাড়িতে এসে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায়, সেনাবাহিনীর কোন মেজর ভিডিও করেছে কিনা এবং তিনি ওনার কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কিনা? তিনি উত্তরে বলেন, এই জাতীয় কোন ঘটনা

হয় নি। ওসি প্রদীপ বলে, মেজর সাহেবকে সে খুঁজতেছে, পেলে তাকে মেরে ফেলবে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) যদি মেজর সাহেবের কাছে সাক্ষাৎকার দেন তাহলে তাকেও মেরে ফেলবে। ওসি প্রদীপ তাকে হুমকি দিয়ে ও সতর্ক করে চলে যায়। ওসি প্রদীপ তাকে জানানোর জন্য (মেজর সিনহার বিষয়ে) একটি মোবাইল নাম্বারও দিয়ে যায়। কোরবানীর ঈদের দিন সকালে তিনি শুনেন যে, ওসি প্রদীপ সেনাবাহিনীর একজন মেজরকে শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেক পোষ্টে মেরে ফেলেছে কোরবানীর ঈদের আগের রাতে। ফেইসবুকে তিনি দেখেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর যে মেজরের নিকট সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাকেই হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন ওসি প্রদীপ তাকে হুমকি দিয়ে যে কথা বলেছে তা সত্য হয়েছে। ওসি প্রদীপসহ যারা তার স্বামীকে হত্যা করেছে তাদেরকে আসামী করে তিনি কক্সবাজার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। সি, আর-১২৮/২০২০ নং মামলার ফৌজদারী দরখাস্ত ও আদেশের জাবেদা নকল, প্রদর্শনী-১১ ও ১১/১, ৯ টি পত্রিকার কাটিং অংশ দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-১২ সিরিজ, টেকনাফ থানায় দাখিলী ০৬/১২/২০২০ তারিখের জিডির কপি প্রদর্শনী-১৩, টেকনাফ থানায় দাখিলী ০৭/০১/২০২০ তারিখের দরখাস্তের কপি এবং এস, পি মাসুদ সাহেবের বরাবরে দাখিলী ০৭/০১/২০২০ তারিখের দরখাস্তের কপি প্রদর্শনী-১৪, ১৪/১, আশা এনজিও থেকে লোন নেওয়া সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদর্শনী-১৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলার তদন্তকালে তিনি আই, ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। টেকনাফ থানার সাবেক এস, আই মশিউর বাদে ওসি প্রদীপ, সাগর, রুবেল কাঠগড়ায় আছে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, কামাল, মামুন, নন্দ দুলাল, এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাজাহান, রাজিব ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এদের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এপিবিএন চেকপোষ্টে এস, আই শাহজাহান, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন কি করেছে তা তিনি দেখেননি।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার (পি. ডব্লিউ-১৫) স্বামী জলিলকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে দাবী করে ওসি প্রদীপ সহ ১২ জনকে আসামী করে সি. আর- ১২৮/২০২০ মামলা দায়ের করেছেন । ঐ মামলায় ১০ জনকে সাক্ষী মান্য করেছেন। তার স্বামী টেকনাফ থেকে কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ রোডে সি, এনজি চালাতো তা দেখানোর জন্য স্টাম্প আছে। ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানায় তিনি আসামী শাহআলম, নুর মোহাম্মদ ওরপে বেক্কু, রফিকুল ইসলাম ও অজ্ঞাত কয়েকজনের বিরুদ্ধে জিডি করেন। ঐ জিডিতে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের নাম দেয়া সম্ভব ছিল না। সে (ওসি প্রদীপ) ঐ সময় বহু লোককে হত্যা করেছে, দৈনিক সে ৪/৫ জনকে হত্যা করতো। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) নাম দিলে তাকেও হত্যা করতো। ০৭/০১/২০২০ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানায় তিনি অভিযোগ করেছেন এবং এস. পি মাসুদ সাহেবের কাছে দরখাস্ত দিয়েছেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) কোথাও বিচার পান নাই, এখন বিচার প্রার্থী হয়েছেন। তার বসত ভিটা নুরুল আমিনের কাছে এক লক্ষ টাকায় মৌখিক বন্দোবস্ত দিয়েছেন, টাকা ফেরত দিতে না পারলে বসত ভিটা বিক্রি করে তাকে টাকা ফেরত দিতে হবে। তার স্বামী স্ট্যাম্পে জয়নালকে সিএনজি বিক্রি করেছে। তার স্বামীর মৃত্যুর ০৭ দিন পর জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেজর সাহেবের (মেজর (অব:) সিনহা) নিকট তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সঠিক তারিখ বলতে পারবেন না, তখন তার (পি. ডব্লিউ-১৫) মানষিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল।

ওসি প্রদীপ তাদের বাড়িতে গিয়ে দশ লক্ষ টাকা চাওয়া কিংবা প্রদীপকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেয়া কিংবা তার স্বামীকে ফেরত চাওয়া কিংবা প্রদীপ তার স্বামীকে ক্রসফায়ারে হত্যা

করা কিংবা আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা প্রদীপের সাথে তার বাড়িতে যাওয়ার উক্তি মিথ্যা মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৬ হাম জালাল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি তার বাড়িতে ছিলেন। ঘটনার আগে ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই দিবাগত রাত আনুমানিক ১ ঘটিকার সময় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের ৬ জন পুলিশ তার বসত বাড়ির মেইন গেটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে তার বসতঘরের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। তিনি তখন ঘুমে ছিলেন, ধাক্কার শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি বসতঘরের লাইট জ্বালিয়ে চারদিকে পুলিশ দেখতে পান। তিনি পুলিশের কাছে জানতে চান, কেন পুলিশ তার বাড়িতে এসেছে। এস. আই সঞ্জীত বলে, ‘‘দরজা খুলেন নইলে গুলি করব’’। তিনি ভয়ে দরজা খুলে দিয়ে তাদের বসতে বলেন। এস. আই সনজিত, এস, আই সাগর, এস. আই মিঠুন এস, আই রাজু আহমেদ গাজী তার ড্রইং রুমে ঢোকে। ২ জন কন্সটেবল বাইরে দাড়ানো ছিল। পুলিশ কি কারনে তার বাড়িতে এসেছে জানতে চাইলে তারা জানায় যে ২০১৯ সালে ১০২ জন টেকনাফের মাদক কারবারী পুলিশের নিকট আত্নসমর্পন করেছে। ঐ ১০২ জনের ১ জন এনাম বাহিনীর এনাম নাকি তার (পি. ডব্লিউ-১৬) নাম বলেছে। এস, আই সাগর তাকে বলে, তাদের যদি ২০ লক্ষ টাকা দেয় তাহলে তাকে থানায় নিয়ে যাবে না। তিনি বলেন তার কাছে এতো টাকা নাই, আর কেনই বা তাদের টাকা দেবেন। তখন এস, আই সনজিত ওসি প্রদীপকে ফোন করে বলে, স্যার আমরা হাম জালালের বাড়ীতে এসে তাকে পেয়েছি। ওসি প্রদীপ উত্তরে বলে, তাকে থানায় নিয়ে আসো। এরপর এস, আই সনজিত, সাগর ও রুবেলকে ডাকে। সাগর ও রুবেল ঘরে ঢুকে তাকে দুই হাত ধরে জোর করে ঘরের বাইরে নিয়ে তাদের গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা তখন কান্নাকাটি করছিল। এস, আই সনজিত, এস, আই সাগর ও মিঠুন ওসি প্রদীপের কোয়াটারে ঢুকে যায় এবং তাকে পুলিশের গাড়ীতে বসিয়ে রাখে। কং সাগর, কং রুবেল ও এস আই রাজু

আহমেদ গাজী তার সাথে পুলিশের গাড়ীতে বসে থাকে। প্রায় ৪০ মিনিট পর এস আই সনজিত, এস, আই সাগর ও এস, আই মিঠুন ওসি প্রদীপের কোয়াটার থেকে বের হয়ে এসে কং সাগর, কং রুবেল ও এস, আই রাজু আহমেদ গাজীকে বলে তাকে থানার দোতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, পিছনে পিছনে এস, আই সনজিত, এস, আই সাগর ও এস, আই মিঠুন ছিল। থানার দোতলায় হাজতখানাতে ৪ টি রুম আছে। হাজতখানার ৪ টি রুমে ক্রসফায়ারের হাজতিদের রাখা হতো। সেই রুমটার দরজায় নিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে এস, আই সাগর বলে, মেম্বর জীবনে অনেক টাকা পয়সা দেখেছেন পনের লক্ষ টাকা দেন, তারা স্যারকে বলে তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করবে, নইলে মেরিন ড্রাইভে নিয়ে আজকে রাত্রেই ক্রসফায়ারে দিবে। তিনি ভয়ে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়ে যান। তখন এস, আই সনজিত ১৫ লক্ষ টাকা কার কাছ থেকে নেবে জানতে চান। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) টেকনাফ উপজেলা রেন্ট এ কার সমিতির সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক মোঃ রফিক। তিনি তাদেরকে ঐ সাধারন সম্পাদক রফিকের কাছ থেকে টাকা নিতে বলেন। তখন তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) হাজত খানায় ঢুকিয়ে তারা চলে যায়। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ অনেক নারীকে ধর্ষন করেছে, অনেক লোককে ক্রসফায়ারে দেওয়ায় তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) ভয় পেয়ে হাজতখানার টয়লেটে ঢুকে অজু করে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়েন। ঐ রাত্রে ফজরের ১৫/২০ মিনিট আগে কং রুবেল একটি মোবইল ফোন নিয়ে এসে তাকে খোঁজ করে এবং মোবাইলে কথা বলতে বলে, তিনি হ্যালো বললে রফিক উত্তরে তাকে সালাম দেয় এবং বলে উনারা ১৫ লক্ষ টাকা দিতে বলেছেন, কোত্থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দিব। তিনি রফিককে বলেন, ‘‘আমার নোহা মাইক্রোবাস একজনের কাছে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রির কথা হয়েছে। ৫০ হাজার টাকা মাইনাস করো, ১২ লক্ষ টাকা বিক্রি করে দাও। তার (পি. ডব্লিউ-১৬) বাড়িতে দেড় লক্ষ টাকা আছে, বাকি টাকা তোমার কাছ থেকে দাও। আমি বের হলে তোমার টাকা তোমাকে দিয়ে দিবো। তিনি রফিককে আরো বলেন, ‘‘আমার বাড়িতে গিয়ে বইলো, আমি সুস্থ

আছি''। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে ওদের টাকা দিয়ে তাকে বের করতে বলেন। পরের দিন তার বাবা আলহাজ্জ খলিলুর রহমান ওসি প্রদীপের সাথে দেখা করে প্রদীপের কাছে জানতে চান, তার ছেলেকে কোথায় রেখেছে, তারা তার ছেলেকে আনেনি বলে প্রদীপ অস্বীকার করে। তখন তার আব্বা কান্নাকাটি করে বাড়িতে চলে যায়। ঐ দিন বিকালে তার আব্বা প্রথম আলোর সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিনের কাছে গিয়ে তার (পি. ডব্লিউ-১৬) বিষয়ে নিউজ করেন। সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন ওসি প্রদীপকে ফোন করলে প্রদীপ সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিনকে তার বিষয়টি অস্বীকার করে। ২৫/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ তার আব্বা এবং তার ভগ্নিপতি আইনজীবীর সহকারী শুকুর মুন্সি টেকনাফ থানায় গিয়ে প্রদীপের সাথে দেখা করলে প্রদীপ তার আব্বাকে চেম্বারে নিয়ে বলে, ৭ লক্ষ টাকা দিলে তার ছেলেকে ছেড়ে দিবে। তার আব্বা বলেন, ৬ লক্ষ টাকা দেবেন এবং তার ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলেন। এরপর ২৫ তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক ১.৩০ ঘটিকায় তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) চোখ বেঁধে মেরিন ড্রাইভে নিয়ে কং সাগর ও কং রুবেল তার দুই হাত ধরে এবং এস, আই সনজিত তাকে কলেমা পড়তে বলে। তখন তিনি ওসি প্রদীপেন সাথে একটু কথা বলতে চাইলে প্রদীপ মেরিন ড্রাইভ রোডের রাস্তার উপর থেকে এসে কি কথা বলবে তা জানতে চায়। তখন তিনি প্রদীপকে বলেন, ''স্যার আমার ৪ টি ছেলে একটি মেয়ে, আমি ওদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই, আমাকে মেরে ফেললে আমার ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারবে না''। তিনি আরও বলেন, তিনি মাদক কারবারি না। তিনি সারাজীবন মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। রাজনৈতিক কারনে কারো যদি সমস্যা হয়, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিবেন। তাকে আন্ডারটেকিং দিবেন। তিনি ঠিকাদারী করেন। তার দুই কোটি টাকার উপরে মানুষের কাছে পাওনা আছে। তার কাছেও এককোটি টাকার উপরে মানুষ পাবে। তাকে যদি মেরে ফেলে তাহলে মানুষের পাওনা টাকা কে দেবে, তিনি প্রদীপের কাছে ২ দিনের সময় চান। তিনি আরও বলেন, আপনি এলাকার রিপোর্ট নেন তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) যদি মাদক কারবারি হন

তাহলে তাকে মেরিন ড্রাইভ রোডে মারবে না, তাকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে শাপলা চত্তরে গুলি করে মারবে। তার কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপের মোবাইলে একটি কল আসে এবং সে কথা বলে। কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপ এস, আই সনজিতকে ডেকে কথা বলে এবং কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপ তাকে বলে যে, ''তোর ভাগ্য ভাল,'' এই কথা বলে তাকে সোজা গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন ২৬ তারিখ আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় তাকে হ্যান্ডকাপ পড়িয়ে এস, আই রাশেদের সামনে নিলে তখন এস আই রাশেদের সামনে তিনি ৩ হাজার পিস ইয়াবার একটি এজাহার দেখতে পান। ঐ সময় তার আব্বা এসে হাউমাউ করে বলেন, ''আপনারা আমার কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন। আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবেন বলেছেন''। এসব কথা বলে তার আব্বা ওসি প্রদীপকে খুঁজতে থাকে। এস, আই রাশেদের সামনে থাকা এজাহারে তিনি দেখতে পান, টেকনাফ থানার জি, আর মামলা নং ৫০/২০১৯, ইয়াবার পরিমান ৩ হাজার পিস দিয়ে কোর্টে তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) চালান করে দেয়। ঐ মামলা এখন এস, টি-০৪/২০২০ বর্তমানে অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে বিচারধীন আছে। ঐ মামলায় প্রায় সাড়ে তিন মাস হাজত খাটার পর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে তিনি জামিন প্রাপ্ত হন। জি. আর-৫০/২০১৯ মামলার এজাহারের সত্যায়িত কপি তিনি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-১৬ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি ২০১৯ সালে জানুয়ারীর ২৩ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত টেকনাফ থানার হাজতখানায় ছিলেন। হাজতখানার ১ নং রুমে ৩ জন মেয়ে ছিল। তাদেরকে রাত ১ টার পরে নিয়ে যেত এবং ফজরের আজানের আগে আগে তাদেরকে ফেরত আনা হতো, ঐ মেয়েরা কান্নাকাটি করতো এবং বলত ''একটি বিষের বোতল দাও, বিষ খেয়ে মরে যাব''। হাজতখানায় তিনি পাশের রুমে থেকে এ সব কথাবার্তা, কান্নাকাটি শুনেছেন। তার মনে হয়েছে ঐ ৩ টি মেয়েকে নির্যাতন করা হয়েছে। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেল, এস, আই শরিফুল ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখ দুপুর আনুমানিক ১ টায় তার ছোট ভাই ইউসুফ

জালাল বাহাদুরকে বাড়ি থেকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। ঐ দিন মাগরিবের নামাজের আগে আগে টেকনাফ পৌরসভার ড্রাইভার শফিক তার বাড়িতে এসে বলে ওসি প্রদীপ বলেছে, ১ কোটি টাকা দিলে ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে ছেড়ে দিবে। তারা ১ কোটি টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে ঐ দিন রাত আনুমানিক ১ ঘটিকার সময় টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মৌলভী পাড়ার ফজল আহমদের বাড়ির সামনে তার ছোট ভাই ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেলসহ ১৫/২০ জন পুলিশ মিলে সিনায় ২ টি এবং নাভির উপরে ১ টি মোট ৩ টি গুলি করে হত্যা করে। ফজল আহমদের বাড়ির পূর্ব দিকের বাড়ির তার খালা নূর জাহান, স্বামী- সুলতান আহমদ (সাবেক মেম্বর) এই ঘটনা দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেলসহ ৭/৮ জন পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায় একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর তাদের বাড়িতে এসেছে কিনা, তারা কোন ভিডিও দিয়েছে কিনা? ওসি প্রদীপ তাকে খুঁজতেছে, মেজরের খোঁজ পেলে তাকেও ইউসুফ জালালের মত ক্রসফায়ার দিবে। মেজর সিনহা নামের সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি প্রদীপ যাদের ক্রসফায়ার দিয়েছে এমন অনেকের আত্নীয় স্বজনের ভিডিও নিয়েছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তা তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) জানতে পেরে জুলাই মাসের ২৫ তারিখে উনার সাথে মারিশবুনিয়া মাধ্যমিক স্কুলের পশ্চিম পাশে মেরিন ড্রাইভ রোডে সাক্ষাৎ করেন। ওসি প্রদীপের কীর্তিকলাপ তিনি মেজর সিনহাকে বলেন। নাজির পাড়ার নুরুল হক ভুট্টোর বাড়িকে ওসি প্রদীপ জলসা ঘর বানায়, ওসি প্রদীপ নুরুল হক ভুট্টোর ঐ বাড়িতে নারী ধর্ষন, মদ খাওয়া, লোকজন থেকে টাকা পয়সা নেওয়া এই সব অপকর্ম করতো, এসব কথা মেজর সিনহাকে তিনি বলেন। মেজর সিনহা তাকে বলেন, এই সব ঘটনার বিচার হবে এবং উনি তাকে সান্ত্বনা দেন। ৩১ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টায় মেজর সিনহাকে শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ওসি প্রদীপ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা

করেছে। শামলাপুর বাহারছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার ঐ রাত্রে তাকে ফোন করে মেজর সিনহার হত্যাকান্ডের খবর দেয়। তিনি ফেইসবুকে ঐ খবর দেখেছেন। ওসি প্রদীপের অপকর্ম ও কীর্তিকলাপ বলে শেষ করা যাবে না। মেজর সিনহা হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। ওসি প্রদীপ জেলে গেছে, না হলে এতদিনে আরও বহু লোক ক্রসফায়ারের শিকার হতো। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খায়রুল ইসলামের (পি. ডব্লিউ-৬৫) নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি এলাকার সাবেক মেম্বর হিসেবে ওসি প্রদীপের ফাঁসি চান, কং সাগর ও কং রুবেল সহ মেজর সিনহা হত্যাকান্ডে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের তিনি ফাঁসি চান। আসামী ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেল ডকে উপস্থিত আছে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন, কামাল, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাহজাহান আলী, রাজিবও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন। আসামী শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদকে তিনি কোন ঘটনা ঘটাতে দেখেননি।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা এর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৬) বলেন যে, টেকনাফ থানার মামলা নং ১৪ তারিখ ৩১/০৮/২০০৫ খ্রি: মামলা নং ১১ তারিখ ২৫/০৪/২০০৫ লোহাগড়া থানার মামলা নং ১৬ তারিখ ০৯/১২/২০১৬ টেকনাফ থানার মামলা নং ৩৭ তারিখ ৩১/০৮/২০০৮, মামলা নং ৩৫ তারিখ ১৫/০৯/২০১৫, ঐ সব রাজনৈতিক মামলায় টেকনাফের সাবেক এমপি বদি সহ তিনি খালাস পেয়েছেন।

ঘটনার আগে ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি রাত ১.০০ ঘটিকার সময় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ, কং সাগর দেব ও রুবেল শর্মা সহ ছয়জন পুলিশ তার বাড়ীর ভেতরে ঢুকে কিংবা তাকে ধৃত করে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায় কিংবা তাকে থানার দোতলায় নিয়ে রাখে কিংবা তার (পি. ডব্লিউ-১৬) বাবা থানায় গিয়ে তার খোঁজ নেয় কিংবা তার বাবার

কাছে ওসি প্রদীপ সাত লক্ষ টাকা দাবী করে কিংবা তার বাবা ওসি প্রদীপকে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করে কিংবা তার ছোট ভাই ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে ওসি প্রদীপ, কং সাগর ও কং রুবেল সহ ১০/১৫ জন পুলিশ ক্রসফায়ারে হত্যা করেছে মর্মে উক্তি সমূহ মিথ্যা মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৭ মোঃ আলী আকবরকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-১৮ ফরিদুল মোস্তফা খান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক। তিনি দৈনিক কক্সবাজার বাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। গত ২৪ জুন ২০১৯ খ্রি: তিনি টেকনাফের আইনশৃংখলার অবনতি, কক্সবাজারের উন্নতি ফলোআপে ২৭ জুন ২০১৯, টাকা না দিলে ক্রসফায়ার দেন টেকনাফের ওসি শিরোনামে ২ টি তথ্যবহুল সংবাদ প্রকাশ করেন। এই কারনে টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ ক্ষিপ্ত হয়ে কক্সবাজার শহরে তার (পি. ডব্লিউ-১৮) বাসায় একদিকে মাদক ব্যবসায়ী অপরদিকে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে একের পর এক অভিযান চালিয়ে তাকে বাসা থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলে ভয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকায় পালিয়ে যান। ঢাকায় গিয়ে তিনি ওসি প্রদীপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকার নিকট ২৮/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখ লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্তি হিসেবে ওসি প্রদীপের অপকর্মের সংবাদের কাটিং সংযুক্ত করেন। এই খবর পেয়ে ওসি প্রদীপ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সর্বশেষ গত ২১/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত অনুমান ১ টার দিকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থানরত তার (পি. ডব্লিউ-১৮) ভাড়া বাসায় একদিকে পুলিশ অন্যদিকে সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী লেলিয়ে দিয়ে তাকে বাসা থেকে ওসি প্রদীপ তুলে নেয়। এরপর ঢাকা থেকে তাকে নোয়াহ মাইক্রোবাসে নিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ আসার পথে তাকে শারীরিক ও মানসিক

নির্যাতন করে এবং ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়। পরের দিন ২২/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানায় নিয়ে প্রথমে তাকে থানা হাজতে রাখে, কিছুক্ষন পর হাজত থেকে তাকে বের করে ওসি প্রদীপের রুমে নিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন শুরু করে। একদিকে ওসি প্রদীপ নিজে অন্যদিকে তার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা তাকে বিবস্ত্র করে ভিডিও করে, ২ চোখে মরিচের গুড়া দেয়, হকিস্টিক, লাঠি, রাইফেলের বাট দিয়ে মেরে তার হাত পা গুড়িয়ে দেয় এবং ধারালো পিন দিয়ে চোখ নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করে। তিনি ভয়ে পানি পানি করে চিৎকার করে কলেমা পড়তে থাকেন। প্রদীপ নিজেই প্যান্টের চেইন খুলে তার (পি. ডব্লিউ-১৮) মুখে প্রস্রাব করে দেয়। শুধু তাই নয়, ওসি প্রদীপ এবং তার সন্ত্রাসীরা প্লাস দিয়ে তার হাত পায়ের নখ উপড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এরপর তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় হাজতে লটকিয়ে রেখে ঐ দিন রাত অনুমান সাড়ে ১২ টার দিকে হাজতখানার লটকানো অবস্থা থেকে তাকে নামিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ পড়ানো ও চোখে গামছা বাঁধা অবস্থায় নোয়াহ গাড়িতে তুলে মেরিন ড্রাইভ সড়কে নিয়ে যায় এবং ক্রসফায়ার দেয়ার হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে রাতে মেরিন ড্রাইভ হয়ে কক্সবাজার শহরের বালিকা মাদ্রাসার কবিতা চত্বরে তাকে নিয়ে যায়। এরপর কবিতা চত্বরে এনে তাকে মাইক্রোবাস থেকে নামিয়ে টানা হেচড়া করে ঝাউ বাগানে নিয়ে আবার ক্রসফায়ার দিতে চায়, বুট জুতা পরা অবস্থায় তার গায়ের উপর উঠে পুলিশ নাচানাচি করে। তিনি হাত দিয়ে কৌশলে চোখের গামছা সরিয়ে ফেলেন। তাকে টানা হেচড়া করে আবার নোয়াহ গাড়িতে তুলে তার কক্সবাজার শহরের কুতুবদিয়া পাড়ার বাসায় (যে বাসায় তিনি আগে থাকতেন, ওসি প্রদীপের ভয়ে পালিয়ে পরে ঢাকা চলে যান) নেয়। বাসায় তার ছোট বোন সন্তান সহ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। তখন ওসি প্রদীপ লাথি মেরে ঐ বাসার দরজা খুলে। পুলিশের ভয়ে তার ছোট বোন সালমা খাতুন সন্তানসহ বাসা থেকে পালিয়ে যায়। এরপর ওসি প্রদীপ টেকনাফ থেকে নিয়ে আসা ৪ হাজার পিস ইয়াবা, ২ টি দেশীয় তৈরী বন্দুক, ৫ রাউন্ড কার্তুজ, মদ ও বিয়ার বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে আবার নাটকীয় ভাবে তা উদ্ধার

দেখিয়ে উক্ত মালামালসহ নোয়াহ গাড়িতে তাকে নিয়ে সোজা কক্সবাজার সদর মডেল থানায় নিয়ে যায়। এরপর ঐ সব মালামাল তার সামনে রেখে জোর পূর্বক ওসি প্রদীপ তার ছবি তুলে। তিনি ছবি তুলতে না চাওয়ায় তাকে আবার ফ্লোরে ফেলে লাঠি ও হকিস্টিক দিয়ে মারধর করে, কিল ঘুষি লাথি মারে। তার শরীর থেতলে ফুলা জখম হয়, এরপর তাকে সদর থানার হাজতে ঢুকিয়ে রাখে। পরের দিন ২৩/০৯/২০১৯ তারিখ বিকেলে অস্ত্র ও মাদকের ৩ টি মামলা এবং টেকনাফ থানায় আগে রুজুকৃত ৩ টি সহ মোট ৬ টি সাজানো মামলায় তাকে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরন করেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়ায় কারা হাসপাতাল, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তিনি জেল হাজতে থাকাবস্থায় ২০২০ সালের কোরবানীর ঈদের ৪/৫ দিন পর এই মামলার সাক্ষী সিফাতের (পি. ডব্লিউ-২)সাথে তার দেখা হলে সিফাত তাকে বলে যে, ‘‘ফরিদুল মোস্তফা ভাই আপনাকে ওসি প্রদীপ অনেক নির্যাতন জুলুম করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়েছে, এই খবর মেজর সিনহা ভাই জেনেছেন, উনি আপনার সাথে দেখা করে আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আপনার মত আরও ২০/৩০ জন নির্যাতিত ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ভিডিও ধারন করেছেন, আপনার সাথে উনার দেখা করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ওসি প্রদীপ তাকে বাঁচতে দিল না, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে তাকে শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে তার (পি. ডব্লিউ-২) সামনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে’’। এই সব কথা সাক্ষী সিফাত তাকে জেল খানায় বলেছে। ওসি প্রদীপের দায়েরকৃত ৬ টি মিথ্যা মামলায় তিনি টানা ১১ মাস ৫ দিন জেল হাজতে ছিলেন। এরপর ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন। পেশাগত কারনে তিনি ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা, ক্রসফায়ার, কন্ট্রাক্ট কিলিং, মিথ্যা মামলা দেওয়া, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখির কারনে প্রদীপ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ৬ টি

সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে, ক্রসফায়ার দেয়ার চেষ্টা করে। তিনি ঐ সময় যদি সংযত হতেন তাহলে তাকে আজকে জেলে থাকতে হতো না। তিনি ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে পত্রিকায় লেখালেখির কাটিং ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবরে তার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে দাখিলী দরখাস্তের কপি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-১৭ সিরিজ ও ১৮ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার (পি. ডব্লিউ-১৮) স্ত্রী বাদী হয়ে তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১২১২১/২০১৯ দায়ের করেন যাহা বর্তমানে বিচারাধীন আছে, তার কপি দাখিল করলেন যা প্রদর্শনী-১৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জেলখানায় তার চিকিৎসার কাগজপত্র, প্রদর্শনী-২০ সিরিজ, তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৬ টি মিথ্যা সাজানো মামলার কাগজপত্র প্রদর্শনী-২১ সিরিজ, তিনি জামিনে আসার পর ওসি প্রদীপ সহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি, আর-৬৬৬/২০২০ মামলা দায়ের করেন, যাহা বর্তমানে পিবিআই তদন্ত করছে উক্ত সি, আর মামলার ফৌজদারী দরখাস্তের কপি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-২২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলার তদন্তকালে আই, ও সাহেবের কাছে তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী নুরুল আমিন , আয়াজ, মোঃ নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন, কামাল, নন্দ দুলাল রক্ষিত, লিয়াকত আলী, সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাহজাহান আলী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে,ঘটনার তারিখ ও সময়ে তিনি জেল হাজতে ছিলেন।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ২০১৩ সালে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় পত্র পেয়েছেন। কক্সবাজারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে তিনি পত্রিকা ডিকলারেশন পেয়েছেন । টেকনাফ থানার মামলা নং ১১৫ (০৬) ১৯, তারিখ ৩০/০৬/২০১৯ মামলাটি তার বিরুদ্ধে টেকনাফ থানায় দায়ের করা হয়। তিনি (পি. ডব্লিউ-

১৮) যখন ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন তখন তার শ্বশুর জহিরুল ইসলামকে ওসি প্রদীপ জোর করে টেকনাফ থানায় নিয়ে ২০,০০০ পিছ ইয়াবা দিয়ে মামলা দেওয়ার হুমকি দিয়ে দন্ডবিধির ৩৮৫/ ৩০৭ ধারায় মামলা রুজ্জু করে, ঐ মামলা এখনো নিষ্পত্তি হয় নাই। তার শ্বশুর ঐ মামলা স্বেচ্ছায় করে নাই মর্মে ৩০০ টাকা স্ট্যাম্পের উপর লিখিত দিয়েছে। তার (পি. ডব্লিউ-১৮) বিরুদ্ধে কক্সবাজার আদালতে ০৬ টি মামলা বিচারাধীন। তিনি যখন ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকায় লেখা শুরু করেন তখন ওসি প্রদীপ ক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন লোকজনকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে ঐ ছয়টি মামলা দায়ের করায়। তার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তার স্ত্রী হাইকোর্ট বিভাগে ১২১২০/২০১৯ নং রিট মামলা দায়ের করেছেন, ঐ সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-১৮) হাজতে ছিলেন।

তিনি টেকনাফ থানার তিন মামলার পলাতক আসামী হওয়ায় কক্সবাজার থানা পুলিশ তাকে ২১/০৯/২০১৯ তারিখে গ্রেফতার করে তার বসতঘর তল্লাশী করে দুইটি দেশীয় এলজি, ৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ৪০০০ পিছ ইয়াবা ও ১২ টি বিদেশী মদের বোতল পায় কিংবা মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাস, ডাকাতি, মানব পাচার ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকরের জন্য ওসি প্রদীপ টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের কারনে তিনি (পি. ডব্লিউ-১৮) এবং ঐ সমস্ত সমাজ বিরোধী অপরাধের দোসর হিসেবে বাদীনির সেটআপ করা সাক্ষী হিসেবে অসত্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-১৯ সালেহ আহমদকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি

পি. ডব্লিউ-২০ বেবী বেগম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১৯ সালের রোজার ঈদের ১৫ দিন পর বিকেল বেলা ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেল সিভিল ড্রেসে তাদের বাড়িতে যায়, তারা ১০/১৫ জন লোক ছিল। ওসি প্রদীপসহ তারা সবাই মিলে তাদের পুরো

বাড়ী ঘিরে ফেলে। ওসি প্রদীপ বলে, তাদের বাড়ীতে ইয়াবা আছে কিন্তু তাদের বাড়ী তল্লাশী করে কোথাও ইয়াবা পাওয়া যায় নাই। ওই সময় তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে মারধর করা হয়। তারা তাদের (পি. ডব্লিউ-২০) বাড়ীর আলমিরা ভাংচুর করে তাদের গহনা যথা- ২ টি হার, ৩ টি চেইন, ৬ টি চুড়ি, ৩ জোড়া কানের দুলসহ আরও কিছু স্বর্ণ, ৪/৫ লক্ষ টাকা, কাপড় চোপড়, ৪ টি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপ, কং সাগর ও রুবেল তার স্বামী ও মেয়ে নাজনীন আক্তার জুই (বয়স-১৫) কে অনেক মারধর করে। কং সাগর ফ্রিজ থেকে বোম্বাই মরিচ বের করে তার মেয়ে নাজনীন আক্তার জুইকে মুখে ডলে দেয়। তার স্বামী জিয়াউর রহমান ও নাজনীন আক্তার জুইকে তারা থানায় নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপের নির্দেশে এস, আই মশিউর ও এস, আই অহিদুল তাদের এলাকার চৌকিদার আমিনকে তার দেবর জিয়াবুল হকের কাছে পাঠিয়ে তার (পি. ডব্লিউ-২০) মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দাবী করে। তিনি দেবর জিয়াবুলকে বলেন, তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা নাই, কোথা থেকে টাকা দেবেন। তাদের কথামত ৫ লক্ষ টাকা না দেয়ার কারনে তার মেয়ে জুইকে ২ দিন টেকনাফ থানায় আটক রেখে ২ হাজার পিস ইয়াবার মামলা দিয়ে কোর্টে চালান করে। ৪/৫ দিন পর ওসি প্রদীপ নিজে তাকে মোবাইলে ফোন করে এবং চৌকিদার আমিনকে পাঠিয়ে বলে ৪০ লক্ষ টাকা দিলে তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে ছেড়ে দিবে, নইলে তাকে ক্রসফায়ার দিয়ে মেরে ফেলবে। তিনি ওসি প্রদীপকে বলেন, তাদের কাছে টাকা নাই, যা ছিল সব তারা নিয়ে গেছে। তার (পি. ডব্লিউ-২০) ব্যাংক একাউন্ট থেকে তিনি ৫ লক্ষ টাকা তুলেন। এছাড়া তার দেবর, ভাসুর, আত্নীয়স্বজন থেকে আরও ৫ লক্ষ, জমি বিক্রি করে আরও ৫ লক্ষ এই মোট ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে তার দেবর জিয়াবুল, তার ছেলে মোঃ আহাদ, তার ছোট মেয়ে জয়া, ননদ হাসিনাকে সাথে নিয়ে তিনি সিএনজি করে টেকনাফ থানায় যান। তারা সিএনজি নিয়ে থানার বাহিরে ছিলেন। তার দেবর জিয়াবুল ১৫ লক্ষ টাকা ওসি প্রদীপকে দেয়। এরপর তার দেবর জিয়াবুলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে জিয়াবুলকে গাড়ি থেকে

নামিয়ে দিয়ে তারা ঐ সিএনজি নিয়ে তার মেয়ে জুইকে দেখার জন্য কক্সবাজার আসার পথে দরিয়ানগরে ডিবি পরিচয়ে সিভিল ড্রেসে ৪/৫ জন তাদের সিএনজি থামায়। তাদের গাড়ি থামানোর কারন জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, সিএনজিতে ইয়াবা আছে, তাদের কাছে খবর আছে। তিনি বলেন তাদের কাছে ইয়াবা নেই। তাদেরকে সিএনজি সহ ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয়া ঐ ৪/৫ জন কক্সবাজার এস, পি অফিসে নিয়ে যায়। ঐ ৪/৫ জন প্রথমে সিএনজি ড্রাইভারের মোবাইল নম্বর নেয়, তারপর তাকে বলে, ''এই মহিলাকে আমরা নিয়ে এসেছি, তুই কোন কিছু দেখেছিস, কোন কিছু শুনেছিস'' ড্রাইভার বলে, ''না দেখি নাই''। তারপর তারা বলে, ''এদেরকে নিয়ে এসেছি এই কথা তুই কাউকে বলবিনা, বললে তোকে ক্রসফায়ার দেব''। এরপর তারা সিএনজি ড্রাইভারকে বিদায় করে দেয় এবং তাদের সবাইকে এস, পি অফিসে ঢুকিয়ে তাদের সকলের দেহ তল্লাশি করে ও তাদের সকলের ব্যাগ তল্লাশি করে, কিন্তু তাদের কারও কাছে কোন ইয়াবা পাওয়া যায় নাই। এরপর তাদেরকে এস,পি, মাসুদের রুমে নেওয়া হয। এস, পি মাসুস সাহেব তখন অফিসে ছিলেন। এস, পি মাসুদ সাহেবের সামনে ডিবি পুলিশ পরিচয় দেওয়া ঐ ৪/৫ জনের একজন তার হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে তার পাসওয়ার্ড নেয়। ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয়া এই ৪/৫ জন তাকে এনেছিল, তার একজন তাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে বলে, ''তুই ওসি প্রদীপের কথা কেন রেকর্ড করেছিস, ওসি প্রদীপকে ডেকে এনে তোকে তার হাতে তুরে দেব''। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) এসপি, মাসুদ সাহেবকে বলেন, ''তার মেয়েকে ইয়াবা দিয়ে কোর্টে চালান দিয়েছে, তাকে ওসি প্রদীপের হাতে তুলে দিবেন না, প্রয়োজনে তিনি তাকে এখানে মেরে ফেলেন''। তখন এস, পি মাসুদ ওসি প্রদীপকে ফোন দেন এবং তাকে চিনে কিনা জানতে চান, ওসি প্রদীপ বলে, সে তাকে চিনে। ওসি প্রদীপ এস, পি মাসুদকে বলে ''স্যার ওনাকে রাখেন, আমি ফোর্স পাঠাচ্ছি। ওসি প্রদীপ ফোর্স পাঠাচ্ছে এ কথা শুনে তিনি এস, পি মাসুদকে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলেন, তার স্বামী ১৮ দিন যাবৎ

টেকনাফ থানায় আটক, তার ১৫ বছরের মেয়ে ইয়াবার মামলায় হাজতে। এস, পি মাসুদ তখন তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। তিনি ওখানে অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর হাসপাতালে তার জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফিরে তিনি দেখেন যে, তিনি আইসিইউতে আছেন। তার পাশে ২ জন মহিলা কন্সটেবল ছিল। তাদেরকে দিয়ে তার ছেলেকে ডাকলে তার ছেলে সেখানে আসে। তখন তার সাথে ছিল কং রুবেল ও কং সাগর। হাসপাতালে মহিলা কন্সটেবলদের কাছে তিনি জানতে চান তাকে কে এখানে এনেছে, মহিলা কন্সটেবল তাকে জানান, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের ফোর্স তাকে হাসপাতালে এনেছে। আইসিইউতে কং সাগর ও কং রুবেল তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কং রুবেল ও কং সাগরসহ টেকনাফ থানার পুলিশ তার ছেলেমেয়ে ও ননদকে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপ চৌকিদার আমিনের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে তার দেবর মুজিবুল হককে টেকনাফ থানায় গিয়ে তার ছেলেমেয়ে ও ননদকে নিয়ে যেতে বলে। টেকনাফ থানায় নেওয়ার পর তার মেয়ের ব্যাগ থেকে কং সাগর ১৫ হাজার টাকা নিয়ে নেয়, তার দেবর মুজিবুল হক মানিক ১৫ হাজার টাকা নিয়ে ওসি প্রদীপের হাতে দিয়ে তার ছেলে মেয়ে ও ননদকে টেকনাফ থানা থেকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার (পি. ডব্লিউ-২০) বিরুদ্ধে ৩ টি মামলা দিয়ে কোর্টে চালান করে দেয়। কোর্ট থেকে তাকে জেলে পাঠানো হয়। জেলে যাওয়ার পর তার মেয়ে জুই এর তার (পি. ডব্লিউ-২০) সাথে দেখা হলে মেয়ে খুব কান্নাকাটি করে বলে, তাকে টেকনাফ থানা হাজতে খুব যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, এই কথা সে বলতে পারবে না, জানতে চাইলে সে বিষ খাবে, আত্মহত্যা করবে, সে কোনদিন টেকনাফে যাবে না। তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) জেল হাজতে যাওয়ার পরের দিন তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে আনা হয় এবং তার বিরুদ্ধে ৬ টি মামলা দেওয়া হয়। তার স্বামী জিয়াউর রহমান জানায় যে, তাকে যখন টেকনাফ থানায় রাখা হয়েছিল তখন বেশ কয়েকজনকে ক্রসফায়র দেওয়া হয়েছে। ক্রসফায়ারের শিকার হওয়া লোকজন যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করত, তখন তার স্বামীকে দেখানো হতো। ওসি প্রদীপ

বলত, ''তুই টাকা না দিলে তোকেও এই ভাবে ক্রসফায়ার দেওয়া হবে''। তার স্বামীকে ৩ টি ক্রসফায়ারের ঘটনা দেখানো হয়েছে। ৪ মাস পরে তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) জামিন পান। এস, আই মশিউর তার দেবর জিয়াবুলের কাছে তার মোবাইল নম্বর চায়, মোবাইল নম্বর না দেয়ার কারনে জিয়াবুলকে মশিউর ধরে নিয়ে যায়। তার দেবর আবুল কাশেমের মাধ্যমে ওসি প্রদীপকে ৩০হাজার টাকা দিয়ে জিয়াবুলকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২২/২৩ তারিখে ওসি প্রদীপ, কং সাগর ও কং রুবেলসহ মোট ৬/৭ জন পুলিশ একটি নোয়াহ মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায়, মেজর সিনহা নামের লোক, লম্বা চুলের লোক, ১ জন মহিলাসহ তাদের কাছে এসেছিল কিনা, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে কিনা, কোন ইন্টারভিউ নিয়েছে কিনা, ভিডিও করেছে কিনা? তিনি বলেছেন, এই রকম কোন লোক আসে নি। ওসি প্রদীপ বলেছে, তারা মেজর সিনহা নামের লোককে খুঁজতেছে। এই রকম লোককে দেখলে তাকে ফোন করে জানাতে বলে, না জানালে তাকে ৬ টি মামলা দিয়ে পূর্বের মত ধরে নিয়ে গিয়ে চালান দিবে, পেলে কুত্তার বাচ্চাকে (মেজর সিনহা) মেরে ফেলবে। গত বছরের কোরবানীর দিন সকালে তিনি শুনেন, শামলাপুরের এপিবিএন চেক পোষ্টে ওসি প্রদীপ এবং তার লোকজন মেজর সিনহা নামের এক লোককে কোরবানীর ঈদের আগের রাতে মেরে ফেলেছে। ওসি প্রদীপ তার বিরুদ্ধে ৩ টি, তার স্বামী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৬ টি, মেয়ে নাজনীন আক্তার জুই এর বিরুদ্ধে ১ টি মামলা দেয়। ঐ সমস্ত মামলার কাগজপত্র তিনি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-২৩ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার মেয়ে জুই দারুল তাওহিদ ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। মাদ্রাসার প্রত্যয়ন পত্র তিনি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-২৩ সিরিজ, মেয়ে জুই এর জন্ম সনদ প্রদর্শনী-২৩ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। র‍্যাবের আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন, কামাল, নন্দ দুলাল, নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিন ও লিয়াকত আলী এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা করেছে তার নম্বর তিনি বলতে পারবেন না তবে কাগজ পত্র দাখিল করেছেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা তাদের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা মামলা করে নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী প্রদীপের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার (পি. ডব্লিউ-২০) স্বামী ও মেয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সবকটি মামলায় চার্জশীট হয়েছে এবং কক্সবাজারের বিভিন্ন আদালতে তা বিচারাধীন আছে। কোন মা বাবা তার মেয়েকে পতিতা বানাতে চায় না। তার (পি. ডব্লিউ-২০) মেয়েকে এখন বিয়ে দিতে পারছেন না। তার মেয়ে ঘর থেকে বের হয় না, কারো সাথে কথা বলে না। তার মেয়ে জুই এর বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তির কোন মামলা নেই।

ওসি প্রদীপ তার নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবী করে না হলে তার স্বামীকে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলবে মর্মে হুমকি দিলে তিনি তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ টাকা, জমি বিক্রি করে ৫ লক্ষ টাকা এবং আত্নীয় স্বজনের কাজ থেকে ৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৫ (পনের লক্ষ) টাকা নিয়ে তার দেবর জিয়াবুল এর উপস্থিতিতে টেকনাফ থানায় ওসি প্রদীপকে দেন কিংবা ওসি প্রদীপ উক্ত টাকা নিয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে না দিলে বিষয়টি তিনি কক্সবাজার গিয়ে এস পি মাসুদকে জানান কিংবা এস পি মাসুদ তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলে সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে যায় কিংবা ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২২/২৩ তারিখ ওসি প্রদীপ কং সাগর ও কং রুবেল সহ মোট ৬/৭ জন পুলিশ একটি মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের

বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চান যে মেজর সিনহা নামের লোক লম্বা চুলের লোক, একজন মহিলা সহ তাদের কাছে এসে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে কিনা কিংবা কোন ভিডিও করেছে কিনা কিংবা মাদক, চোরাচালান, সন্ত্রাস, ডাকাতি, মানব পাচার ইত্যাদি অপরাদের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকরের জন্য ওসি প্রদীপ টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের কারনে তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) এবং ঐ সকল সমাজ বিরোধী অপরাধীদের দোসর হিসেবে বাদীনির সেটআপ সাক্ষী হিসেবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-২১ লে: মোঃ মুনতাসির আরেফিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে,ঘটনার তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২০, সময় অনুমান রাত ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল মেরিন ড্রাইভ রোড শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট। ঘটনার সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-২১) শামলাপুর আর্মি ক্যাম্পে ছিলেন। ২২.৩০ ঘটিকায় তিনি এফ এস সদস্যের ফোন কলের মাধ্যমে জানতে পারেন, শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে একজন সেনা সদস্যকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি উক্ত সংবাদ পেয়ে তার টিমকে প্রস্তুত করে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় একটি জীপ ও ২ টি পিক আপ নিয়ে টিম সহ এপিবিএন চেকপোষ্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। ইতোমধ্যে তিনি জানতে পারেন, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে চলে গেছে। তিনি টিম সহ বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে পৌছালে বাহারছাড়া তদন্ত কেন্দ্রের সামনে তাকে কেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা তাকে বাঁধা দেয়। পুলিশ সদস্যরা তার ইউনিফরম দেখে ও পরিচয় দেয়ার পরও তাকে ভিতরে ঢুকতে বাঁধা দেয়। তিনি বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পকেট গেট দিয়ে কেন্দ্রের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করেন। আসামী নন্দ দুলাল ও সাগর সহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তিনি শান্ত থেকে তাদেরকে বুঝানোর

পর শুধু তাকে কেন্দ্রের ভিতর ঢুকতে দেয়। কেন্দ্রে ঢুকার পর একসময় ওসি প্রদীপের সাথে তার দেখা হয়। তিনি ওসি প্রদীপের নিকট ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। তখন সেখানে ইন্সপেক্টর লিয়াকত, মামুন, রুবেল উপস্থিত ছিল। ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে ওসি প্রদীপ তার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং উচ্চ স্বরে বলে যে, ''আপনারা কেন এসেছেন, কেন আমাদের কাজে বাঁধা দিচ্ছেন, আপনারা চলে যান''। আসামী প্রদীপ কাকে যেন ফোন করে বলে, সেনাবাহিনীর জন্য তারা কাজ করতে পারছে না। সেখানে উপস্থিত অন্যরাও তার (পি. ডব্লিউ-২১) সাথে দুর্ব্যবহার করে, উচ্চস্বরে কথা বলে। ঐ সময় তিনি সেখানে সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট আইয়ুবকেও (পি. ডব্লিউ-১২) দেখতে পান। তিনি তার আত্নসম্মান রক্ষার্থে একটু দূরে গিয়ে কেন্দ্রের ভিতরে অবস্থান করেন। এক পর্যায়ে তিনি পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মালামালের ছবি তোলেন। তখন সেখানে ৩ জন সিভিল ব্যক্তিকে ঘুরাঘুরি করতে দেখেন। সার্জেন্ট আইয়ুবকে তাদের নাম জিজ্ঞেস করলে সার্জেন্ট আইয়ুব বলেন, তারা নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন, তারা ওসি প্রদীপের ইনফরমার, মারিশবুনিয়া কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য। পরে তিনি জানতে পারেন, সিভিল ঐ ৩ জন মারিশবুনিয়ায় মেজর সিনহা স্যারকে ডাকাত হিসেবে অভিহিত করে হত্যার পরিকল্পনা করে। এ সময় সার্জেন্ট আইয়ুব তাকে আরও জানায়, সেনা সদস্যকে এপিবিএন চেকপোষ্টে যখন হত্যা করা হয়, তখন সেখানে ওসি প্রদীপ ও তার দলবল সার্জেন্ট আইয়ুবের সাথে মারাত্নক দুর্ব্যবহার করে, তার পরিচয় প্রদান করা সত্ত্বেও নন্দ দুলাল ও লিটন তার আই. ডি কার্ড ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে তিনি মেজর সিনহা স্যারের সঙ্গী সিফাতকে দেখেন, তার সাথে কথা বলতে চাইলে পুলিশ সদস্যরা তাকে বাধা দেয়। এপিবিএন চেকপোষ্টে হত্যাকান্ডের শিকার লোকটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা স্যার ছিলেন তা সার্জেন্ট আইয়ুব নিশ্চিত করে। এক পর্যায়ে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কর্ণেল জি. এস (ডিজিএফআই) স্যার আসেন এবং তিনি ওসি প্রদীপের সাথে কথা বলেন। এরপর রাত আনুমানিক ৩.৩০ ঘটিকায়

তিনি (পি. ডব্লিউ-২১) ও তার দলবল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যান। মামলার তদন্তকালে তিনি আই ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। আসামীগন ডকে আছে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে তিনি ১২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ জবানবন্ধী দিয়েছেন।

সিভিল তিন ব্যক্তির নাম তিনি আই ও কে বলেন নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুর করিম, মামুন ও কামাল এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি শামলাপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে সরাসরি বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে গেছেন। তাদের সাথে সার্জেন্ট আইয়ুব (পি. ডব্লিউ-১২) যায়নি। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কং মামুনের সাথে তার দেখা হয়। লিটন, সাফানুল করিম ও কামালের সাথে তার দেখা হয় নাই। সার্জেন্ট আইয়ুব বলেছিল তার (পি. ডব্লিউ-১২) কাছ থেকে নন্দ দুলাল ও লিটন মোবাইল ফোন ও আইডি কার্ড কেড়ে নিয়েছিল।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ রাত অনুমান ১১.০০ দিকে তিনি বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে যান। তিনি গিয়ে সার্জেন্ট আইয়ুবকে (পি. ডব্লিউ-১২) কেন্দ্রের ভিতরে দেখেননি।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় কং সাগর ও কং রুবেলের কর্মস্থল টেকনাফ থানা ছিল। তিনি (পি. ডব্লিউ-২১) এপিবিএন চেকপোষ্ট শামলাপুর মেরিন ড্রাইভের ঘটনা দেখেননি, বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ঘটনা দেখেছেন।

ঘটনার রাতে তিনি বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে যান নাই কিংবা বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মাকে তিনি দেখেন নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের বাইরে (ঘটনার দিন) তিনি ১০/১২ মিনিট অপেক্ষা করেছেন। তার টিমের অন্য সেনা সদস্যদের সাথে অস্ত্র ছিল। তিনি কেন্দ্রে ঢুকতে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন এই সংবাদ তার উর্দ্ধতন অফিসারকে জানিয়েছেন।

ঘটনার দিন বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে তিনি ঢুকতে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন কিংবা সার্জেন্ট আইয়ুবের কাছ থেকে ঘটনার বিষয় শুনেছেন মর্মে উক্তি সমূহ মিথ্যা মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী প্রদীপের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট। ঘটনার প্রায় সাড়ে চার মাস পর তিনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি রাত অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে পৌছেন এবং রাত অনুমান ৩.৩০ টায় ক্যাম্পে ফিরে আসেন একথা তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বলেছেন। শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট থেকে শামলাপুর আর্মি ক্যাম্প প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। আর্মি ক্যাম্প থেকে গাড়ীযোগে এপিবিএন চেকপোষ্টে যেতে ৫/৭ মিনিট সময় লাগে। আর্মি ক্যাম্প থেকে বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে যেতে ২/৩ মিনিট সময় লাগে। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কর্নেল জি, এস (ডিজিএফআই) কর্নেল আবুল হাসানাত এসে ওসি প্রদীপের সাথে কথা বলেন। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকবাল গিয়েছেন।

ঘটনাস্থল থেকে মেজর সিনহাকে মিনি ট্রাকে করে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরে টেকনাফ থানার ওসি ঘটনাস্থলে আসে কিংবা বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে তিনি মেজর সিনহার সঙ্গী সিফাতকে (পি. ডব্লিউ-২) দেখেন কিংবা তার সাথে কথা বলতে চাইলে পুলিশ সদস্যরা তাকে বাধা দেয় উক্তি সমূহ অসত্য মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-২২ কর্পোরাল নুর মোহাম্মদকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার চার মাসের অধিককাল পরে ১২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন। লেফটেন্যান্ট মুনতাসির আরেফিন (পি. ডব্লিউ-২১) বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের বাইরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় ১০ মিনিট অপেক্ষমান ছিলেন, তিনিও (পি. ডব্লিউ-২২) বাইরে ছিলেন। অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-২৩ সৈয়দ মঈনুদ্দিন @ সৈয়দ মঈন (সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার) ও পি. ডব্লিউ-২৪ সার্জেন্ট মোহাম্মদ মোকতার হোসেন @ মোঃ মোক্তার হোসেনকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-২৫ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আবু জাফর তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় তিনি কক্সবাজারের রামু সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। গত ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ১০.৩০ ঘটিকায় সিনিয়র অফিসার লেঃ কর্ণেল ইমরান হাসান স্যার তাকে বলেন যে, টেকনাফ এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে, তারা সেখানে ইনভেস্টিগেশনে যাবেন। তারপর তারা রেডি হয়ে ৩ জন ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্যারের কাছে ফোন আসে, সেনাবাহিনীর যে অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা ঐ সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে না গিয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের দিকে রওয়ানা করে রাত আনুমানিক ১২.০০ ঘটিকার পর কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পৌছেন। ডাক্তার সেনাবাহিনীর ঐ অফিসারকে মৃত ঘোষনা করে। রাত ১.৩০ ঘটিকায় লাশের সুরতহাল করা হয়। পুলিশ অফিসারগন সুরতহাল করার সময় তিনি লাশ দেখে পরিচয় জানতে পারেন, উনি তার পূর্ব পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা। তিনি ঐ স্যারের অধীনে ১২ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ

গ্রহন করেছেন, উনি তার শিক্ষক। রাত ২ ঘটিকার সময় তারা রামু ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং রাত ৩ টায় রামু ক্যান্টনমেন্টে পৌছেন। মামলার তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মামুন, কামাল, প্রদীপ কুমার দাশ নন্দ দুলাল, সাগর দেব ও রুবেল শর্মা এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাজাহান মিয়া, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার কথা শুনে তিনি রামু ক্যান্টনমেন্ট থেকে কক্সাবাজার সদর হাসপাতালে যান। তাদের (পি. ডব্লিউ-২৫) সামনে লাশের (মেজর সিনহা) সুরতহাল হয়। সুরতহালের সময় কয়জন ম্যাজিস্ট্রেট ও কয়জন ডাক্তার ছিল তা স্মরণ নাই। সিনহা সাহেব শোয়ানো অবস্থায় ছিলেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সুরতহাল প্রতিবেদনে তাকে সই করতে বলা হয় নাই। তিনি ও লে: কর্নেল ইমরান অনুমতি নিয়ে সুরতহাল কক্ষে ঢুকেন।

রাত ১.৩০ ঘটিকায় লাশের সুরতহাল হয় এমন কথা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তিনি বলেন নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-২৬ ল্যান্স কর্পোরাল মোঃ রুহুল আমিনকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-২৭ সার্জেন্ট মোঃ জিয়াউর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে তিনি রাজশাহী সেনানিবাসে সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় রামু সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার তারিখ ৩১ জুলাই ২০২০, রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট, মেরিন ড্রাইভ রোড। ঘটনার সময়

তিনি রামু সেনানিবাসে ছিলেন। ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৪.২০ ঘটিকায় রামু ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সহকর্মী সার্জেন্ট মোঃ আনিসুর রহমান (পি. ডব্লিউ-২৪) সহ তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে আনুমানিক ১৫.৩০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পৌছেন। সেখানে উপস্থিত এস. আই মোঃ আমিনুল ইসলামের (পি. ডব্লিউ-৩৬) নিকট থেকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃতদেহ বুঝে নিয়ে হস্তান্তর নামায় সহি করেন। আনুমানিক ১৬.৩০ ঘটিকায় লাশবাহী গাড়ীতে করে মৃত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃতদেহ নিয়ে তারা ঢাকার সিএমএইচ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ঐ দিন রাত আনুমানিক ১২.১৫ ঘটিকায় সি, এম, এইচ ঢাকায় পৌছেন। সিএমএইচ এর ডেপুটি কমান্ড্যান্ট এর উপস্থিতিতে মর্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মাহফুজের নিকট আনুমানিক ১২.৩০ ঘটিকায় তারা মৃতদেহ হস্তান্তর করেন। লাশ গ্রহন ও হস্তান্তরনামা প্রদর্শনী-২৪ হিসেবে এবং ইহাতে তার সহি প্রদর্শনী- ২৪ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলার তদন্তকালে ১২/১২/২০২০ তারিখ তিনি আই, ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ, নিজাম উদ্দিন, লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মামুন, কামাল, প্রদীপ কুমার দাশ, নন্দ দুলাল, সাগর দেব ও রুবেল শর্মা এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসামী শাজাহান মিয়া, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থল এপিবিএিন চেকপোষ্টে যান নাই। তিনি রামু সেনানিবাস থেকে সরাসরি কক্সাবাজার সদর হাসপাতালে গিয়েছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৪.০০ ঘটিকায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সহকর্মী সার্জেন্ট মোঃ আনিসুর রহমান

(পি. ডব্লিউ-২৮) সহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা করেন এমন কথা আই ও কে বলেন নাই কারন আই ও একথা জিজ্ঞেস করেননি

পি. ডব্লিউ-২৮ সার্জেন্ট মোঃ আনিসুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ঘটনার সময় রামু সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। গত ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি ও সহকর্মী সার্জেন্ট মোঃ জিয়াউর রহমান (পি. ডব্লিউ-২৭) বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পৌছেন। এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) মৃত অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশ তাদেরকে হস্তান্তর করলে সার্জেন্ট জিয়াউর রহমান (পি. ডব্লিউ-২৭) লাশ গ্রহন করেন। তিনি সাক্ষী হিসেবে রিসিভ কপিতে সহি করেন, যা প্রদশনী- ২৪/৩ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহাকে চিনেন, উনি তার সহকর্মী ছিলেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লাশ গ্রহনের রিসিভ কপিতে সাক্ষী হিসেবে তার সই আছে কিন্তু নিচে তারিখ নাই।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-২৯ আহমদ কবির মনু তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি পেশায় ডোম। তিনি ৭/৮ বছর যাবৎ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ডোম হিসেবে কর্মরত আছেন। গত বছর কোরবানীর আগের রাতে আনুমানিক দেড় ঘটিকার সময় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) সঙ্গীয় ফোর্স সহ তার (পি. ডব্লিউ-২৯) সনাক্তমতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশের সুরতহাল করেন। হাসপাতালের ডিউটি অফিসার তাকে লাশের পরিচয় জানান। মেজর সিনহার লাশের সুরতহাল হওয়ার পর তিনি সুরতহাল রিপোর্টে সাক্ষী হিসেবে সই করেন। সুরতহাল রিপোর্টে সহি প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মেজর সিনহার পরনে থাকা কাপড় চোপড়, জুতা, লাইনার এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) কক্সবাজার সদর

হাসপাতালের মর্গে গত ০১/০৮/২০২০ তারিখ জব্দ করেন। জব্দনামায় তিনি সাক্ষী ও ইহাতে তার সহি যা প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আলামতসমূহ বস্তু প্রদর্শনী-খ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাদের আর, এম, ও স্যার ডা: শাহীন আবদুর রহমান। লাশের ময়নাতদন্ত করেন ডাঃ রণধীর (পি. ডব্লিউ-১১)। ডাঃ রণধীর স্যারের নির্দেশে মেজর সিনহার মৃতদেহ তিনি কেটেছেন স্যারের দেখানোমতে। মামলার তদন্তকালে র‌্যাবের আই, ও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি নিয়েছে।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৭/৮ বছর যাবত তিনি ডোমের কাজ করেন। কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে লাশের (মেজর সিনহা) সুরতহাল হয়। লাশের সুরতহাল করার সময় আর এম ও , সিভিল সার্জন ও ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন না।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ইতিপূর্বে কোন সুরতহাল রিপোর্টে সাক্ষী হন নাই। হাসপাতালে মৃত ঘোষনা করা হলে হাসপাতালে সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩০ সৈয়দ কালাম প্র: ধলা মিয়াকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩১ কং মোঃ কামরুল হাসান বাবুল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি কক্সবাজার সদর থানায় কন্সটেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি, এস. আই (নি:) আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) ও কং মোশারফ হোসেন গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ১২.৩০/ ১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে একটা স্ট্রেচারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশ দেখেন, এরপর তিনি বাহিরে চলে যান। এস, আই আমিনুল ইসলাম স্যার অবসরপ্রাপ্ত মেজর

সিনহার লাশের সুরতহাল করেন। লাশের সুরতহাল সম্পন্ন করার পর তারা থানায় ফেরত যান। মামলার তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ২৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তদন্ত কর্মকর্তার নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন। তারা যখন হাসপাতালে যান তখন সেনাবাহিনীর পোষাক পড়া লোকজন সহ আরো লোকজন ছিল। তিনি লাশ দেখে বাইরে চলে যান।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩২ বি এ ৬৯৫৯ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ ইমরান হাসান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে রামু সেনানিবাসের অধিনায়ক, ১০ এম, পি ইউনিটে কর্মরত আছেন। ঘটনার তারিখ ৩১ জুলাই ২০২০, সময় রাত- আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল শামলাপুর মেরিন ড্রাইভ, এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট। ঘটনার সময় তিনি রামু সেনানিবাসে ছিলেন। ঘটনার রাত আনুমানিক ১০.৩০ ঘটিকায় তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে তিনি জানতে পারেন। ঐ দিন রাত আনুমানিক ১০.৩০ ঘটিকার কিছু আগে টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ (যিনি অত্র মামলার আসামী) তাকে জানায় যে, একজন ভূঁয়া মেজর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। ঐ সংবাদ পেয়ে এবং তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তার ২ জন সহকর্মী সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জাফর (পি. ডব্লিউ-২৫) ও অন্যজন সার্জেন্ট আনিসুর রহমানকে (পি. ডব্লিউ-২৮) সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জানতে পারেন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহাকে একটি মিনি ট্রাকযোগে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা তাদের গন্তব্য পরিবর্তন করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চলে যান এবং আনুমানিক রাত ১২ টায় হাসপাতালে পৌছেন। তারা হাসপাতালে পৌছে জানতে পারেন, ইমাজেন্সি ডাক্তার মেজর সিনহাকে অলরেডি মৃত ঘোষনা করেছে। রাত আনুমানিক ১.৩০ ঘটিকায় মেজর সিনহার সুরতহাল শুরু

করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা তার পূর্ব পরিচিত এবং উনি তার কোর্সমেট ছিলেন, তারা একত্রে রামু সেনানিবাসে চাকরি করেছেন। তারা যখন সেনাবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আইএসএসবি পরীক্ষা দিতে যান, তখন সিনহার সাথে তার পরিচয় হয়। কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে তিনি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার লাশ সনাক্ত করেন। তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিতভাবে অবহিত করেন যে, লাশটা অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের। রাত ২ টার দিকে তারা হাসপাতাল ত্যাগ করে আনুমানিক রাত ৩ টায় রামু সেনানিবাসে পৌছেন। মামলার তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন। টেকনাফের সাবেক ওসি প্রদীপ কাঠগড়ায় আছে।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার প্রায় ৪ মাস ১১ দিন পর ১২/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত অনুমান ২২.৩০ ঘটিকার সময় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, শামলাপুর পুলিশ চেকপোষ্টের সামনে সিনহা নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে এবং তাকে পুলিশ কর্তৃক একটি মিনি ট্রাক যোগে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে প্রেরন করা হয়েছে। উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঘটনাটির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি (পি. ডব্লিউ-৩২) তার তদন্ত টিম সহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এমন কথা তার ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে আছে।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মেজর সিনহা তার (পি. ডব্লিউ-৩২) কোর্স মেট ছিলেন এমন কথা আই ও কে বলেছেন।

অপর আসামীগনের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৩ এ, এস, আই মোঃ নজরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বর্তমানে র‌্যাব-১৫ কক্সবাজারে কর্মরত। ঘটনার সময়ও তিনি র‌্যাব-১৫ তে কর্মরত

ছিলেন। তিনি ০৮/০২/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার কর্মরত আছেন। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডাকযোগে প্রাপ্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার কর্তৃক প্রেরিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র গত ০৪/০৯/২০২০ খ্রি; তারিখ সকাল ৯.৫০ ঘটিকায় র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার সদর ব্যাটালিয়ন অফিস কক্ষে জব্দ করেন, যার বিবরন নিম্নরুপ:-

(১) গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ২১.৩০ ঘটিকা হতে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সাদা কাগজে সত্যায়িত সাধারন ডায়েরির কপি, যাতে ডায়রী নং -১৫ হতে ৬৫ নং পর্যন্ত সাধারন ডায়রী লিপিবদ্ধ আছে, যার জিডি নং-১০৯৪ যাহাতে অফিসার ইনচার্জ প্রদীপ কুমার দাশের এই মামলার ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট রওয়ানা, ৩ নং ডায়রীতে এস, আই নন্দ দুলাল ধৃত আসামীর জব্দকৃত আলামতসহ থানায় হাজির ও মামলা রুজুর বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত সাধারন ডায়রীতে ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০ পর্যন্ত নং সমূহের কোন এন্ট্রি নাই।

(২) গত ৩০/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.০০ ঘটিকা হতে ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ভোর ৪.০০ ঘটিকা সাধারন ডায়রী নং ৬৫৬ হতে ৬৮০ পর্যন্ত, ক্রমিক নং ১-৩৮ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, ক্রমিক নং ৬৭৭ ডায়রী এবং ৬৭৮ নং এবং ডায়রী নং ০৪, তারিখ ০১/০৮/২০২০ । কক্সবাজার পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রেরিত উপরোক্ত কাগজপত্র র‌্যাব অফিসে আই, ও সাহেব জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দনামা, প্রদর্শনী- ২৬ হিসেবে এবং জব্দ নামায় স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গত ০৭/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ সকাল ১০.০৫ ঘটিকায় কক্সবাজার, র‌্যাব-১৫, তার উপস্থাপনামতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত আলামতসমূহ জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। আলামত সমূহের বিবরণ নিম্নরুপ:

(১) আসামী নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১২-৪৩২৯৪৬ এর ৩১/০৭/২০২০ হইতে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১৬ পৃষ্ঠার সিডিআর কললিষ্ট, আসামী লিয়াকতের ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১৬-৭২৪১২৫ এর সাথে নুরুল আমিনের ১৫ বার কথোপকথন যাহা এন দ্বারা মার্ক করা হয়েছে।

(২) আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল নং-০১৮১৬-৭২৪১২৫ এর সাথে ওসি প্রদীপ ও আসামী নুরুল আমিনের নামে রেজি:কৃত ০১৮১২-৪৩২৯৪৬ এর কথোপকথন এর ১৬ পৃষ্ঠা সিডিআর, যাহাতে আসামী প্রদীপ, আসামী লিয়াকতের সাথে ১০ বার এবং লিয়াকত আসামী নুরুল আমিনের সাথে ১৫ বার কথা বলেছেন। আসামী লিয়াকতের সাথে আসামী প্রদীপ কুমার দাশের কথোপকথন সিডিআর পি দ্বারা এবং আসামী নুরুল আমিনের সাথে কথোপকথন এন দ্বারা মার্ক করা হয়েছে।

(৩) আসামী প্রদীপ কুমার দাশের সরকারী মোবাইল ফোন নং-০১৭১৩-৩৭৩৬৬৬ হতে গত ৩১/০৭/২০২০ তারিখ হতে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল নং ০১৮১৬-৭২৪১২৫ এর সাথে ১১ বার কথোপকথন হয়, যাহার সিডিআর-৭ পাতা (১-১১ চিহ্নিত করা হয়েছে)।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মোট জব্দ নামা ০৪ টি, তার মধ্যে ০৭/১১/২০২০ খ্রি: তারিখের একটি আছে। আসামী নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল বলেছেন, উহা নুরুল আমিনের নামে রেজিস্ট্রিকৃত, রবির (মোবাইল ফোন) রিপোর্টে তা আছে এবং জব্দ তালিকায় তা আছে।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, পুলিশ সুপার কক্সবাজারের অফিস থেকে উক্ত আলামত ডাক যোগে র‍্যাব অফিসে আসে। উক্ত আলামত সমূহ সাদা কাগজে লেখা।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার কথিত সিডি আর সমূহ জব্দ করার সময় রবি কিংবা গ্রামীন ফোন নেটওয়ার্কের কোন কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী সামনে ছিল না তাই তারা কেউ সাক্ষী হয় নাই। জাস্ট গো নামক ভিডিও কিংবা ইউটিউব কিংবা এর বিষয় বস্তুর বিষয়ে তার (পি. ডব্লিউ-৩৩) কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। পাহাড়ের উপরে তোলা ছবি সম্পর্কেও তার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। তিনি জানেন সাইদুল ইসলাম সিফাতের (পি. ডব্লিউ-২) মোবাইল ফোন থেকে ঐ ছবি সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

কোন কিছু না জেনে, না বুঝে সিনিয়র অফিসারের নির্দেশে কথিত জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন কিংবা কথিত ঘটনার সময় আসামী প্রদীপের সাথে লিয়াকত আলী ও নুরুল আমিনের ১১ কিংবা ১৫ বার কথোপকথোনের কথা বলেছেন তা ভিত্তিহীন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৪ এস, আই (নি:) মোঃ সোহেল সিকদার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ২০২০ সালের মার্চ থেকে র‍্যাব-১৫ কক্সবাজারে কর্মরত আছেন। ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৪৫ ঘটিকার সময় র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার অফিসে এস, আই কামাল হোসেনের (পি. ডব্লিউ-৬০) হাজির করামতে (১) একটি রক্তমাখা গোল গলা ফুল হাতা কম্বাট গেঞ্জি, যার মধ্যে ১৫ টি ছিদ্র রয়েছে, (২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি কম্বাট ফুল প্যান্ট, লম্বায় অনুমান ৩৭ ইঞ্চি, যার পিছনে কোমর বরাবর রক্ত ও কাদার দাগ রয়েছে, (৩) একটি কালো রংয়ের লাইনার, (৪) এক জোড়া বাদামী রংঙের বুট জুতা যা কাদাযুক্ত, যার গায়ে ইংরেজীতে Made in Combodia লেখা আছে, (৫) একটি পুরাতন কালো রংয়ের

আন্ডার ওয়ার, (৬) এ্যাশ কালারের ২ টি মোজা। বর্ণিত আলামতসমূহ ঘটনার দিন অত্র মামলার ভিকটিম অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পরিধানে ছিল। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র‍্যাবের সিনিয়র এ, এস, পি খাইরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৬৫) তার (পি. ডব্লিউ-৩৪) সামনে উহা জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। তিনি এবং সৈনিক হিরা মিয়া (পি. ডব্লিউ-৩৯) জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন। উক্ত আলামত বস্তু প্রদর্শনী- খ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দনামায় তার সহি সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী- ২৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, গত ১৫/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৬ ঘটিকার সময় র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার অফিসে এই মামলার সাক্ষী সাহেদুল ইসলাম প্র: সিফাতের (পি. ডব্লিউ-২) ব্যবহৃত মোবাইল সেট হতে প্রিন্ট করা মতে নিম্নোক্ত মালামালগুলো আই, ও জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। মালামালসমূহের বিবরন নিম্নরুপ:-

(১) ২টি স্থিরচিত্র, যাতে মেজর সিনহা ও সাহেদুল ইসলাম সিফাতের পাহাড়ের উপর তোলা ভিডিও ক্যামেরার সরঞ্জামাদিসহ ছবি।

(২) ২ টি ভিডিও ক্লিপ, যার একটি Just Go Explore the beauty of hills এবং Just Go walk through the jungle and hills এবং উভয় ভিডিওতে ভিকটিম মেজর সিনহা ও সহযোগীর অভিনীত পাহাড় ও সমুদ্রের উপর চিত্রায়িত ভিডিও রয়েছে।

উপরোক্ত ছবি ও ভিডিওগুলো এই মামলার মৃত মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোঃ রাশেদ খান তার সহযোগীদেরসহ তাদের ইউটিউব চ্যানেল Just Go তে প্রচারের উদ্দেশ্যে ধারণ করে বলে জানা যায়। আই, ও সাহেব জব্দনামামূলে তার সামনে উহা জব্দ করেন। তিনি এবং এ, এস, আই নজরুল (পি. ডব্লিউ-৩৩) জব্দনামায় সই করেন। উক্ত জব্দনামা

প্রদর্শনী- ২৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত আলামতসমূহ বস্তু প্রদর্শনী, গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জব্দ নামা তার সামনে প্রস্তুত সহ জব্দ নামা পড়ে বুঝে তিনি সই করেছেন। টেকনাফ থানার মামলা নং ০২ তারিখ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: সংক্রান্তে জব্দকৃত আলামত ইন্সপেক্টর মানস বড়ুয়ার (পি. ডব্লিউ-৬১) উপস্থাপন মতে এস, আই কামাল (পি. ডব্লিউ-৬০) এর মাধ্যমে প্রেরিত ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৪৫ ঘটিকায় তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দ নামা মুলে জব্দ করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৩৪) উক্ত জব্দনামার সাক্ষী।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত আলামত সমূহের উৎসস্থলে তিনি ছিলেন না। জাস্ট গো ভিডিও ক্লীপ তিনি দেখেছেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই স্যাক্ষী জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৫ কং ৫৯৫ শুভ কুমার পালকে প্রসিকিউশন পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৬ এস, আই মোঃ আমিনুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, তখন তিনি কক্সবাজার সদর মডেল থানায় এস, আই পদে কর্মরত ছিলেন। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাতের বেলা তিনি কক্সবাজার সদর থানা এলাকায় মোবাইল ডিউটিতে ছিলেন। ঐ দিন রাত ১৩.০০ ঘটিকা অর্থাৎ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সময় ১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মোবাইল করে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে যেতে বললে স্যারের নির্দেশমত রাত আনুমানিক সোয়া ১.০০ ঘটিকায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে মর্গে স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায় ১ টি লাশ পান। তিনি লাশের পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। সেখানে সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল। তাদের মাধ্যমে লাশের পরিচয় তিনি সনাক্ত করেন। সেনাবাহিনীর লোকজন

তাকে জানায় যে, লাশটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের। সেনাবাহিনীর লোকজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার একটি পরিচয় পত্র তাকে দেখায়। তিনি মেজর সিনহার নাম ঠিকানা নোট করেন। মর্গে ডোম আহমদ কবির মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) এবং ধলার (পি. ডব্লিউ-৩০) সহায়তায় লাশের কোথায় কোথায় আঘাত, কাগজে তার বিবরন তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। কং পলাশ (পি. ডব্লিউ-৩৭) ও কং শুভ (পি. ডব্লিউ-৩৫) সুরতহাল প্রস্তুত করার সময় তাকে (পি. ডব্লিউ-৩৬) সহায়তা করে। উক্ত সুরতহাল রিপোর্ট প্রদর্শনী- ২৫ ও ইহাতে তার সই প্রদর্শনী- ২৫/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মর্গের ডোম আহমদ কবির মনু ও সৈয়দ কালাম প্র: ধলা সুরতহাল রিপোর্টের সাক্ষী। সকাল বেলা কং কামরুল (পি. ডব্লিউ-৩১) ও কং মোশাররফ মফস্বল সিসি নিয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে এসে তার সাথে যুক্ত হয়। দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় তিনি কিছু আলামত জব্দ করেন। আলামতের মধ্যে আছে (১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কম্বাট রঙের গোল গলা ফুল হাতা গেঞ্জি-১ টি, যার সামনের অংশ কাটা, (২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কম্বাট রঙের ফুল প্যান্ট-১ টি। (৩) কালো রঙের লাইনার-১ টি, যার অপর মাথা বাদামী রঙের যা লম্বা অনুমান-৩৭ ইঞ্চি, বাদামী অংশ গোলাকার অবস্থায় প্যান্টের বাম পাশে সোল্ডারের সাথে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়, (৪) একজোড়া বাদামী রঙের কম্বাট বুট। উক্ত আলামতসমূহ মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পরিহিত অবস্থায় ডাক্তারের উপস্থাপনমতে ময়নাতদন্ত শেষে সাক্ষীদের সামনে জব্দ করা হয় এবং জব্দনামায় সাক্ষীদের সই নেয়া হয় এবং প্রস্তুতকারী হিসেবে তিনিও সই করেন। উক্ত আলামত বস্তু প্রদর্শনী- খ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জব্দনামা, প্রদর্শনী- ২৬ সিরিজ এবং ইহাতে তার সই ২৬/১৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ ঘটিকায় মেজর সিনহার লাশ তিনি রামু ক্যান্টনমেন্টের সার্জেন্ট আনিস (পি. ডব্লিউ-২৮) ও সার্জেন্ট জিয়াউর রহমানের (পি. ডব্লিউ-২৭) নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি উক্ত হস্তান্তর নামা এবং ইহাতে তার সই সনাক্ত করেন, যা

যথাক্রমে প্রদর্শনী-২৪ ও ২৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তদন্তকালে তিনি আই, ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, লাশের (মেজর সিনহা) মাথা থেকে সুরতহাল শুরু করেন। সুরতহাল করার সময় লাশের পড়নে কাপড় ছিল। ডোমের মাধ্যমে লাশের গায়ের কাপড় খোলা হয়। ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকার পর ময়না তদন্ত শুরু হয়। ময়না তদন্ত করতে অনুমান এক/ দেড় ঘন্টা সময় লাগে। লাশের ময়না তদন্ত করার সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-৩৬) উপস্থিত ছিলেন। বিকাল অনুমান ৩.৩০ ঘটিকায় মেজর সিনহার লাশ তিনি হস্তান্তর করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ডোম মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) ও ধলা (পি. ডব্লিউ-৩০) এর সহায়তায় তিনি সুরতহাল করেছেন। সার্জেন্ট আনিস (পি. ডব্লিউ-২৮) ও জিয়াউর রহমান(পি. ডব্লিউ-২৭) এর নিকট তিনি লাশ হস্তান্তর করেছেন।

অপর আসামীগনের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৭ কং ১২২৩/ পলাশ ভট্টাচার্য্য তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ১.৩০ ঘটিকায় তার সঙ্গীয় অফিসার এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬), সঙ্গীয় ফোর্স শুভ পাল (পি. ডব্লিউ-৩৫) সহ তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে যান। কক্সবাজার সদর হাসপাতালের ডোম আহমদ কবির মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) হাসপাতালের মর্গে স্ট্রেচারে মেজর অব: সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃতদেহ সনাক্ত করেন এবং এস, আই আমিনুল ইসলাম মেজর সিনহার লাশের সুরতহাল করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত্রে টেকনাফ-কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ রোডের শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে পুলিশের গুলিতে গুরুত্বর আহত

অবস্থায় মেজর সিনহাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। মামলার তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আই ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাতে টেকনাফ-কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ রোডে শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত অবস্থায় মেজর সিনহাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন এমন কথা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তিনি বলেন নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীগন পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৮ কং ১৩৫৭/ উসালা মারমা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, নভেম্বর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত তিনি কক্সবাজারে কর্মরত ছিলেন। গত ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৪.১০ ঘটিকায় কক্সবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ লাইন অস্ত্রাগারের নায়েক মোঃ আবদুর রহমানের উপস্থাপনমতে মামলার আই, ও একটি জব্দ তালিকা তৈরী করেন। উক্ত জব্দ তালিকামূলে (১) ১ টি নাইন এম, এম পিস্তল, যার বডি নং-T1068953 এবং কক্সবাজার জেলা পুলিশ লাইন এর বাট নং-কক্স-১০২, (২) উক্ত পিস্তলের খালি ম্যাগজিন ০২ (দুই) টি, (৩) পিস্তলের প্লাস্টিকের বক্স-০১ (এক) টি, (৪) ২৬/০১/২০২০ খ্রি: তারিখের পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী কর্তৃক পুলিশ সুপার, কক্সবাজার বরাবরে সরকারী পিস্তল ইস্যুর আবেদনের ছায়ালিপি-০১ পাতা, (৫) সরকারী উক্ত পিস্তল ইস্যূ ভাউচারের ছায়ালিপি-০১ পাতা, (৬) পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকতের নামে উক্ত পিস্তল এবং ৩০ (ত্রিশ) রাউন্ড গুলি ইস্যু রেজি: ছায়ালিপি-০১ পাতা, (৭) গত ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকত আলী কর্তৃক তার নামে

ইস্যুকৃত উক্ত পিস্তল ও ২৬ (ছাব্বিশ) রাউন্ড গুলি জমাকরনের লক্ষ্যে পুলিশ সুপার, কক্সবাজার বরাবর জমাকরনের আবেদনের ছায়ালিপি-০১ পাতা, উক্ত আলামত সমূহ আই, ও সাহেব তার সামনে জব্দনামামুলে জব্দ করেন। তিনি, কং সাখাওয়াত হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪৮) ও সৈনিক হিরা মিয়া (পি. ডব্লিউ-৩৯) উক্ত জব্দনামার সাক্ষী। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং সাক্ষী হিসেবে উহাতে তার সই সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২৭ ও ২৭/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত আলামত বস্তু প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলা তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়াছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন। ঐ দিন কং সাখাওয়াত ও সৈনিক হিরা জবানবন্দি দিয়েছে।

অপর আসামীগন পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৩৯ ল্যা: কপো:/ সৈনিক হীরা মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর সৈনিক, ২০২০ সালের আগষ্ট থেকে র‌্যাব-১৫ তে তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৪৫ ঘটিকার সময় র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার অফিসে এস, আই কামাল হোসেনের (পি. ডব্লিউ-৬০) হাজির করা মতে (১) একটি রক্তমাখা গোলগলা ফুলহাতা কম্বাট গেঞ্জি, যার মধ্যে ১৫ টি ছিদ্র রয়েছে, (২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি কম্বাট ফুল প্যান্ট, যা লম্বায় অনুমান ৩৭ ইঞ্চি, যার পিছেনে কোমর বরাবর রক্ত ও কাদার দাগ রয়েছে, (৩) একটি কালো রংয়ের লাইনার, (৪) এক জোড়া বাদামী রঙের বুট জুতা যা কাদাযুক্ত, যার গায়ে ইংরেজিতে Made in Combodia লেখা আছে, (৫) একটি পুরাতন কালো রংয়ের আন্ডার ওয়ার, (৬) এ্যাশ কালারের ২ টি মোজা, বর্ণিত আলামতসমূহ ঘটনার দিন অত্র মামলার ভিকটিম অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পরিধানে ছিল। উক্ত আলামতসমূহ এস, আই কামাল হোসেনের হাজির করামতে ডিবির ইন্সপেক্টর

মানস বড়ুয়ার (পি. ডব্লিউ-৬১) উপস্থাপনমতে র‌্যাব-১৫ কার্যালয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জব্দনামামূলে জব্দ করেন। তিনি সাক্ষী হিসেবে উক্ত জব্দনামায় সই করেছেন। এস, আই সোহেল সিকদারও(পি. ডব্লিউ-৩৪) জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী- ২৬ ও ২৬/১৪ হিসেবে এবং আলামত বস্তু প্রদর্শনী- গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৪.১০ ঘটিকায় কক্সবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ লাইন অস্ত্রাগারের নায়েক মোঃ আব্দুর রহমানের উপস্থাপনমতে মামলার আই, ও একটি জব্দতালিকা তৈরী করেন। উক্ত জব্দতালিকা মূলে (১) ১ টি নাইন এম. এম. পিস্তল, যার বডি নং-T1068953 এবং কক্সবাজার জেলা পুলিশ লাইন এর বাট নং-কক্স-১০২, (২) উক্ত পিস্তলের খালি ম্যাগজিন ০২ টি, (৩) পিস্তলের প্লাস্টিকের বক্স-০১ টি, (৪) ২৬/০১/২০২০ খ্রি: তারিখের পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী কর্তৃক পুলিশ সুপার, কক্সবাজার বরাবরে সরকারী পিস্তল ইস্যুর আবেদনের ছায়ালিপি-০১ পাতা, (৫) সরকারী উক্ত পিস্তল ইস্যু ভাউচারের ছায়ালিপি-০১ পাতা, (৬) পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকতের নামে উক্ত পিস্তল এবং ৩০ (ত্রিশ) রাউন্ড গুলি ইস্যু রেজি: ছায়ালিপি- ০১ পাতা,(৭) গত ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকত আলী কর্তৃক তার নামে ইস্যুকৃত উক্ত পিস্তল ও ২৬ (ছাব্বিশ) রাউন্ড গুলি জমাকরনের লক্ষ্যে পুলিশ সুপার, কক্সবাজারের জমাকরনের আবেদনের ছায়ালিপি- ০১ পাতা। উক্ত আলামত সমূহ আই, ও সাহেব তার সামনে জব্দনামামূলে জব্দ করেন। তিনি, সৈনিক হিরা মিয়া, কং সাখাওয়াত হোসেন ও কং উসলা মার্মা জব্দনামার সাক্ষী। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং এতে তা স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-২৭ ও ২৭/২ হিসেবে এবং আলামত বস্তু প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তদন্তকালে তিনি আই, ও এর নিকট জবানবন্দি দিয়েছন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কালো রংয়ের একটি লাইনার জব্দের বিষয় আছে। লাইনারের একটি মাথা গোলাকার বাদামী রংয়ের, অপর মাথার বিবরণ লেখা নেই। তিনি লাইনারটি দেখেছেন, লাইনারটি ধাতব অংশটি ভাংগা কিনা তা দেখেন নি। তিনি ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি করেছেন।

জব্দকৃত আলামত সম্পর্কে তার কোন ধারনা নাই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৪০ এল, এস (নৌ) মোঃ আবু সালাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি নৌবাহিনীর সীম্যান। ১৩ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি: থেকে তিনি র‌্যাব-১৫ তে কর্মরত আছেন। গত ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৩০ ঘটিকায় টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং-০১ (০৮)২০ এর আলামত হিসেবে জব্দকৃত উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মানস বড়ুয়া (পি. ডব্লিউ-৬১) এর উপস্থাপনমতে ও এস, আই কামাল হোসেন (পি. ডব্লিউ-৬০) এর হাজির করামতে নিম্নোক্ত আলামত সমূহ তিনি এবং কং সোহেল এর উপস্থিতিতে অত্র মামলার আইও জব্দ করেন। জব্দকৃত আলামতসমূহের বিবরন- (১) ০১ টি ম্যাগজিন ভর্তি বিদেশী পিস্তল, যা প্লাস্টিকের হাতলসহ লম্বা ৭ ইঞ্চি, যা ফায়ারিং পিন সচল এবং যার গায়ে ইংরেজিতে খোদাই করা অবস্থায় WALTHER P22, CARL WALTHER ULM/DO. Made in Germany লেখা আছে, (২) ১ টি কালো রঙের চামড়ার পিস্তল কভার, (৩) ০৯ রাউন্ড পিস্তলের গুলি, (৪) ৫০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, যা ড্রাইভিং লাইসেন্স স্টিকার লাগানো স্বচ্ছ ছোট পলিব্যাগে রক্ষিত, যার ওজন পলিব্যাগসহ-০৮ গ্রাম, (৫) ২৫০ গ্রাম গাঁজা, যা ৪ টি খবরের কাগজ দ্বারা মোড়ানো, (৬) ১ টি কালো রংয়ের মানি ব্যাগ যার মধ্যে বাংলাদেশী মোট নগদ ১,৩২০/- টাকা এবং ০২ টি ১০০ ইউ, এস ডলারের নোট, (৭) ০২ টি আই, ডি কার্ড যার উপরে ইংরেজীতে UKU

UKU PRODUCITIN লেখা আছে, (৮) ০২ টি আইফোন ব্যান্ড এর মোবাইল ফোন, (৯) ০১ টি কালো রংয়ের ব্লুটুথ ডিভাইজ, (১০) ০১ টি স্টীলের অত্যাধুনিক প্লাস যা ছুরি ও স্ক্রু ড্রাইভার সম্বলিত, (১১) কালো রংয়ের ০২ টি মুখোশ সদৃশ কাপড়, (১২) একটি ক্যানন ব্রান্ড এর ডিএসএলআর ক্যামেরা, (১৩) ০৯ টি সিডি ডিস্ক সম্বলিত ০১ টি সিডি বক্স, (১৪) ০১ টি সেনাবাহিনীর ক্যাপ, (১৫) ০১ টি টয়োটা গাড়ীর ম্যানুয়াল নোট বহি, (১৬) ০২ টি কাঁধ ব্যাগ, যার ০১ টি কালো রংয়ের এবং অপরটি হালকা নীল রংয়ের, (১৭) সিনহা মোঃ রাশেদ খান নামীয় ০১ টি ডিজিট্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড, (১৮) রেজি নং ঢাকা মেট্রো গ-২৮-০৯৭৯ এর ১ টি রেজিস্ট্রেশন স্মার্ট কার্ড, (১৯) ০৩ টি ভিসা কার্ড যার একটি Standard Chartered Bank, একটি Sonali Bank, অপরটি Trust Bank এর (২০) একটি Standard Chartered Bank এর মাষ্টার কার্ড, (২১) ০১ টি পুরাতন সিলভার রংয়ের এ্যালিয়ন প্রাইভেট কার, যার রেজি নং- ঢাকা মেট্রো-গ-২৮-০৯৭৯ আইও সাহেব জব্দনামা মূলে জব্দ করেন। তিনি উক্ত জব্দ নামায় সাক্ষী হয়েছেন, যা প্রদর্শনী- ২৮ ও ২৮/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কং সোহেলও সাক্ষী হয়েছে। তিনি কং সোহেলের সই চিনেন। জব্দনামার ৬/৮-১০/১২/১৩/১৫-২১ নং ক্রমিকের আইটেমসমূহ মামলার বাদী (পি. ডব্লিউ-১) জিম্মায় নিয়েছেন। অবশিষ্ট আলামত (১-৫/৫/১১/১৪ নং ক্রমিক) বস্তু প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিনে ৯ রাউন্ড গুলি থাকে। ম্যাগাজিন পিস্তলের মধ্যে লোড করা ছিল এবং ম্যাগাজিনের মধ্যে গুলি লোড করা ছিল। পিস্তলের লাইসেন্স কিংবা মালিকানার কাগজ জব্দ করা হয়েছে কিনা তিনি বলতে পারবেন না। মামলার বাদী (পি. ডব্লিউ-১) বেশ কিছু আইটেম জিম্মায় নিয়েছেন।

তার সামনে কোন জিম্মানামা ও জব্দনামা হয় নাই কিংবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার শিখানো মতে অসত্য সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীগনের পক্ষে এর সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৪১ নবি হোসেন @ নবী হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি নীল দরিয়া পরিবহন নামক মিনিবাসের ম্যানেজার। ২৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আনুমানিক দুপুর ১২.৫০ ঘটিকার সময় অত্র মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৬৫) ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে তাকে ডেকে জব্দনামামূলে কিছু মালামাল জব্দ করেন। মালামালের বিবরন নিম্নরুপ:-

(১)পুলিশ টেকপোষ্ট Walton Smart AC লেখা, জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা চাকাযুক্ত ২ টি বক্স ব্যারিকেড লোহার পাত দ্বারা তৈরী, যার উচ্চতা অনুমান ৪ ফুট এবং প্রস্থ অনুমান ৪ ফুট।

(২) Walton Smart Fridge জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা ২ টি লোহার স্টীলের পাত দ্বারা তৈরী চাকাযুক্ত ব্যারিকেড, যার উচ্চতা অনুমান ৪.৫ ফুট ও প্রস্থ অনুমান ৪.৫ ফুট।

(৩) Walton Smart AC জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা ১টি লোহা স্টীলের পাত দ্বারা তৈরী চাকাযুক্ত ব্যারিকেড, যার উচ্চতা অনুমান ৪.৫ ফুট এবং প্রস্থ অনুমান ৪.৫ ফুট।

(৪)থামুন পুলিশ চেক পোষ্ট, বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র, টেকনাফ থানা, কক্সবাজার লেখা লোহার ড্রাম ২ টি।

(৫) এপিবিএন লেখা (লাল কালী দ্বারা) খালী ড্রাম টি ।

(৬) ২ টি পুরাতন খালী লোহার ড্রাম।

উক্ত মালামাল সমূহ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে জব্দ করেন। জব্দনামায় তিনি এবং আবুল কালাম (পি. ডব্লিউ-৪২) সাক্ষী। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-২৯ ও ২৯/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উপরোক্ত আলামত সমূহ আই, ও সাহেব এপিবিএন সদস্য অনন্ত কুমারের জিম্মায় দেয়। মামলার আই,ও সাহেব তাদেরকে বলেছেন, ঘটনার দিন ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত্রে আসামী লিয়াকত ও নন্দ দুলাল ঘটনাস্থলে উহা ব্যবহার করেছিল। বর্ণিত মালামাল দ্বারা আসামী লিয়াকত ও নন্দ দুলাল মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের প্রাইভেট কারে ব্যারিকেড দিয়ে থামান।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মামুন, কামালের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট থেকে অনুমান ১০০ ফুট দক্ষিনে নীল ধরিয়া পরিবহনের অফিস। তিনি কাউন্টার ম্যানেজার। ঘটনার তেইশ দিন পর মালামাল জব্দ করে উহা আবার জিম্মায় দেয়া হয়।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মোট দশটি আইটেম জব্দ নামা মুলে জব্দ করা হয়। আইটেম গুলো তাকে দিয়ে গণনা করা হয় এবং এপিবিএন এর জিম্মায় জব্দকৃত আলামত দেয়া হয়।

আসামী লিয়াকতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বক্স ব্যারিকেড দ্রুত সরানোর জন্য চাকা লাগানো হয়েছে।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, উখিয়া থানার মাদক মামলা নং ২০(২) ২০১৭, তারিখ ১৮/০২/২০১৭, জি, আর -৫১/১৭ নং মামলার তিনি আসামী।

অপর আসামীগনের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৪২ আবুল কালাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আনুমানিক দুপুর ১২.৫০ ঘটিকার সময় অত্র মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৬৫) ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে তাকে ডেকে তিনি জব্দনামামূলে কিছু মালামাল জব্দ করেন। মালামালের বিবরণ:-

(১)পুলিশ টেকপোষ্ট Walton Smart AC লেখা, জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা চাকাযুক্ত ২ টি বক্স ব্যারিকেড লোহার পাত দ্বারা তৈরী, যার উচ্চতা অনুমান ৪ ফুট এবং প্রস্থ অনুমান ৪ ফুট।

(২) Walton Smart Fridge জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা ২ টি লোহার স্টীলের পাত দ্বারা তৈরী চাকাযুক্ত ব্যারিকেড, যাহার উচ্চতা অনুমান ৪.৫ ফুট ও প্রস্থ অনুমান ৪.৫ ফুট।

(৩) Walton Smart AC জেলা পুলিশ কক্সবাজার লেখা ১টি লোহা স্টীলের পাত দ্বারা তৈরী চাকাযুক্ত ব্যারিকেড, যাহার উচ্চতা অনুমান ৪.৫ ফুট এবং প্রস্থ অনুমান ৪.৫ ফুট।

(৪)থামুন পুলিশ চেক পোষ্ট, বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র, টেকনাফ থানা, কক্সবাজার লেখা লোহার ড্রাম ২ টি।

(৫) এপিবিএন লেখা (লাল কালী দ্বারা) খালী ড্রাম টি ।

(৬) ২ টি পুরাতন খালী লোহার ড্রাম।

উক্ত মালামাল সমূহ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে জব্দ করেন। জব্দনামায় তিনি এবং নবী হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪১) সাক্ষী। ইহা সেই জব্দনামা, যা প্রদর্শনী-২৯ ও ২৯/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উপরোক্ত আলামত সমূহ আই, ও সাহেব এপিবিএন সদস্য অনন্ত কুমারের জিম্মায় দেয়। মামলার আই,ও সাহেব তাদেরকে বলেছেন, ঘটনার দিন ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত্রে আসামী লিয়াকত ও নন্দ দুলাল ঘটনাস্থলে ব্যবহার

করেছে। বর্ণিত মালামাল দ্বারা আসামী লিয়াকত ও নন্দ দুলাল মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের প্রাইভেট কারে ব্যারিকেড দিয়ে থামান।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনাস্থলে তিনি আইটেম গুলো গননা করে দেখেছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

পি. ডব্লিউ-৪৩ শহীদ উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি টেকনাফ লেঙ্গুরবিল বড় মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। এই মামলার আই, ও ২৩/০৮/২০২০ তারিখ অনুমান বিকাল ৩.৫০ ঘটিকায় উত্তর মারিশবুনিয়া উম্মুল কুরআন জামে মসজিদে গিয়ে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী তৈয়ব উদ্দিনের এবং তার (পি. ডব্লিউ-৪৩) মোকাবেলায় মসজিদের SHIKO লেখা X-T800 মাইকটি জব্দনামামূলে জব্দ করেন। তিনি এবং তৈয়ব উদ্দিন জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩০ ও ৩০/১ এবং ৩০/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মাইক জিম্মানামামূলে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী তৈয়ব উদ্দিনের জিম্মায় প্রদান করা হয়। জিম্মানামায় তৈয়ব উদ্দিনের সই আছে। গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ এশার নামাজের আগে এই মাইক থেকে নিজাম উদ্দিন ঘোষনা দেয় যে, মারিশবুনিয়ার মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত পড়েছে, এলাকাবাসী যেন সতর্ক থাকে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, উম্মুল কুরান মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয়। ঐ মসজিদে একত্রে দুইশত/ তিনশত লোক নামাজ পড়তে পারে। মসজিদের মাইক মসজিদে থাকে। মসজিদের উক্ত মাইক দ্বারা নামাজের আযান দেওয়া, মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা , ঈদের চাঁদ উঠলে ঘোষণা দেওয়া, ঈদের জামাত কয়টায় হবে তার ঘোষাণা দেওয়া ও এলাকায় ডাকাত পড়লে এলাকাবাসীকে ঘোষণা

দিয়ে সতর্ক করা হয়। মোয়াজ্জিম কিংবা ইমাম অথবা মসজিদ কমিটির কেউ সাধারনত উক্ত ঘোষণা দেয়। আসামী নিজাম উদ্দিন হুজুরকে ঘোষণা দিতে বলেছিল, হুজুর ঘোষণা না দেওয়ায় নিজাম উদ্দিন নিজেই ঘোষণা দেন। নিজাম উদ্দিনকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৪৩) চিনেন, নিজাম উদ্দিন কক্সবাজারে থাকে। সে ব্যবসা করে কিনা জানেন না।

গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি; তারিখ এশার নামাজের আগে নিজাম উদ্দিন মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দেন যে মারিশবুনিয়া মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত পড়েছে এলাকাবাসী যেন সতর্ক থাকে এরুপ উক্তি অসত্য মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, গত ২৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৫.৫৫ ঘটিকায় মারিশবুনিয়া উম্মুল কোরআন জামে মসজিদের সেক্রেটারী সাহেবের দেখানো ও সনাক্ত মতে উক্ত মসজিদের সিকো একসটি লেখা ৮০০ মাইক তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দ করেন এমন কথা তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বলেছেন।

পি. ডব্লিউ-৪৪ মোঃ আহসানুল হক (সিনিয়র এক্সিকিউটিভ গ্রামীণ ফোন লিঃ) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গ্রামীনফোনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। র‍্যাব হেড কোয়ার্টার থেকে ০৩/১১/২০২০ তারিখ তাদের কাছে একটি চিঠি আসে এবং এতে ৩১ জুলাই, ২০২০ থেকে ০২ আগষ্ট, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কল লিষ্ট তলব করা হয়। ০১৭১৩-৩৭৩৬৬৬ নং মোবাইল নং এর রেজিস্ট্রেশন ও কললিষ্ট চাওয়া হয়। উক্ত অনুরোধ আসার পর তারা সিস্টেম ইনপুট করে ডাউনলোড করে এবং প্রিন্ট আউট করে তা র‍্যাব হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেন। হেড কোযার্টারের পক্ষে ল্যান্স কর্পোরাল জাহিদ হোসেন উহা রিসিভ করেন। এই সাক্ষী উক্ত প্রিন্ট সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী- ৩১ ও ৩১/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিসিভ কপিতে ল্যান্স কর্পোরাল জাহিদ হোসেনের স্বাক্ষর আছে।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ১৩ বছর গ্রামীন ফোনে ছিলেন। সাক্ষী শিপ্রা দেবনাথ ও

সিফাতের কললিস্ট আছে কিনা বলতে পারবেন না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চাইলে তারা কললিষ্ট সরবরাহ করেন। আসামী নুরুল আমিনের নামে মোবাইল রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা বা তার নামে কল রেকর্ড আছে কিনা তিনি বলতে পারবেন না। র‌্যাবের চাহিদামত তিনি প্রিন্ট আউট সরবরাহ করেছেন, তবে কোন ভয়েস রেকর্ড সরবরাহ করেন নাই। মামলার আইও তাদের নিকট কললিষ্ট চাননি, র‌্যাব হেডকোয়ার্টার কললিষ্ট চেয়েছিল। আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার সাথে কোন কথোপকথন আছে কিনা তা তিনি বলতে পারবেন না।

পি. ডব্লিউ-৪৫ সৈকত আহমেদ শিপলু (স্পেশালিস্ট, রবি আজিয়াটা লিমিটেড) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি রবি ফোনের স্পেশালিষ্ট হিসেবে ১২ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। ০৩/১১/২০২০ তারিখ র‌্যাব হেড কোয়ার্টার থেকে তাদের কাছে একটি চিঠি আসে এবং এতে মোবাইল নম্বর ০১৮১৬-৭২৪১২৫ ও ০১৮১২-৪৩২৯৪৬ নম্বর দ্বয়ের ৩১ জুলাই, ২০২০ থেকে ০২ আগষ্ট, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কললিষ্ট, কথোপকথন রেকর্ড (সিডিআর) এর কপি প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত নম্বরদ্বয়ের কললিষ্ট রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন ইনপুট করে ডাটা সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রিন্ট আউট করে অফিসিয়াল ফরমালিটিস পালন করে তা সরবরাহ করেন। এই সাক্ষী উক্ত প্রিন্ট আউট সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফরোয়াডিংয়ে তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৩২/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ০১৮১২-৪৩২৯৪৬ নম্বরটি নাজিম উদ্দিনের নামে রেজিস্ট্রিশন করা। নুরুল আমিনের নামে সিম রেজিস্ট্রেশন নাই। কোন নাম্বারের ভয়েস রেকর্ড নাই। র‌্যাব এর চাহিদামত তারা প্রিন্ট আউট সরবরাহ করেছেন, তবে কোন ভয়েস রেকর্ড সরবরাহ করেনি। আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার সাথে ফোন কথোপকথন আছে কিনা বলতে পারবেন না।

পি. ডব্লিউ-৪৬ মোঃ মিজানুর রহমান, পুলিশ পরিদর্শক, (ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সি. আই ডি, ফরেনসিক ল্যাব, ব্যালেস্টিক শাখায় তিনি কর্মরত থাকাকালে টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং ০৯ তারিখ ০৬/০৮/২০২০ খ্রি:, ধারা ৩০২/২০১/৩৪ পেনাল কোড এর আলামত পরীক্ষা ও মতামত প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশিত হন। মামলার আলামতের বিবরন: ০১ টি কালো রংয়ের ৯ এম এম ক্যালিবারের পিস্তল, যার নং টি ১০৬৫৯৫৩ বাম পাশের স্লাইডে তারুস লেখা আছে। ০২ টি ম্যাগজিন সহ পরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রথমে পিস্তলটির ব্যারেলের সোয়াব সংগ্রহ করে এটিতে গানশর্ট রেসিডিউ এর উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ‘ক’ চিহ্নিত প্লাস্টিকের কৌটায় সংগ্রহ করে উহা সংরক্ষণ পূর্বক সিলগালা করে স্মারক নং ব্যালেস্টিক /১৭৪, তারিখ ৩১/০৮/২০২০ খ্রি; মূলে রাসায়নিক পরীক্ষাগার, সিআইডি, মহাখালী ঢাকায় প্রেরণ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট নং ২১৪৭৫বি, তারিখ ০৯/০৯/২০২০ প্রাপ্ত হয়ে পর্যালোচনায় তিনি (পি. ডব্লিউ-৪৬) দেখতে পান যে, প্রেরিত ‘ক’ চিহ্নিত কৌটায় সোয়াবের (রক্ষিত তুলায়) লেড ও নাইট্রাইট মূলক (গানশট রেসিডিউ উপাদান) পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আলামত পিস্তল আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী -৩৩ ও ৩৩/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মহাখালীতে তাদের (পি. ডব্লিউ-৪৬) ইন্টারন্যাল ল্যাব আছে। কেমিকেল টেস্ট মহাখালীতে করা হয়। কেমিকেল রিপোর্ট সংযুক্ত আছে। এক্সপার্টের নাম লেখা নেই। ওয়াল্টার-পি-২২ পিস্তলের ম্যাগাজিনে সবোর্চ্চ কতটি গুলি রাখা যায় তিনি বলতে পারবেন না।

তিনি নিজে পরীক্ষা না করে মনগড়া মতামত দিয়ে শিখানো মতে অসত্য সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীগন পক্ষে এর সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৪৭ পিংকু পোদ্দার, (রাসায়নিক পরীক্ষক) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিশেস পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকায় স্মারক নং ১৭৪, তারিখ ৩১/০৮/২০২০ মূলে একটি প্লাস্টিকের কৌটা গত ৩১/০৮/২০২০ তারিখে প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্যালয়ে গৃহিত হয়। উক্ত প্লাস্টিকের কৌটায় সোয়াব যুক্ত তুলা রক্ষিত ছিল। পরীক্ষা শেষে প্লাস্টিকের কৌটায় রক্ষিত তূলাতে "লেড ও নাইট্রাইট মুলক (গানশট রেসিডিউর উপাদান) পাওয়া যায়। ৩ সদস্যের বোর্ড গঠনের মাধ্যমে তিনি (পি. ডব্লিউ-৪৭) রিপোর্ট প্রদান করেন। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী- ৩৪ ও ৩৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার কাছে রিভলভার কিংবা পিস্তল পাঠানো হয়নি। শুধু শোয়াবযুক্ত তুলার আলামত পাঠানো হয়েছিল। কিসের ভিত্তিতে মতামত প্রদান করেছেন তার তথ্য উপাত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেননি তবে অফিসিয়াল রেকর্ডে আছে। রিপোর্টে তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করা বাধ্যতামুলক নয়।

তার রিপোর্ট যোগসাজশি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৪৮ কং/১৪৪১, সাখাওয়াত হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০৫/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত তিনি কক্সবাজার পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন। গত ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ১৪.১০ ঘটিকায় কক্সাবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ লাইন অস্ত্রাগারের নায়েক মোঃ আব্দুর রহমানের উপস্থাপন মতে মামলার আই, ও একটি জব্দ তালিকা তৈরী করেন। উক্ত জব্দ তালিকা মূলে (১) ১ টি নাইন এম এম পিস্তল, যার বডি নং-T1068953 এবং কক্সবাজার জেলা পুলিশ লাইনের

বাট নং কক্স-১০২, (২) উক্ত পিস্তলের খালি ম্যাগজিন ০২ টি, (৩) পিস্তলের প্লাস্টিকের বক্স ০১ টি, (৪) ২৬/০১/২০২০ খ্রি: তারিখের পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী কর্তৃক পুলিশ সুপার কক্সবাজার বরাবরে সরকারি পিস্তল ইস্যুর আবেদনের ছায়ালিপি ০১ পাতা, (৫) সরকারী উক্ত পিস্তল ভাউচারের ছায়ালিপি ০১ পাতা, (৬) পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকতের নামে উক্ত পিস্তল এবং ৩০ (ত্রিশ) রাউন্ড গুলি ইস্যু রেজি: ছায়ালিপি ০১ পাতা, (৭) গত ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে পুলিশ পরিদর্শক (নি:) লিয়াকত আলী কর্তৃক তার নামে ইস্যুকৃত পিস্তল ও ২৬ রাউন্ড গুলি জমাকরনের লক্ষ্যে পুলিশ সুপার, কক্সবাজারের জমাকরনের ছায়ালিপি ০১ পাতা, উক্ত আলামতসমূহ আইও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৪৮) সামনে জব্দনামামূলে জমা করেন। তিনি ও কং উসালা মার্মা (পি. ডব্লিউ-৩৮) জব্দনামার সাক্ষী। এই সাক্ষী উক্ত জব্দনামা সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-২৭ ও ২৭/৩ হিসেবে এবং আলামত বস্তু প্রদর্শনী- ঘ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলা তদন্তকালে আইও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জব্দনামায় কোন্ জায়গায় কি লেখা আছে তিনি বলতে পারবেন না। জব্দনামা যেদিন প্রস্তুত করা হয় সেদিন তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

জব্দনামা প্রস্তুত করতে তিনি দেখেননি কিংবা তার সামনে পিস্তল ও গুলি জব্দ করা হয়নি কিংবা তিনি কোন জব্দনামায় সাক্ষী হননি কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অসত্য সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৪৯ এস আই বাবুল মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আগষ্ট ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রায় ০২ মাস তিনি বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। এই মামলার আইও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও মোঃ

নিজাম উদ্দিনের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের বাড়ী ঘরে তিনি গিয়েছেন। এই তিন জনের বাড়ী একই গ্রামে, তারা পরস্পর আত্নীয়। নুরুল আমিন মুদি দোকানী, নিজাম উদ্দিন জমির ব্যবসা করে ও আয়াজ সরকারী ডিলার।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৫০ এস. আই মোঃ রাশেদুল হাসান, তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী সাফানুল করিমের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ২৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী সাফানুল করিমের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী সাফানুলের বাড়ী বেড়া ও টিনের তৈরি, তারা তিন ভাই এক বোন। সাফানুলের মা বাবা জীবিত আছে। তার পিসিপিআর ভালো।

অন্য আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৫১ এস, আই মোঃ আবুল হাশেম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আইও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ২৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনের পক্ষে জেরায় এর সাক্ষী বলেন যে, আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনের পিসিপিআর ভালো, তার কোন দুর্নাম নেই।

পি. ডব্লিউ-৫২ এস, আই. এস, এম আবু মুসা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত এর

নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নন্দ দুলালের পরিবার সম্পর্কে কিংবা নন্দ দুলাল সম্পর্কে তিনি বিরুপ কিছু পাননি।

অপর আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৫৩ এস, আই মোঃ আব্দুল জলিল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী মোঃ কামাল হোসেন আজাদের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ৩১/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী কামাল হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী কামালের বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলার তথ্য পাওয়া যায়নি, কিংবা তার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নাম পাওয়া যায়নি।

পি. ডব্লিউ-৫৪ এস, আই, মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী রুবেল শর্মার নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ২৪/০৯/২০২০ খি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী রুবেল শর্মার বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলার তথ্য পাওয়া যায়নি এবং তার বিরুদ্ধে বিরুপ কিছু পাননি।

পি. ডব্লিউ-৫৫ এ, এস, আই, মোঃ বাবুল মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী কং রাজিব হোসেনের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ৩১/০৮/২০২০ খি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী রাজিব হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী রাজিব হোসেনের বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলা পাননি এবং বিরুপ কিছু পাননি।

পি. ডব্লিউ-৫৬ এস, আই, মোঃ নাজমুল হাসান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, অত্র মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীর নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ২৬/০৮/২০২০ খি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী লিয়াকতের বিরুদ্ধে বিরুপ কিছু পাননি, তার স্বভাব চরিত্র ভালো পেয়েছেন।

অন্য আসামী পক্ষে তাকে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৫৭ এস, আই, সুমন কান্তি দে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার আই, ও কর্তৃক প্রেরিত ই এস মোতাবেক আসামী ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশের নাম ঠিকানা যাচাই করে তিনি সঠিক পেয়ে গত ৩০/০৮/২০২০ খি: তারিখ রিপোর্ট প্রদান করেন।

এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষে জেরা করা হয়নি।

পি. ডব্লিউ-৫৮ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তামান্না ফারাহ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি টেকনাফ আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ২০১৬ সাল থেকে কক্সবাজার ম্যাজিস্ট্রেসিতে কর্মরত ছিলেন। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোট ০৯ জন আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে বিভিন্ন তারিখে ফৌজদারীর কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। স্বাক্ষীদের মধ্যে ৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তিনি রেকর্ড করেন। ২৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন

করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫ ও প্রদর্শনী- ৩৫/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে ১৩ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বিগত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং মোঃ রাজিব হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) নিকট উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১২ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৬ ও ৩৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা

শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে ১০ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৬/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বিগত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ এস আই মোঃ শাহজাহান আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। উক্ত আসামীকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৭ ও ৩৭/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাতে শাজাহান আলীর ১৪ টি স্বাক্ষর তিনি সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৭/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বিগত ৩০/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামীর) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১১ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৮ ও প্রদর্শনী-৩৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে এবং ইহাতে আসামী পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর মোট ০৯ টি স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৮/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিতকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, সে (আসামী) দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (আসামী) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৩ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩৯ ও প্রদর্শনী- ৩৯/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী উহা শুদ্ধ স্বীকারে মোট ১২ টি স্বাক্ষর করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৯/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ নুরুল আমিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, সে (আসামী) দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (আসামীকে) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৩ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৪০ ও প্রদর্শনী-৪০/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, ইহাতে আসামী নুরুল আমিনের মোট ১১ টি স্বাক্ষর আছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪০/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বিগত ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয় তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (আসামী) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা

মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪১ ও প্রদর্শনী-৪১/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে। ইহাতে আসামী নিজাম উদ্দিনের ১৩ টি স্বাক্ষর আছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪১/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, বিগত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামীর) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৪ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪২ ও প্রদর্শনী-৪২/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে ১২ স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪২/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী এস আই লিটন মিয়াকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি

পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামীর) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৩ ও প্রদর্শনী-৪৩/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে মোট ১৩ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৩/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ১৫/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী শিপ্রা দেবনাথকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ১ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৪৪ ও প্রদর্শনী-৪৪/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি তাকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত সাক্ষী উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৪/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ১৫/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী সাহেদুল ইসলাম সিফাতকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করেন। উক্ত সাক্ষী সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং

এতে তার ১ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী- ৪৫ ও প্রদর্শনী-৪৫/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি তাকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত সাক্ষী তা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৫/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৮/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী মোঃ কামাল হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করেন। উক্ত সাক্ষী সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে জবানবন্দি প্রদান করেন এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ১০ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৬ ও প্রদর্শনী-৪৬/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি সাক্ষীকে পাঠ করে শুনানোর পর সাক্ষী তা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৬/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৮) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৮/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী মোঃ আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করেন। উক্ত সাক্ষী সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ১১ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৪৭ ও প্রদর্শনী-৪৭/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি সাক্ষীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৭/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী নুরুল আমিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী সাহেদুল ইসলাম সিফাত, মোঃ আলী ও কামাল হোসেনের প্রদত্ত জবানবন্দি তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষীগন আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের নাম বলে নাই কিনা তিনি বলতে পারবেন না। আসামী নুরুল আমিনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি দুপুর ০১.২০ ঘটিকায় লিপিবদ্ধ শুরু করে ০২.৩০ ঘটিকায় শেষ করেন এবং তাকে ২.৩০ ঘটিকায় কারাগারে প্রেরন করেন তা রেকর্ডে আছে।

আসামী নুরুল আমিন আই ও সাহেবের শিখানো মতে বাধ্য হয়ে জান বাঁচানোর তাগিদে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে কিংবা কথিত স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ছিল না মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী নিজাম উদ্দিনের পক্ষে উপরোক্ত জেরা গ্রহন করা হয়েছে।

আসামী লিটন মিয়া ও আব্দুল্লাহ আল মামুন এর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আইন ও বিধি বিধান অনুসরন করেছেন এবং সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৪ ধারা ও ১৬৪ ধারার বিধান মতে আসামীর স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছেন।

প্রভাবশালী মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কথিত স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছেন কিংবা সাদা কাগজে আসামীর সই নিয়ে পরবর্তীতে আই ও সাহেবের কথামত স্বীকারোক্তি প্রস্তুত করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী নন্দ দুলালকে ১৬৪ ধারার বিধান মতে স্বীকারোক্তি রেকর্ডের জন্য উপস্স্থাপন করা হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীকে প্রায় ০৩.০০ ঘন্টা চিন্তা ভাবনা করার সময় দিয়েছেন। আসামী স্বেচ্ছায় সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। সকাল ১০.২০ ঘটিকায় আসামী নন্দ দুলালকে তাঁর (পি. ডব্লিউ-৫৮) নিকট উপস্থাপন করা

হলে তিনি আসামীকে প্রায় ১০ মিনিট বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং তাকে চিন্তাভাবনা করার জন্য প্রায় ০৩.০০ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। আসামীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেছেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামী নন্দ দুলালকে দীর্ঘদিন রিমান্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তি প্রদানে বাধ্য করেছিল কিংবা আসামী নন্দ দুলালের স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ছিল না কিংবা তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আইনের বিধান যথাযথ ভাবে অনুসরন না করে উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামীকে সীমহীন নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছিল কিনা তা তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) জানা নেই। আসামীকে রিমান্ডের আগে ও পরে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পরীক্ষার সনদ তিনি দেখেছেন।

আসামী লিয়াকত আলীকে তিন দফায় রিমান্ডে নিয়ে সীমাহীন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বৈদ্যুতিক শক, অন্ডকোষে বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে তাকে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে সাজানো কথিত স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি নয়জন আসামীর স্বীকারোক্তি ও চারজন সাক্ষীর বিবৃত্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে রেকর্ড করেছেন।

আসামী প্রদীপ কুমার দাসের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি কজনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আইন ও বিধি সম্মত ভাবে মামলা গ্রহন করে র‍্যাবকে তদন্তে দিয়েছেন।

তাঁর (পি. ডব্লিউ-৫৮) রেকর্ডকৃত ০৯ জন আসামীর ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি জোর জবরদস্তী করে আদায়কৃত কিংবা উক্ত স্বীকারোক্তি আসামীদের স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ছিল না মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৫৯ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ২০১৮ সাল থেকে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কক্সবাজারে কর্মরত ছিলেন। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মামলার মোট ০৩ জন আসামীকে তার সামনে বিভিন্ন তারিখে উপস্থাপন করে এবং ফৌজদারীর কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) রেকর্ড করেন। স্বাক্ষীদের মধ্যে ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তিনি রেকর্ড করেন।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৯) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, তিনি দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নন, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে ৮ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৮ ও প্রদর্শনী-৪৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৮/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৯) তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, গত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি আসামী মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন

করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামী) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ৮ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৯ ও প্রদর্শনী-৪৯/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৯/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৯) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং সাফানুল করিম এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, সে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার (আসামী) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ৮ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫০ ও প্রদর্শনী-৫০/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে

উহা শুদ্ধ স্বীকারে মোট ৮ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫০/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৯) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৮/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী হাফেজ মোঃ আমিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও তার সামনে উপস্থাপন করলে উক্ত সাক্ষী সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে তার কাছে জবানবন্দি প্রদান করেন এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ০২ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫১ ও প্রদর্শনী-৫১/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-৫৯) পুনরায় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৮/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী মোঃ আবদুল হামিদকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার সামনে উপস্থাপন করলে উক্ত সাক্ষী সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার ০২ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫২ ও প্রদর্শনী-৫২/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী শাজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনের নাম স্বীকারোক্তি প্রদানকারী কোন সাক্ষী বলেছে কিনা তা রেকর্ড দেখতে হবে। তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) গৃহীত ১৬৪ ধারার জবানবন্দি আইনসিদ্ধ ও পদ্ধতিগত ভাবে ত্রুটিমুক্ত।

আসামী আয়াজ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী আয়াজকে ১১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ র‍্যাব ধৃত করে মর্মে আসামীর ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ

করেছে। সর্বশেষ ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখে রিমান্ড শেষে উক্ত আসামীকে আই ও ১৬৪ ধারার বিধান মতে আসামীর স্বীকারোক্তি রেকর্ডের জন্য তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) নিকট উপস্থাপন করে। আসামী আয়াজকে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) নিকট আনা হলে আসামীকে তিনি চিন্তাভাবনা করার জন্য ০৩.০০ ঘন্টা সময় দিয়ে দুপুর ১.৪৫ ঘটিকায় তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড শুরু করে ০৩.০০ ঘটিকায় শেষ করেন এবং আসামীকে জেলা কারাগারে প্রেরন করেন।

আসামী আয়াজকে দীর্ঘদিন রিমান্ডে নিয়ে শারিরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করা কিংবা ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে কথিত স্বীকারোক্তি আদায় করা কিংবা উক্ত স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ০৮/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ সাক্ষী হাফেজ মোঃ আমিন ও আব্দুল হামিদের জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষীরা আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেনের নাম বলে নাই কিনা রেকর্ড দেখে বলতে হবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামী সাফানুল করিম ও কামাল হোসেনকে তার সামনে উপস্থিত করলে দুই জন আসামীকে পৃথক দুইটি কক্ষে রেখে চিন্তাভাবনা করার জন্য প্রায় ৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৪ ধারার বর্ণিত প্রসিডিউর অনুসরন করে ১৬৪ ধারা মতে আসামীদের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছেন। আসামীকে ৫ টি প্রশ্ন করে উত্তর ফর্মে লিপিবদ্ধ করেছেন। জবানবন্দি শেষে মেমোরেন্ডাম প্রদান করে তিনি সই করেছেন।

প্রভাবশালী মহল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি আসামীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন কিংবা স্বীকারোক্তি সমূহ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী হাফেজ মোঃ আমিন একটি সাদা রংয়ের প্রাইভেট কারের কথা বলেছে।

আসামী আয়াজ, সাফানুল করিম ও কামাল হোসেনের স্বীকারোক্তি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ছিল না মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী প্রদীপের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী হাফেজ মোঃ আমিন ও সাক্ষী মোঃ আব্দুল হামিদের ১৬১ ধারার জবানবন্দির বিষয়ে তিনি অবগত নন।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সাক্ষী হাফেজ মোঃ আমিন ও সাক্ষী আব্দুল হামিদ এর ১৬৪ ধারার জবানবন্দি গ্রহনের পূর্বে তাদের শপথ পাঠ করান নাই তবে তাদেরকে পুরো বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেছেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী আয়াজ, সাফানুল করিম ও কামাল হোসেন আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মাকে জড়িয়ে ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিতে কিছু বলে নাই কিনা তা রেকর্ড দেখতে হবে।

পি. ডব্লিউ-৬০ এস, আই, মোহাম্মদ কামাল হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০২০ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত তিনি র‍্যাব-১৫, কক্সবাজারে কর্মরত ছিলেন। এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডাকযোগে প্রাপ্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার কর্তৃক প্রেরিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র গত ০৪/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ সকাল ৯.৫০ ঘটিকায় র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার সদর ব্যাটালিয়ন অফিস কক্ষে জব্দ করেন। যার বিবরণ নিম্নরুপ:-

(১)গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ২১.৩০ ঘটিকা হতে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সাদা কাগজে সত্যায়িত সাধারন ডায়েরীর কপি, যাহাতে ডায়রী নং- ১৫ হতে ৬৫ নং পর্যন্ত সাধারন ডায়রী লিপিবদ্ধ আছে, যাহার জিডি নং-১০৯৪ যাতে অফিসার ইনচার্জ প্রদীপ কুমার দাশের অত্র মামলার ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট রওয়ানা, ৩ নং ডায়রীতে এস, আই নন্দ দুলাল ধৃত আসামীর জব্দকৃত

আলামতসহ থানায় হাজির ও মামলা রুজুর বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত ডায়রীতে ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০ পর্যন্ত নং সমূহের কোন এন্ট্রি নাই।

(২) গত ৩০/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.০০ ঘটিকা হতে ০৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ভোর ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণ ডায়রী নং-৬৫৬ হতে ৬৮০ পর্যন্ত, ক্রমিক নং-১-৩৮ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, ক্রমিক নং ৬৭৭ ডায়রী এবং ৬৭৮ নং এবং ডায়রী নং ০৪, তারিখ ০১/০৮/২০২০। কক্সবাজার পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রেরিত উপরোক্ত কাগজপত্র র‍্যাব অফিসে আই, ও জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দনামা প্রদর্শনী-২৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২৬/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া আলামত জব্দকৃত বস্তু প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গত ০৭/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ সকাল ১০.০৫ ঘটিকায় কক্সবাজার র‍্যাব-১৫, এর উপস্থাপনমতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত আলামতসমূহ জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। আলামত সমূহের বিবরণ নিম্নরুপঃ-

(১)আসামী নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১২৪৩২৯৪৬ এর ৩১/০৭/২০২০ থেকে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১৬ পৃষ্ঠার সিডিআর কললিষ্ট, আসামী লিয়াকতের ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১৬-৭২৪১২৫ এর সাথে নুরুল আমিনের ১৫ বার কথোপকথন যা এন দ্বারা মার্ক করা হয়েছে।

(২) আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল নং-০১৮১৬-৭২৪১২৫এর সাথে ওসি প্রদীপ ও আসামী নুরুল আমিনের নামে রেজি:কৃত ০১৮১২-৪৩২৯৪৬ এর কথোপকথন এর ১৬ পৃষ্ঠা সিডিআর, যাহাতে আসামী প্রদীপ, আসামী লিয়াকতের সাথে ১০ বার এবং লিয়াকত আসামী নুরুল আমিনের সাথে ১৫ বা কথা বলেছে। আসামী লিয়াকতের সাথে আসামী প্রদীপ কুমার দাশের কথোপকথন সিডিআর পি. দ্বারা এবং আসামী নুরুল আমিনের সাথে কথোপকথন এন দ্বারা মার্ক করা হয়েছে।

(৩) আসামী প্রদীপ কুমার দাশের সরকারী মোবাইল ফোন নং-০১৭১৩-৩৭৩৬৬৬ হতে গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ হতে ০২/০৮/২০২০ পর্যন্ত আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল নং-০১৮১৬৭২৪১২৫ এর সাথে ১১ বার কথোপকথন হয়, যার সিডিআর-৭ পাতা(১-১১ চিহ্নিত করা হয়েছে।)

বর্ণিত কললিষ্ট সমূহ রবি ও গ্রামীনফোন হেড অফিস থেকে আই, ও প্রাপ্ত হয়ে তার (পি. ডব্লিউ-৬০) সামনে জব্দনামামূলে জব্দ করেন। জব্দনামা প্রদর্শনী-২৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২৬/১ সিরিজ হিসেবে এবং আলামত বস্তু প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার সাথে এ এস আই মোঃ নজরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৩) জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন।

গত ০৯/১১/২০২০ তারিখ র‌্যাব-১৫ অফিসে মামলার আই, ও নিম্নোক্ত আলামত জব্দ করেন:-

(১)বাংলাদেশ পুলিশ টেলিফোন নির্দেশিকা-২০১০ এর সত্যায়িত ছায়া কপি ০৪ পাতা।

(২) টেলিফোন নির্দেশিকা সূচিপত্র, যাহা ক্রমিক নং-১-৪৫ পর্যন্ত পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের নাম ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ রয়েছে, যাহার ক্রমিক নং-৪৩ এ কক্সবাজার জেলা পাতা নং-৯৩-৯৪ লিখা আছে।

(৩)ইউনিটের নাম কক্সবাজার জেলা, যাহাতে ক্রমিক নং-১-২৬ পর্যন্ত পুলিশ সুপার, কক্সবাজার এর মোবাইল নং সহ অন্যান্য পদবীর পুলিশ সদস্যদের মোবাইল নং রয়েছে। যাহার ক্রমিক নং-১৪ তে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, টেকনাফ থানার সরকারী মোবাইল নং-০১৭১৩-৩৭৩৬৬৬ উল্লেখ আছে। উক্ত মোবাইল নং টি আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা টেকনাফ থানা পদাধিকার বলে ঘটনার সময় ব্যবহার করেছেন। আই,ও জব্দনামামূলে উপরোক্ত মালামাল তার সামনে জব্দ করেন। তিনি জব্দনামায় সাক্ষী হয়েছেন।

তার সাথে এ এস আই নজরুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৩) সাক্ষী হয়েছেন। জব্দনামা প্রদর্শনী-২৬ সিরিজ, ইহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২৬/১ সিরিজ ও আলামত বস্তু প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গত ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৩০ ঘটিকার সময় টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং-০১(০৮)২০২০ (বাদী নন্দ দুলাল রক্ষিত) এর জব্দকৃত আলামত উক্ত মামলার আই,ও পুলিশ পরিদর্শক মানস বড়ুয়া (পি. ডব্লিউ-৬১), ডিবি, কক্সবাজার এর উপস্থাপনমতে সাক্ষী আবু সালাম (পি. ডব্লিউ-৪০) ও কং সোহেল এর উপস্থিতিতে র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার কার্যালয়ে অত্র মামলার আই, ও এর নিকট উপস্থাপন করেন। উক্ত আলামত বস্তু প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ২০.৪৫ ঘটিকার সময় টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং ০২(০৮)২০২০ (বাদী নন্দ দুলাল রক্ষিত) এর জব্দকৃত আলামত উক্ত মামলার আই ও পুলিশ পরিদর্শক মানস বড়ুয়া (পি. ডব্লিউ-৬১), ডিবি, কক্সবাজার এর উপস্থাপনমতে সাক্ষী এস আই সোহেল সিকদার (পি. ডব্লিউ-৩৪) ও সৈনিক হিরা মিয়া (পি. ডব্লিউ-৩৯) এর উপস্থিতিতে র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার কার্যালয়ে অত্র মামলার আই ও এর নিকট উপস্থাপন করেন।

আসামী শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি অফিসে ছিলেন। ঘটনার এক সপ্তাহ পরে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত তিনি র‌্যাব-১৫ অফিসে ছিলেন। ০১৮১২-৪৩২৯৪৬ নম্বরটি আসামী নুরুল আমিনের নয় কিনা বলতে পারবেন না। উক্ত নম্বরটি আসামী নুরুল আমিনের এই তথ্য তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পেয়েছেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মামুন, কামাল এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার পনের দিন পরে ডিবি অফিস থেকে বর্ণিত আলামত সমূহ বুঝে পেয়ে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন। আলামত সমূহ অফিসিয়াল কাগজপত্র।

আসামী নন্দ দুলাল এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, টেকনাফ থানার মামলাদ্বয় চলমান ছিল তখনো তদন্ত শেষ হয় নাই। বর্ণিত কাগজপত্র ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি গ্রহন করেন। ঐ দিন তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ সকল কাগজপত্র জব্দ করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সেনাবাহিনীর ক্যাপ জব্দনামা মুলে জব্দ হয়েছে। উক্ত ক্যাপ মামলার ভিকটিম মেজর সিনহার ব্যবহৃত।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রস্তুতকৃত জব্দ নামায় মানস বড়ুয়ার (পি. ডব্লিউ-৬১) উপস্থাপন মতে এমন কথা দুটি জব্দ তালিকায় লেখা আছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৬০) জব্দ নামার (প্রদর্শনী- ৬,৭, ৮) সাক্ষী।

পি. ডব্লিউ-৬১ পুলিশ পরিদর্শক মানস বড়ুয়া, তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কক্সবাজার ডিবিতে কর্মরত ছিলেন। গত ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার জেলার এস, পি মহোদয়ের নির্দেশে তিনি জি, আর-৬৯৬/২০ (টেকনাফ) এর তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালীন সময়ে জি, আর-৬৯৬/২০২০ (টেকনাফ) এর প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আই সাব্বির হোসেন হতে তিনি উক্ত মামলার ডকেট এবং আলামত বুঝে নেন। পরবর্তীতে জেলা গোয়েন্দা শাখায় কোন মালখানা না থাকায় পুনরায় উক্ত আলামত চালান মূলে টেকনাফ থানা মালখানায় জমা রাখেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালতের ১০/০৮/৮২০২০ খ্রি: তারিখের আদেশ মোতাবেক উক্ত মামলার (জি. আর-৬৯৬/২০২০) সমূদয় আলামত র‌্যাব-১৫, কক্সবাজারে কর্মরত এস,

আই, কামাল হোসাইনের মাধ্যমে এই মামলার আই. ও (পি. ডব্লিউ-৬৫) এর নিকট ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বুঝিয়ে দেন।

আসামী নন্দ দুলালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এস আই কামাল হোসেনের (পি.ডব্লিউ- ৬০) নিকট আলামত সমূহ ১৯/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি ডিবি অফিসে বুঝিয়ে দেন। টেকনাফ থানার জি. আর নং ৬৯৫/ ২০২০ ও ৬৯৬/ ২০২০ দুটি মামলার একই আলামত এবং এই আলামত এস আই কামালের (পি. ডব্লিউ-৬০) মাধ্যমে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বুঝিয়ে দেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জি. আর-৬৯৫/ ২০২০ মামলায় আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মা কোন ভাবেই সম্পৃক্ত কিনা ডকেট দেখে বলতে হবে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, টেকনাফ থানার জি,. আর ৬৯৫/২০২০ ও ৬৯৬/২০২০ মামলায় তিনি আংশিক তদন্ত করেছেন, তার পরে র‌্যাব অফিসার তদন্ত করেছে।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ জি. আর ৪৯৬/২০২০ মামলার তদন্ত করেছেন, এই মামলার জব্দকৃত আলামত ওয়ালথার পি. -২২ পিস্তল ব্যালাস্টিক পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞ আদালতের নিকট ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আবেদন করেন কিনা ডকেট দেখে বলতে হবে। ওয়ালথার পি. -২২ পিস্তল ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার লাইসেন্সকৃত পিস্তল।

আসামী প্রদীপের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, টেকনাফ থানার মামলা নং ১ (৮) ২০২০, জি আর ৬৯৫/২০২০ ও জি. আর ৬৯৬/২০২০ মামলার প্রয়োজনে কক্সবাজার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে সিলেট পুলিশ কমিশনারের নিকট ভিকটিম মৃত মেজর অব: সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বিষয়ে জানতে চান কিনা ডকেট দেখে বলতে হবে।

পি. ডব্লিউ-৬২ কং-৯৩১/ মোঃ মোশারফ হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ডিসেম্বর, ২০১৮ থেকে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত তিনি কক্সবাজার সদর মডেল থানায় কর্মরত ছিলেন। সিসি নং-০১/২০, তারিখ- ৩১/০৭/২০২০, জিডি নং-১৫৮২/২০, তারিখ- ৩১/০৭/২০২০ মূলে কং কামরুল হাসানসহ তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে মর্গে এস, আই আমিনুল ইসলাম স্যারের (পি. ডব্লিউ-৩৬) সাথে ২৩.৩০ ঘটিকায় যুক্ত হন।এস আই আমিনুল ইসলাম স্যার ভিকটিম অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশের সুরতহাল করেন। তিনি, কং কামরুল (পি. ডব্লিউ-৩১), কং শুভ পাল (পি. ডব্লিউ-৩৫), কং পলাশ ভট্ট (পি. ডব্লিউ-৩৭) সাথে ছিল। হাসপাতালের ডোম আহমদ কবির মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) ও ধলা মিয়া (পি. ডব্লিউ-৩০) সুরতহাল করতে সহযোগিতা করে। ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ ঘটিকায় ভিকটিম সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পরিহিত কাপড় চোপড় জব্দনামামূলে জব্দ করা হয়। মেজর সিনহার পরনে থাকা কম্বাট রঙের গোলগলা ফুলহাতা গেঞ্জি যা সামনে কাটা, কম্বাট রঙের ফুট প্যান্ট, কালো রঙের লাইনার ১ টি, এক জোড়া বাদামী রঙের কম্বাট বুট এস, আই আমিনুল ইসলাম কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে গত ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ জব্দ করেন এবং জব্দনামায় তিনি স্বাক্ষর দিয়েছেন। উক্ত জব্দনামা প্রদর্শনী-২৫ ও এতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২৫/৩, আলামত বস্তু প্রদর্শনী-খ সিরিজ, সিসি এবং জিডির কপি প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলার তদন্তকালে আই, ও এর নিকট তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দি দিয়েছেন।

কথিত সময়ে কোন জব্দনামা হয়নি কিংবা তার উপস্থিতিতে ভিকটিমের কোন সুরতহাল হয়নি কিংবা ভিকটিমের সুরতহাল রিপোর্ট যোগসাজশে সৃজিত মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি. ডব্লিউ-৬৩ এ, বি, এম, এস, দোহা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৫/০৯/২০১৮ তারিখ হতে ২৬/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত টেকনাফ থানায় তিনি ওসি তদন্ত হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তন্মধ্যে ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে আনুমানিক সপ্তাহ খানেক ওসির দায়িত্ব পালন করেন। গত ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ টেকনাফ মডেল থানা, কক্সবাজার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন বিজ্ঞ আদালত হতে বাদীর কম্পিউটার টাইপকৃত ফৌজদারী দরখাস্ত বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে প্রাপ্ত হয়ে আদালতের নির্দেশে এজাহার হিসেবে গন্যক্রমে ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ০০.০৫ ঘটিকায় টেকনাফ মডেল থানা মামলা নং-০৯, তারিখ ০৬/০৮/২০২০, ধারা ৩০২/ ২০১/ ৩৪ দন্ডবিধি হিসেবে রেকর্ডভুক্ত করেন। এফ, আই, আর, ফরম পূরন করেন। ইহা সেই এফ, আই, আর ফরম, যা প্রদর্শনী- ১ সিরিজ ও ইহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৮ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক র‌্যাব-১৫ এর সিও কে মামলাটি তদন্তের জন্য তিনি প্রেরণ করেন। ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখের আদালতের আদেশনামা প্রদর্শনী-১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসা শেষে ০৪/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি কর্মে যোগদান করেন। ঐ দিন এস, আই কামরুজ্জামান এর কাছ থেকে তিনি অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব নেন। ঐ সময় টেকনাফ থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ প্রদীপ কুমার দাশের কি হয়েছিল তিনি বলতে পারবেন না।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিবের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই মামলার রেকর্ডিং অফিসার। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে তিনি ৯

জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রেকর্ড করেন। তখন আসামী শাহজাহান আলী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনের নাম ফৌজদারী দরখাস্তে ছিল না।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের নাম ফৌজদারী দরখাস্তে নাই।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মামুন ও কামালের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঘটনা দেখেননি।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে তিনি দন্ডবিধির ৩০২/২০১/ ৩৪ ধারায় মামলাটি রেকর্ড করেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির ফৌজদারী দরখাস্তে আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার নাম নাই।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশ এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী ওসি প্রদীপ অসুস্থতা বোধ করায় গত ০৪/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ সকাল ৮.৩৫ ঘটিকায় টেকনাফ থানার জিডি নং ১১০ মূলে পুলিশ সুপার কক্সবাজারকে অবহিত করে সরকারী সকল মালামাল, বেতার যন্ত্র, অস্ত্র. গুলি এস আই কামরুজ্জামানের নিকট অর্পন করেন।

পি. ডব্লিউ-৬৪ মোঃ জামিলুল হক, সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-১৫ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ৫ মে, ২০২০ থেকে র‍্যাব-১৫, কক্সবাজারে কর্মরত আছেন। তিনি র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার এর একজন অফিসার। বর্তমানে তিনি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গাজীপুরে আছেন। এই মামলা রুজু হওয়ার পর বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে উহা টেকনাফ থানা র‍্যাব-১৫ এর সিও বরাবর তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হলে র‍্যাব-১৫ এর তৎকালীন কমান্ডার এই মামলার তদন্তভার তার (পি. ডব্লিউ-৬৪) নিকট ন্যস্ত করেন। তিনি ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ মামলার তদন্তভার গ্রহন করে প্রথমে বাদীনির (পি. ডব্লিউ-১) ফৌজদারী দরখাস্ত পর্যালোচনা করেন এবং বাদীনির সাথে কথা বলেন। ০৬/০৮/২০২০ খ্রি:

তারিখ এজাহার নামীয় ৭ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে সারেন্ডার করায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদের নিমিত্ত ১০ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করে তিনি আদালতে আবেদন করেন। উভয় পক্ষে দীর্ঘ শুনানীর পর বিজ্ঞ আদালত সন্তুষ্ট হয়ে আসামী ১। ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী, ২। ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ ও ৩। এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিতকে ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আসামী কং সাফানুল করিম, কং কামাল হোসেন, কং আব্দুল্লাহ আল মামুন ও এ, এস, আই লিটন মিয়াকে ২ দিনের জেল গেইটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি প্রদান করেন। ০৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে রেকর্ড করেন এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার জন্য টেকনাফ মডেল থানায় গমন করেন। থানার কর্মকর্তাগন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সিসিটিভি ফুটেজ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করায় টেকনাফ থানা থেকে ফুটেজ সংগ্রহের জন্য তিনি বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করেন। বিজ্ঞ আদালত শুনানীক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে টেকনাফ থানাকে সিসিটিভি ফুটেজ সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং ০১(০৮)২০, জি, আর-৩৯৫/২০, টেকনাফ থানা মামলা নং-০২(০৮)২০, জি, আর-৩৯৬/২০, রামু থানা মামলা নং ০১(০৮)২০, জি, আর-৩১১/২০, মামলা ০৩ টি তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫ এর নিকট হস্তান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞ আদালতের নিকট তিনি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত ৩ টি মামলা তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫ বরাবরে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে আসামী ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীর কললিষ্ট পর্যালোচনা করে তার সাথে আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আয়াজ এবং মোঃ নিজাম উদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদেরকে মারিশবুনিয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। মামলাটি চাঞ্চল্যকর হওয়ায় তাদেরকে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষের দীর্ঘ

শুনানী অন্তে ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আসামী লিটন, সাফানুল, মামুন, কামাল হোসেনকে তিনি জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদে তারা গুরুত্বপূর্ব তথ্য প্রদান করায় অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের ১০ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ আদালত ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। টেকনাফ থানার জি, আর-৬৯৫/২০ ও জি, আর-৬৯৬/২০ মামলার আলামত এবং এই মামলার আলামত একই আলামত হওয়ায় ঐ ২ টি মামলার আলামত র‍্যাব-১৫ এর নিকট হস্তান্তরের নিমিত্ত তিনি বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করেন এবং বিজ্ঞ আদালত ঐ ২ টি মামলার আলামত র‍্যাব-১৫ এর বরাবরে হস্তান্তরের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করেন। এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে র‍্যাব-১৫ এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মামলার তদন্তভার বিগত ১৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার খায়রুল ইসলামের (পি. ডব্লিউ-৬৫) নিকট তিনি হস্তান্তর করেন। তার (পি. ডব্লিউ-৬৪) প্রস্তুতকৃত খসড়া মানচিত্র ও সূচী ব্যাখ্যাসহ যথাক্রমে প্রদর্শনী যথাক্রমে ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইহাতে তার স্বাক্ষর যথাক্রমে প্রদর্শনী- ৫৩/১, ৫৪/১, ৫৫/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আ্যাসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিবের হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি সরেজমিনে এই মামলার আংশিক তদন্ত করেছেন। আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনর নাম এজাহারে ছিল না।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক র‍্যাবের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি তদন্তভার গ্রহন করেছেন। তদন্তকালে সাক্ষী তার প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা বলেছে। তবে তিনি (পি. ডব্লিউ-৬৪) তার ভাষায় এগুলো সংক্ষেপ করেছেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম ও মামুন ও কামালের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি এই মামলার প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আংশিক তদন্ত করেছেন।

আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, নন্দ দুলাল রক্ষিতের প্রথমে ০৭ দিনে রিমান্ড মঞ্জুর হয়। তিনি ৮দিন তদন্ত কাজের দায়িত্বে ছিলেন, এসময় তিনি কোন আসামীকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবদ করেননি।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী লিয়াকত আলীকে ০৭ দিনের রিমান্ডের অনুমতি প্রাপ্তির পরও ঐ সময় তদন্তের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির ফৌজদারী দরখাস্তে আাসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার নাম নাই। তবে তার (পি, ডব্রিউ-৬৪) আংশিক তদন্তে তাদের নাম পেয়েছেন।

আসামী নুরুর আমিন , আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির ফৌজদারী দরখাস্তে আসামী নুরুল্ল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের নাম নেই। তবে তদন্তে এই আসামীদের নাম পেয়েছেন। তিনি তদন্তকালে দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। ঐ সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামী নুরুল্ল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের নাম নেই। তবে আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল কললিস্টে ঐ তিন জন আসামীর ঘটনায় জড়িত মর্মে জানতে পেরেছেন।

পি. ডব্লিউ-৬৫ মোঃ খাইরুল্ল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি গত ১২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে ২৬/১২/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত র‌্যাব-১৫ তে সিনিয়র এ এসপি হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ১৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি এই মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হন। গত ০৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ মামলাটি বিজ্ঞ আদালতে দায়ের হয় এবং ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানায় রেকর্ড হয়। প্রথম আই, ও ছিলেন এ এস পি মোঃ জামিলুল হক (পি. ডব্লিউ-৬৪) । তিনি (পি. ডব্লিউ-৬৫) ১৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ মামলার তদন্তের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হয়ে এ, এস, পি, মোঃ জামিলুল হক থেকে কেস ডকেট

বুঝে নিয়ে ডকেট পর্যালোচনা করেন। একই ঘটনার ধারাবাহিকতায় দায়েরকৃত টেকনাফ থানার মামলা নং ০১(০৮)২০২০ ও ০২(০৮)২০২০ এবং রামু থানার মামলা নং ০১(০৮)২০২০ তিনি পর্যালোচনা করেন এবং মামলার বাদীনি সংবাদদাতাকে (পি. ডব্লিউ-১) তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১) এজাহারের অনুরুপ বক্তব্য প্রদান করায় তার জবানবন্দি তিনি (পি. ডব্লিউ-৬৫) আলাদাভাবে রেকর্ডের প্রয়োজন মনে করেন নি। বাদীনির দেখানোমতে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তার পূর্ববর্তী আই, ও এ, এস, পি জামিলুল হক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র ও সূচীপত্রের ব্যাখ্যা সরেজমিনে সঠিক পাওয়ায় উহা তিনি গ্রহন করেন। তিনি ঘটনাস্থল হতে মামলার ভিকটিম মৃত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের রক্তমাখা মাটি ও পিস্তলের গুলির খোসা উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি তার পূর্ববর্তী আই, ও এর সাথে আলোচনা করেন। ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাক্ষী, ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞসহ গুরুত্বপূর্ন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে তিনি রেকর্ড করেন। ৬জন সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে রেকর্ডকরণের নিমিত্ত তিনি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করেন। মামলার প্রকৃত রহস্য ও কারন উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করেন। মামলাটি তদন্তকালে মামলার তিনি তদারকি অফিসারকে কাজে সহায়তা করেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা ও মতামত গ্রহন করেন। এ মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ, সর্বমোট ৯ টি জব্দতালিকামূলে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করেন এবং সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেন, তিনি নিজেও এতে স্বাক্ষর করেন। আলামতের মধ্যে কিছু মালামাল বাদীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জিম্মায় দেন। মামলার ঘটনা সংঘটনের সময় এজাহারনামীয় আসামীদের সাথে ঘটনাস্থল এপিবিএন এর সদস্য এস, আই শাহজাহান আলী, কং আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, কং রাজীব হোসেনসহ টেকনাফ মডেল থানায়

কর্মরত কং রুবেল শর্মার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদেরকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। মামলার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন, মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মঞ্জুরকৃত রিমান্ডে প্রাপ্ত আসামী (১) ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী, (২) ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ, (৩) এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত, (৪) এ, এস, আই লিটন মিয়া, (৫) কং/ ৮৯৪ সাফানুল করিম, (৬) কং/ ৬০৫ মোঃ কামাল হোসেন আযাদ, (৭) কং/৫২৯ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, (৮) এস, আই শাহজাহান আলী, (৯) কং/১৬৬১৫ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (ইমন), (১০) কং ১৬২৬০ মোঃ রাজীব হোসেন, (১১) কং/৭৪৬ রুবেল শর্মা, (১২) মোঃ নুরুল আমিন, (১৩) মোঃ আইয়াছ ওরফে আয়াজ ও (১৪) মোঃ নিজাম উদ্দিনকে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুসরন করে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উল্লেখিত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদকালে আসামী ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ ও কং রুবেল শর্মা ব্যতীত ১২ জন আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে জবানবন্দি প্রদান করার জন্য স্বেচ্ছায় ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাদেরকে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপনপূর্বক তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা করেন। অত:পর ১২ জন আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির কপি বিজ্ঞ আদালত হতে সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করতঃ সিডিতে তিনি সংযুক্ত করেন। মামলার এজাহারে বর্ণিত ৮ ও ৯ নং আসামী যথাক্রমে এস, আই, টুটুল ও কং মোস্তাফার বিষয়ে তদন্ত করেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত নাম ঠিকানা সঠিক পাওয়া যায়নি। মামলার একমাত্র পলাতক আসামী কং সাগর দেবকে গ্রেফতারের চেষ্টাসহ তার নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেন। মামলাটির তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাঁদের আদেশ-উপদেশ তিনি গ্রহন করেন। এই মামলার হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত আলামত আসামী ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীর নামে ইস্যুকৃত সরকারি পিস্তল ব্যালাস্টিক পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞ আদালতের আদেশে প্রেরণ করতঃ বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহন করে রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন।

ব্যালাস্টিক বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন যে, "প্লাস্টিকের কৌটায় রক্ষিত তলাতে লেড ও নাইট্রাইট মূলক গানশট রেসিডিউর উপাদান পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত আলামত পিস্তল আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ইতোপূর্বে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে"। তিনি তদন্তকালে মামলার ভিকটিম মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট সংগ্রহ করে উহা পর্যালোচনা করেন। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট প্রস্তুতকারী ডাঃ রণধীর দেবনাথ (পি. ডব্লিউ-১১) ভিকটিমের মৃত্যুর কারন সম্পর্কে এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, "In my opinion death was due to hemorrhage and shock resulted from mentioned injuries caused by firearm weapon which was antemortem and homicidal in nature"। তিনি (পি. ডব্লিউ-৬৫) আসামীদের স্থায়ী নাম ঠিকানা ও পিসিপিআর সংগ্রহ করেন। মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে ঘটনার তারিখ ও সময়ে টেকনাফ থানার বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে রক্ষিত ফোর্সদের গমনাগমনের বিষয়ে থানা ও তদন্ত কেন্দ্রে রক্ষিত সত্যায়িত জিডির কপি সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করেন। উল্লেখিত সাধারণ ডায়েরী (জিডি) পর্যালোচনায় আসামী (১) ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী, (২) ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ, (৩) এস, আই, নন্দ দুলাল রক্ষিত ও (৪) এ, এস, আই লিটন মিয়াসহ উল্লেখিত অফিসারদের সঙ্গীয় ফোর্সসহ অত্র মামলার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঘটনাস্থলে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত হন এবং ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অত্র মামলার ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন মর্মে জিডিতে উল্লেখ আছে। তিনি মামলার তদন্তকালে আসামী নুরুল আমিনের ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১২-৪৩২৯৪৬, আসামী ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীর মোবাইল নং-০১৮১৬-৭২৪১২৫ ও ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশের ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নং-০১৭১৩- ৩৭৩৬৬৬ এর মধ্যে পারস্পারিক কথোপকথনের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের সত্যায়নকৃত সিডিআর প্রাপ্ত হয়ে জব্দ করত: উহা পর্যালোচনা করেন। উক্ত মোবাইল গুলোর রেজিস্ট্রেশন

সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক জব্দ করে পর্যালোচনাপূর্বক কেস ডায়রীর সাথে তিনি সংযুক্ত করেন। মামলাটি তদন্তকালীন সময়ে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া ১২ জন আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি সংগ্রহ করে আসামীদের বর্ণনায় প্রকাশিত ঘটনার পূর্ব পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এবং ঘটনা সংঘটনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন। মামলাটি তদন্তকালে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগন যারা ঘটনাস্থলের অদূরে দাঁড়িয়ে ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন এমন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষ্য তিনি গ্রহন করেছেন। তদন্তকালে তিনি আসামী ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ ও তার সহযোগীদের দ্বারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ টেকনাফ থানাধীন জনপদের বিভিন্ন ভিকটিম পরিবারের সাক্ষ্য গ্রহন করেন এবং প্রমাণ স্বরুপ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করতঃ নথিতে সংযুক্ত করেন। মামলাটি গোপন ও প্রকাশ্য তদন্তে আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসহ ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনায় এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট জব্দকৃত আলামত, ভিকটিম মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোঃ রাশেদ খানের সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, ব্যালাস্টিক রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনায় চার্জশীটভুক্ত আসামী ১৫ জনের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ধারা- ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তিনি তদন্ত তদারককারী অফিসার ও বিজ্ঞ পিপি মহোদয়ের মতামত গ্রহন করত: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য সাক্ষ্য স্মারকলিপি দাখিল করেন। অতঃপর সাক্ষ্য স্মারকলিপির অনুমোদন পাওয়ার পর আসামী (১) ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী, (২) ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশ, (৩) এস, আই, নন্দ দুলাল রক্ষিত ও (৪) এ, এস, আই লিটন মিয়া, (৫) কং/ ৮৯৪ সাফানুল করিম, (৬) কং/ ৬০৫ মোঃ কামাল হোসেন আযাদ, (৭) কং/৫২৯ মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, (৮) মোঃ নুরুল আমিন, (৯) মোঃ আইয়াছ ওরফে আয়াজ, (১০) মোঃ নিজাম উদ্দিন, (১১) এস, আই (সশস্ত্র)/ ১৬০০৬ শাহজাহান আলী, (১২) কং/১৬৬১৫ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (ইমন), (১৩) কং১৬২৬০ মোঃ রাজীব

হোসেন, (১৪) কং/৭৪৬ রুবেল শর্মা, (১৫) কং/ ৪১৭ (কক্স), ৪৯৭ (বাগেরহাট) সাগর দেব সর্বমোট ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে টেকনাফ থানার অভিযোগ পত্র নং- ৯৮৭, তারিখ ১৩/১২/২০২০, ধারা ৩০২/ ২০১/১০৯/১১৪/ ১২০-বি/ ৩৪ দন্ডবিধি বিচারের নিমিত্ত বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। মামলার ফলাফল বাদীনিকে জ্ঞাত করেন। তিনি সকল আসামীর নাম ঠিকানা ও পিসিপিআর যাচাই করেন। যাচাইকালে এজাহারনামীয় ২ নং আসামী ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার দাশের বিরুদ্ধে দুদক (চজেক), চট্টগ্রাম-১ এর মামলা নং-১১, তারিখ ২৩/০৮/২০২০ খ্রি:, ধারা-দুদক আইন ২০০৪ এর ২৬(২)/২৭(১), মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২), ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) এবং পেনাল কোড ১০৯, এন্টি করাপসন-১১/২০২০, স্পেশাল মামলা নং-৩১/২০২০, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চট্ট-গ্রাম মামলাটি এই মামলার তদন্তকালে তদন্তাধীন পান, বর্তমানে এই মামলায় উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে, যা বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, চট্টগ্রামে বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলার এজাহার ও চার্জশীটের জাবেদা নকল ফিরিস্তি সহকারে দাখিল করেন, যা প্রদর্শনী-৫৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে মামলার আলামত হিসেবে মোট ৯ টি জব্দনামামূলে সাক্ষীদের মোকাবেলায় উক্ত আলামতসমূহ তিনি জব্দ করেছেন। উক্ত জব্দনামাসমূহ, যা বিগত ১৯/০৮/২০ (ম্যাগাজিন ভর্তি বিদেশী পিস্তল), ০৪/০৯/২০, ০৭/১১/২০, ০৯/১১/২০, ১৫/১১/২০ খ্রি: তারিখ প্রদর্শনী-২৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দনামাসমূহে তার স্বাক্ষর আছে। আলামতসমূহ বস্তু প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখের জব্দনামা, প্রদর্শনী-২৭, ১৯/০৮/২০২০ (রক্তমাখা ফুলহাতা কম্বাট গেঞ্জি) তারিখের জব্দনামা, প্রদর্শনী-২৮, ২৩/০৮/২০ (একটি সিকো লিখা একটি মাইক) তারিখর জব্দনামা, প্রদর্শনী-২৯, ২৩/০৮/২০ (ওয়াল্টন লেখা ড্রাম ও ব্যারিকেড) এর জব্দনামা, প্রদশনী-৩০ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আলামতসমূহ বস্তু

প্রদর্শনী-খ, ঘ, ঙ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিছু আলামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জিম্মায় দিয়েছেন। তন্মধ্যে উম্মুল কুরা জামে মসজিদের মাইক মসজিদ কর্তৃপক্ষকে গত ২৩/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ জিম্মায় দিয়েছেন। এপিবিএন চেকপোষ্টের জব্দকৃত ব্যারিকেডসমূহ কর্তব্যরত এপিবিএন পুলিশ সদস্যকে বিগত ২৩/০৮/২০ খ্রি: তারিখ জিম্মায় দিয়েছেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে বাদীনিকে ১১/০৯/২০২০ তারিখ মেজর সিনহার ব্যবহৃত মোবাইল, গাড়ি, ক্যামেরাসহ ১৩ টি আইটেম জিম্মায় দিয়েছেন। উক্ত জিম্মানামায় তার এবং জিম্মা গ্রহনকারীর স্বাক্ষর আছে যা প্রদর্শনী-২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। চার্জশীটভুক্ত মোট ১৫ জন আসামীর মধ্যে তিনি তদন্তকালে ৪ জন আসামী (১) এস, আই শাহজাহান আলী, (২)কং/ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, (৩) কং/রাজীব হোসেন, (৪) কং রুবেল শর্মাকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। চার্জশীট দাখিলের সময় মাত্র ০১ জন আসামী কং সাগর দেব পলাতক ছিল, সে পরবর্তীতে আদালতে আত্নসমর্পন করেছে। তিনি সকল আসামীকে চিনেন, সকল আসামী ডকে আছে।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিবে হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেনকে গত ১৭/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ তিনি গ্রেফতার করে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এই তিন আসামীকে স্বীকারোক্তি প্রদানের জন্য পৃথকভাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা হলে তারা স্বীকারোক্তি প্রদান করে। মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান ঘটনার সময় সেনাবাহিনী থেকে অবসর প্রাপ্ত ছিলেন। এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) ভিকটিম মেজর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার লাশের সুরতহাল করেন। ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা পুলিশের গুলি এবং আঘাতেই মারা গেছেন। ঘটনাস্থল থেকে আলামত হিসেবে রক্ত মাখা মাটি উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। রক্তমাখা মাটি পাননি। ডা: রনধীর দেবনাথ

(পি. ডব্লিউ-১১) ভিকটিমের পোষ্ট মর্টেম করেছেন। ভিকটিমের শরীরের ভিতরে কোন বুলেট কিংবা পিলেট পাওয়া যায় নাই।

আসামী শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও রাজিব হোসেন ঘটনার প্রত্যক্ষদশী হিসেবে এই মামলার উত্তম সাক্ষী হতে পারতেন কিংবা এই তিনজন আসামী কোনুরুপ অপরাধমূলক কর্মকান্ড করেনি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেছেন।

আসামী লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই আসামীদের কর্মস্থল বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র তিনি পরিদর্শন করেননি। এই আসামীদের বিরুদ্ধে তিনি বিরুপ কিছু পাননি। ভিকটিমকে গুলি করার ৫/১০ মিনিটের মধ্যেই এই চার জন আসামী ঘটনাস্থলে আসে।

তিনি সঠিকভাবে তদন্ত করলে এই আসামী চারজন অব্যহতি পেতেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিতের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নন্দ দুলালকে তিন দফায় তিনি রিমান্ডে নিয়েছেন। ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ এই আসামীকে আদালতে উপস্থাপন করলে ঐ দিন সে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে আইসি ছিলেন লিয়াকত আলী। লিয়াকত আলীর পরে নন্দ দুলাল রক্ষিতের অবস্থান ছিল। এই আসামী (নন্দ দুলাল) তার ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে ঘটনার বিশদ বিবরন দিয়েছে।

আসামী নন্দ দুলাল ঘটনাস্থলে কোন অপরাধমূলক কার্য করে নাই কিংবা তাকে ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী মান্য করলে সঠিক হতো মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বাদীনির এজাহারে আসামী সাগর দেব ও রুবেল শর্মার নাম নাই এবং ঐ এজাহারে অজ্ঞাতনামা

আসামী নাই। তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদে বাদীনি এই আসামীদের নাম বলেন নাই তবে অন্য সাক্ষীরা বলেছে। আসামী রুবেল শর্মাকে মোট পনের দিন রিমান্ডে নিয়েছেন, কিন্তু সে স্বীকারোক্তি প্রদান করেনি।

এই আসামীদের নাম এজাহারে ছিল না কিংবা আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে এই আসামীদ্বয় কোনভাবে সম্পৃক্ত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী লিয়াকত আলীর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে এই মামলার তদন্ত করা হয়েছে। অভিযোগ পত্রে আছে যে, পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা-২, স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২০-৫০০, তারিখ-০৪/১০/২০২০ খ্রি; মোতাবেক মামলাটি র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার, স্মারক নং ২৯৭/২০২০, তারিখ -০৬/০৮/২০২০ ইং মূলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে জনাব জামিলুল হক (পি. ডব্লিউ-৬৪), সহকারী পুলিশ সুপারকে নিয়োগ করেন। ১৩/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন। আসামী লিয়াকত আলীকে তিন দফায় মোট ১৪ দিন তিনি রিমান্ডে নেন। ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার লাইসেন্সকৃত পিস্তল ওয়াল্টার পি-২২ ম্যাগজিন সহ জব্দ করেছেন। ঐ পিস্তল সহ ০৯ রাউন্ড গুলি জব্দের বিষয় আছে। ম্যাগজিনে তখন ৯ রাউন্ড গুলি ছিল। ঐ মাগজিনের ধারন ক্ষমতা ১০ রাউন্ড কিনা তা তার জানা নাই। রামু থানার ১(০৮)২০২০ মামলায় ঐ লাইসেন্স জব্দ হয়েছে। মেজর (অব:) সিনহার পিস্তল ও গুলি ব্যালাস্টিক পরীক্ষার জন্য তিনি প্রেরন করেন নাই, কারন তিনি প্রয়োজনবোধ করেন নাই। তিনি ঘটনার তদন্তে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, মেজর (অব) সিনহার পিস্তল থেকে ঘটনাস্থলে কোন গুলি করা হয়নি। মেজর (অব:) সিনহা সংশ্লিষ্ট থানাকে অস্ত্র বহনের বিষয়টি অবহিত করেছিলেন কিনা তা তার জানা নাই। ভিকটিম মেজর সিনহা নিলীমা রিসোর্টে যে রুমে থাকতেন সে রুম থেকে বিদেশী মদ, কনডোম , যৌন সামগ্রী জব্দ

করা হয়েছে মর্মে একটি মামলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঐ মামলা মিথ্যা প্রমানিত হওয়ায় ফাইনাল রিপোর্ট হয়। তাহসীন নূর রুপতি নামক অপর একজন মেজর সিনহার সঙ্গী ছিল। তদন্তকালে তাকে পাওয়া যায়নি, তদন্তকালে তাকে তিনি গুরুত্বপূর্ন সাক্ষী মনে করেননি। আসামী লিয়াকত আলী বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের আই সি হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বেশ কয়েকবার মারিশবুনিয়া পাহাড়ে অভিযান পরিচালনা করেছে কিনা তা তার জানা নাই।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, তৃতীয় জব্দ তালিকা ২৬/০১/২০২০ খ্রি: তারিখের। পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী কর্তৃক পুলিশ সুপার, কক্সবাজার বরাবরে সরকারি পিস্তল ইস্যুর আবেদনের ছায়ালিপি তিনি জব্দ করেছেন, লিয়াকত আলীর নামে উক্ত পিস্তল ও ৩০ রাউন্ড গুলি ইস্যু রেজিস্ট্রারের পাতার ফটোকপি তিনি জব্দ করেছেন। ভিকটিমের ভিসেরা রিপোর্ট বা তদবিষয়ে ভিকটিমের ময়না তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ নাই। সাক্ষী সাহেদুল ইসলাম সিফাতকে (পি. ডব্লিউ-২) তিনি ২৫/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ জিজ্ঞাসাবাদ করে ফৌজাদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-০২) ঘটনার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট এবং আরো অন্য সংস্থার নিকট জবানবন্দি দিয়েছে কিনা তিনি বলতে পারবেন না।

এই সাক্ষী পুনরায় তার জেরায় বলেন যে, ভিকটিমের ব্যবহৃত গাড়ী পুলিশ কর্তৃক ঘটনার পরপর জব্দ করা হয়। ঐ গাড়ী তিনি দেখেছেন এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে উহা বাদীনির বরাবরে জিম্মায় দিয়েছেন। ঘটনার দিন আসামী লিয়াকত আলীর মোবাইল নম্বর থেকে ২০.১৩ ঘটিকায় ফোন করা হয়েছে। আসামীদের কথোপকথনের ভয়েস রেকর্ড তিনি সংগ্রহ করেননি

তিনি প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিক তদন্ত না করে অভিযোগ পত্রে আসামী লিয়াকত আলীকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন কিংবা আসামী লিয়াকত আলী সম্পূর্ন নির্দোষ

এবং ঘটনার সাথে আদৌ সে জড়িত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিনের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী নুরুল আমিন যে সীম ব্যবহার করেছে উহা তার পিতা নাজিমুদ্দিনের নামে রেজিস্ট্রেশনকৃত । তিনি (পি. ডব্লিউ-৬৫) আসামীদের ভয়েস রেকর্ড কিংবা কণ্ঠ পরিক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করেন নাই, শুধু কললিস্টের সিডিআর সংগ্রহ করেছেন। টেকনাফ থানার জি. আর ৬৯৫/২০২০ ও ৬৯৬/২০২০ নং মামলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে রুজ্জু হয় এবং আসামী আয়াজ ও নুরুল আমিনকে সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন এর পিসিপিআর ভালো আছে, তবে তারা পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজাম উদ্দিন আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয় কিংবা তাদেরকে জোরজবরদস্তি করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে তদন্ত না করে বেআইনীভাবে তাদের নাম অভিযোগ পত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর বিজ্ঞ দায়রা জজের নিকট বিচারের নিমিত্তে প্রেরন করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ পুনরায় আমলে গ্রহন করে চার্জ গঠন করেছেন। আসামী লিয়াকত আলী এই মামলার কগনিজেন্স গ্রহন ও তদন্তের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ দায়রা আদালতে রিভিশন দায়ের করলে উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে উক্ত রিভিশন নামঞ্জুর হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, পি. ডব্লিউ-১৫ ছেনোয়ারা, পি. ডব্লিউ-১৬ হাম জালাল, পি. ডব্লিউ-১৭ আল আকবর, পি. ডব্লিউ-১৯ সালেহ আহমেদ ও পি.

ডব্লিউ-২০ বেবী বেগমের সাথে কথিত মতে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা ও তার সঙ্গীদের সাথে কোন্ কোন্ দিন, কোন্ কোন্ সময়, কোন্ কোন্ স্থানে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছিল এর ছবি, ভিডিও ও কললিস্ট প্রমান হিসেবে তিনি জব্দ করেননি । তবে উপরোক্ত সাক্ষীগনকে বিভিন্ন মামলায় আসামী করা হয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের আত্নীয় স্বজন ক্রসফায়ারের সম্মুখীন হয়েছে এমন দালিলিক প্রমান রয়েছে। মেজর সিনহা এবং ঐ সব ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের ভিডিও পুলিশের কাছে ছিল, পুলিশ তা নষ্ট করেছে। ভিডিও ও ছবি ডিলিট করা হয়েছে, ডিলিটের অস্তিত্ব না থাকায় তিনি তা জব্দ করতে পারেননি।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, অভিযোগ পত্রে ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেজর সিনহা ও তার সঙ্গীদের সাথে দেখা ও কথা হয় উল্লেখ আছে, তবে স্থান, তারিখ ও সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই।

এই সাক্ষী তার জেরায় পুনরায় বলেন যে, ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে আসামী প্রদীপের থানা বা অন্য কোথাও কখনো কোন সময় কোনদিন ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল এমন ফোনালাপ সংক্রান্তে বা সাক্ষাৎ সংক্রান্তে কোন সিডিআর তিনি জব্দ করেন নাই।

আসামী প্রদীপ কুমার দাশ আলোচ্য ঘটনার সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না কিংবা এতদসংক্রান্তে সে কোন নির্দেশনা দেয়নি কিংবা কথিত ঘটনা সংক্রান্তে সে কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না কিংবা এ হত্যাকান্ডে তার কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না কিংবা সে কোন আকারে প্রকারে কোন ভাবেই কাউকে কথিত ঘটনা সম্পর্কে সহযোগিতা করেনি কিংবা ঘটনার সময় সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না কিংবা প্রভাবশালী মহলের ইন্ধনে ও সহযোগিতায় ঘটনার সাথে উদ্দেশ্যে প্রনোদিত ভাবে আসামী প্রদীপ কুমার দাসকে সম্পৃক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষের উপরোল্লিখিত আলোচ্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি ও প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহসহ আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন সহ অপর আসামী শাহজহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রাজিব, লিটন, সাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসাইন আজাদ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমানের জন্য উপস্থাপিত সাকুল্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত ৮৩ জন সাক্ষীর মধ্যে ৬৫ জন প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। তম্মধ্যে এজাহারকারিনী পি. ডব্লিউ-১ ও দুই জন তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৬৪ ও পি. ডব্লিউ-৬৫ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এছাড়া ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের হত্যাকান্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসিস্টের সঙ্গী পি. ডব্লিউ-২ সহ পি. ডব্লিউ-৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সাক্ষ্য প্রদান করেছে। ঘটনার পরপর ঘটনাস্থলে উপস্থিত পি. ডব্লিউ-১২ ও পি. ডব্লিউ-২১ সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এছাড়া ডিসিস্টের লাশের সুরতহাল প্রস্তুতকারী হিসেবে পি. ডব্লিউ-৩৫ সহ সঙ্গীয় ফোর্স পি. ডব্লিউ-৩১, ৩৫, ৩৭, ৬২ লাশ কাটার ডোম পি. ডব্লিউ-২৯ ও ৩০, লাশের সুরতহাল প্রস্তুতের সময় উপস্থিত পি. ডব্লিউ-২৫, লাশের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী ডাক্তার পি. ডব্লিউ-১১, কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার , পি. ডব্লিউ-১৩, ডিসিস্টের লাশ কক্সবাজার থেকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসা সেনাবাহিনীর দুইজন সার্জেন্ট যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-২৭ ও পি. ডব্লিউ-২৮ হিসেবে, কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ডিসিস্টের লাশ সনাক্তকারী লে: কর্নেল মোঃ ইমরান হাসান পি. ডব্লিউ-৩২ হিসেবে, মামলার আলামত হিসেবে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, লিয়াকত আলী ও নুরুল আমিনের ঘটনার দিনের ও পরবর্তীতে পরস্পরেরর সাথে মোবাইল ফোনের

যোগাযোগের কললিস্ট সহ জব্দ কৃত আলামত সমূহের সাক্ষী পি. ডব্লিউ-৩৩ ও ৩৪, আসামী লিয়াকত আলীর সরকারী পিস্তল ও গুলি সহ জব্দ কৃত অন্যান্য আলামতের জব্দ তালিকার সাক্ষী পি. ডব্লিউ-৩৮, ৩৯ ও ৪৮, ডিসিস্টের ব্যক্তিগত পিস্তল সহ অন্যান্য জব্দকৃত আলামতের সাক্ষী পি. ডব্লিউ-৪০, ঘটনাস্থল শ্যামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ঘটনার সময় ব্যবহৃত বেরিকেডের জব্দ তালিকার সাক্ষী পি. ডব্লিউ-৪১ ও ৪২, মারিশবুনিয়া উম্মুল কোরআন জামে মসজিদের জব্দকৃত মাইকের জব্দ নামার সাক্ষী পি. ডব্লিউ-৪৩, গ্রামীন ও রবি ফোনের ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত কললিস্ট ইস্যুকারী পি. ডব্লিউ-৪৪ ও ৪৫, আসামী লিয়াকত আলীর ব্যবহৃত পিস্তল থেকে যে গুলি করা হয়েছিল তৎমর্মে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরন ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিষয়ে পি. ডব্লিউ-৪৬, উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুতকারী দলের সদস্য পি. ডব্লিউ-৪৭,অভিযোগ পত্রে বর্ণিত আসামীদের নাম ঠিকানা যাচাইকারী পুলিশ কর্মকর্তা গন যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৫০-৫৭, সংশ্লিস্ট আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্টেটদ্বয় যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৫৮ ও ৫৯, এই মামলার সংশ্লিষ্ট আলামত সমূহের জব্দ তালিকার সাক্ষী যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৬০ ও ৬১ হিসেবে এবং এই মামলার এজাহারের কলামসমূহ পূরনকারী টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পি. ডব্লিউ-৬৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

আলোচ্য মামলার ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:। সময় রাত ০৯.৩০ ঘটিকা হতে ১০.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। ঘটনাস্থল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানাধীন শামলাপুর এপিবিএন চেকপোস্ট।

প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনার তারিখ ঘটনাস্থলে এই মামলার ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের শরীরে গুলির আঘাত সহ তাঁর বুকের হাড় ভাংগা ও গলায় গুরুতর ভাবে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষনা করে।

এক্ষনে দেখা যাক মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃত্যুর কারন কি? সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২৫) নিম্নরুপ:

"আমি এস, আই, মোঃ আমিনুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স কং/ ১১৯৬ শুভ পাল সহ কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে অদ্য ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ০১.৩০ ঘটিকার সময় উত্তর শিউরী অবস্থায় স্ট্রেচারের উপরে মৃত ব্যক্তির লাশটির সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শুরু করিলাম। কম্বাইন্ড রংয়ের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পোষাক, গায়ে ফুল হাতা গেঞ্জি এবং পরণে ফুল প্যান্ট পরিহিত এবং পায়ে বাদামী রংয়ের বুট জুতা পরিহিত ও ইউনিফর্মের সহিত সংযুক্ত কালো ও বাদামী রংয়ের লেইনার ০১ টি।

মৃত সিনহা মোঃ রাশেদ খান (২৬), পিং মৃত এরশাদ খান, মাতা- নাছিমা আক্তার, সাং-১৩ বীর হেমায়েত সড়ক, উ: দ: ১৩ বীর যশোর সেনানিবাস যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর (NID No. 4154798082819) এর উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, চুল লম্বা ১.১/২ (দেড় ইঞ্চি) কালো, মাথা, কপাল, স্বাভাবিক। মুখমন্ডল লম্বাটে, ঠোঁট বন্ধ, চোখ দুটি অর্ধ খোলা, **বাম পাশে সোলডার ও কানের নীচে গভীর রক্তাক্ত ১ টি এবং বাম হাতের বাহুতে ১টি, বাম পাজরে ১ টি, বাম কোমরের উপরে ১টি, পিছনে পীঠে ১ টি, কোমরের উপরে ১ টি, মোট ০৬ টি রক্তাক্ত গভীর গুলির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।** মৃত দেহের হাত দুটি শরীরের সাথে লম্বালম্বি, হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক। পুরুষ লিঙ্গ- স্বাভাবিক, মলদ্বার স্বাভাবিক, পা দুটি লম্বালম্বি আছে এবং পায়ের পাতা ও আঙ্গুল স্বাভাবিক। মৃতের দেহ সনাক্তকারীর মাধ্যমে উলট, পালট করিয়া শরীরের আর কোথাও জখমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। **গলার বাম পাশে ০৪ টি ছিদ্র আছে।**

ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার লাশের সুরতহাল প্রস্তুতকারী এস. আই (নিরস্ত্র) মোঃ আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) হিসেবে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাতের বেলা তিনি কক্সবাজার সদর থানা এলাকায় মোবাইল

ডিউটিতে ছিলেন। ঐ দিন রাত ১৩.০০ ঘটিকা অর্থাৎ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সময় রাত ১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মোবাইল করে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে যেতে বললে রাত আনুমানিক সোয়া এক ঘটিকায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে ১ টি লাশ মর্গে স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায় পান। সেখানে সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল। সেনাবাহিনীর লোকজন জানায় যে, লাশটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের। সেনাবাহিনীর লোকজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার একটি পরিচয় পত্র তাকে (পি. ডব্লিউ-৩৬) দেখান। তিনি মেজর সিনহার নাম ঠিকানা নোট করেন। মর্গের ডোম আহমদ কবির মনু (পি. ডব্লিউ-২৯) এবং ধলার (পি. ডব্লিউ-৩০) সহায়তায় লাশের কোথায় কোথায় আঘাত কাগজে তার বিবরন তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। কং পলাশ (পি. ডব্লিউ-৩৭) ও কং শুভ (পি. ডব্লিউ-৩৫) সুরতহাল প্রস্তুত করার সময় তাকে সহায়তা করে।

উক্ত সুরতহাল প্রস্তুতে সহায়তাকারী ও সুরতহাল রিপোর্টে সাক্ষর প্রদানকারী আহমদ কবির মনু পি. ডব্লিউ-২৯ হিসেবে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পেশায় ডোম। গত বছর কোরবানীর আগের রাতে আনুমানিক দেড় ঘটিকার সময় কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে এস, আই আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) তার সঙ্গীয় ফোর্স সহ তার (পি. ডব্লিউ-২৯) সনাক্তমতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশের সুরতহাল করেন। মেজর সিনহার লাশের সুরতহাল হওয়ার পর তিনি সুরতহাল রিপোর্টে সাক্ষী হিসেবে সই করেন। লাশের ময়নাতদন্ত করেন ডাঃ রণধীর (পি. ডব্লিউ-১১)। ডাঃ রণধীর স্যারের নির্দেশে মেজর সিনহার মৃতদেহ তিনি (পি. ডব্লিউ-২৯) কেটেছেন স্যারের দেখানোমতে।

এছাড়া সুরতহাল প্রস্তুতকারী এস. আই মোঃ আমিনুল ইসলামের সাথে সুরতহাল প্রস্তুতকালে উপস্থিত কং মোঃ কামরুল হাসান বাবুল পি. ডব্লিউ-৩১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি সদর থানায় কন্সটেবল হিসেবে

কর্মরত থাকাকালে তিনি, এস. আই (নি:) আমিনুল ইসলাম (পি. ডব্লিউ-৩৬) ও কং মোশারফ হোসেন (পি. ডব্লিউ-৬২) ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ১২.৩০/ ১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে একটা স্ট্রেচারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশ দেখেন। এস, আই আমিনুল ইসলাম স্যার অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার লাশের সুরতহাল করেন।

ডিসিস্ট সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর লাশের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী- ১০) নিম্নরুপ:

২। যখম-অবস্থান, আকার ও ধরন: ৩। আঘাত- অবস্থান, আকার ও ধরন:

1. One rounded pillet wound below left shoulder (inverted)
2. One rounded penetrating wound at left arm (diverted)
3. On larger pillet wound at left lower chest (inverted)
4. One everted pillet wound at back
5. One everted pillet wound at lower back
6. One everted pillet wound at left lower back
7. Four parallel penetrating/ wound at left neck.

গলা ব্যবচ্ছেদের সময় প্রাপ্ত জখম -

left sternocleidomastoid muscle ruptured

প্রকার, পাঁজর এবং কোমলাস্থি সমূহ:

Fracture at left 4^{th} and 5^{th} ribs.

ফুসফুস আবরণী : Ruptured

বাম ফুসফুস: Ruptured

হৃদ্দরা ঝিল্লি:

Ruptured

হৃদপিন্ড:

Ruptured

“On deep descetion: There was repture of heart, left lung, fracture of left 4th & 5th ribs with rupture of left Sternocleidomastoid muscle. There was huge antemortem blood with clot in the thoracic cavity.”

মৃত্যুর কারন সম্পর্কে মেডিকেল অফিসারের মতামত নিম্নরুপ:

“In my opinion, death was due to hemorrhage and shock resulted from mentioned injuries caused by Firearm weapon which was antemortem and Homicidal in nature.”

উক্ত ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী ডা: রনধীর দেবনাথ পি. ডব্লিউ-১১ হিসেবে উক্ত প্রতিবেদন সনাক্ত করে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, গত ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে তিনি মেডিকেল অফিসার হিসেবে জরুরী বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং সকাল ৮ টা থেকে বেলা ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত তার মর্নিং শিফট ডিউটি ছিল, তিনি সকাল ৮ টা থেকে ডিউটি শুরু করেন। এর আগের দিনের নাইট ডিউটির ডাঃ পুলক মন্ডল তার নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করা কালে তাকে বলেন যে, গত কাল রাতে আনা সেনাবাহিনীর একজন মেজরের ডেডবডি লাশঘরে আছে। উনি আরএমও স্যারের সাথে কথা বলেছেন। উনি তাকে আরো বলেন, ঐ ডেডবডির সুরতহাল রিপোর্ট এলে আরএমও স্যার তাকে পোষ্টমর্টেম করতে বলেছেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-১১) নিজে আরএমও স্যারকে ফোন করে ঐ মেজরের ডেডবডি লাশঘরে আছে মর্মে আরএমও কে জানান। আর এম ও স্যার তাকে নির্দেশ দেন, তার (পি. ডব্লিউ-১১) ডিউটি কালীন সময়ে সুরতহাল রিপোর্ট এলে

তিনি যেন পোষ্টমর্টেম করে ফেলেন। বেলা ১১.৩০ ঘটিকার সময় কক্সবাজার মডেল থানার একজন পুলিশ অফিসার সুরতহাল রিপোর্ট নিয়ে তার কাছে আসে এবং সুরতহাল রিপোর্ট প্রাপ্তির পর তিনি আরএমও এর নির্দেশনা মোতাবেক দুপুর ১.৩০ ঘটিকার দিকে ডেডবডির পোষ্টমর্টেম করার জন্য লাশঘরে যান। লাশঘরে যাওয়ার আগে ডোমকে ডেকে তাকে পোষ্টমর্টেম করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। ডোম মনু (পি. ডব্লিউ-২৭) লাশটি তাকে দেখিয়ে দেয়। তিনি লাশঘরে গিয়ে সুরতহার রিপোর্ট মোতাবেক মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খান এর লাশ বাইরের দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। মেজর সিনহার লাশটি তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ (ন্যুড) অবস্থায় পান। লাশটি পূর্ব পশ্চিম অবস্থায় রাখা ছিল। মাথা পশ্চিম দিকে, মাথার নিচে একটি ইট ছিল। লাশের বাম বাহুতে একটি inverted injury ছিল। বাম কাঁধের হাড়ের (Clavicle) উপরে one rounded inverted penetrating wound ছিল। বুকের বাম পাশে ১ টি বড় inverted penetrating wound ছিল। গলার বাম পাশে উপরের অংশে অগভীর four parallel penetrating wound ছিল। গলার বাম পাশে অগভীর ক্ষতের নীচে মাংসপেশি ছেড়া ছিল। লাশ উল্টানোর পর লাশের পিঠে one inverted penetrating wound ছিল। পিঠের নিচে অংশে two inverted penetrating wound পাশাপাশি ছিল। পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা অক্ষত স্বাভাবিক ছিল। লাশের মুখ, নাক, চোখ, কান অক্ষত স্বাভাবিক ছিল। এরপর লাশটি কেটে বুকের বাম পাশের পাজরের ৪র্থ এবং ৫ম হাড় (যেখানে গর্ত আছে) ভাঙ্গা অবস্থায় পান। হার্টের left ventricle এ দুইটি penetrating wound পান। বাম পাশের lung lacerated (ruptured) অবস্থায় পান। বাম পাশের pleura lacerated (ruptured) অবস্থায় পান। Stomach, Liver, small intestine, large intestine, kidneys, prostate, spleen, urinary bladder, internal genitalia, right lung,

great vessels bladder, internal genitalia, right lung, great vessels, brain, trachea, oesophagus সহ শরীরের বাকি অংশ অক্ষত অবস্থায় পান।

মৃত্যুর কারন হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, “Death was due to hemorrhage and shock resulted from above mentioned injuries caused by firearm weapon which was antemortem and homicidal in nature”.

এই প্রসঙ্গে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মো: শাহীন আব্দুর রহমান চৌধুরী পি. ডব্লিউ-১৩ হিসেবে পি. ডব্লিউ-১১ এর বক্তব্য সমর্থন করে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন রাত ১১.৫৫ ঘটিকায় হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ পুলক মন্ডল তাকে ফোন করে জানান, মেজর (অবসর প্রাপ্ত) সিনহা মোঃ রাশেদ খান নামের এক ব্যক্তির লাশ জরুরী বিভাগে আনা হয়েছে, তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-১৩) বাসায় ছিলেন। ডাঃ পুলক মন্ডল আরো জানান, তিনি লাশের সার্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত অবস্থায় আনিত মর্মে ঘোষনা দেন এবং রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করে মৃত মর্মে ডেড সার্টিফিকেট দেন। ডাঃ পুলক মন্ডল মৃহদেহটিকে লাশঘরে প্রেরন করেন। পরের দিন ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় ঐ লাশের চালান ফরম ও সুরতহাল রিপোর্ট হাসপাতালে আসে এবং উহা তিনি অফিসিয়ালী গ্রহন করেন। ঐ দিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ রনধীর দেবনাথকে (পি. ডব্লিউ-১১) মৃত মেজর সিনহার পোষ্টমর্টেম করার জন্য অবহিত করেন এবং লাশঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডোম আহাম্মদ কবির মনুকে (পি. ডব্লিউ-২৯) সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহনের নির্দেশ দেন। ঐ দিন দুপুরে ডাঃ রনধীর দেবনাথ মৃত মেজর সিনহার

পোস্টমর্টেম কার্য সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে মৃত মেজর সিনহা মোঃ রাশেদ খানের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে তিনি ঐ রিপোর্ট প্রদান করেন।

এক্ষনে উপরে বর্ণিত ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২৫) ও ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১০) সহ পি. ডব্লিউ-৩৬ , পি. ডব্লিউ-২৯, পি. ডব্লিউ-৩১, পি. ডব্লিউ-১১ ও পি. ডব্লিউ-১৩ এর সাক্ষ্য একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ ০৯.৩০ ঘটিকায় শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলির আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরন করেছেন।

এক্ষনে দেখা যাক, কে বা কারা ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের হত্যাকারী?

এ প্রসঙ্গে প্রসিকিউশন পক্ষের পূর্বে বর্ণিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই মামলার এজাহারকারিনী (পি. ডব্লিউ-১) ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নহেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, পি. ডব্লিউ-২, পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৪, পি. ডব্লিউ-৫, পি. ডব্লিউ-৬, পি. ডব্লিউ-৭ আলোচ্য হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে পি. ডব্লিউ-২ ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের সঙ্গী হিসেবে ঘটনার সময় একই গাড়ীতে অবস্থান কালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সরাসরি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই সাক্ষীকেও ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, শাহজাহান আলী, কং রাজিব, কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রদীপ কুমার দাস, রুবেল শর্মা ও সাগর দেব কর্তৃক নির্যাতনে আহত হওয়া সহ তাকে মাদক ও হত্যা মামলার আসামী করা হয়েছিল। ফলে, ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত আহত সাক্ষী (injured witness) হিসেবে এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের গুরুত্ব আলাদা।

পি. ডব্লিউ-২ তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি তার বন্ধু ও সহকর্মী শিপ্রা দেবনাথ, রুপ্তি এবং মেজর সিনহা সহ তারা মোট ০৪ জন ঢাকা থেকে কক্সবাজার এর উদ্দেশ্যে মেজর সিনহার গাড়ীতে রওয়ানা করে। ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ১২.৩০ ঘটিকার সময় তারা কক্সবাজার এসে শহরের কলাতলীতে ওয়াল্ড বীচ রির্সোটে উঠেন। এরপর ৬/৭ জুলাই তারা নিলীমা রিসোর্টে উঠেন। তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মতে কক্সবাজার শহর, টেকনাফ ও রামু এলাকায় বিভিন্ন স্থানে তারা ভিডিও তৈরির কাজ শুরু করেন। পাহাড়, জঙ্গল ও সী বিচ এলাকায় তারা ভিডিও এবং স্থির চিত্র ধারণ করাকালে স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের যোগাযোগ হলে তারা জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ ও পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত মানুষকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে মামলা দিচ্ছে, হাজতে পাঠাচ্ছে, অত্যাচার করছে, মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেন, এই নিয়ে তারা ভিডিও বানাবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে জানানো এবং জনগনকে সচেতন করা। তারা নির্যাতিত কিছু লোকের বক্তব্য রেকর্ড করেন। ইতোমধ্যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেরিন ড্রাইভ রোডে আসামী লিয়াকত ও প্রদীপের সাথে তিনি (পি. ডব্লিউ-২), মেজর সিনহা ও শিপ্রা দেবনাহ এর সাথে দেখা হলে ঐ সময় মেজর সিনহা ওসি প্রদীপ এর পূর্ব পরিচিত হিসেবে লোকজনের অভিযোগের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে ওসি প্রদীপ তখন মেজর সিনহার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করে এবং বলে “সে অনেক সাংবাদিককে পিটিয়ে জেলে পাঠিয়েছে আপনি এই এলাকা থেকে চলে যান, নয়তো আপনাকে ধ্বংস করে দেবো, সে কোন মেজর টেজরকে পাত্তা দেয় না”। মেজর সিনহা বলেন, এইসবে ভয় পেয়ে লাভ নেই, কিছু হবে না এবং তারা তাদের কাজ করতে থাকে। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ বিকাল আনুমানিক ৩/4 টায় তিনি এবং মেজর সিনহা নিলীমা রিসোর্ট থেকে বের হয়ে মারিশবুনিয়া এলাকায় গিয়ে এক জায়গায় গাড়ী পার্ক করে মুইন্না পাহাড়ের দিকে রওনা হন। সেখানে মসজিদের একজন ইমামের সাথে মেজর সিনহার

সালাম বিনিময় হয়। ওখানে একটি ছোট ছেলে তাদেরকে মুইন্না পাহাড়ের রাস্তা দেখিয়ে দিলে তিনি এবং মেজর সিনহা মুইন্না পাহাড়ে উঠে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মত ছবি তোলেন ও ভিডিও চিত্র ধারন করেন। তাদের এই কাজ করতে করতে রাত ৮.০০ কি ৮.৩০ টা বেজে যায়। এরপর তারা পাহাড় থেকে নামার পর ৩ জন লোক তাদের দিকে লাইট মারলে মেজর সিনহা তাদের বলেন, ''লাইট নামান কথা থাকলে কাছে আসেন''। ঐ ৩ জন লোক কাছে আসে নাই, তারা নিজেরা কথা বলতে থাকে এবং কথা বলতে বলতে তারা চলে যায়। তারাও পায়ে হেটে মেরিন ড্রাইভ রোড পর্যন্ত যান। পথিমধ্যে কিছু লোকের সাথে তাদের দেখা হয় এবং মেরিন ড্রাইভ রোডে তাদের গাড়ী পার্কিং এর জায়গায় গিয়ে মেজর সিনহা তাঁর স্বভাবসূলভ কয়েকটি বুকডান দেন। এরপর তিনি ও মেজর সিনহা গাড়ীতে মেজর সিনহা ড্রাইভিং সিটে বসেন এবং তিনি উনার বাম পাশের সীটে বসেন। মেজর সিনহা তাঁর লাইসেন্সকৃত পিস্তল কভার সহ তাদের দুই সীটের মাঝখানের বক্সে রেখে এরপর তারা নিলীমা রিসোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। রাত আনুমানিক ৯.১০ ঘটিকায় তারা বিজিবি চেকপোষ্টে পৌছে মেজর সিনহা গাড়ী থামিয়ে তাঁর পরিচয় দেন এবং সামনের দিকে এগোতে থাকেন। আনুমানিক রাত ৯.৩০ টার দিকে তাদের গাড়ী শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে পৌছে। তাদের গাড়ীর ডান দিকে ১ জন এবং বামদিকে ২ জন এপিবিএন সদস্য ডিউটিতে ছিল। বাম দিকের ২ জনের একজন কং রাজিব হাতের ইশারায় তাদের গাড়ী থামাতে বললে তিনি তার বাম পাশের গাড়ীর গ্লাস নিচে নামান এবং কং রাজিব গাড়ীর কাছে এসে ঝুকে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তখন মেজর সিনহা (অব:) তাঁর পরিচয় দেন এবং এপিবিএন সদস্যদের কুশলাদি জানতে চান। কং রাজিব এবং এস আই শাহজাহান স্যালুট দিয়ে তাদেরকে যাওয়ার জন্য ইশারা করলে ঐ মূহুর্তে ইন্সপেক্টর লিয়াকত ''থামাও থামাও'' বলে দৌড়ে এসে গাড়ীর বাম পাশে তার কাছে এসে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তখন মেজর সিনহা পুনরায় নিজেকে মেজর অব: সিনহা বলে পরিচয় দেন। মেজর সিনহার পরিচয়

পেয়ে লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে তার গাড়ীর সামনে বাম হাতে রাস্তায় বেরিকেডে টান দেয় এবং ডান হাতে অস্ত্র তাদের দিকে তাক করে। আসামী নন্দ দুলালও ড্রাম দিয়ে রাস্তায় বেরিকেড দেয়। আসামী লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করে এবং তাদের দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বলে। তিনি গাড়ীর বাম দিক থেকে দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নামা মাত্রই আসামী লিয়াকতের নির্দেশে কং রাজিব ও এস আই শাহজাহান তার দুই হাত শক্ত করে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে। আসামী লিয়াকত মেজর সিনহাকে গালিগালাজ করতে থাকে। তখন মেজর সিনহা গাড়ীতে বসেই ''কাম ডাউন, কাম ডাউন'' বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে বলতে থাকেন, ''বাবা তুমি শান্ত হও, বাবা তুমি আমার পরিচয় নাও'' বলতে বলতে তিনি গাড়ীর হেড লাইট বরাবর সামনে এগিয়ে হেড লাইটের পাশে আত্নসমর্পনের ভঙ্গিতে হাটুভেঙ্গে দুই হাত উঁচু করে দাড়ান। তখন আসামী লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে মেজর সিনহার দিকে দুই রাউন্ড গুলি করে। মেজর সিনহা দুই হাত উচু অবস্থায় সামনের দিকে ঝুকে পরেন। এরপর আসামী লিয়াকত সামনের দিকে দু এক কদম এগিয়ে এসে মেজর সিনহাকে আরও দুই রাউন্ড গুলি করলে মেজর সিনহা উপুড় হয়ে রাস্তায় উপর পড়ে যান। তখন মেজর সিনহার মুখ ছিল পশ্চিম দিকে অথার্ৎ তার দিকে, মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে, হাত সামনের দিকে। আসামী লিয়াকত আসামী নন্দ দুলালকে মেজর সিনহার হাতে হাতকড়া পড়ানোর নির্দেশ দিলে নন্দ দুলাল মেজর সিনহার দুই হাত পিছমুড়া করে হ্যান্ডকাপ পড়ায়। আসামী লিয়াকত এপিবিএন সদস্যদের তার (পি. ডব্লিউ-২) হাতে হাতকড়া পড়াতে নির্দেশ দেয়। এপিবিএন এর সদস্যদের কাছে হাতকড়া না থাকায় লিয়াকত তাদেরকে গালি দেয়। আসামী লিয়াকতের নির্দেশে গাড়ীর ডান দিকে থাকা এপিবিএন সদস্য মাহামুদ পাশের বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসে। মাহামুদ রশি আনার পর এপিবিএন এর তিনজন এবং নন্দদুলাল এই ৪ জন মিলে তার দুই হাত পিছমোড়া করে রঁশি দিয়ে বেঁধে ঐ জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে।

এরপর আসামী লিয়াকত বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে থাকে। আসামী লিয়াকত ফোন করে বলে, ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। আবার ফোন করে বলে, ''স্যার একটাকে ডাউন করেছি, আরেকটাকে ধরেছি''। আসামী লিয়াকত মেজর সিনহার কাছে যায়। মেজর সিনহা পানি ও শ্বাস চায়। আসামী লিয়াকত বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে গুলি করেছি শ্বাস দেওয়ার জন্য, পানি দেওয়ার জন্য''? লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে মেজর সিনহার মাজায় ২ টি লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। কিছুক্ষণ পর রাস্তার পূর্বদিক থেকে ৪ জন লোক সিভিল পোষাকে বড় অস্ত্র হাতে ঘটনাস্থলে আসে, তারা হলো লিটন, সাফানুর, কামাল ও মামুন। আসামী লিয়াকত এই ৪ জনকে নির্দেশ দেয় তারা যেন অস্ত্র উচিয়ে লোকজনকে ভয় দেখায়, আশেপাশের লোকজন যেন কাছে আসতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে না পারে। লিয়াকতের কথামত এই ৪ জন আশেপাশের লোকজনকে ভয় দেখায়। আসামী লিয়াকত আসামী সাফানুর ও মামুনকে মেজর সিনহার গাড়ী চেক করতে বললে আসামী ছাফানুর ও মামুন গাড়ী চেক করে লিয়াকতকে বলে, গাড়ীতে চামড়ার খাপের ভিতরে একটি পিস্তল , ১ টি ক্যামেরা, কিছু কাগজপত্র এবং কাগজপত্রের ভিতর মেজর সিনহার গলফ ক্লাবের ১ টি কার্ডও পাওয়া গেছে। লিয়াকত মামুনকে ১ টি গাড়ী নিয়ে আসতে বললে মামুন ১ টি মিনি ট্রাক নিয়ে আসে এবং লিয়াকতের নির্দেশে উক্ত মিনি ট্রাক চেকপোষ্টের সামনে রাখা হয়। এর কিছুক্ষণ পর টেকনাফের দিক থেকে ১ টি নোহা গাড়ী ও ১ টি পুলিশের টহল গাড়ী ঘটনাস্থলে আসে এবং নোহা গাড়ী থেকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ সহ ৫/৭ জন লোক নামে এবং পুলিশের টহল গাড়ী থেকেও ৫/৭ জন নামে। ওসি প্রদীপ দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে মিনি ট্রাকের আড়ালে গিয়ে লিয়াকত এবং নন্দ দুলাল এর সাথে কিছু কথা বলে। এরপর ওসি প্রদীপ মেজর সিনহার কাছে এসে দম্ভ করে বলে ''অনেক টার্গেট করে তোকে মেরেছি''। ওসি প্রদীপ পা দিয়ে মেজর সিনহার শরীরে নাড়া দিলে মেজর সিনহা ওসি প্রদীপের কাছে পানি ও শ্বাস চায়। তখন প্রদীপ বলে,

"কুত্তার বাচ্চা, তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য"? প্রদীপ মেজর সিনহার বুকের বাম দিকে বুট জুতা দিয়ে জোরে কয়েকটি লাথি মারে এবং গলায় বাম দিকে পা দিয়ে চেপে ধরে। তখন মেজর সিনহার শরীর কাঁপতে থাকে এবং কাঁপতে কাঁপতে এক পর্যায়ে তাঁর শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন ওসি প্রদীপ বলে "এই রুবেল, এই সাগর গাড়ী থেকে গাঁজা, ইয়াবা নিয়ে আয়"। ওসি প্রদীপের কথা শুনে রুবেল ও সাগর দৌড়ে নোহা গাড়ীতে গিয়ে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এসে মেজর সিনহার গাড়ীর কাছে এসে বলে, "স্যার গাঁজা পেয়েছি, ইয়াবা পেয়েছি"। প্রদীপ তখন সাগর ও রুবেলকে বলে, তাকে (পি. ডব্লিউ-২) সেডের ভিতরে নিয়ে মেরে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে। সাগর ও রুবেল গিয়ে তাকে সেডের ভিতর নিয়ে মারধর করে, তার মুখে ভেজা গামছা দিয়ে বেঁধে পানি ঢালে। ওসি প্রদীপ তাকে (পি. ডব্লিউ-২) বলে, "তোদেরকে বলেছিলাম এই এলাকা থেকে চলে যা, নইলে তোদেরকে ধ্বংস করে দেব। তোরা যাসনি, এখন ধ্বংস করে দিয়েছি, এখানে বসে কিসের ভিডিও বানাচ্ছিস, তোদের ভিডিও ফুটেজ গুলো কোথায় রাখা আছে"? তিনি (পি. ডব্লিউ-২) উত্তরে বলেন, নিলিমা রিসোর্টে আছে। ওসি প্রদীপ ও তার টিম তার হাতের দড়ি খুলে হ্যান্ডকাপ পড়ায় এবং পুলিশের পেট্রোল গাড়ীতে করে ঘটনাস্থল থেকে তাকে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে নিয়া যায়। তদন্ত কেন্দ্রে যাওয়ার পর তিনি আসামী নুরুল আমিন, আয়াজ ও নিজামকে দেখেন। এই তিনজন ওসি প্রদীপকে বলে, এরা মুইন্না পাহাড় থেকে নেমেছিল, লাইট মেরে তারা তাদেরকে (পি. ডব্লিউ-২ ও মেজর অব: সিনহা) সনাক্ত করেছিল। মধ্যরাতে তাকে বাহাড়ছড়া তদন্ত কেন্দ্র থেকে টেকনাফ থানায় নেয়। পরের দিন বিকাল আনুমানিক ৩/4 টার দিকে তাকে কক্সবাজার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনা হয়। সেখান থেকে তাকে আদালতে নেওয়া হয়। তাকে আদালতে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর শিপ্রাকেও আদালত নেওয়া হয়। কক্সবাজার কারাগারে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, তার নামে ২ টি মামলা করা হয়েছে। ১ টি মাদক মামলা, অপরটি পুলিশের কাজে বাধা প্রদান ও খুনের

অভিযোগ। ঐ মামলায় পরবর্তীতে র‌্যাব তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করে এবং তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এছাড়া ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৪, পি. ডব্লিউ-৫, পি. ডব্লিউ-৬ ও পি. ডব্লিউ-৭ সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

পি. ডব্লিউ-৩ মোহাম্মদ আলী @ মোঃ আলী তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি:, সময় রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকা। তিনি লামার বাজারে চা দোকানে চা খাচ্ছিলেন। আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকার দিকে তিনি প্রস্রাব করার জন্য লামার বাজার মসজিদের প্রস্রাব খানায় গিয়ে প্রস্রাব করার পর পশ্চিম মুখি হয়ে ঢিলা ধরেন, তখন দেখেন শামলাপুর এপিবিএন চেকপোস্টের দক্ষিণে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বটগাছের নীচে আই সি লিয়াকত দাড়িয়ে আছে। সিভিল ড্রেসে হাতাকাটা জ্যাকেট পরিহিত তার হাতে অস্ত্র ছিল। এপিবিএন চেকপোস্টে রাস্তার পশ্চিম পাশে চেকপোস্টের সামনে এস আই শাহজাহান ও কং রাজিব এবং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ রাস্তার পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজিব এবং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের কাঁধে অস্ত্র ছিল। এই ৩ জন এপিবিএন চেকপোস্টে ডিউটিতে ছিল। আসামী নন্দ দুলালকে সিভিল ড্রেসে এপিবিএন চেকপোস্টের উত্তরে রাস্তার পশ্চিম পাশে ড্রামের নিকট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তখন দক্ষিণ দিক থেকে ১ টি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার আসে। আসামী রাজিব এর হাতের ইশারায় প্রাইভেট কারটি চেকপোস্টের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন রাজিব মাথা নিচু করে প্রাইভেট কারের বাম পাশে বসা লোককে কি যেন জিজ্ঞাসা করে, এরপর আসামী রাজিব হাত উঁচু করে স্যালুট দেয়। শাহজাহানও স্যালুট দেয়। রাজিব গাড়ীটিকে চলে যেতে সংকেত দিলে এবং গাড়ীটি চলে যেতে চাইলে আই. সি লিয়াকত বটগাছের ওখান থেকে এসে ‘‘থাম থাম’’ বলে গাড়ীর বাম পার্শ্বে এসে মাথা নিচু করে কি যেন জিজ্ঞাস করে। আই সি লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে গিয়ে ডান হাতে পিস্তল তাক করে বাম হাতে বেরিকেড টান দেয়। সাথে সাথে নন্দ দুলালও ড্রাম এনে রাস্তায়

বেরিকেড দেয়। আইসি লিয়াকত উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে বসা লোকদেরকে গালাগালি করতে থাকে। আইসি লিয়াকত ''কুত্তার বাচ্চা শুয়ারের বাচ্চা'' বলে দুই হাত উঁচু করে তাদেরকে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বলে। গাড়ীর বাম পাশে বসা লোকটি দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। বের হয়ে আসা লোকটা লম্বা চুলওয়ালা ছিল। আইসি লিয়াকত তখন রাজিব এবং শাহজাহানকে বলে ''লোকটাকে শক্ত করে ধরে রাখ''। শাহজাহান লোকটাকে ডান হাত এবং রাজিব লোকটাকে বাম হাতে শক্ত করে ধরে ঐ জায়গায় দাঁড় করে রাখে। আইসি লিয়াকত গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিকে গালিগালাজ করে বলে, ''কুত্তার বাচ্চা, শুয়ারের বাচ্চা দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আয়''। তখন ড্রাইভিং সিটে বসা সেনাবাহিনীর মত পোষাক পড়া একটি লোক দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে এসে দুই কদম এগিয়ে গাড়ীর হেড লাইটের পাশে একটু নিচের দিকে ঝুকে বলতে থাকে, ''বাবা আমার পরিচয় নাও, আমার কথা শোন''। আইসি লিয়াকত কোন কথা না শুনেই ২ রাউন্ড গুলি করলে গুলি লোকটির গায়ে লাগে। তখন লোকটি রাস্তার উপরে উত্তর দক্ষিণ হয়ে উপুড় হয়ে রাস্তার উপর বসে যান, লিয়াকত আরেকটু সামনে এগিয়ে আরও দুই রাউন্ড গুলি করলে গুলি তাঁর গায়ে লাগে। মাথা ছিল উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে, মুখ পশ্চিম দিকে, হাত সামনের দিকে ছিল। লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বলে। তখন নন্দ দুলাল লোকটিকে দুই হাত পিছন দিকে নিয়ে হ্যান্ডকাপ লাগায়। লিয়াকত এপিবিএন এর শাহজাহান ও রাজিবকে ধরে রাখা লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বল্লে শাহজাহান বলে হ্যান্ডকাপ নাই তখন লিয়াকত বলে ''শালার পুতেরা কিসের ডিউটি কর, হ্যান্ডকাপ নাই''। লিয়াকত এপিবিএন এর শাহজাহান ও রাজিবকে বলে রশি দিয়ে লোকটিকে বাঁধ। এপিবিএন এ রশি না থাকায় আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ লামার বাজার থেকে রশি আনে এবং শাহজাহান, রাজিব, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও নন্দ দুলাল ৪ জন মিলে ধরে রাখা লোকটিকে দুই হাত পিছনে নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে দাড় করিয়ে রাখে। লিয়াকত মোবাইল

করে বলে, ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। লিয়াকত আবার মোবাইল করে বলে, স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেক জনকে ধরে ফেলেছি। লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটির কাছে গেলে লোকটি কি যেন বলে। তখন লিয়াকত বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি''? লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে কোমড়ের বাম পাশে লাথি মারে, মাথার বাম পাশে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথার বাম পাশে চেপে ধরে। তখন তিনি দেখেন লামার বাজারের দিক থেকে সিভিল ড্রেসে অস্ত্র নিয়ে লিটন, কামাল, সাফানুর ও ক্যাশিয়ার মামুন আসে। লিয়াকত তখন নির্দেশ দেয়, ''তোমরা পাহাড়া দাও যেন লোকজন আহত ব্যক্তির কাছে আসতে না পারে, পানি দিতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে''। লিয়াকত আসামী মামুনকে একটি গাড়ী নিয়ে আসতে বললে এবং একটি ছারপোকা গাড়ী লামার বাজারের দিকে নামতে থাকলে এবং মামুন ডাক দিলে ছারপোকা গাড়ীটি থামে। মামুন গিয়ে ছারপোকা গাড়ীটিকে রাস্তার পশ্চিম পাশে ব্রিজের কাছে রাখে। এরপর লিয়াকতের কথামত মামুন গাড়ীটিকে চেকপোষ্টের সামনে নিয়ে আসে। লিয়াকত আসামী মামুন ও সাফানুরকে প্রাইভেট কারটিকে তল্লাশী করতে বললে মামুন ও সাফানুর প্রাইভেট কারটিকে তল্লাশী করে গাড়ীর ভিতর থেকে ১ টি ক্যামেরা, ১ টি কাভার সহ অস্ত্র, কিছু কাগজপত্র পেয়েছি বলে উপরের দিকে তুলে দেখায়। সেই সময় দক্ষিণ দিক থেকে হুইসেল বাজিয়ে দুইটি গাড়ী ব্রিজের কাছাকাছি আসলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) দেখতে পান ১ টি নোহা গাড়ী, তার পিছনে ছিল পুলিশের পিকআপ। নোহা গাড়ী থেকে ওসি প্রদীপ সিভিল ড্রেসে কয়েকজন পুলিশ সহ দ্রুত নেমে চেকপোষ্টের সামনে এসে লিয়াকত ও নন্দ দুলাল এর সাথে ছারপোকা গাড়ীর পাশে গিয়ে কি যেন বলে। তখন ওসি প্রদীপ এর কাছে মোবাইলে কল আসলে সে ''স্যার স্যার'' বলতে থাকে। ওসি প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির পাশে গেলে গুলি খাওয়া লোকটি কি যেন বলে। ওসি প্রদীপ বলে, ''অনেক দিন টার্গেট করে আজকে তোকে শেষ করতে পেরেছি, কুত্তার

বাচ্চা তোকে পানি দেওয়ার জন্য মেরেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য মেরেছি''? ওসি প্রদীপ পায়ের বুট জুতা দিয়ে গুলি খাওয়া লোকটিকে বুকের বাম পাশে জোরে জোরে দুইটি লাথি মারে এবং ডান পা দিয়ে লোকটির বাম পাশের ঘাড়ে জোরে চেপে ধরে, তখন গুলি খাওয়া লোকটির দেহ নড়াচড়া করে কাঁপতেছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) দেখেন লোকটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর ওসি প্রদীপ তার পা সরিয়ে নেয় এবং বলে, ''এই রুবেল, এই সাগর গাড়ী থেকে গাঁজা, ইয়াবা বের করে নিয়ে আয়''। রুবেল ও সাগর টেকনাফ থেকে আসা নোহা গাড়ীতে গিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এসে প্রাইভেট কার এর পাশে এসে তারা বলে, গাঁজা পেয়েছি, ইয়াবা পেয়েছি এবং উঁচু করে তা দেখায়। প্রদীপ সাগর ও রুবেলকে বলে, ''চুল লম্বা লোকটিকে চেকপোষ্টের ভিতরে ঢুকাও, হাত পা ভেঙ্গে দাও, মুখে গামছা বেঁধে পানি ঢাল''। রুবেল ও সাগর লম্বা চুল ওয়ালা লোকটিকে বেশি মারধর করে। লোকটি তখন চিৎকার করছিল। লোকটির মুখে গামছা বেঁধে পানি ঢালতে থাকে। ওসি প্রদীপ লোকটিকে বলে ''তোকে কক্সবাজার থেকে চলে যেতে বলছিলাম''। তোদেরকে বলছিলাম মানুষের ঘরে ঘরে যাবি না, ক্রসফায়ারের বিষয়ে ভিডিও করবি না, লোকজনকে মারধরের ভিডিও করবি না, তোদেরকে বলছিলাম, ধ্বংস করে দেব, আজ একজনকে মেরেছি, তোকেও মেরে ফেলব, তোরা আমার কথা শুনছ নাই, এখন কি করবি''। ওসি প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির লাশ গাড়ীতে তুলতে বললে তখন নন্দ দুলাল গিয়ে লোকটির হ্যান্ডকাপ খুলে দেয়। শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির আসামী লিটন, কামাল, মামুন, সাফানুর ৪ জন গুলি খাওয়া লোকটির ২ হাত ও ২ পা ধরে গাড়ীতে বস্তা তোলার মত লোকটির লাশ ছারপোকা গাড়ীতে ছুড়ে মারে। ওসি প্রদীপ ছারপোকা গাড়ীটিকে কক্সবাজার চলে যেতে বলে। তখন লিটন সহ কয়েকজন ছারপোকা গাড়ীতে উঠে কক্সবাজারের দিকে চলে যায়। লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে পুলিশের গাড়ীতে তুলে ওসি প্রদীপ সহ অন্যরা শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির দিকে চলে যায়। লম্বা চুলওয়ালা লোকটির নাম পরে তিনি জানতে

পারেন তার নাম সিফাত। গুলি খাওয়া লোকটির নাম পরে তিনি জানতে পারেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা। চাঁদের আলো, চেকপোষ্টের লাইটপোষ্ট ও গাড়ীর হেডলাইটের আলোতে তিনি সমস্ত ঘটনা দেখেন। তাদের এলাকার আরও কয়েকজন লোক ঘটনা দেখে।

পি. ডব্লিউ-৪ মোঃ কামাল হোসেন তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকায় শামলাপুর লামার বাজারে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে একটি দোকানে কিছুক্ষণ বসে পান সিগারেট খান। এরপর লামার বাজারে যাওয়ার জন্য তিনি সিএনজি নিয়ে রওনা করেন। তিনি টেকনাফের দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন। শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্ট এর ৫০০/৬০০ গজ আগে দক্ষিণে থাকতে একটি সিলভার রংয়ের প্রাইভেট কার তার সিএনজিকে ওভারটেক করে এপিবিএন চেকপোষ্টের দিকে যাচ্ছিল। তার আগে থাকা প্রাইভেট কারটি এপিবিএন চেকপোষ্টে আসলে কং রাজিব সংকেত দিয়ে কারটি থামায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) ঐ কারের পিছনে পিছনে ছিলেন। প্রাইভেট কারটির ২/৩ হাত পিছনে তিনি থামেন। তখন আই সি লিয়াকত চেকপোষ্টের দক্ষিণ পাশে বট গাছের নীচে দাড়িয়ে কার সাথে যেন কথা বলছিল। এপিবিএন চেকপোষ্টের রাজিব একটু নিচু হয়ে প্রাইভেট কারের বাম পাশের দরজার কাছে গিয়ে কি যেন বলে এবং গাড়ীর লোকের সাথে কথা বলা শেষ হলে রাজিব স্যালুট দেয়। সাথে সাথে পাশে থাকা শাহজাহান আলীও স্যালুট দেয়। এরপর রাজিব গাড়ীটাকে চলে যাওয়ার জন্য হাতের ইশারায় সংকেত দেয়। তখন বট গাছের নীচ থেকে আই সি লিয়াকত ''থাম, থাম'' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এসে গাড়ীর বাম পাশে নিচু হয়ে কি যেন কথা বলে। আই সি লিয়াকত কথা বলা অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করে এবং গাড়ীর সামনে দৌড়ে এসে বাম হাতে ব্যারিকেডে টান দিয়ে রাস্তার ব্যারিকেড দেয় এবং ডান হাতে একটি পিস্তল গাড়ীর দিকে তাক করে। আসামী নন্দ দুলাল ড্রাম দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। আই সি লিয়াকত ''কুত্তার বাচ্চা শুয়ারের বাচ্চা'' বলে গালিগালাজ

করতে করতে হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নেমে আসতে বলে। তখন গাড়ীর বাম পাশের দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে এক ব্যক্তি নেমে আসে, লোকটা লম্বা চুলওয়ালা ছিল। লিয়াকত, শাহজাহান ও রাজিবকে নির্দেশ দেয় লোকটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে। শাহজাহান লোকটিকে ডান হাতে ধরে, রাজিব লোকটিকে বাম হাতে ধরে ঐ জায়াগায় দাঁড় করিয়ে রাখে। লিয়াকত উত্তেজিত অবস্থায় গালিগালাজ করতে করতে গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিকে হাত উঁচু করে নেমে আসতে বলে। তখন গাড়ীর ড্রাইভিং সিট থেকে একজন লোক দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। গাড়ী থেকে বের হওয়া লোকটি সেনাবাহিনীর মত পোষাক পরা ছিল। লোকটি বলে ''কাম ডাউন, বাবা শান্ত হউন, আমার পরিচয় নেন'' বলতে বলতে লোকটি গাড়ীর হেড লাইটের সামনের দিকে যায়। লোকটি দুই হাত উঁচু করে একটু নিচু অবস্থায় ছিল। আই সি লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে ২ রাউন্ড গুলি করে। লোকটি ২ রাউন্ড গুলি খাওয়ার পর হাত উঁচু করে হাটু গেড়ে হাটুতে ভর দিয়ে আরো নিচু হয়ে বসে পড়ে। এরপর আই সি লিয়াকত দুই এক পা সামনে এগিয়ে এসে আরো ২ রাউন্ড গুলি করে। গুলি খাওয়া লোকটি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। গুলি খাওয়া লোকটির পা ছিল দক্ষিণ দিকে, মাথা ছিল উত্তর দিকে, মুখ পশ্চিম মুখি, ২ হাত সামনের দিকে। লিয়াকত ফোন করে কাকে যেন বলে ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি, তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। একটু পর লিয়াকত অন্য জায়গায় ফোন করে বলে ''একজনকে ডাউন করেছি, আরেক জনকে ধরে ফেলেছি স্যার''। লিয়াকত এই কথা বলতে বলতে গুলি খাওয়া লোকটির কাছে যায় এবং গুলি খাওয়া লোকটি বলে, ''আমাকে পানি দাও, নিশ্বাস দাও''। লিয়াকত সাহেব বলে, ''তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি'' এবং লোকটিকে পাছায় দুই একটা লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে তখন রাস্তার পূর্ব দিক থেকে একটি সিএনজি এসে থামে। লিয়াকত নন্দ দুলালকে গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরাতে বললে নন্দ দুলাল লোকটির কোমড়ে হাটু দিয়ে দুই হাত ধরে পিছনে এনে হ্যান্ডকাপ লাগায়। তখন

লিয়াকত সাহেব চুলওয়ালা লোকটাকেও হ্যান্ডকাপ পরাতে বললে শাহজাহান বলে, ''স্যার আমাদের কাছে হ্যান্ডকাপ নাই''। তখন লিয়াকত বলে, ''বালের ডিউটি করছ, হ্যান্ডকাপ নাই কেন, রশি দিয়ে বাঁধ''। এপিবিএন সদস্য আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ দৌড়ে লামার বাজার গিয়ে একটি রশি নিয়ে আসে। তারপর রাজিব, শাহজাহান, নন্দ দুলাল, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এই ৪ জন মিলে লম্বা চুল লোকটিকে রশি দিয়ে বাঁধে এবং ঐখানে দাঁড় করিয়ে রাখে। ঐ সময় লামার বাজারের দিক থেকে একটি সিএনজি এসে মাছের বাজারের আড়তের পাশে দাঁড়ায় এবং অস্ত্রধারী ৪ জন যথা মামুন, সাফানুর, কামাল ও লিটন সিভিল ড্রেসে দ্রুত এসে ঘটনাস্থলের দিকে যায়। লিয়াকত ঐ ৪ জনকে আদেশ দেয় কেউ যেন গুলি খাওয়া লোকটিকে পানি দিতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে, ভিডিও করতে না পারে, ছবি তুলতে না পারে, কেউ যেন কাছে আসতে না পারে। এই ৪ জন লোকজনকে বলে এবং লিয়াকত সাহেবের কথামত ডিউটি করতে থাকে। লিয়াকত সাহেব মামুনকে একটি গাড়ী নিয়ে আসতে বলে এবং কিছুক্ষণ পর একটি টাটা মিনি পিকআপ আসে। মিনি পিকআপটি লামার বাজারের রাস্তার দিকে নামতে চাইলে মামুন গিয়ে পিকআপটিকে থামায়। এরপর পিকআপটি চেকপোস্টের সামনে নিয়ে রাখে। লিয়াকত ক্যাশিয়ার মামুন ও সাফনুরকে গুলি খাওয়া লোকটির প্রাইভেট কার চেক করতে বললে তারা কারটি চেক করে বলে, ''স্যার পেয়েছি পেয়েছি''। লিয়াকত সাহেব বলে কি পেয়েছ? তারা কালো রংয়ের কভারের ভিতর ১ টি পিস্তল, কিছু কাগজপত্র ও আরেকটি ক্যামেরা হাতে তুলে দেখায়। ঐ সময় টেকনাফের দিক থেকে ২ টি গাড়ী হুইসেল দিয়ে এসে ব্রিজের উপর হার্ড ব্রেক করে থামে। ২টি গাড়ীর সামনেরটি নোহা গাড়ী, আরেকটি পুলিশের পিকআপ। নোহা গাড়ী থেকে প্রদীপ সহ ৪/ ৫ জন নামে। ওসি প্রদীপ দ্রুত মিনি পিকআপের সামনে গিয়ে লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে কি যেন কথা বলে এবং কথা বলা শেষ হলে প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির কাছে যায় এবং বলে, ''বহু দিনের টার্গেট, আজকে শেষ করতে পারছি'' এই বলে পা দিয়ে গুলি খাওয়া

লোকটিকে নাড়াচাড়া করে দেখে। গুলি খাওয়া লোকটি প্রদীপের কাছে শ্বাস ও পানি চায়। প্রদীপ বলে, ''কুত্তার বাচ্চা তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য, শ্বাস দেওয়ার জন্য মারছি''। প্রদীপ উত্তেজিত অবস্থায় গুলি খাওয়া লোকটির বাম পাশে পাজরে জোরে জোরে ২ টি লাথি মারে এবং পা দিয়ে বাম পাশের গলায় চেপে ধরে। গুলি খাওয়া লোকটির তখন হাত পা নড়তেছিল। এর কিছুক্ষণ পর গুলি খাওয়া লোকটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রদীপ পা সরিয়ে নেয়। প্রদীপ সাগর ও রুবেলকে লম্বা চুলের লোকটিকে মুখ বেঁধে ফেলতে এবং হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে বলে। সাগর ও রুবেল গিয়ে লোকটিকে বেঁধে চেকপোষ্টের ভিতরে নিয়ে মারধর করে এবং পানি ঢালে। প্রদীপ রুবেল ও সাগরকে গাড়ী থেকে ইয়াবা ও গাঁজা বের করতে বললে তখন রুবেল ও সাগর দ্রুত নোহা গাড়ীতে গিয়ে আবার প্রাইভেট কারের পাশে এসে বলে, ''স্যার ইয়াবা ও গাঁজা পেয়েছি''। প্রদীপ চেকপোষ্টের ভিতরে গিয়ে চুলওয়ালা লোকটিকে বলে, ''তোরা কিসের ভিডিও করিস, ক্রস ফায়ারের কি ভিডিও বানাইছস, তোদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম কক্সবাজার থেকে চলে যেতে, না গেলে ধ্বংস করে দেব বলছিলাম, তোরা যাস নাই, সেই কারনে আজ একজনকে শেষ করেছি, তোকেও শেষ করে দেব, তোকে কে বাঁচাবে, তোদেরকে আগে বলেছিলাম, আমার কথা শুনছ নাই। প্রদীপ চেকপোষ্ট থেকে বের হয়ে আসে এবং লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে কথা বলে। প্রদীপ আদেশ দেয়, লাশ পিকআপে তোলার জন্য। তখন নন্দ দুলাল দ্রুত গিয়ে গুলি খাওয়া লোকটির হ্যান্ডকাপ খুলে দেয়। সাফানুর, মামুন, কামাল ও লিটন এই ৪ জন গুলি খাওয়া লোকটির হাত পা ধরে ঝুলিয়ে চাউলের বস্তা তোলার মত করে পিকআপটিতে ছুড়ে মারে। পিকআপে ৪/৫ জন উঠে কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা দেয়। চুলওয়ালা লোকটিকে পুলিশের ভ্যান গাড়ীতে তুলে লিয়াকত ও প্রদীপ সহ পূর্ব দিকে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে নিয়ে যায়। এই পুরা ঘটনা তিনি খুব কাছ থেকে নিজ চোখে দেখেছেন। এরপর তিনি সিএনজি নিয়ে লামার বাজারে চলে যান। লামার বাজারে সিএনজি রেখে তিনি বাড়ী চলে যান।

পি. ডব্লিউ-৫ হাফেজ মোঃ আমিন তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি শামলাপুর বাইতুল নূর জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন। ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখ রাতে এশা নামাজের পর শামলাপুর বাইতুল নূর জামে মসজিদের ছাদে উঠেন। ঐ সময় তার সাথে হেফজখানার ১০/১২ জন ছাত্র ছাদে উঠে। শামলাপুর কেন্দ্রিয় জামে মসজিদে মাইকে কোরবানীন ঈদের জামাত কয়টায় হবে সেই এলান শুনার জন্য তারা বাইতুল নূর জামে মসজিদের ছাদে উঠেন। তারা আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকার দিকে শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ব্যাকিটেড টানার শব্দ শুনে চেকপোষ্টের দিকে তাকালে তিনি চেকপোষ্টে সিলভার কালারের একটি প্রাইভেট কার দেখেন। প্রাইভেট কারের আলোতে তিনি দেখতে পান, তার পূর্ব পরিচিত ইন্সপেক্টর লিয়াকত প্রাইভেট কারের দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লিয়াকত এর পশ্চিম পাশে অন্য আরেকজনকে ব্যারিকেড দিতে দেখেন। ঐ লোকটার পরিচয় পরে তিনি জানতে পারেন, উনি শামলাপুর পুলিশ ফাড়ির নন্দ দুলাল। প্রাইভেট কারের পশ্চিম পাশে এপিবিএন এর ২ জন সদস্যকে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ১ জন শাহজাহান আলী, অপরজন রাজিব হোসেন। প্রাইভেট কারের পূর্ব পাশে এপিবিএন এর একজন সদস্যকে তিনি দেখতে পান। তার নাম আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। লিয়াকত প্রাইভেট কারের দিকে পিস্তল তাক করে বলে, গাড়ী থেকে নাম। গাড়ীর পশ্চিম পাশের দরজা খুলে একজন লোক নেমে হাত উঁচু করে দাঁড়ায়। লোকটা লম্বা চুলওয়ালা ছিল। লিয়াকত নির্দেশ দেয় লোকটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে। লিয়াকত আবার চিৎকার করে বলে, গাড়ী থেকে নেমে আয়। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি গাড়ীর পূর্ব পাশের দরজা খুলে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসেন। লোকটার গায়ে আর্মির পোষাকের মত পোষাক পরা ছিল। উনার গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জি এবং পরনে আর্মির পোষাকের মত লম্বা প্যান্ট ছিল। ঐ লোক হাত উঁচু করে দুই এক পা এগিয়ে গাড়ীর হেডলাইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় ইন্সপেক্টর লিয়াকত শুট শুট বলে ২ রাউন্ড গুলি করলে গুলি লোকটির গায়ে লাগে। লিয়াকত আরো দুই

এক পা এগিয়ে এসে লোকটির গায়ে আরো ২ রাউন্ড গুলি করে। গুলি খেয়ে লোকটি হাত সামনের দিকে রেখে মাটিতে উপুড় হয়ে পরে যায়। লিয়াকত নির্দেশ দেয় হ্যান্ডকাপ পরাতে। তখন লিয়াকতের পশ্চিম পাশে ব্যারিকেট দেওয়া ব্যক্তি গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরায়। লিয়াকত এপিবিএন সদস্যকে নির্দেশ দেয় ধরে রাখা লোকটিকে হ্যান্ডকাপ পরাতে। এপিবিএন সদস্য বলে, স্যার হ্যান্ডকাপ নাই। তখন গাড়ীর পূর্ব পাশে থাকা এপিবিএন সদস্য লামার বাজারে গিয়ে রশি নিয়ে আসে। রশি আনার পর ৪ জন মিলে লম্বা চুলাওয়ালা লোকটিকে হাত পিছমোড়া করে রশি দিয়ে বাঁধে। লিয়াকত কাকে কাকে যেন ফোন করে। সে ফোন করে বলে, তোমরা কোথায় তাড়াতাড়ি আস। লিয়াকত ফোন কেটে দিয়ে আবার ফোন করে। সে ফোনে বলে, স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি। আহত ব্যক্তির কাছে লিয়াকত গেলে আহত ব্যক্তি কি যেন তাকে বলে। লিয়াকত তখন বলে, ‘‘কুত্তার বাচ্চা তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য, শ্বাস দেওয়ার জন্য’’? এই কথা বলে লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটিকে দুই একটা লাথি মারে ও পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। ঐ সময় লামার বাজার এর দিক থেকে সিভিল পোষাকে অস্ত্র সহ ৪ জন পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তখন লিয়াকত বলে, আহত ব্যক্তির কাছে যেন কেউ আসতে না পারে, সাহায্য করতে না পারে, কেউ যেন ছবি তুলতে না পারে। লিয়াকত সাহেব ঐ ৪ জনকে নির্দেশ দেয় গাড়ীটি তল্লাশী করতে। দুই জন গিয়ে গাড়ীটি তল্লাশী করে, তারা হলো আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাফানুর। তখন তারা তল্লাশী করে বলে, স্যার পেয়েছি পেয়েছি। লিয়াকত বলে কি পেয়েছ? আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাফানুর বলে স্যার একটা কভার ওয়ালা পিস্তল পেয়েছি, আরেকটি ক্যামেরা, আর কিছু কাগজপত্র। তারা হাত তুলে ঐ সব জিনিস লোকজনকে দেখায়। তখন দক্ষিণ দিক থেকে একটা ছারপোকা মিনি ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে থামে। ছারপোকা গাড়ীট লামার বাজারের দিকে নামতে চাইলে আব্দুল্লাহ আল মামুন গাড়ীটিকে সংকেত দিলে ড্রাইভার গাড়ীটিকে এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে এনে রাখে। ঘটনা

চলাকালিন সময়ে টেকনাফের দিক থেকে দুইটি গাড়ী এসে থামে। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) দেখেন যে, সামনের গাড়ীট একটি নোহা গাড়ী,তার পিছনেরটি পুলিশের গাড়ী। নোহা গাড়ী থেকে ওসি প্রদীপ সহ আরো কয়েকজন নেমে ঘটনাস্থলে আসে। লিয়াকত ও প্রদীপ কানে কানে কথা বলে। প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে, ‘‘কুত্তার বাচ্চা, অনেক দিনের প্ল্যানে তোকে মেরেছি’’। আহত ব্যক্তি কি যেন বলে। প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে, ‘‘তোকে মেরেছি পানি দেওয়ার জন্য, শ্বাস দেওয়ার জন্য’’? প্রদীপ ডান পা দিয়ে আহত ব্যক্তির বুকের বাম পাশে লাথি মারে এবং আহত ব্যক্তির বাম পাশের গলা চেপে ধরে। আহত ব্যক্তির শরীর একটু কেঁপে উঠে নাড়াচাড়া করে এবং নাড়াচাড়া করতে করতে এক পর্যায়ে নাড়াচাড়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রদীপ তার পা সরিয়ে নেয়। প্রদীপ তার সাথে আসা লোকজনকে গাড়ী তল্লাশী করতে বলে। তখন প্রদীপের সাথে আসা দুই জন দৌড়ে নোহা গাড়ীতে ঢুকে আবার প্রাইভেট কারের কাছে এসে বলে, ‘‘স্যার পেয়েছি, পেয়েছি গাঁজা ইয়াবা পেয়েছি’’ বলে হাতে দেখায়। প্রদীপ ফোন করে স্যার স্যার বলে কাউকে ঘটনা বুঝায়। এপিবিএন সদস্যরা যে লোকটাকে ধরে রেখেছিল প্রদীপ সেই লোকটাকে এপিবিএন অফিসের ভিতর নিয়ে মেরে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দিতে বলে। প্রদীপ লাশটা (মেজর সাহেবের) গাড়ীতে তুলতে বললে লাশটা গাড়ীতে তোলার পর ঐ গাড়ী কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। প্রদীপের গাড়ীগুলি পূর্ব দিকে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে চলে যায়। তিনি যা বলেছেন সৃষ্টিকর্তাকে সাক্ষী রেখে বলেছেন, তিনি নিজ চোখে দেখে সত্য বিবরন দিয়েছেন।

পি. ডব্লিউ-৬ হাফেজ মাওলানা শহিদুল ইসলাম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রোজ শুক্রবার, সময় আনুমানিক রাত ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোডের শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্ট। ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ এশার নামাজ তার (পি. ডব্লিউ-৬) ইমামতিতে মসজিদে শেষ হয়। এশার ফরজ, সুন্নত, নফল, ওয়াজিব এবং কোরআন তেলওয়াত শেষ

করে রাত ৯.১৫ ঘটিকার তিনি মসজিদের সিড়ির পাশে তার শয়ন কক্ষে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে ছাদের উপর যান। এরপর ছাদের উপর থেকে পশ্চিম দিকে লক্ষ্য করেন। কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের এপিবিএন চেকপোস্টের সামনে তিনি একটি প্রাইভেট কার দেখেন। প্রাইভেট কারের সামনে ডান পাশে সেনাবাহিনীর পোষাকের মতো পোষাক পরা এক ব্যক্তি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেখেন। বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির আই সি লিয়াকতকে পিস্তল হাতে দাড়িয়ে থাকতে দেখেন। একই সাথে দেখেন যে, প্রাইভেট কারের পশ্চিম পার্শ্বে চিকন লম্বা চুলওয়ালা একজন লোককে এপিবিএন সদস্যরা শক্ত করে ধরে আছে। তখন লিয়াকত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তি আহ্ আহ শব্দ করে ''আমাকে একটু পানি দাও, আমাকে একটু শ্বাস দাও'' বড় বড় করে বলে কাঁতরাচ্ছিল। মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তির এই কথা শুনে লিয়াকত আরো ক্ষেপে যায় এবং সে বলে, ''তোকে কি পানি দেওয়ার জন্য গুলি করেছি, শ্বাস দেওয়ার জন্য গুলি করেছি''। তখন লিয়াকত নন্দ দুলাল এবং এপিবিএন সদস্যদেরকে বলে দুই জনের (মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তি এবং লম্বা চুল ওয়ালা লোকটি) হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও। এস আই নন্দ দুলাল আহত ব্যক্তিকে হ্যান্ডকাপ পরায়। এপিবিএর এর এক সদস্য লামার বাজার গিয়ে রশি এনে লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে রশি দিয়ে সবাই মিলে হাত বেঁধে ফেলে। মাটিতে পড়ে থাকা আহত ব্যক্তি যখন পানি ও শ্বাস চায় তখন আই সি লিয়াকত ক্ষেপে গিয়ে লোকটিকে খুব জোরে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। লিয়াকত মোবাইলে অনেকের সাথে কথা বলে। সে মোবাইলে বলে স্যার একজন টার্গেট ফেলে দিয়েছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পর শামলাপুর বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্র থেকে একটি সিএনজি করে কিছু পুলিশ সেখানে আসে, তাদের হাতে বড় অস্ত্র ছিল। লামার বাজারের শেষ প্রান্তে মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে সিএনজি দাঁড় করিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায। লিয়াকত তাদের ঐ প্রাইভেট কারটি তল্লাশি করতে বললে ফাঁড়ি থেকে আসা পুলিশ সদস্যরা গাড়ীটি

তল্লাশী করে গাড়ীর ভিতর থেকে খাপের ভিতর রক্ষিত একটি পিস্তল, একটি ক্যামেরা, আর কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করতে তিনি দেখেন। তখন গাড়ীর ভিতর থেকে কোন ইয়াবা, গাঁজা, মাদক বের করতে তিনি দেখেন নাই। লিয়াকত ফাঁড়ি থেকে আসা ব্যক্তিদেরকে একটা গাড়ী আনতে বললে ফাঁড়ি থেকে আসা এক ব্যক্তি একটি মিনি ট্রাক (স্থানীয় ভাষায় যাকে ছারপোকা গাড়ী বলা হয়) এনে চেকপোষ্টের সামনে রাখে। ঐ সময় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে কিংবা কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে কাউকে তিনি দেখেননি। লিয়াকত ফাঁড়ি থেকে আসা ব্যক্তিদের বলে যে, কেউ যেন আহত ব্যক্তির কাছে আসতে না পারে, কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে না পারে, পানি দিতে না পারে এবং তাদের পাহাড়া দিয়ে রাখতে বলে। ঐ সময় টেকনাফের দিক থেকে একটি নোহা গাড়ী ও আরেকটি পুলিশের ভ্যান গাড়ী ঘটনাস্থলের পাশে ব্রিজে হার্ড ব্রেক করে দাঁড়ায়। সাদা নোহা গাড়ী থেকে ওসি প্রদীপ সহ পুলিশ লাফ দিয়ে নেমে তারা সবাই দ্রুত বেগে এপিবিএন চেকপোষ্টে যায়। এরপর ছারপোকা গাড়ীটির একটু সামনে আই সি লিয়াকত, এস আই নন্দ দুলাল ও ওসি প্রদীপ কানে কানে কিছু কথা বলে ওসি প্রদীপ আহত ব্যক্তির কাছে যায় এবং সে আহত ব্যক্তির বাম পাজড়ে জোরে জোরে লাথি মারে ও বুট জুতা দিয়ে আহত ব্যক্তির গলার বাম পাশে চেপে ধরে। একপর্যায়ে আহত লোকটি কাঁপতে কাঁপতে নিস্তেজ হয়ে যায়। আহত লোকটিকে পুলিশের পক্ষ থেকে পানি দিতে কিংবা কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে তিনি দেখেননি। অতঃপর ওসি প্রদীপ লম্বা চুলওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে রুবেল ও সাগরকে সে জোরে জোরে বলে ''এই রুবেল, সাগর লোকটিকে মেরে পিটিয়ে হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে দাও, নাকে মুখে পানি ঢাল''। ঘটনাস্থলের পুলিশ সদস্যরা লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে চেকপোষ্টের পাকা ঘরে নিয়ে খুব মারধর করে, নাকে মুখে পানি ঢালে। ওসি প্রদীপ বলে ''কিসের ভিডিও করিস, ভিডিও গুলো কোথায়''। সে আরো বলে ''তোদেরকে বলেছিলাম না এখান থেকে চলে যেতে''। আরো কি যেন বলে, তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) সব কিছু ভালো করে শুনেননি।

তখন লোকটি কান্নাকাটি করছিল। আনুমানিক ১০.৩০ কিংবা ১০.৪০ ঘটিকার সময় ওসি প্রদীপ মোবাইল ফোনে বলে, স্যার কি করব, পাঠিয়ে দেব? পুলিশের কয়েকজন মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে খুব খারাপ ভাবে তুলে ছারপোকা গাড়ীতে নিষ্ঠুরভাবে ছুড়ে মারে। পুলিশের লোকেরা লোকটিকে গাড়ীতে পা দিয়ে সোজা করে রাখে এবং ছারপোকা গাড়ীটি কক্সবাজারের দিকে চলে যায়। এরপর তিনি তার শয়ন কক্ষে চলে যান। পরের দিন সকালবেলা তিনি লোকজনের কাছে জানতে পারেন যে, গুলি খাওয়া লোকটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা।

পি. ডব্লিউ-৭ মোঃ আবদুল হামিদ তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ঘটনার তারিখ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। ঘটনাস্থল শামলাপুর মেরিন ড্রাইভ রোড এপিবিএর চেকপোস্ট। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) শামলাপুর নৌকার ঘাটে ভাত বিক্রি করে সংসার চালান। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকার সময় তিনি শামলাপুর বাজারে ছিলেন। রাত অনুমান ৯.১৫ ঘটিকার সময় শামলাপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই সি লিয়াকত আলী ও এস আই নন্দ দুলালকে মোটরসাইকেল যোগে তিনি পূর্ব দিক থেকে মেরিন ড্রাইভ রোডের দিকে যেতে দেখেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও বাড়ি যাওয়ার জন্য মেরিন ড্রাইভ রোডে উঠেন। মেরিন ড্রাইভ রোডের রাস্তার পশ্চিম পাশে এপিবিএন চেকপোষ্টের দক্ষিণে লিয়াকতকে এবং এপিবিএন চেকপোষ্টের উত্তর পাশে নন্দ দুলালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ঐ সময় তিনি দক্ষিণ দিক থেকে একটি প্রাইভেট কারকে কক্সবাজারের দিকে আসতে দেখেন। তখন সময় রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকা। রাস্তার পূর্ব পাশে একজন এপিবিএন সদস্য নাম আব্দুল্লাহকে অস্ত্রসহ এবং রাস্তার পশ্চিম পাশে এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে ২ জন এপিবিএন সদস্য রাজিব ও শাহজাহান আলীকে ডিউটি করতে দেখেন। তাদের একজনের হাতে অস্ত্র ছিল। এপিবিএন সদস্য রাজিব প্রাইভেট কারটিকে সংকেত দিলে প্রাইভেট কারটি থামে। এরপর রাজিব প্রাইভেট কারের যাত্রীদের সাথে কথা বলে এবং রাজিব যাত্রীদের স্যালুট দেয়,

শাহজাহান আলীও স্যালুট দিয়ে প্রাইভেট কারটিকে চলে যাওয়ার জন্য সংকেত দেয়। গাড়ীর একটু পিছন দিক থেকে লিয়াকত স্যার ''থাম থাম'' বলে চিৎকার দিয়ে গাড়ীর দরজা বরাবর গিয়ে গাড়ীর যাত্রীদের সাথে কথা বলে। হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে গিয়ে ব্যারিকেডে টান দেয়। তখন নন্দ দুলালও ড্রাম দিয়ে ব্যারিকেড দেয়। তখন আই সি লিয়াকত গাড়ীর দিকে পিস্তল ধরে গাড়ীর ভিতরে যাত্রীকে বের হয়ে আসতে বলে। গাড়ীর পশ্চিম দিক থেকে লম্বা চুলওয়ালা লোক হাত উঁচু করে বের হলে লিয়াকত শাহজাহান আলী ও রাজিবকে নির্দেশ দেয় লম্বা চুলা লোকটিকে ধরতে। শাহজাহান আলী এবং রাজিব লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে শক্ত করে ধরে গাড়ীর পাশে দাঁড় করিয়ে রাখে। গাড়ীর ডান দিকে ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে নামে। লোকটির গায়ে সেনাবাহিনীর পোষাকের মত পোষাক পড়া ছিল। লোকটি ''বাবা শুন'' বলে গাড়ীর সামনে লাইট বরাবর যায়। আই সি লিয়াকত ''শুট শুট'' বলে লোকটিকে ২ রাউন্ড গুলি করলে লোকটি গুলি খেয়ে আধা বসার মত হাঁটু গেড়ে হাত উঁচু করে বসে পড়ে। লিয়াকত কয়েক কদম সামনের দিকে এগিয়ে আবারো ২ রাউন্ড গুলি করে এবং গুলি খেয়ে লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এরপর লিয়াকত মোবাইল করে এবং ২ জনকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বলে। নন্দ দুলাল গুলি খাওয়া লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগায়। লম্বা চুলা লোকটির পাশে গিয়ে লিয়াকত আলী শাহজাহান আলীকে লোকটিকে হ্যান্ডকাপ লাগাতে বললে শাহজাহান আলী বলে যে, হ্যান্ডকাপ নাই। লিয়াকত তখন তাদের গালমন্দ করে। এরপর এপিবিএর সদস্য আব্দুল্লাহ দৌড়ে বাজারে গিয়ে রশি এনে নন্দ দুলাল, রাজিব, আব্দুল্লাহ মিলে লম্বা চুলা লোকটির হাত রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। এরপর লিয়াকত ফোন করে বলে ''টার্গেট ফেলে দিয়েছি''। আবার ফোন করে বলে, ''স্যার একজনকে ডাউন করেছি, আরেকজনকে ধরে ফেলেছি''। লিয়াকত গুলি খাওয়া লোকটির কাছে এগিয়ে রাগ করে কি যেন বলে তাকে লাথি মারে এবং পা দিয়ে মাথা চেপে ধরে। লোকটি পানি চায়, তখন লিয়াকত বলে, ''তোকে গুলি

করেছি কি পানি খাওয়ানোর জন্য''? কিছুক্ষণ পর পুলিশ ফাঁড়ির দিক থেকে সিএনজিতে করে আরো ৪ জন অস্ত্র সহ পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে, ঐ ৪ জন হলো লিটন, সাফানুর, কামাল, ক্যাশিয়ার মামুন। তারা ঘটনাস্থলে এসে অস্ত্র দেখিয়ে লোকজনকে নির্দেশ দেয়, ''যে যেখানে আছেন থাকেন, কেউ সামনে আসবেন না, গুলি খাওয়া লোকটিকে কোন সাহায্য করবেন না''। লিয়াকত মামুন ও সাফানুরকে প্রাইভেট কার তল্লাশী করতে বললে তারা প্রাইভেট কার তল্লাশী করে একজন পুলিশ চিৎকার করে বলে, ''পেয়েছি, পিস্তল ও কিছু কাগজপত্র পেয়েছি''। ঐ সময় দক্ষিণ দিক থেকে ১ টি নোহা ও আরেকটি পুলিশের গাড়ী নিয়ে ওসি প্রদীপ সেখানে আসে এবং সে (প্রদীপ) গাড়ী থেকে নেমে ঘটনাস্থলে গিয়ে লিয়াকত, নন্দ দুলাল ও ওসি প্রদীপ কানে কানে কিছু কথা বলে। প্রদীপ রাগ করে বলে, ''অনেক চেষ্টার পর কুত্তার বাচ্চাকে শেষ করতে পেরেছি''। মানুষটি তখনও জীবিত ছিল। প্রদীপ গুলি খাওয়া লোকটির বাম পাশে কয়েকটি লাথি মারে এবং পা দিয়া গলার উপর জোরে চেপে ধরে। প্রদীপ এর পায়ে বুট জুতা ছিল। কিছুক্ষণ পর মানুষটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রদীপের সাথে আসা পুলিশদের প্রাইভেট কারটি তল্লাশী করতে বললে প্রদীপের কথায় সাগর ও রুবেল (যাদের নাম প্রদীপ স্যারের ডাকাডাকিতে জানতে পারেন) নোহা গাড়ীতে গিয়ে কিছু সময় পর আবার প্রাইভেট কারের কাছে এসে বলে ''ইয়াবা ও গাঁজা পেয়েছি স্যার''। প্রদীপ ও লিয়াকত ছারপোকা গাড়ীর আড়ালে গিয়ে কিছু কথা বলে। এরপর প্রদীপ প্রাইভেট কারের কাছে এসে লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে বলে, ''তোরা কিসের ভিডিও করছিস, ক্রস ফায়ারের ভিডিও করেছ, এগুলো কোথায় বের কর। তোদেরকে কক্সবাজার ছেড়ে চলে যেতে বলছিলাম, যাস নাই বলে তোদের আজকে এই পরিনতি হয়েছে''। সাগর ও রুবেল এবং অন্যান্য পুলিশ লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে এপিবিএন চেকপোষ্টের ভিতরে ঢুকিয়ে মারধর করে, চোখে গামছা বেঁধে পানি ঢালে। কিছুক্ষণ পর স্যারদের নির্দেশে গুলি খাওয়া লোকটিকে লিটন, সাফানুর, ক্যাশিয়ার মামুন ও কামাল এই

৪ জন মিলে বস্তা ছুঁড়ে মারার মত করে ছারপোকা গাড়ীতে ছুঁড়ে মারে। এরপর ছারপোকা গাড়ীটি কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা দেয়। লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে পুলিশের গাড়ীতে করে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে নিয়ে যায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-৭) সহ উপস্থিত মোহাম্মদ আলী (পি. ডব্লিউ-৩), কামাল হোসেন (পি. ডব্লিউ-৪), হাফেজ আমিন (পি. ডব্লিউ-৫) সহ বাজারের ও মসজিদের বহু লোকজন চাঁদের আলো, চেকপোষ্টের লাইট ও গাড়ীর লাইটে ঘটনাটি দেখেন।

এছাড়া এই মামলায় অভিযুক্ত ১৫ জন আসামীর মধ্যে ১২ জন আসামী যথা- ১। মোঃ লিয়াকত আলী ০২। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৩। মোঃ নুরুল আমিন, ৪। মোঃ আইয়াছ প্রকাশ আয়াজ, ৫। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ৬। মোঃ শাহজাহান আলী, ৭। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৮। মোঃ রাজিব হোসেন, ৯। মোঃ লিটন মিয়া, ১০।মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১১। মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ ও ১২। ছাফনুল করিম ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

প্রথমে দেখা যাক, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে আসামী যথা- ১। মোঃ লিয়াকত আলী ০২। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৩। মোঃ নুরুল আমিন, ৪। মোঃ আইয়াছ প্রকাশ আয়াজ, ৫। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ৬। মোঃ শাহজাহান আলী, ৭। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৮। মোঃ রাজিব হোসেন, ৯। মোঃ লিটন মিয়া, ১০।মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১১। মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ ও ১২। ছাফনুল করিম কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিগুলি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত কিনা?

১। মোঃ লিয়াকত আলী এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৩৮) নিম্নরুপ:-

"আমি মোঃ লিয়াকত আলী, পুলিশ পরিদর্শক টেকনাফ, কক্সবাজার। আমি বিগত ১৮/০১/২০২০ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানধীন বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে যোগদান করি।

যোগদান পরবর্তী বিভিন্ন মাদক, মানব পাচার রোধ, ডাকাত ধরার জন্য বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করি। বিভিন্ন মিটিং এ ওসি স্যার ও সিনিয়র স্যারেরা মাদক, মানব পাচার রোধ ও ডাকাত ধরার জন্য জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে বলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ওসি স্যার ঘটনার কিছুদিন আগে এলাকায় ডাকাতের আনাগোনা বেড়েছে এবং একটি গ্রুপ অত্র এলাকায় ভিডিও চিত্র করার জন্য এসেছে জানতে পারেন। এটাও জানতে পারেন যে, গ্রুপটি অত্র এলাকায় ভিডিও চিত্র করার নামে অন্য উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছে। এই গ্রুপটির ব্যাপারে ওসি স্যার আমাকে বিশেষ ভাবে সর্তক করেন এবং গ্রুপটিকে সুবিধামতো পেলে জানে শেষ করে দিতে বলেন। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ জিওসি স্যারের বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে রামু সেনানিবাসের ৩ নং সার্ভিস পয়েন্ট এ আমি ও ওসি স্যার যাই। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে ওসি প্রদীপ স্যার সেই ভিডিও ধারন করা দলটি সম্পর্কে আমাকে পুনরায় সর্তক করেন এবং ওসি প্রদীপ স্যার বা অন্য কারো ফোন পাওয়ার সাথে সাথে যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি, সে জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। এরপর স্যার চলে যান, আমিও আমার অফিসে চলে আসি। পরবর্তীতে রাত অনুমান সাড়ে আটটার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের নুরুল আমিন আমাকে কল করে জানায় যে, তাদের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ভিডিও দলের সদস্য ঘুরাঘুরি করছে। তখন আমি তাদের সতর্ক করে দিই আর বলি যে, বেশী করে লোকজন জড়ো করো। পরবর্তীতে সে ফোন দিয়ে জানায়, ভিডিও দলের দুই জন লোক পাহাড় থেকে নেমে তাদের ধাওয়া দিয়ে মেরিন ড্রাইভে উঠে সিলভার কালারের গাড়ীযোগে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। তখন আমি শ্যামলাপুর চেকপোষ্টে এস আই শাহজাহানকে মোবাইল করে সতর্ক করি এবং আমি সংগীয় এস আই নন্দ দুলালকে সাথে নিয়ে চেকপোষ্টের দিকে মোটর সাইকেল যোগে যাই এবং রাত্রিকালীন ডিউটি পার্টিকে আসতে বলি। আমরা চেকপোষ্টে পৌঁছার কিছুক্ষন পর সংবাদ দাতাদের বর্ণনা মতে একটি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার আসলে এপিবিএন এর একজন সদস্য থামার সংকেত

দিলে কিছুদূর পর গাড়ীটি থামে। আমি তখন দৌড়ে গিয়ে সামনের দিকে ব্লক দেই। পরে গাড়ীর আরোহী দুইজনকে হাত উচু করে নামার জন্য বললে একজন হাত উঁচু করে নামে এবং কম্ব্যাট কাপড় পড়া অপর জন কিছুক্ষণ পর নামে। পরে নামা ব্যক্তিটি হাত উঁচু না করায় এবং তাহার হাতে পিস্তল আছে মনে হওয়ায় আমি ভীত হই এবং ০৪(চার) রাউন্ড গুলি বর্ষন করি। বিষয়টি তৎক্ষনাৎ ওসি স্যারকে জানালে তিনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং হাসপাতালে না পাঠাতে বলেন। এর মধ্যে বিষয়টি আমি একাধিক স্যারকে অবহিত করি। কিছুক্ষন পর ওসি স্যার ও তার সঙ্গীও ফোর্সরা আসলে তিনি আমার সাথে ও এস আই নন্দ দুলালের সাথে আলাপ করেন। ওসি স্যার আমার কাছে গুলি খাওয়া ব্যক্তিটি মারা গেছে কিনা জানতে চাইলে আমি জীবিত আছে বলে জানাই। ওসি প্রদীপ স্যার তখন পড়ে থাকা ব্যক্তির নিকট যান এবং প্রথমেই পা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখেন যে, আহত ব্যক্তি তখনও জীবিত আছে। ওসি স্যার তখন আহত ব্যক্তির বুকের বাম পার্শ্বে সজোরে কয়েকটি লাথি মারেন এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরেন, এরপর ব্যক্তিটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ওসি স্যারকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিলো। ওসি স্যার, নন্দ দুলাল সহ সঙ্গীয় ব্যক্তিগন সিফাতকে মুখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন আমি তার পরিচয়ের বিষয় জানার জন্য চেষ্টা করি এবং তাকে মেডিক্যালে পাঠানোর জন্য গাড়ী খুঁজতে থাকি এবং একটি ছারপোকা গাড়ী দিয়ে এস আই লিটন মিয়া ও দুইজন কনস্টেবল সাথে দিয়ে আহত ব্যক্তিকে কক্সবাজার মেডিক্যালের উদ্দেশ্যে প্রেরন করি। পরে জানতে পারি আহত ব্যক্তিটি মেজর সিনহা স্যার। এই আমার জবানবন্দী”।

আসামী লিয়াকত আলীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ-৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, গত ৩০/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আই ও সাহেব তাঁর (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে

তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামীর) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১১ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৮ ও প্রদর্শনী-৩৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি উক্ত আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে এবং ইহাতে আসামী পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর মোট ০৯ টি স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৮/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী লিয়াকত আলী কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩৮) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৮) আসামী লিয়াকত আলীর উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে

শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

২। এস আই (নিরস্ত্র) নন্দ দুলাল রক্ষিত এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী নিম্নরুপ (প্রদর্শনী- ৩৯) :-

"আমি এস আই (নি:) নন্দ দুলাল রক্ষিত। বিগত ৩১ শে জুলাই ২০২০ ইং আমি এবং আইসি লিয়াকত স্যার বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের নীচে ছিলাম। রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে আইসি লিয়াকত স্যার মোবাইল ফোনে কারো সাথে কথা বলে খুবই উত্তেজিত হয়ে যান। আমাকে বললেন, "তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল স্টার্ট দাও বাহারছড়া চেকপোষ্টে যেতে হবে"। আমি সরকারি কাজের অংশ মনে করেই আমার রুম থেকে বাইকের চাবি এনে বাইক স্টার্ট দিয়ে বাহারছড়া চেকপোষ্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। পোষ্টে পৌঁছার পর আইসি স্যার এপিবিএন এর পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন জরুরী ইনফরমেশন আছে, একটি প্রাইভেট কার আসলে এটিকে আটকাতে হবে। এর মধ্যে বাইক নিয়ে স্যারের সাথে কেউ একজন দেখা করতে আসলে তিনি একটু দক্ষিন দিকে যান। আমি ও এপিবিএন সদস্যরা চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টার দিকে একটি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার এপিবিএন চেকপোষ্টের সামনে আসলে এপিবিএন সদস্যরা প্রাইভেট কারটিকে থামার জন্য সংকেত দিলে প্রাইভেট কারটি ধীরগতিতে এসে থামে। তখন এপিবিএন এর এস আই শাহজাহান গাড়ীটির বামদিকে জানালার পাশে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি নিজেকে মেজর সিনহা (অব:) পরিচয় দেয় এবং কি যেন কথা হয়। তখন এপিবিএন সদস্যরা গাড়ীটিকে চলে যাওয়ার জন্য সংকেত দেয়। সংগে সংগে গাড়ীর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আইসি লিয়াকত স্যার উত্তেজিত ভাবে গাড়ীটিকে যেতে না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় এবং দ্রুত গতিতে গাড়ীটির বাম পার্শ্বের জানালার পাশে

এসে গাড়ীটির ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তির নিকট পুনরায় পরিচয় জানতে চায়। উক্ত ব্যক্তি তখন নিজেকে অব: মেজর সিনহা পরিচয় দেয়ার সংগে সংগেই আইসি স্যার অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে ব্যারিকেডটি ঠেলে দিয়ে ব্লক দেয়। উক্ত ঘটনার সময় আমি আইসি স্যারের পেছনে ছিলাম এবং আমিও ব্লক দিই। সংগে সংগে আইসি স্যার গাড়ীর সামনে গিয়ে পিস্তল তাক করে উত্তেজিত অবস্থায় গাড়ীতে বসে থাকা উক্ত মেজর পরিচয় দানকারী ব্যক্তি ও তার সঙ্গীকে নামতে বলে। প্রথমেই বাম দিকে বসে থাকা ব্যক্তি দুই হাত উঁচু করে বের হয়ে আসে। এরপর ডান পাশে ড্রাইভিং সীটে বসে থাকা ব্যক্তি লিয়াকত স্যারের উদ্দেশ্যে কি যেন বলতে বলতে দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসে। লিয়াকত স্যার সংগে সংগেই ''শুট শুট'' বলে ০২(দুই) রাউন্ড গুলি করেন। আমি মেজর সিনহার দিকে তাকালাম, তিনি দুই হাত উচুঁ করে সামনের দিকে ঝুকে ছিলেন। এরপর চিৎকার করে আইসি লিয়াকত স্যার এক কদম সামনে গিয়ে আরো ০২ (দুই) রাউন্ড গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজর সিনহা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলিবিদ্ধ মেজর সিনহা স্যার বারবার লিয়াকত স্যারের কাছে পানি চান। আমি লিয়াকত স্যারের পাশে গেলে তিনি আমাকে বললেন লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটাকে ধরে রাখতে। আমি ও এস আই শাহজাহান লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটাকে ধরে রাখলাম। আইসি লিয়াকত স্যার বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে কথা বলতে থাকেন। আমি আইসি লিয়াকত স্যারের আদেশে ফাঁড়ীর মুন্সির কাছে ফোন করে আরো ফোর্স পাঠাতে বল্লে কিছুক্ষণ পর তারা আসে এবং গাড়ীটি বিভিন্নভাবে তল্লাশী করে গাড়ীর ভেতর থেকে ১ টি পিস্তল ও কিছু কাগজ পায়, চেক করে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এর কিছুক্ষণ পর ওসি স্যার ও তার সঙ্গীয় ফোর্সরা আসার পর তিনি লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কিছুক্ষণ আলাপ করে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকা মেজর সিনহার নিকট যান। ওসি প্রদীপ স্যার বেশ মুড নিয়ে বলেন ''অনেক টার্গেট নেয়ার পর কুত্তার বাচ্চারে শেষ করতে পারছি'' তারপর পা দিয়ে সিনহার বুকের নিচে নড়াচড়া করে

দেখেন। তখন তিনি দেখতে পান যে, মেজর সিনহা তখনো জীবিত আছে। মেজর সিনহা স্যার তখন ওসি প্রদীপ স্যারের কাছে পানি চাচ্ছিলেন ও আর কি যেন বলছিলেন। তারপর প্রদীপ স্যার পড়ে থাকা আহত মেজর সিনহার বুকের বাম পার্শ্বে কয়েকটি লাথি মারেন এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরেন। এরপর সিনহা স্যারের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ওসি প্রদীপ স্যার পোস্টের ভিতর রাখা লম্বা চুলের ছেলেটির মুখের উপর পানি ঢেলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর এস আই লিটন ও তার দল যে ছারপোকা (পিকআপ) টি নিয়ে এসেছিলো, সেটিতে করে মেজর সিনহাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যান। অত:পর সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে সবাই ফাঁড়িতে চলে যায়। আমাকে লিয়াকত স্যার চেকপোষ্টে ডিউটি করতে বলেন। রাত আনুমানিক ১২.০০ টার দিকে ফাঁড়ীতে গেলে ওসি প্রদীপ স্যার আমাকে জব্দ তালিকা করতে বলেন। সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করলে স্যার আমাকে বলেন, সাক্ষীরা ঘটনাস্থলে দেখেছে, এখানে আরো ভালো করে দেখছে। পরে জব্দ তালিকা প্রস্তুতের সময় লিয়াকত স্যার আমাকে যে নির্দেশ দেয়, সে অনুযায়ী আমি লিখি। প্রথমে লিয়াকত স্যার বাদী হয়ে এজাহার দায়ের করেন। ওসি প্রদীপ স্যার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এজাহার দায়ের করেন। ওসি প্রদীপ স্যার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এজাহারে ৩০২ ধারা যোগ করতে বলেন এবং আমাকে বাদী হয়ে এজাহার দিতে বললে আমি এজাহার দেই। প্রথমে জব্দ তালিকা লিয়াকত স্যার তৈরী করেন, পরে ওসি স্যারের নির্দের্শে আমি উক্ত জব্দ তালিকা হুবহু তৈরী করি। আমি কারন জানতে চাইলে ওসি স্যার জানান যে, যদি কোন ভাবে এই মামলা লিয়াকত স্যারের বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় মোড় নেয়, তাহলে জব্দ তালিকা আমাকে করতে হবে এবং মামলার বাদী আমাকেই হতে হবে। এই কারনে আমাকে দিয়েই মামলায় জব্দ তালিকা তৈরী করানো হয় এবং মামলার বাদী আমাকেই বানানো হয়। ওসি স্যারের নির্দেশে লিয়াকত স্যার মামলার এজাহার টাইপ করে আনলে আমি এজাহারে

স্বাক্ষর করি। আমি ওসি প্রদীপ স্যার ও লিয়াকত স্যারকে ভয় পাই বিধায় আমি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা ও তাদের তৈরী এজাহারে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হই। এই আমার জবানবন্দী''।

আসামী নন্দ দুলালের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ-৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিতকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, সে (আসামী) দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (আসামী) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৩ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৩৯ ও প্রদর্শনী- ৩৯/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ইহাতে আসামী এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত মোট ১২ টি স্বাক্ষর করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৯/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩৯) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৮) আসামী নন্দ দুলালের উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে

যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

৩। এ এস আই (নিরস্ত্র) লিটন মিয়া এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪০) নিম্নরুপ:-

‘‘আমি এ এস আই মোঃ লিটন মিয়া বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে কর্মরত ছিলাম। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে আমি কং ছাফানুল করিম, কং কামাল সহ টেকনাফের নোয়াখালী পাড়ার ফাঁড়ি ইনচার্জ লিয়াকত স্যারের নেতৃত্বে একটি অপারেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার পথে আনুমানিক রাত সাড়ে আটটার দিকে আইসি লিয়াকত স্যার আমাকে বলে মারিশবুনিয়ার দিকে ভিডিও পার্টি দেখা গেছে তোমাকে যেতে হতে পারে। আমরা তখন মারিশবুনিয়ার কাছাকাছি থাকায় লিয়াকত স্যারকে এখন যাবো কিনা জিজ্ঞেস করায স্যার বলেন, এখন দরকার নেই আমাদের স্থানীয় ফোর্স কাজ করছে, দেখা যাক তারা কি করতে পারে। আনুমানিক রাত নয়টার দিকে ফাঁড়িতে ফেরত এসে রাতের খাওয়ার শেষ করার সাথে সাথে ফাঁড়ির মুন্সি কনস্টেবল আরিফ জানায় যে, আমাদেরকে দ্রুত শ্যামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে যেতে হবে। ইনচার্জ লিয়াকত স্যার ও নন্দ দুলাল স্যার ইতোমধ্যে

সেখানে চলে গেছেন। ঐ সময় আমি, কনস্টেবল কামাল, ছাফুনুল করিম ও আব্দুল্লাহ আল মামুন সরকারি অস্ত্র সহ একটি সিএনজি করে শামলাপুর চেকপোষ্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। চেকপোষ্টের কাছে মেরিন ড্রাইভে পৌছে ট্রাফিক জ্যাম ও অনেক লোকজন দেখে সিএনজি ছেড়ে পায়ে হেটে চেকপোষ্টে পৌছি। চেকপোষ্টে পৌছে চেকপোষ্টের সামনে দুই ও তিন নং ব্যারিকেডের মাঝখানে একটি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার ও প্রাইভেট কারের সামনের ডান পাশে সেনাবাহিনীর মতো পোষাক, গেঞ্জি, বেল্ট ও বুট পরা লোককে গুরুতর রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি। সে তখনও শ্বাস নিচ্ছিলো। তার হাতে হাত কড়া ছিলো। রাস্তার অপর পাশে চিকনামত লম্বা চুলসহ একজন লোককে চোখ হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌছার পরে আইসি লিয়াকত স্যার আমাদেরকে ধমকাধমকি করেন। ঐ সময় তাকে খুব উত্তেজিত এবং মোবাইলে বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলতে দেখা যায়। ঐ সময় আহত ব্যক্তি কাতরাচ্ছিলো এবং ‘‘আমাকে পানি দাও শ্বাস দাও’’ বলে অনুরোধ করছিলো। ইতোমধ্যে আমরা এপিবিএন সদস্যদের নিকট জানতে পারি যে, আইসি লিয়াকত স্যার মেজর সিনহা পরিচয় দেয়া উক্ত ব্যক্তিকে গুলি করেছে, বেশ লোকজন জড়ো হওয়াতে আমরা লিয়াকত স্যারের নির্দেশে লোকজন নিয়ন্ত্রন করি এবং উক্ত আহত গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে কেউ যেন সাহায্য করতে না পারে সেজন্য অস্ত্রসহ ঘটনাস্থল পাহারা দেই। এরপর আমরা আইসি লিয়াকত স্যারের নির্দেশে উক্ত গাড়ী তল্লাশী করি। গাড়ীর ভিতর সামনের দুই সিটের মাঝখানে একটি অস্ত্র (পিস্তল) এবং ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ, ক্যামেরা ও সিডি বক্স পাই। রাত আনুমানিক ১০ টার দিকে কং মামুন ও কং কামাল একটি ছারপোকা গাড়ি (পিকআপ) থামায়। রাত অনুমান ১০ টার দিকে ওসি প্রদীপ স্যার সিভিল পোশাকে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি সাদা মাইক্রো এবং একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে এবং লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কিছু কথা বলে সংগীয় ফোর্সসহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যক্তির কাছে যায় এবং কর্কস স্বরে বলে যে, ‘‘অনেক চেষ্টায় পর কুত্তার বাচ্চাকে শেষ

করতে পারছি''। এরপর প্রদীপ স্যার প্রথমে মেজর সিনহাকে পা দিয়ে নড়াচড়া করে দেখে বেঁচে আছে কিনা? মেজর সিনহা তখনও বেঁচে ছিলো। পানি ও শ্বাস চাচ্ছিলো দেখে প্রদীপ স্যার গালাগালি করে মেজর সিনহাকে লাথি মারে ও পা দিয়ে গলা চেপে ধরে রাখে। ঐ সময় সিফাতকে (পরে নাম জানতে পারি)। এপিবিএন চেকপোস্টের ভেতর এপিবিএন এর এস আই শাহজাহান ও এস আই নন্দ দুলালের হেফাজতে দেখি। এসময় ওসি প্রদীপ স্যার তার সঙ্গীয় ফোর্সকে গাড়ীট পুনরায় তল্লাশী করে মাদক ও ইয়াবা খুঁজে বের করতে বললে প্রদীপ স্যারের সাথে আসা কং সাগর দেব ও কং রুবেল শর্মা সহ কয়েকজন তাদেরকে টেকনাফ থেকে নিয়ে আসা মাইক্রোবাসের দিকে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে ওসি প্রদীপ স্যারের সাথে আসা কং সাগর দেব ও কং রুবেল শর্মা গাড়ীর ভেতর মাদক পাওয়া গেছে বলে জানায়। এদিকে ওসি প্রদীপ স্যার সঙ্গীয় ফোর্স সহ আমাদেরকে নিয়ে সিফাতের নাক চোখ বেঁধে পানি ঢালে। ঐ সময় অনেকের সাথে আমিও জিজ্ঞাসাবাদে সহায়তা করি। প্রদীপ স্যার সিফাতকে বারবার ''তোরা কিসের ভিডিও বানাচ্ছিলি'' এবং প্রদীপ স্যারের বিরুদ্ধে কি কি কাজ করেছে জানতে চাচ্ছিলেন। রাত প্রায় পৌনে এগারটায় আহতকে গাড়ীতে তুলবো কিনা জিজ্ঞেস করলে প্রদীপ স্যার এসপি স্যারের সাথে কথা বলেন এবং লিয়াকত স্যারের সাথে ছারপোকা (পিকআপ) গাড়ির আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষন কথা বলে সিনহা স্যারকে গাড়িতে তোলার অনুমতি দিলে আমি, কনস্টেবল কামাল ও ছাফানুর সহ মেজর সিনহাকে পিকআপের পেছনে উঠিয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাাতালের উদ্দেশ্যে রওনা করি। কং মামুন ঘটনাস্থলে থেকে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে প্রদীপ স্যারের সাথে আমার তিন বার মোবাইলে কথা হয়। তিনি আমাদের অবস্থান এবং মেজর সাহেব নড়াচড়া করছে কিনা জানতে চায়। আমি কং কামাল ও ছাফানুরকে জিজ্ঞেস করে জানাই মেজর সাহেব নড়াচড়া করতেছে না। এরপর তিনি আমাকে আর ফোন দেন নাই। রাত অনুমান ২৩.৫৫ ঘটিকার সময় হাসপাতালে পৌছে। ট্রলিতে করে মেজর সাহেবকে জরুরী বিভাগে নিলে সেখানে

কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। পরে ০১/০৮/২০২০ খ্রি; তারিখ ভোর ৪.০০/৪.০৫ ঘটিকায় বাহারছড়া ফাঁড়িতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ আমি ফিরে আসি। যতক্ষন ঘটনাস্থলে ছিলাম তখন জব্দ তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় আমাদের সহ হাজির করে যে মামলা দায়ের করেছেন তাতে আমি, কং ছাফানুর ও কং কামালকে সহ টেকনাফ থানায় হাজির হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা কক্সবাজার সদর হাসপাতালে মেজর সিনহার লাশের সাথে ছিলাম। আমরা তিনজনে কেউই ঐ সময় টেকনাফ থানায় যাই নাই। এই আমার জবানবন্দি''।

আসামী লিটন মিয়ার অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ-৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী এস আই লিটন মিয়াকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামীর) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৩ ও প্রদর্শনী-৪৩/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে মোট ১৩ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৩/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী এস আই লিটন মিয়া কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৪৩) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৮) আসামী এস আই লিটন মিয়াকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

৪। আসামী ছাফানুর করিমের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৫০) নিম্নরুপ:

"গত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ আমি বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রে হাজির ছিলাম। তদন্ত কেন্দ্রের মুন্সি কং/ আরিফ রাত অনুমান সাড়ে নয়টার সময় আমাদেরকে বলে তদন্ত কেন্দ্রের আইসি লিয়াকত স্যার আমাদের দ্রুত শামলাপুর চেকপোষ্টে যেতে বলেছেন। আরিফ আরো বলে যে, লিয়াকত স্যার এবং নন্দ দুলাল আগেই সেখানে চলে গেছেন। অত:পর আমি, এএসআই লিটন , কং/ কামাল ও কং/ মামুন অস্ত্র সহ সিএনজি যোগে শামলাপুর

চেকপোষ্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। রাত ৯.৪০ ঘটিকার সময় শামলাপুর ক্যাম্পের কাছে আসলে আমরা লোকজন এবং ট্রাফিক জ্যাম দেখে সিএনজি থেকে নেমে হেঁটে শামলাপুর চেকপোষ্টে চলে যাই। সেখানে পৌছানোর পরে আমরা একটা সিলভার কালারের প্রাইভেট কার দাঁড়ানো অবস্থায় দেখি এবং তার সামনে আর্মির গেঞ্জি, ট্রাউজার ও বুট পড়া একজন ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার হাতে হাতকড়া পরিহিত ছিল। সেখানে উপস্থিত এপিবিএন এর সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পারি, আহত ব্যক্তিটি একজন মেজর এবং তাঁর পরিচয় পাওয়ার পর তারা তাঁকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেও এস আই লিয়াকত স্যার পিছন থেকে চিৎকার দিয়ে গাড়িটি থামাতে বলেন। গাড়ী থামার পর আইসি লিয়াকত স্যার মেজর সাহেবের গাড়িটির সামনে বেরিকেড দিয়ে পিস্তল হাতে গাড়ীর সামনে দাঁড়ান, তিনি উত্তেজিত অবস্থায় মেজর সাহেবকে গাড়ী থেকে নামতে বলেন। মেজর সাহেব গাড়ী থেকে হাত উঁচু করে নামার সাথে সাথেই লিয়াকত স্যার পরপর তাঁকে ০৪ টি গুলি করেন। গুলির কথা আমরা শুনেছি, কিন্ত গুলি করতে দেখিনি। আমরা দেখি লিয়াকত স্যার চেকপোষ্টের সামনে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলছিল এবং আমাদের আসতে কিছুটা দেরি হওয়ার কারনে আমাদের গালাগালি করেন। চেকপোষ্টের ভিতরে এস আই শাহজাহান স্যার এবং এস আই নন্দ দুলাল স্যারকে একজন লম্বা চুলওয়ালা লোককে ধরে রাখতে দেখি। পরে শুনেছি তার নাম সিফাত। আইসি লিয়াকত স্যারের নির্দেশে এ এস আই লিটন স্যারের নেতৃত্বে আমি, কং/ মামুন এবং কামাল লোকজন সড়িয়ে দিয়ে লোকটির নিকট যেন কেউ আসতে না পারে সেজন্য অস্ত্রসহ পাহাড়া দেই। আইসি লিয়াকত স্যারের নির্দেশে আমরা প্রাইভেট কারটি তল্লাশি করে সেখানে ক্যামেরা, সিডি বক্স, কাগজপত্র এবং দুই সিটের মাঝখানে একটি পিস্তল দেখতে পাই। অত:পর এস আই লিয়াকত স্যারের আদেশে কং/ কামাল এবং কং/ মামুন টেকনাফ থেকে আসা একটি গাড়ী থামিয়ে চেকপোষ্টের পশ্চিম পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে রাখে। রাত ১০.০০ টার দিকে ওসি প্রদীপ স্যার ঘটনাস্থলে এসে এস

আই লিয়াকত স্যারের সাথে আলাদা ভাবে কথাবার্তা বলে রাস্তায় পড়ে থাকা আহত মেজর সিনহার কাছে গিয়ে তিনি গালাগালি করতে থাকেন। পরে ওসি প্রদীপ স্যার পা দিয়ে নাড়াচাড়া করে আহত ব্যক্তি জীবিত আছে কিনা পরীক্ষা করেন এবং দুটি লাথি মেরে পা দিয়ে আহত ব্যক্তিটির গলা চেপে ধরেন। ওসি প্রদীপ স্যার অত্যন্ত রেগে বলেন "''অনেক কষ্টে কাজটা শেষ করা গেল''। এরপর ওসি প্রদীপ স্যার তার সাথে ফোর্সসহ বেঁধে রাখা সিফাতকে নাকে মুখে কাপড় বেঁধে পানি ঢালে এবং মারধোর করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওসি প্রদীপ স্যার তাকে কার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করেন এবং ভিডিও গুলো কোথায় জানতে চান। এসব করতে করতে অনেক সময় চলে যায়। এরপর প্রদীপ স্যার এসপি স্যারসহ অনেকের সাথে ফোনে কথাবার্তা বলেন এবং লিয়াকত স্যারের সাথে আড়ালে কথা বলেন। রাত প্রায় পৌনে এগারোটার সময় প্রদীপ স্যার এবং লিয়াকত স্যারের নির্দেশে আহত মেজর সাহেবকে পিকআপ গাড়ীতে তুলে এএসআই লিটন স্যার, কং কামাল এবং আমি কক্সবাজার সদর হাসপাতালের দিকে রওয়ানা দেই। রাত ১১.৫৫ ঘটিকার সময় আহত মেজর সিনহাকে জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষনা করে। পরে শুনি হত্যা এবং মাদক মামলা হয়েছে''।

আসামী সাফানুর করিম এর অপরাধ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ কারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ দোলোয়ার হোসেন পি. ডব্লিউ-৫৯ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, গত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং সাফানুল করিম এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, সে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামী) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে

এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ৮ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫০ ও প্রদর্শনী-৫০/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত আসামী উহা শুদ্ধ স্বীকারে মোট ৮ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৫০/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৯ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী সাফানুর করিম কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৫০) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৯) আসামী সাফানুর করিমকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আাসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৯) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

৫। আসামী কং/৬০৫ কামাল হোসেন আজাদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪৯) নিম্নরুপ:

"বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ আমি বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রে হাজির ছিলাম। আনুমানিক রাত সাড়ে নয়টার সময় তদন্ত কেন্দ্রের মুন্সি কং/ আরিফ জানায়, তদন্ত কেন্দ্রের আইসি ও এস আই নন্দ দুলাল শামলাপুর চেকপোষ্টে চলে গেছে এবং আমরাও যেন দ্রুত সেখানে চলে যাই। অত:পর আমি সহ এ এস আই লিটন, কং মামুন এবং কং ছাফানুর অস্ত্র সহ একটি সিএনজি গাড়ীতে করে রাত আনুমানিক ৯.৪৫ ঘটিকার দিকে শামলাপুর চেকপোস্টের কাছাকাছি পৌছাই। সেখানে অনেক মানুষজন এবং গাড়ীর জট থাকায় আমরা সিএনজি ছেড়ে পায়ে হেটে শামলাপুর চেকপোষ্টে গিয়ে দেখি একটি সিলভার কালারের প্রাইভেট কারের সামনে হাতকড়া লাগানো এবং মারাত্নক ভাবে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় সেনাবাহিনীর পোষাক পরিহিত একজন লোক রাস্তায় পড়ে আছে। আহত ব্যক্তিটি তখন "পানি দাও শ্বাস দাও" বলে কাতরাচ্ছিলো। ঐ সময় লিয়াকত স্যার এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে কার সাথে যেন কথা বলতেছিল। আমরা আসতে দেরি করায় তিনি বকাবকি করেন। অত:পর লিয়াকত স্যারের নির্দেশে আমরা মানুষজনকে সরিয়ে দিয়ে ঘটনাস্থলের তথা আহত ব্যক্তির আশেপাশে যেন কেউ না আসতে পারে সেজন্য অস্ত্রসহ পাহাড়া দেই। এক পর্যায়ে আইসি স্যারের নির্দেশে প্রাইভেট কারটি তল্লাশি করে উহার ভিতর থেকে একটি পিস্তল, ক্যামেরা ও সিডিসহ কিছু মালামাল পাই। কিন্তু কোন মাদক পাইনি। এরপর আইসি লিয়াকত স্যার আমাদের একটা পিকআপ গাড়ী থামানোর জন্য নির্দেশ দেন এবং আদেশ মোতাবেক আমি ও কং/ মামুন টেকনাফ হতে আসা একটি পিকআপ গাড়ী চেকপোষ্টের কাছে নিয়ে আসি। ১০/ ১৫ মিনিট পরে ওসি প্রদীপ স্যার ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে আসে এবং লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কথা বলে। কথা শেষে ওসি প্রদীপ স্যার উত্তেজিত অবস্থায় মেজর সিনহার কাছে যায় এবং বলে "অনেক কষ্টে বেটাকে শেষ করা গেছে"। তারপর ওসি প্রদীপ পা দিয়ে মেজর সিনহাকে নাড়াচাড়া করে দেখেন মেজর সাহেব তখনো জীবিত এবং তিনি পানি ও শ্বাস চাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রদীপ স্যার সিনহা

সাহেবকে জীবিত দেখে তার বুকে দুটি লাথি মারেন এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরেন। একপর্যায়ে মেজর সিনহার নড়াচড়া বন্দ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ওসি প্রদীপ স্যার কং রুবেল শর্মা , কং/ সাগর দেব এবং সঙ্গীয় অন্যান্য ফোর্সসহ পোষ্টের ভিতরে হাত বেঁধে রাখা লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে মুখের উপর গামছা দিয়ে পানি ঢেলে জিজ্ঞাসাবদ করে। ওসি প্রদীপ স্যার লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে ''কি নিয়ে ভিডিও করছিলো কিংবা কার বিরুদ্ধে ভিডিও করছিলো'' ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এর কিছুক্ষন পরে ওসি প্রদীপ স্যার তার সাথে থাকা ফোর্সদের আবার গাড়ী তল্লাশী করে মাদক ও ইয়াবা খুঁজে বের করতে বলে। অত:পর কং/ রুবেল শর্মা এবং সাগর দেব টেকনাফ থেকে তাদের নিয়ে আসা মাইক্রোবাসে যায় এবং পুনরায় প্রাইভেট কারের কাছে যায়। এক পর্যায়ে তারা মাদক এবং ইয়াবা পেয়েছে বলে জানায়। এভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ওসি প্রদীপ স্যার এসপি স্যার সহ অনেকের সাথে মোবাইলে কথা বলে পুনরায় ওসি প্রদীপ স্যার এবং লিয়াকত স্যার একান্তে কথা বলেন। আলোচনা শেষে ওসি প্রদীপ স্যার আমাদেরকে গুলিবিদ্ধ মেজর সিনহাকে পিকআপ গাড়ীতে তোলার আদেশ দিলে আমরা মেজর সিনহাকে পিকআপ গাড়ীতে তুলে রাত ১০.৪৫ ঘটিকার দিকে সদর হাসপাতাল, কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। রাত ১১.৫৫ ঘটিকার সময় আহত ব্যক্তিকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করে।''

আসামী কামাল হোসেন আজাদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসনে (পি. ডব্লিউ-৫৯) হিসেবে তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, গত ০৯/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি আসামী মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি

পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার (আসামী) স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। এই সাক্ষী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ৮ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৯ ও প্রদর্শনী-৪৯/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৯) উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৯/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৯ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৪৯) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৯) আসামী সাফানুর করিমকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আাসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৯) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ

ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

০৬। আসামী কং /৫২৯ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪২) নিম্নরুপ:

‘‘আমি কং/ ৫২৯ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে থাকাকালীন রাত ৯.৩০ ঘটিকায় দিকে তদন্ত কেন্দ্রের মুন্সি কং/ আরিফ তৃতীয় তলা ব্যারাকে উঠে বলে আমাদের শামলাপুর চেকপোষ্টে যেতে হবে আইসি লিয়াকত স্যারের নির্দেশে, সেখানে কোন একটা সমস্যা হয়েছে। আমরা ০৪ জন এএস আই লিটন, কং/ কামাল , কং/ ছাফানুর ও আমি সরকারি অস্ত্র নিয়ে সিএনজিতে করে দ্রুত রওয়ানা দেই। আমরা শামলাপুর বাজারে এসে চেকপোষ্টের চারদিকে প্রচুর লোকজন দেখে সিএনজি থেকে নেমে শামলাপুর চেকপোষ্টে হেটে যাই এবং চেকপোষ্টের সামনে সিলভার রংয়ের একটি প্রাইভেট কার কক্সবাজার মুখি দাঁড়ানো দেখি। কারের একটু সামনে ডান পার্শ্বে রাস্তার উপর সেনাবাহিনীর গেঞ্জি, প্যান্ট ও বুট পরিহিত গুরুত্বর রক্তাক্ত জখমী একজন লোককে দেখি যার হাতে হাতকড়া ছিল। আমরা সেখানে উপস্থিত এপিবিএন সদস্যদের নিকট জানতে পারি, চেকপোষ্টে গাড়ীটি থামার সংকেত দিলে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি নিজেকে মেজর সিনহা বলে পরিচয় দিলে এপিবিএর এর সদস্যরা সেলুট দিয়ে তাঁর গাড়ী চলে যাওয়ার সংকেত দিলে সঙ্গে সঙ্গেই আইসি লিয়াকত স্যার চিৎকার দিয়ে গাড়ীটিকে থামতে বলেন এবং গাড়ীর সামনে এসে ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তির পরিচয় জানতে চান। উক্ত ব্যক্তি নিজেকে মেজর সিনহা পরিচয় দেয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই লিয়াকত স্যার উত্তেজিত হয়ে গাড়ীর সামনে গিয়ে বেরিকেড দিয়ে গাড়ী থামান এবং উত্তেজিত হয়ে তাঁকে গাড়ী থেকে নামতে বলেন। তখন সিনহার সাথে থাকা লোক গাড়ী থেকে হাত তুলে নামে এবং সিনহা স্যার নিজেকে মেজর পরিচয় দিয়ে দুই হাত উচুঁ করে গাড়ী হতে নেমে পড়েন ও

লিয়াকত স্যার কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে পরপর চারটি গুলি করে বলে শুনেছি। তখন আহতের উত্তর পার্শ্বে লিয়াকত স্যার দেরি হওয়ার জন্য এ এস আই লিটন স্যার এবং আমাদের সবাইকে গালাগালি করে এবং বলে ''তোরা এখন আসছোছ, এত দেরি হলো কেন''? লিয়াকত স্যার সিভিল পোষাকের উপর পুলিশ লেখা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিহিত ছিল। ঘটনাস্থলে অনেক লোকজন জড়ো হচ্ছিলো দেখে লিয়াকত স্যারের নির্দেশে লোকজনকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করি এবং আহত গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নিকট কেউ যেন আসতে না পারে সেজন্য অস্ত্র সহ ঘটনাস্থলে পাহাড়া দেই। লিয়াকত স্যারের নির্দেশে প্রাইভেট কারটি তল্লাশি করে একটি পিস্তল, আইডি কার্ড, গাড়ীর কাগজপত্র, ক্যামেরা, সিডি পেলেও কোন মাদক পাইনি। এরপর আমি ও কং/ কামাল টেকনাফ থেকে আসা একটি পিকআপ গাড়ী পেয়ে চেকপোষ্টের পশ্চিম পার্শ্বে দাঁড় করাই এবং এর কিছুক্ষন পর রাত ১০.০০ দিকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার সঙ্গীয় ফোর্স সহ সিভিল পোষাকে ঘটনাস্থলে পৌছেন। তিনি ঘটনাস্থলে পৌছেই লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কিছু কথা বলেন। কথা বলা শেষে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যক্তির (পরে জেনেছি মেজর সিনহা) কাছে গিয়ে দাম্ভিকভাবে উত্তিজিত অবস্থায় কি যেন বলেন এবং প্রথমে প্রদীপ স্যার মেজর সিনহাকে পা দিয়ে নড়াচড়া করে দেখেন যে সিনহা স্যার তখনো জীবিত এবং পানি ও শ্বাস চাচ্ছিলো, আরো কি যেন বলছিলেন, ওসি প্রদীপ স্যার তখন গালাগালি করে মেজর সিনহাকে বুকের বাম পার্শ্বে পরপর দুটি লাথি মারে এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরেন। তখন মেজর সিনহার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। ওসি প্রদীপ স্যার তখন অত্যন্ত রেগে বলেন ''কুত্তার বাচ্চারে অনেক চেষ্টার পর শেষ করেছি''। এর পর ওসি প্রদীপ স্যার কং/ রুবেল শর্মা এবং কং/ সাগর দেব ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ আমাদেরকে নিয়ে লম্বা চুলওয়ালা ছেলেকে মুখের উপর ওয়াটার থেরাপি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো। প্রদীপ স্যার তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করছিলো ''তারা কি ভিডিও বানাচ্ছে? কার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছে'' ইত্যাদি। পরে লিয়াকত স্যার ও প্রদীপ

স্যারের নির্দেশে অন্যান্যদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে আমি সহায়তা করি। এরপর প্রদীপ স্যার ওনার সঙ্গীয় ফোর্সদের গাড়ী চেক করে মাদক ও ইয়াবা খুঁজতে বলেন। তখন সঙ্গীয় ফোর্সদের মধ্যে কং/ রুবেল শর্মা ও সাগর দেব সহ কয়েকজন টেকনাফ থেকে নিয়ে আসা মাইক্রোবাসে যায় এবং একটু পর ফিরে এসে প্রাইভেট কারটি চেক করে মাদক পাওয়া গেছে বলে জানায়। এসব কাজে অনেক সময় পার হয়ে যায়। এরপর প্রদীপ স্যার ও লিয়াকত স্যার এসপি স্যারসহ অনেকের সাথে মোবাইলে কথা বলে। এরপর আমাদের বলে আহত মেজর সিনহাকে গাড়ীতে তুলতে। তখন রাত প্রায় ১০.৪০/১০.৪৫ টা । অত:পর গুলিবিদ্ধ মেজর সিনহাকে পিকআপ গাড়ীতে তুলে এএসআই লিটন, কং/ ছাফানুর ও কং/ কামাল কক্সবাজার সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আমি সহ লিয়াকত স্যার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে রাত প্রায় ১১.০০ টার সময় তদন্ত কেন্দ্রে ফিরে যাই। পরদিন ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ ভোর ৪/৪.৩০ টার দিকে এ এস আই লিটন তদন্ত কেন্দ্রে ফেরৎ আসলে জানতে পারি মেজর সিনহা মারা গেছেন। ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০ টায় টেকনাফ থানায় যাই। ০২/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ সকালে কক্সবাজার যাই। পরে জানতে পারি এস আই নন্দ দুলাল আমাকে সঙ্গীয় ফোর্স দেখিয়ে মাদক ও অস্ত্র মামলা দিয়েছে। আমি এসব কিছুই জানতাম না। ফাঁড়িতেই ছিলাম। সিনহা স্যারের গাড়ী হতে কোন প্রকার মাদক উদ্ধার হতে দেখিনি। পরে প্রদীপ স্যারের সাথে আসা সঙ্গীয় ফোর্সগন গাড়ীতে মাদক আছে বলে জানায়। এই আমার জবানবন্দি''।

আসামী আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তামান্না ফারাহ (পি. ডব্লিউ-৫৮) হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গত ২৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী

দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (পি. ডব্লিউ-৫৮) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য তাকে ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫ ও প্রদর্শনী- ৩৫/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত আসামী শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, মোট ১৩ টি স্বাক্ষর যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়েছে।

৭। আসামী মোঃ নুরুল আমিনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪০) নিম্নরুপ:

‘‘আমার নাম নুরুল আমিন। আমি মারিশবুনিয়া এলাকায় চায়ের দোকানের ব্যবসা করি ও টেকনাফ থানা পুলিশ ও বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির সোর্স হিসেবে অনেকদিন যাবত কাজ করি। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার যোগদানের পর হতে বিভিন্ন সময় আমি, নিজাম ও আইয়াছ বিভিন্ন গোপন বিষয় নিয়ে ওসি স্যারের সাথে গোপন মিটিং করেছি। আমরা বড় কাজ করে বেশি টাকা ও ছোট কাজ করে কম টাকা পেতাম। জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে লিয়াকত স্যারের মাধ্যমে প্রদীপ স্যার আমাদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে বলেন, নিজেকে মেজর সিনহা পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি একটি মেয়ে ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে কিছুদিন যাবত ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে ভিডিও চিত্র ধারন ও সুটিং এর নামে টেকনাফ থানা এলাকা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি ও ভিডিও

করছে। প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে বলেন, ''শালার মেজরের কোন কাম কাজ নাই, সে আমাকে ভিডিও চিত্র ধারন ও সুটিং এর নাম দিয়ে আমাদের ক্রস ফায়ার ও অন্যান্য কাজকর্ম গোপনে ভিডিও করছে আমাদের ফাঁসানোর জন্য, সিনহা টিনহা এসব ঝামেলা না রেখে গায়েব করে ফেলতে হবে। তোরা তাড়াতাড়ি আমাকে ও লিয়াকতকে খবর এনে দে, ওরা কোথায় ঘোরাঘুরি করে, তাহলে পয়সা পাবি। বাকিটা আমরা করবো। আমি কি পারি আর কি পারি না তার দেখা তো গত দুই বছরে তোরা পাইছোছ''। তারপর থেকে আমরা তিনজন এ বিষয়ে খোঁজ নিতে থাকি। গোপনে বিভিন্ন জায়গায় যাই। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লিয়াকত স্যার আমাকে ও নিজামকে বলে, ''যেখানেই পাবি সিনহা ও তার ভিডিও দলকে খুঁজে বের কর, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে, তারা কোন দিকে যায় আমাকে জানাবি, বাকি ব্যবস্থা আমি করব''। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যার সময় আমি লোকমারফত জানতে পারি মুইন্যা পাহাড়ে সেনাবাহিনীর মতো পোষাক পড়া একজন এবং লম্বা চুলওয়ালা একজন মেয়ে দুইজন লোক মাগরিবের আগে তাদের ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরতে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর পাহাড়ের উপর টর্চ লাইটের আলো দেখা গেছে বলে অনেকে বলতে থাকে। আমরা তিনজন তখন মারিসবুনিয়া মসজিদে গিয়ে এশার নামাজের সময় মসজিদের মাইক থেকে ডাকাত এসেছে বলে ঘোষনা দিয়ে এলাকাবাসীকে একত্রিত হতে বললে কিছুক্ষন পর কিছুলোক জানায়, পাহাড়ের কোন ডাকাত দেখা যাচ্ছে না। লোকজন চলে গেলে আমরা মাথাভাঙ্গা মসজিদের মাইক হতে একই ঘোষনা দিতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন ''যাদেরকে ডাকাত বলা হচ্ছে তাঁরা সেনাবাহিনীর লোক, তাঁরা পাহাড়ে উঠার সময় আমার সাথে দেখা হয়েছে''। এছাড়াও ঐ সময় এলাকার কিছু ছেলে জানায়, রাস্তায় তারা একটি প্রাইভেট কার দেখেছে যেখানে বড় করে লেখা আছে একজন মেজর সাহেবের নাম ও মোবাইল নম্বর। এসব শুনে সব লোকজন চলে গেলেও আমরা উক্ত এলাকায় নজরদারি করতে থাকাকালীন দেখতে পাই জোরে জোরে পাহাড় থেকে দুইজন

লোক নেমে আসছে। আমরা তাঁদের মুখের উপর টর্চ মারলে তাঁরা টর্চ মারতে মানা করে ও আমাদেরকে কাছে ডাকে। আমরা একটু দূরে সরে যাই ও দেখি তাঁরা তাঁদের ঐ সিলভার রংয়ের গাড়ি নিয়ে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। আমি বিষয়টি লিয়াকত স্যারকে ফোনে বলি। আরো কয়েকবার লিয়াকত স্যারের সাথে ফোনে কথা হয়। কিছুক্ষন পর লিয়াকত স্যার ফোনে বলে,'' আমি টার্গেট শেষ করে ফেলছি। ওসি স্যার ও বিষয়টি জানে। তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। আমি আর আইয়াজ রাত ১২.৩০ ঘটিকার দিকে বাহারছড়া ফাঁড়িতে পৌঁছলে আমাদেরকে কিছু মামলার সাক্ষী হতে বলা হয়, কাগজপত্রে দস্তখত দিতে বলে। কিন্তু এগুলো রেডি না করায় রাত ১ টার দিকে গাড়ি দিয়ে আসি। পরদিন ঈদ ছিলো। দুপুরে আমাদের তিনজনকে পুলিশ থানা পুলিশের গাড়ী করে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায়। সেখানে অনেক গুলো সাদা কাগজে প্রদীপ স্যার ও নন্দ দুলাল স্যার আমাদের স্বাক্ষর নেন। ওসি স্যার ঐ সময় চেয়ারে বসা ছিলেন। আমাকে বলেন, তোরা এই ঘটনা সম্পর্কে এবং আমার কথা কাউকে বলবি না। এরপর পুলিশের গাড়ীতে করে আনুমানিক রাত ৮ টার দিকে আমাদেরকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যায়। এ আমার জবানবন্দি''।

আসামী নুরুল আমিনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা তামান্না ফারাহ্ পি. ডব্লিউ-৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ নুরুল আমিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, তিনি (আসামী) দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে তাকে (আসামীকে) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক

নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৩ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৪০ ও প্রদর্শনী-৪০/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর আসামী উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করে, ইহাতে আসামী নুরুল আমিনের মোট ১১ টি স্বাক্ষর আছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪০/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী মোঃ নুরুল আমিন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৪০) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৮) আসামী মোঃ নুরুল আমিনকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

৮। আসামী মোহাম্মদ আইয়াজ প্রকাশ আয়াজ এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪৮) নিম্নরুপ:

‘‘আমি এবং আমাদের এলাকার নুরুল আমিন ও নিজাম উদ্দীন পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করি। বিভিন্ন সময়ে আমরা টাকা পয়সার বিনিময়ে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার এবং এস আই লিয়াকত স্যারের সাথে দেখা করতাম। গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন নুরুল আমিন এবং নিজম উদ্দিন আমাকে জানায় একজন মেজর সাহেব একজন মেয়ে মানুষ এবং কিছু লোক নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছে। নুরুল আমিন এবং নিজাম উদ্দীন আরো বলে, তাদেরকে ওসি প্রদীপ স্যার এবং লিয়াকত স্যার বলেছেন ঐ মেজর সম্পর্কে খোঁজ খবর জোগাড় করে দিলে ভালো টাকা পয়সা দিবে। তারা কথায় কথায় আরো বলে, ওসি প্রদীপ স্যার মেজর সিনহা এবং তার সাথের লোকদের উপর খুব রেগে আছে এবং যেভাবেই হোক তিনি মেজর সিনহাকে মেরে ফেলবে। এসব কথা জানার পর থেকে আমি, নুরুল আমিন এবং নিজাম উদ্দীন টেকনাফ থানা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায় মেজর সিনহা ও তার সহযোগী ভিডিও দলের খোঁজ খবর করতে থাকি। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ওসি প্রদীপ এবং এস আই লিয়াকত তাগাদা দিলে আমরা আরো জোরে জোরে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করি। গত জুলাই মাসের ৩১ তারিখ সন্ধ্যার সময় আমরা জানতে পারি মুইন্যা পাহাড়ের উপর সেনাবাহিনীর মতো পোষাক পরা একজন লোক এবং লম্বা চুলওয়ালা চিকনমতো একজন লোক ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছে। অত:পর আমি, নুরুল আমিন ও নিজাম উদ্দীন এবং আরো কিছু লোক নিয়ে এশার নামাজের সময় মারিশবুনিয়া মসজিদে যাই। নিজাম উদ্দিন মসজিদের মাইকে মুইন্যা পাহাড়ে ডাকাত আসছে বলে ঘোষনা দেয়। ঘোষনা শুনে কিছু লোক মারিশবুনিয়া মসজিদের সামনে জড়ো হয় কিন্তু পাহাড়ে কোন ডাকাত দেখা না যাওয়ায় লোকজন চলে যায়। তারপর আমরা মাথাভাঙ্গা মসজিদে যাই এবং এশার নামাজের পর মসজিদ থেকে ডাকাত আসার ঘোষনা

দিতে চাইলে ইমাম সাহেব জানায়, যারা পাহাড়ে গেছে তারা ডাকাত নয় বরং সেনাবাহিনীর লোক। এলাকার ছেলেরাও বলে, তারা রাস্তায় একটা প্রাইভেট কার দেখেছে এবং কারের ভিতর মেজর সাহেবের নাম এবং মোবাইল নম্বর আছে। এসব শুনে ইমাম এবং অন্যান্য লোকজন চলে যায়। তারা চলে যাওয়ার কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা পাহাড় থেকে সেনাবাহিনীর পোষাক পরা একজন লোক এবং লম্বা চুলওয়ালা একজন লোককে নেমে আসতে দেখি। তাঁরা কাছে আসলে আমরা তাঁদের মুখের উপর টর্চের আলো ফেলি। তখন ড্রেস পরা লোকটি টর্চ মারতে নিষেধ করলে আমরা তাঁদের দুইজনকে অনুসরন করতে থাকি। কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখতে পাই সেনাবাহিনীর পোষাক পরা লোকটি এবং তাঁর সাথের লোকটি সিলভার কালারের একটা প্রাইভেট কারে করে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। সাথে সাথে নুরুল আমিন এস, আই লিয়াকত স্যারকে ফোন দিয়ে তাঁদের কারে করে চলে যাওয়ার ঘটনা জানায়। এরপর বেশ কয়েকবার নুরুল আমিন এবং লিয়াকত স্যার একে অপরের সাথে ফোনে কথা বলে। একপর্যায়ে লিয়াকত স্যার নুরুল আমিনকে ফোন করে আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে বলে এবং তিনি তাকে আরো জানায় যে, তিনি তার টার্গেট অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করেছেন এবং ওসি স্যারও বিষয়টি জানেন। খবর শুনে আমি এবং নুরুল আমিন বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে যাই। সেখানে যাওয়ার পরে আমাদের কিছু মামলায় সাক্ষী হতে হবে বলে জানায় এবং কিছু স্বাক্ষর করতে হবে বলে জানায়, কিন্তু সবকিছু তৈরি না থাকায় আমরা রাত অনুমান ১ টার দিকে বাড়ীতে চলে আসি। পরের দিন তথা ঈদের দিন সকাল বেলা টেকনাফ থানা থেকে পুলিশ এসে তাদের গাড়ীতে করে আমাকে, নুরুল আমিন ও নিজাম উদ্দীনকে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায় এবং থানায় ওসি প্রদীপ স্যার ও এস, আই নন্দ দুলাল স্যার অনেক গুলো সাদা কাগজে আমাদের স্বাক্ষর নেয়। অত:পর ওসি প্রদীপ স্যার ঘটনার বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে আমাদের নিষেধ করেন''।

আসামী মোহাম্মাদ আইয়াজ প্রকাশ আয়াছ এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ দোলোয়ার হোসেন পি. ডব্লিউ-৫৯ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, গত ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ আইয়াজ প্র: আয়াছ এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি তিনি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার (পি. ডব্লিউ-৫৯) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, তিনি দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে ৮ টি স্বাক্ষর করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৮ ও প্রদর্শনী-৪৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৮/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৯ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী মোহাম্মদ আইয়াজ প্রকাশ আয়াছ কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৪৮) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ড ব্লিউ-৫৯) আসামী মোহাম্মদ আয়াইজ প্রকাশ আয়াছকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর

নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৯) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

৯। আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিন এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৪১) নিম্নরুপ:

''আমার নাম নিজাম উদ্দিন। আমি আমার এলাকায় পান সুপারির ব্যবসা করার সাথে সাথে টেকনাফ থানা ও বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির সোর্সের কাজ করি। আমি ইয়াবা, মাদক এবং বিভিন্ন ব্যক্তির খোঁজ পুলিশকে দিতাম। আমাদের এলাকায় নুরুল আমিন ও আইয়াজ সোর্স হিসেবে কাজ করে। আমরা ওসি প্রদীপ স্যার ও লিয়াকত স্যারকে বিভিন্ন বিষয়ের খবর দিতাম এবং বড় খবর ও কাজের জন্য বেশী টাকা এবং ছোট খবর ও কাজের জন্য কম টাকা পেতাম। আমরা ওনাদের সাথে মাঝে মাঝে গোপনে মিটিং করতাম। সেখানে ওসি প্রদীপ স্যার জানতে চাইতেন কেউ তার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু বলছে কিনা। জুলাইয়ের মাঝামাঝি একদিন নুরুল আমিন জানায় লিয়াকত স্যার বলেছে ওসি প্রদীপ স্যারের সাথে কথা বলতে। আমি নুরুল আমিনকে নিয়ে টেকনাফ থানায় যাই। সেখানে প্রদীপ স্যার আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে বলেন, ''কোন এক মেজর সিনহা নাকি একজন মেয়ে ও দলে আরো কয়েকজন নিয়ে এলাকায় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে ও ভিডিও বানাচ্ছে''। খুব রেগে ওসি স্যার বলেন, ''শালাকে সুযোগ মতো শেষ করে দিতে হবে''। ওসি স্যার থেকে জানতে পারি ঐ ভিডিও দল নাকি ক্যামেরা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে মেরিন

ড্রাইভে ঘোরাঘুরি করে ও মাঝে মাঝে পাহাড়েও যায়। তিনি তাদের খোঁজ নিতে বলেন। আরো বলেন, ‘‘আমার বা লিয়াকতের হাতে ওদের আনতে পারলেই হবে। আমার আর লিয়াকতের জানা আছে কিভাবে শালাকে ধরতে বা মারতে হবে’’। তারপর থেকে আমরা ঐ মেজর ও ভিডিও দল সম্পর্কে টেকনাফ থানা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকার খোঁজ নিতে থাকি এবং সাবধান হই এই বিষয়ে যেন কেউ টের না পায়। এরই মধ্যে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে একদিন আইসি লিয়াকত স্যার আমাদের আবার বলে সিনহা ও তার ভিডিও দলকে তাড়াতাড়ি খুঁজে না বের করতে পারলে স্যারদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। লিয়াকত স্যার আরো বলেন ‘‘শালাদের যেখানে পাবি, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিবি আমাকে বা ওসি সাহেবকে। একবার ধরতে পারলে আমার মতো ব্যবস্থা করবো’’। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যার সময় লোক মারফত খবর পাই মুইন্যা পাহাড়ে একজন আর্মি মতো পোশাক পরা ও আরেকজন লম্বা চুলওয়ালা ভিডিও পার্টির লোক উঠেছে। তারা ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়েই উঠেছে। আমাদের মনে হলো এরাই স্যারদের কথিত সেই ভিডিও পার্টি। আমি, নুরুল আমিন সহ মারিশবুনিয়া মসজিদের দিকে গিয়ে মসজিদে পৌঁছে এশার নামাজের সময় মসজিদের মাইকে থেকে ঘোষনা দিয়ে এলাকাবাসীকে জানাই, মুইন্যা পাহাড়ে ডাকাত এসেছে। মাইকের ঘোষনায় এলাকার কিছু লোকজন মারিশবুনিয়া মসজিদের সামনে জড়ে হয় ও বুঝতে পারে পাহাড়ে কোন ডাকাত নাই। এরপর তারা চলে যায়, ফলে ঐ ভিডিও দলকে ধরতে পারি নাই। আমরা এরপর এশার নামাজের পর মাথাভাঙ্গা মসজিদের ইমামের সাথে দেখা করে এলাকার ডাকাত আসার ও তাদের লাঠি সোটা নিয়ে ঘেরাও করার ঘোষনা দিতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন, তাঁরা পাহাড়ে যাওয়ার সময় তার (ইমাম সাহেবের) সাথে দেখা হয়েছে, তাঁরা ডাকাত নয় সেনাবাহিনীর লোক। ঐ সময় এলাকার কিছু কিশোর ও লোকজন এসে জানায়, তারা রাস্তায় একটি প্রাইভেট কার থামানো অবস্থায় দেখেছে, সেখানে একজন মেজর সাহেবের নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা আছে। আবার মসজিদের ইমাম সহ

অন্যান্য লোকজন চলে যাওয়ার পরও আমরা উক্ত এলাকায় নজরদারী করতে থাকাকালীন দেখতে পাই অনেকটা জোরে জোরে পাহাড় থেকে আর্মির মতো পোশাকধারী একজন লোক ও আরেকজন লম্বা চুলওয়ালা লোক নেমে আসছে। আমরা তাদের দুই জনের মুখের উপর টর্চ মারলে তাঁরা তা মারতে নিষেধ করে, তারা আমাদের কাছে ডাকলে আমরা দূরে সরে যাই। বেশ কিছুদুর গিয়ে দেখি তারা একটি সিলভার রংয়ের প্রাইভেট কারে উঠে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নুরুল আমিন লিয়াকত স্যারকে ফোন দিয়ে এই বিষয়টি জানায়। এরপর আমি ও আইয়াজ নুরুল আমিনের পাশে থাকাকালীন সে বার বার লিয়াকত স্যারের সাথে ফোনে কথা বলে। আমাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ গাড়ীটি সহ সিনহা সাহেব সাথে ভিডিও পার্টিকে আটকাতে গেছে কিনা জানতে চাইলে নুরুল আমিন বলে লিয়াকত স্যার তাকে বলেছে, টার্গেট মানে মেজর সাহেবকে এপিবিএন চেকপোষ্টে শেষ করে ফেলেছে। ওসি স্যারও বিষয়টি জানে। আমরা যেন তাড়াতাড়ি সেখানে যাই। আমি তখন লিয়াকত স্যারের সাথে দেখা করার জন্য নুরুল আমিন ও আইয়াজ সহ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের দিকে যাই। পরে বাড়ী চলে যাই। ঈদের দিন দুপুরে আমাদের তিনজনকে টেকনাফ থানা পুলিশ বাড়ী হতে থানা পুলিশের গাড়ীতে করে টেকনাফ থানায় নিয়ে গেলে এস আই নন্দ দুলাল স্যার থানায় অনেক গুলো কাগজে স্বাক্ষর নেন। ঐ সময় ওসি প্রদীপ স্যার তার চেয়ারে বসা ছিলেন। প্রদীপ স্যার নন্দ দুলালের সাথে বিভিন্ন কথা বলছিলেন। প্রদীপ স্যার বলেন ''এই ঘটনা সম্পর্কে তোরা কাউকে কিছু বল্লে এবং আমার কথা বল্লে তোদের বড় বিপদ হবে''। এরপর পুলিশের গাড়ীতে করে আমাদেরকে রাত ৮ টার দিকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যায়।পরে জানতে পারি, নন্দ দুলাল বাদী হয়ে এ বিষয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এই আমার জবানবন্দী''।

আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ-৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন

যে, ০২/০৯/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়, তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তাকে (আসামী) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪১ ও প্রদর্শনী-৪১/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত আসামী শুদ্ধ স্বীকারে স্বাক্ষর প্রদান করেছে। ইহাতে আসামী নিজাম উদ্দিনের ১৩ টি স্বাক্ষর আছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪১/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৪১) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৮) আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিনকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময়

পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

১০। আসামী কং / ১৬৬১৫ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৩৫) নিম্নরুপ:

‘‘আমি আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ প্রকাশ ইমন। আমি বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ৮ ঘটিকা হইতে টেকনাফ থানাধীন শামলাপুর চেকপোষ্টে ডিউটিরত ছিলাম। আমার ইনচার্জ ছিলেন এস আই (স:) শাহজাহান। আমার সাথে কং/ রাজীবও ডিউটিতে ছিলো। আমরা মোট তিনজন ছিলাম। আমি রাস্তার পূর্ব দিকে এবং বাকী দুইজন রাস্তার পশ্চিম দিকে ছিলো। ডিউটি করা অবস্থায় রাত অনুমান সোয়া নয়টায় সময় বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর লিয়াকত ও এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত একটি পালসার মোটর সাইকেল যোগে সিভিল পোশাকে চেকপোষ্টে আসে। চেকপোষ্টে আসার পর আমাদের ইনচার্জ তাদের সালাম দেয়। ইন্সপেক্টর লিয়াকত ও এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত চেকপোষ্টের পশ্চিম দিকে এস আই শাহজাহান স্যার ও কং/ রাজীবের পার্শ্বে আলাদা করে অবস্থান নেয়। তারা চেকপোষ্টে আসার পর আমাদের কিছু বলে নাই। রাত অনুমান সাড়ে নয়টার একটু আগে টেকনাফের দিক থেকে সিলভার কালারের ১ টি প্রাইভেট কার চেকপোষ্টের কাছে আসে। সেই সময় পশ্চিম দিকে থাকা কং/ রাজীব গাড়িকে থামার সংকেত দেয়, সংকেত পেয়ে গাড়ীটি ধীর গতিতে চেকপোষ্টে এসে থামে। গাড়ীর সামনের বামের সিটে বসা ব্যক্তি গাড়ীর জানালা খুলে দেয়। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি নিজেকে অব: মেজর সিনহা বলে পরিচয় দেয়

এবং জিজ্ঞাসা করে তোমরা কেমন আছো? তারপর শাহজাহান স্যার ভালো আছি বলে স্যালুট করে গাড়ীকে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এই সময় গাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার সামনে এসে পুনরায় গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি নিজেকে অব: মেজর সিনহা বলে পরিচয় দেন। স্যারের পরিচয় শুনে দৌড়ে গিয়ে গাড়ীর সামনে থাকা চেকপোষ্টেটি ধাক্কা দিয়ে গাড়ীটির গতিরোধ করেন এবং লিয়াকত স্যার তার সাথে থাকা পিস্তল বের করে গাড়ীর দিকে তাক করে এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে, ''দুই হাত উঁচু করে বের হ''। লিয়াকত স্যার এই ভাবে অনেক বার উত্তেজিত হয়ে চিৎকার সহ পিস্তল তাক করে তাদেরকে গাড়ী হতে বের হয়ে আসতে বলতে থাকে। এই সময় গাড়ীর সামনের বাম পাশের সীটে বসা ব্যক্তি দুই হাত উঁচু করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসে। গাড়ীর ড্রাইভিং সীটে বসা মেজর সিনহা স্যার দরজা খুলে গাড়ী থেকে বের হয়ে দুই হাত উঁচু করে পুনরায় ইংলিশে নিজের পরিচয় দেয় এবং লিয়াকত স্যারকে শান্ত হতে বললেও লিয়াকত স্যার মেজর সিনহা স্যারকে লক্ষ্য করে পরপর ২ টি গুলি করে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও সিনহা স্যার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লিয়াকত স্যার আরো এগিয়ে এসে আরো ২ টি গুলি করেন। গুলির শব্দ শুনে আমি ভয়ে বসে পড়ি। এই সময় লিয়াকত স্যার ''ধর ধর'' বলে চিৎকার করতে থাকে। এই সময় এস আই (স:) শাহজাহান স্যার লিয়াকত স্যারের নির্দেশে সিফাতকে ধরে চেকপোষ্টের ভিতরে নিয়ে যায়, ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার তাকে হ্যান্ডকাপ পরানোর আদেশ দেয়। কিন্তু এস আই (স:) শাহজাহান স্যারের কাছে হ্যান্ডকাপ না থাকায় লিয়াকত স্যার তাকে গালিগালাজ করে। গুলি করার পর লিয়াকত স্যার চিৎকার করতে থাকেন। তখন এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত স্যার লিয়াকত স্যারকে সহায়তা করতে উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে আসে। গুলি করার পর লিয়াকত স্যার সিনহা স্যারকে লাথি মারে। তখন সিনহা স্যার পানি খেতে চাইলে লিয়াকত স্যার বলে ''তোকে গুলি করছি কি পানি খাওয়ানোর জন্য''। লিয়াকত স্যার আমাকে বলে রশি বা দড়ি

এনে সিনহা স্যারের হাত পা বাঁধতে। আমি পোষ্টের আশে পাশে রশি খুঁজে না পেয়ে শামলাপুর বাজারের দিকে রশি আনতে যাওয়ার সময় দেখি পুলিশ ফাঁড়ির লোকজন চেকপোষ্টের দিকে আসতেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে শামলাপুর বাজার থেকে রশি নিয়ে এসে দেখি চেকপোষ্টের কাছে পুলিশ ফাঁড়ির লোকজন সিনহা স্যারকে ঘিরে রেখেছে। তখন এলাকার সাধারণ জনগনও ঘটনাস্থলের দিকে আসতে শুরু করলে জনগনকে নিষেধ করি না আসার জন্য। এই দিকে কিছুক্ষণ পর দুইটি গাড়ীতে করে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চেকপোষ্টে আসার পর প্রদীপ স্যার লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলে। এরপর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা সিনহা স্যারের কাছে যায় এবং উচ্চস্বরে দাম্ভিকতা দেখিয়ে বলে ‘‘বহুবার টার্গেট করার পর কুত্তার বাচ্চারে শেষ করতে পারছি’’। এরপর আমি প্রদীপ স্যারকে দেখি মেজর সিনহা স্যারের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বুকের বাম দিকে জোরে লাথি মারে এবং গলার নিকট পা দিয়ে পাড়া দিতে থাকে। তখন মেজর সিনহা স্যার ‘‘আমাকে পানি দাও, আমাকে শ্বাস দাও’’ বলছিলো। এরপর প্রদীপ স্যার মোবাইলে কথা বলতে বলতে চেকপোষ্টের ভিতরে আসে। তিনি মোবাইলে মেজর সিনহা ও অস্ত্রের বিষয়ে কার সাথে যেন কথা বলছিলেন। এরপর ওসি প্রদীপ স্যার তার সাথে থাকা পুলিশ সদস্যরা সহ চেকপোষ্টের ভিতরে সিফাতকে শোয়ায়ে নাকে, মুখে বোতল দিয়ে পানি ঢালতেছিলো ও শারীরিক নির্যাতন করছিলো। সিফাত এই সময় অনেক চিৎকার ও চেচামেচি করছিলো। এরপর মেজর সিনহা স্যারকে একটি ছারপোকা পিকআপের পেছনে ওঠানো হয়। এই সময় পিকআপের ড্রাইভারের সীটের পাশে এ এস আই লিটন ছিলো। পিকআপের পিছনে এস আই (স:) শাহজাহান কং/ ছাফানুর করিম, কং/ কামাল ও আমি ছিলাম। এরপর গাড়ী কক্সবাজারের দিকে রওনা করে। এরপর আনুমানিক ৪০০/৫০০ গজ যাওয়ার পর এস আই (স:) শাহজাহান স্যার পিকআপ থামায় এবং আমি ও শাহজাহান স্যার পিকআপ হতে নেমে হেঁটে হেঁটে চেকপোষ্টে চলে আসি।

আসার পর চেকপোষ্টে এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে দেখতে পাই। এই আমার জবানবন্দি''।

আসামী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ ৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, ২৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। আই, ও এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে, তাকে (পি. ডব্লিউ-৫৮) তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে তার (আসামীর) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫ ও প্রদর্শনী- ৩৫/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর উক্ত আসামী শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, মোট ১৩ টি স্বাক্ষর যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৫/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩৫) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৮) আসামী মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমনকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন

পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৯) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

১১। আসামী কং / ১৬২৬০ মোঃ রাজীব হোসেন এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৩৬) নিম্নরুপ:

"আমি কং/১৬২৬০ মোঃ রাজীব হোসেন বিগত রমজানের আগের দিন বাহারছড়া এপিবিএন ক্যাম্পে বদলী হই। বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে আমাদের অস্ত্র ও গুলি থাকে এবং ১ কি: মি: দূরে শামলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা থাকি। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রাত ৮.০০ ঘটিকা থেকে শামলাপুর চেকপোষ্টে ডিউটি করতে থাকি। রাত আনুমানিক ৯.১৫ ঘটিকার সময় ইন্সপেক্টর লিয়াকত ও এস আই নন্দ দুলাল মোটর সাইকেল যোগে চেকপোষ্টে আসে। ইনচার্জ লিয়াকত স্যার ও এস আই নন্দ দুলাল দুইজনের পরনে সিভিল পোশাক ছিলো। তারা এসে আমাদেরকে কিছু বলেনি। আমি চেকপোষ্টের দক্ষিণ দিকে ছিলাম। এর মধ্যে কয়েকটি সিএনজি যাতায়াত করে। ৫/৭ মিনিট পর টেকনাফের দিক থেকে ১ টি সিলভার কালারের গাড়ী আসে। আমি থামার সংকেত দিলে গাড়ীটি তখন গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে চেকপোষ্টের দিকে যায়। এস আই শাহজাহান স্যার

আমার পাশেই ছিলেন। গাড়ী থামার পর আমি পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি নিজেকে অব: মেজর সিনহা বলে পরিচয় দিলে আমি তাঁকে স্যালুট দিই। তাঁর পরনে কম্ব্যাট পোশাক মতো ছিলো। শাহ্জাহান স্যার ও স্যালুট দিলে সিনহা স্যার বলেন তোমরা কেমন আছো? আমরা বলি ভালো এরপর আমি গাড়ীটিকে চলে যাওয়ার সংকেত দিলে সংকেত পেয়ে গাড়ীটি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। এসময় লিয়াকত স্যার চিৎকার করে সামনে এসে আবার তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কম্ব্যাট পরা ব্যক্তি নিজেকে মেজর (অব:) সিনহা বলে পরিচয় দিলে নাম শুনে লিয়াকত স্যার উত্তেজিত হয়ে লাফ দিয়ে সামনে যায় এবং মাঝখানের ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। লিয়াকত স্যার গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অস্ত্র তাক করে গাড়ীতে থাকা লোকদের দুই হাত উপরে উঠিয়ে গাড়ী থেকে নামতে বলে। তখন লিয়াকত স্যার উত্তেজিত ছিলেন ও উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। তখন গাড়ীর ২য় আসনে বসা ব্যক্তি দুই হাত উচু করে গাড়ী থেকে নামে। এস আই শাহজাহান স্যার ২য় আসনধারীকে ধরে ফেলে। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি গাড়ী হতে দুই হাত উচুঁ করে নেমে ইংরেজীতে ''কাম ডাউন, কাম ডাউন'' বলেন এবং নিজের পরিচয় বলতে থাকেন। সে সময় ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার প্রথমে দুই রাউন্ড গুলি করে এবং একটু সামনে এগিয়ে এসে আরো দুই রাউন্ড গুলি করে। তখন আমি ভয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি এবং কিছুক্ষণ পর কাছে গিয়ে দেখতে পাই সেনাবাহিনীর পোষাক পরা ১ জন রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তখন লিয়াকত স্যারের নির্দেশে এস আই শাহজাহান স্যার, কং/ আব্দুল্লাহ এবং আমি ২য় আসনধারীকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলি। তদন্তকেন্দ্র হতে ঘটনার ৩/৪ মিনিটের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আছে। এ এস আই লিটন কং/ ছাফানুর, কং/ কামাল, কং/ মামুন, কং/ আরিফ সহ অন্যান্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন গাড়ী তল্লাশী করে কোন মাদক দ্রব্য উদ্ধার করতে দেখিনি। বেশ কিছু সময় পর টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার ২ টি গাড়ী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে সঙ্গীয় ফোর্স সহ মেজর সিনহা স্যারের পড়ে থাকা দেহ

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আসার পর ওসি প্রদীপ স্যার ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যারের সাথে একান্তে কথা বলে। কথা বলার শেষে রাস্তার উপর পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ মেজর সিনহা স্যারের কাছে ওসি প্রদীপ স্যার যায় এবং রাগত ভাবে তাঁকে লাথি মারে ও পা দিয়ে গলা চেপে ধরে। ঐ সময় এস আই লিটন ১ টি পিক আপ আনে এবং পিকআপে মেজর স্যারের বডিটি উঠানো হয়। লিয়াকত স্যারের নির্দেশে এস আই (স:) শাহজাহান ও কং/ আব্দুল্লাহ গাড়ীতে উঠে কিছুদুর গিয়ে দুইজন নেমে যায় এবং চেকপোষ্টে এসে ডিউটি শুরু করে। এই আমার জবানবন্দী"।

আসামী মোঃ রাজীব হোসেন এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ ৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ আসামী কং মোঃ রাজীব হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) নিকট উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে, তাকে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। উক্ত আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১২ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৬ ও ৩৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি উক্ত জবানবন্দি আসামীকে পাঠ করে শুনানোর পর সে উহা শুদ্ধ স্বীকারে উহাতে ১০ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৬/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ রাজীব হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩৬) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৮) আসামী মোঃ রাজীব হোসেনকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

১২। আসামী এস আই (সশস্ত্র)/১৬০০৬ মোঃ শাহজাহান আলী এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৩৭) নিম্নরুপ:

"আমি এস আই (সশস্ত্র)/১৬০০৬ মোঃ শাহ্ জাহান আলী। আমি বিগত ২৭/০৭/২০২০ ইং তারিখ বাহারছড়া এপিবিএন ক্যাম্পে যোগদান করি। ঐ ক্যাম্পে আমরা মোট ১৩ জন এপিবিএন সদস্য এক কি: মি: দূরে শামলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকি। আমাদের ডিউটি মূলত: শামলাপুর চেকপোষ্টে পালাক্রমে ডিউটি করা। চেকপোষ্টের

মূল কাজ রোহিঙ্গাদের পরিচয় পত্র চেক করে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ রোজ শুক্রবার রাত ৮ টা হতে ০১/০৮/২০২০ ইং তারিখ রাত ২ টা পর্যন্ত শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে কং/ রাজিব ও কং আব্দুল্লাহ সহ মোট তিনজন ছিলাম। আমি ও কং/ রাজিব রাস্তার পশ্চিম দিকে এবং কং/ আব্দুল্লাহ রাস্তার পূর্ব দিকে ছিলো। ডিউটি করা অবস্থায় রাত আনুমানিক সোয়া নয়টায় দিকে বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার ও এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত একটি মোটর সাইকেল যোগে সিভিল পোশাকে চেকপোষ্টে আসে। ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার ও এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত চেকপোষ্টের পাশে এসে দাঁড়ায়। তখন লিয়াকতকে বেশী উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো এবং কিছু একটির জন্য আলোচনা করছিলো। রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টার একটু আগে টেকনাফের দিক থেকে সিলভার কালারের ১ টি প্রাইভেট কার চেকপোষ্টের কাছে আসলে তখন কং/ রাজীব গাড়ীটিকে থামার সংকেত দেয়। সংকেত পেয়ে গাড়ীটি থেমে যায়। গাড়ী থামার পর কং/ রাজিব পরিচয় জিজ্ঞেস করে, বাম পাশে বসা লম্বা চুলওয়ালা ব্যক্তিটি জানালা খুলে দেয়। এই সময় ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তিটি বলে আমি অব: মেজর সিনহা, এটা শুনে আমি ও রাজিব স্যালুট দেই। সিনহা সাহেব বলেন ''তোমরা কেমন আছো''? আমরা ভালো আছি বলে তাকে চলে যাওয়ার জন্য বলার সাথে সাথে গাড়ীর পেছনে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা লিয়াকত স্যার ''থামা, থামা '' বলে উত্তেজিত হয়ে কাছে আসে এবং জানালা দিয়ে আবার পরিচয় জানতে চায়। ড্রাইভিং সিটে বসা ব্যক্তি আবার নিজেকে অব: মেজর সিনহা বলে পরিচয় দেয়। পরিচয় নিশ্চিত হয়ে লিয়াকত স্যার তাড়াতাড়ি সামনে আসে এবং ড্রাম ফেলে রাস্তা ব্লক করে দেয়। এই সময় লিয়াকত স্যার পিস্তল তাক করে এবং উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকে ''হাত উচুঁ করে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসো''। তখন এস আই নন্দ দুলাল স্যার লিয়াকত স্যারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছিলেন। কং/ আব্দুল্লাহ অস্ত্র গলায় ঝুলিয়ে দাড়িঁয়ে ছিলো। প্রাইভেট কারের ২য়

আসনধারী ব্যক্তি দুই হাত উচুঁ করে নামলে ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার তাকে শক্ত করে ধরতে বলে। তখন আমি তাকে শক্ত করে ধরি। মুর্হূতের মধ্যে সেনাবাহিনীর ন্যায় পোশাক পরা মেজর সিনহা স্যার ড্রাইভারের সিট হতে দুই হাত উচুঁ করে বের হয়। মেজর সিনহা পুনরায় নিজের পরিচয় দেন এবং তাকে শান্ত হতে বলেন। আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই লিয়াকত স্যার মেজর সিনহা স্যারকে লক্ষ্য করে পরপর দুইটি গুলি করে এবং আরো এগিয়ে এসে আরো দুইটি গুলি করে। তখন আমি গাড়ীর ২য় আসনধারী ব্যক্তিকে নিয়ে গাড়ীর পেছনে বসে পড়ি। এরপরেই আমি ২য় আসনধারীকে নিয়ে গাড়ীর ইঞ্জিনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখি সেনাবাহিনীর কম্ব্যাট গেঞ্জি ও প্যান্ট পরা সিনহা স্যার রাস্তার উপরে উপুর হয়ে পড়ে আছেন। গুলি করার পর ইন্সপেক্টর লিয়াকত স্যার উত্তেজিত হয়ে সিনহা স্যারের কাছে গিয়ে তাকে লাথি মারে এবং পা দিয়ে গলায় চেপে ধরে। তখন সিনহা স্যার পানি খেতে চাইলে লিয়াকত স্যার বলে ‘‘তোকে গুলি করছি কি পানি খাওয়ানোর জন্য’’। অত:পর আমি ২য় আসনধারীকে চেকপোষ্টে নিয়ে যাই। লিয়াকত স্যার তাকে হ্যান্ডকাপ পরাতে বলে এবং হ্যান্ডকাপ না থাকায় দড়ি দিয়ে বাঁধতে বলে। দড়ি না থাকায় কং/ আব্দুল্লাহ দোকান হতে দড়ি নিয়ে আসে। তখন লিয়াকত স্যারের নির্দেশে আমি কং/ আব্দুল্লাহ এবং কং/ রাজীব সিফাতকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলি। ৩/৪ মিনিটের মধ্যে ফাঁড়ী হতে বেশ কিছু পুলিশ সদস্য এসে সিফাতকে আমাদের কাছে থেকে বুঝে নেয়। এরপর ওসি প্রদীপ টেকনাফ থানা থেকে ঘটনাস্থলে আসে। আসার পর প্রদীপ স্যার ইন্সপেক্টর লিয়াকত ও নন্দ দুলালের সাথে একান্তে কথা বলে। কথা বলা শেষে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা মেজর সিনহা স্যারের কাছে যায় এবং রাগত স্বরে বলে ‘‘অনেক টার্গেট করে কুত্তার বাচ্চাকে শেষ করতে পারছি’’। এরপর প্রদীপ স্যার প্রথমে মেজর সিনহাকে পা দিয়ে নড়াচড়া করে দেখে বেঁচে আছে কিনা? সিনহা স্যার তখনো গোংরাচ্ছিলো ও পানি চাচ্ছিলো। প্রদীপ স্যার তখন গালাগালি করে মেজর সিনহাকে লাথি মারে। এরপরও মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য পা দিয়ে

তার গলায় চেপে ধরে। এরপর মেজর স্যারের বডিটি রাস্তায় পড়ে ছিলো এবং ওসি প্রদীপ সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘেরাও করে ছিলো। আমি সহ সঙ্গীয় কং/ রাজীব ও আব্দুল্লাহ ওসি প্রদীপ স্যারকে সহায়তা করি। তারপর আমার নিকট থেকে বুঝে নেওয়া ২য় আসনধারীকে পোষ্টের মধ্যে বেঁধে শুইয়ে ইন্সপেক্টর লিয়াকত তাদের ফাঁড়ী ও থানার লোকজনদের সহায়তায় ওসি প্রদীপের নেতৃত্বে নাকে পানি ঢালতে থাকে এবং তারা ২য় আসনধারী সহ মেজর স্যারের কক্সবাজার আসার কারন ও অত্র এলাকায় এতোদিন ধরে ঘোরাঘুরি সহ অন্যান্য বিষয় জানতে চায়। মেজর স্যারের গাড়ী প্রথমে তদন্ত কেন্দ্রের লোকজন চেক করে, কোন মাদক দ্রব্য পায়নি, পিস্তল ও আইডি কার্ড পেয়েছিলো। ঐ সময় আমাকে ও কং/ আব্দুল্লাহ আহত মেজর স্যারকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এ এস আই লিটনদের সাথে স্থানীয় ভাবে যোগাড় করা একটি পিকআপে উঠিয়ে দেয়। তখন আমি আমার সিও স্যারকে বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে বলেন তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ যাবে, আপনাদের যাওয়ার দরকার নাই। তারপর আমি ও কং/ আব্দুল্লাহ ৪০০/ ৫০০ গজ যাওয়ার পর গাড়ী হতে আমরা নেমে গিয়ে পুনরায় চেকপোষ্টে ডিউটি শুরু করি। এই আমার জবানবন্দী''।

আসামী মোঃ শাহজাহান আলী এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তামান্না ফারাহ পি. ডব্লিউ ৫৮ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, বিগত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ এস আই মোঃ শাহজাহান আলীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দি প্রদানের জন্য আই, ও সাহেব তার (পি. ডব্লিউ-৫৮) সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত আসামীকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি পুলিশ অফিসার নন, আসামী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তার স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে, উক্ত আসামীকে তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য ৩ ঘন্টা সময় দিয়েছেন। আসামী সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) বিধি মোতাবেক

নিজ হাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং এতে তার ১৫ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৭ ও ৩৭/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাতে শাজাহান আলীর ১৪ টি স্বাক্ষর তিনি সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৭/২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-৫৮ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ শাহ্জাহান আলী কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৩৭) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৮) আসামী মোঃ শাহ্জাহান আলীকে উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, আসামীকে তাঁর নিকট উপস্থাপনের পরে তিনি আাসামীকে চিন্তাভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করেছেন। নির্ধারিত সময় পরে আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানে রাজী হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-৫৮) আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এবং লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে উহা পাঠ করে শুনাইলে আসামী সঠিকভাবে এবং তার বর্ণিত মতে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলে তাকে জানায় এবং তার (পি. ডব্লিউ- ৫৮) সম্মুখে স্বাক্ষর করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, তার নিকট আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মনে হয়।

এক্ষনে পূর্বে বর্ণিত আসামী যথা- ১। মোঃ লিয়াকত আলী ০২। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ৩। মোঃ নুরুল আমিন, ৪। মোঃ আইয়াছ প্রকাশ আয়াজ, ৫। মোঃ নিজাম উদ্দিন, ৬। মোঃ

শাহজাহান আলী, ৭। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৮। মোঃ রাজিব হোসেন, ৯। মোঃ লিটন মিয়া, ১০। মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১১। মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ ও ১২। ছাফনুল করিম কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত।

আলোচ্য ঘটনাটির বিষয়ে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষী ছেনোয়ারা বেগম (পি. ডব্লিউ-১৫), হাম জালাল (পি. ডব্লিউ-১৬), ফরিদুর মোস্তফা খান (পি. ডব্লিউ-১৮) ও বেবী বেগম (পি. ডব্লিউ-২০) এর সাক্ষ্য একত্রে পর্যালোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সম সাময়িক সময়ে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক প্রদীপ কুমার দাশ কিভাবে এলাকাবাসীর নিকট মুর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আর্বিভূত হয়েছিল। তার নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরন, বেপরোয়া চলাফেরা, নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ন বেআইনী কর্মকান্ড ও তার দুর্নীতির আংশিক বর্ণনা ও আলোচ্য ঘটনার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উপরোক্ত সাক্ষীদের (পি. ডব্লিউ- ১৫, ১৬, ১৮, ২০) সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

পি. ডব্লিউ-১৫ ছেনোয়ারা বেগম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তার (পি. ডব্লিউ-১৫) স্বামী আব্দুল জলিল সিএনজি চালাতো এবং টেকনাফ থেকে মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে কক্সবাজার রোডে আসা যাওয়া করত। তার স্বামী বিদেশ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ০৩/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখ তিনি চট্টগ্রাম থেকে সকাল ৯ টায় কক্সবাজার এসে মসজিদ মার্কেটের সামনে নেমে তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন করে জানায় যে, সে কক্সবাজার মসজিদ মার্কেটের সামনে আছে, তার সাথে প্রতিবেশী শাহ আলম ছিল, সে টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপের দালাল। তার স্বামী আরো বলে, বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে ট্রাভেল এজেন্সিতে একটি কাগজ জমা দিতে হবে, কাগজ জমা দিয়ে সে বাড়ীতে চলে আসবে। সকাল ১০ টা বেজে যায় কিন্তু তার স্বামী তার সাথে আর কোন যোগাযোগ করে নি। তিনি

(পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন করলে কল ঢুকে কিন্তু তার স্বামী রিসিভ করে নাই। তিনি শাহ আলম এর কাছে জানতে চান তার স্বামী আব্দুল জলিল তার সাথে ছিল, সে কেন ফোন রিসিভ করছে না। কিছুক্ষণ পর শাহ আলম জানায় যে, তার স্বামীকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের লোকজন ধরে টেকনাফ থানায় নিয়ে গেছে। এই খবর পেয়ে তিনি টেকনাফ থানায় গেলে টেকনাফ থানার পুলিশ তাকে থানায় ঢুকতে দেয় নি। ঐ দিন তার সন্তানসহ বিকাল ২ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত তিনি টেকনাফ থানার বাইরে অবস্থান করেন। প্রদীপের দালাল শাহ আলম তাকে জানায় যে, তার স্বামী টেকনাফ থানায় আছে। পরের দিন তিনি আবার টেকনাফ থানায় গিয়ে একটি জিডি করতে চান, কিন্তু পুলিশ তাকে থানায় ঢুকতে দেয় নি। পরে ওসি প্রদীপ এর দালাল শাহ আলম তাকে জানায় যে, তার স্বামী কোথায় আছে তা সে জানে, থানায় জিডি করার দরকার নেই, তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) যেন বাড়ীতে চলে যান। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) ঐ দিনও রাত ১০ টা পর্যন্ত টেকনাফ থানার বাইরে অবস্থান করেন। রাত ১০ টার পর ওসি প্রদীপের দালাল শাহ আলম তাকে বলে যে, রাত ১১টায় তার স্বামী আব্দুল জলিলকে শাহ আলম এর বাড়ীতে নেওয়া হবে, তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) যেন একা শাহ আলমের বাড়ীতে যান, সাথে যেন কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যান। তিনি বাড়ীতে গিয়ে সারা রাত অপেক্ষা করেন, কিন্তু শাহ আলম তাকে ফোন দেয় নি। শাহ আলমের নিষেধ সত্ত্বেও ৯ নং ওয়ার্ডের আব্দুল জব্বার মেম্বারকে তিনি বিস্তারিত ঘটনা জানান। মেম্বার আব্দুর জব্বার তাকে শাহ আলম এর বাড়ীতে যেতে বলে। পরের দিন সকাল ৭ টায় তিনি শাহ আলমের বাড়ীতে গিয়ে শাহ আলমের কাছে জানতে চান, সে কেন তার (পি. ডব্লিউ-১৫) ফোন ধরে নাই। এরপর শাহ আলম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে। শাহ আলম এর কাছে কোন জবাব না পেয়ে তিনি বাড়ী চলে যান। ঐ দিন দুপুর ২ টায় তিনি সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে যান, সাথে তার সন্তানরাও ছিল। তিনি সাবেক এম পি মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বিস্তারিত ঘটনা জানালে এমপি সাহেব প্রথমে টেকনাফ থানার এস, আই

মশিউরকে ফোন দিয়ে বলেন যে, একজন অসহায় মহিলা ওসি প্রদীপের কাছে গেছে, শাহ আলম এর কাছে গেছে, মেম্বার আব্দুল জব্বারের কাছে গেছে, তার স্বামী আব্দুল জলিল তাদের কাছে আছে এবং তার স্বামীকে তিনি ছেড়ে দিতে বলেন। এস. আই মশিউর জানায় যে, তার (পি. ডব্লিউ-১৫) স্বামী আব্দুল জলিল তাদের কাছে নেই। এরপর এম. পি. মোহাম্মদ আলী সাহেব আবার ওসি প্রদীপকে ফোন দেন। ওসি প্রদীপও জানায় যে, এ ধরনের লোক তাদের কাছে নেই, তারা তার (পি. ডব্লিউ-১৫) স্বামীকে ধরে নাই। উত্তরে এম. পি মহোদয় বলেন যে, "ঐ মহিলা আপনাদের কাছে জিডি করতে চাচ্ছে, আপনারা জিডি নিচ্ছেন না কেন"। এরপর তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) বাড়ী ফিরে আসেন এবং তার স্বামীর ঘটনাটি পত্রিকায় ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেন। তার স্বামীকে নিয়ে যাওয়ার ১৫/২০ দিন পর তাদের এলাকার রফিক উল্লাহ নামের একজনকে ওসি প্রদীপের দলবল নিয়ে যায় এবং তাকে টেকনাফ থানায় দোতলায় হাজত খানায় রাখে। সেখানে তার স্বামীর সাথে রফিক উল্লার দেখা হয়। তার স্বামী আব্দুল জলিল রফিক উল্লাহকে তার (পি. ডব্লিউ-১৫) মোবাইল নম্বর দেয় এবং রফিক উল্লাহকে বলে যে, উনি (তার স্বামী) টেকনাফ থানায় আছে, এই খবর যেন রফিক উল্লাহ তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) দেয়। কয়েকদিন পর রফিক উল্লাহ জামিনে বের হয়ে তাকে (পি. ডব্লিউ- ১৫) ফোন করে তার সাথে দেখা করতে বলে। তিনি রফিক উল্লাহ এর সাথে দেখা করলে রফিক উল্লাহ তাকে সতর্ক করে বলে যে, "বোন তুমি আমার সাথে দেখা করেছ এই কথা কাউকে বলবা না, ওসি প্রদীপ তাকে বলেছে, তুই আব্দুল জলিলকে এখানে দেখেছ এই কথা কাউকে বলবি না, যদি বল তাহলে তোকে গুলি করে মেরে ফেলব"। তিনি রফিক উল্লাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী সাহেবকে জানালে উনি তাকে টেকনাফ থানায় যেতে পরামর্শ দেন। উনার পরামর্শ মোতাবেক তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) টেকনাফ থানায় গিয়ে এম. পি মোহাম্মদ আলী সাহেবের একটি কার্ড থানার গেটে দেখালে তাকে থানায় ঢুকতে দেওয়া হয়। তিনি থানার পুলিশকে

বলেন, তার স্বামী জলিল টেকনাফ থানায় আছে। সে সময় ওসি প্রদীপ দলবল সহ গাড়ী নিয়ে থানা থেকে বাইরে যায়। কিছু পুলিশ তাকে গ্রেফতারের হুমকি দিলে তিনি বাড়ী ফিরে যান। তিনি তার স্বামীর ঘটনা ৮ টি পত্রিকায় দেন। পরবর্তীতে তিনি কক্সবাজার এর এস. পি. মাসুদ সাহেবের কাছে সকাল ৯ টায় গিয়ে একটি দরখাস্ত দেন। ঐ দিন এস. পি সাহেবের সাথে তার দেখা হয় নাই। ০৭/০১/২০২০খ্রি: তারিখ এস. পি. অফিস থেকে তাকে দরখাস্ত গ্রহন করে কপিতে সীল দেওয়া হয় এবং তাকে পরের দিন আসতে বলে লক ডাউনের কারনে এস. পি. সাহেবের সাথে তিনি আর দেখা করতে পারেন নি। ৩/ ৪ মাস পর ওসি প্রদীপ, সাগর, রুবেল মশিউরসহ আরো ২/৩ জন পুলিশ মাগরিবের পরে তাদের বাড়ীতে যায়। তখন তিনি মাগরিবের নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। ওসি প্রদীপ বলে, ''তুমি যদি তোমার স্বামীকে ফিরে পেতে চাও, তাহলে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে"। তিনি বলেন, ''আপনি দেখেন আমার ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, ঘরে ভাতের চাউলও নাই। আমার ছোট ছোট ছেলে না খেয়ে আছে, আমি ১০ লক্ষ টাকা কোথা থেকে দেব''। এই সব কথা বলে তিনি ওসি প্রদীপের পায়ে পড়েন। ওসি প্রদীপ বলে, ''তুমি ১০ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে, নইলে তোমার স্বামীকে ফিরে পাবা না''। ওসি প্রদীপ তাকে ওয়াটসআপে কল দিতে বলেন। তিনি বলেন তার ওয়াটসআপ নাই, ছোট মোবাইল। ওসি প্রদীপ বলে, ''সিমে ফোন দিবা না, আমি নিজে আসবো। ইতোপূর্বে তার স্বামী বিদেশ যাওয়ার জন্য আশা এনজিও থেকে দেড় লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছিলেন, তার স্বামীর সিএনজি বিক্রি করে আড়াই লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন, তাদের বসত ভিটা বন্ধক দিয়ে ১ লক্ষ টাকা পান। এই ভাবে প্রায় ১৫ দিনে ৫ লক্ষ টাকা যোগাড় করে তিনি ওসি প্রদীপকে ফোন দেন এবং ৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানান। ওসি প্রদীপ তেমন বেশি কিছু বলে নি। পরের দিন রাত আনুমানিক ৯টা/ ৯.৩০ টার দিকে ওসি প্রদীপ তাদের বাড়ীতে আসে, ঘরে তার ছোট ছোট ২ টি ছেলে ছিল, আর কেউ ছিল না। ওসি প্রদীপ ইতোপূর্বে তাকে বলেছিল ঘটনা

কাউকে না জানাতে, জানালে তার স্বামীর লাশ পাবে। এই ভয়ে তিনি কাউকে আর কিছু বলেন নি। ওসি প্রদীপ টাকা কোথায় জানতে চায়। তিনি সাহস করে বলেন, ''আগে আমার স্বামীকে ফেরত দেন, আমার স্বামী কোথায়''? তার (পি. ডব্লিউ-১৫) আশংকা ছিল, ইতিপূর্বে ওসি প্রদীপ টাকা নিয়ে অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে, তাই টাকা দেওয়ার আগে সাহস করে তার স্বামী কোথায় জানতে চান এবং বলেন তার স্বামীকে ফেরত দিলে টাকা দেবেন। এরপর তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ওসি প্রদীপের হাতে ৫ লক্ষ টাকা দেন এবং কান্নাকাটি করে তাকে বুঝান। ওসি প্রদীপ সাগর, রুবেল ও মশিউরকে নাম ধরে বলে, বাইরে আর কেউ আছে কিনা দেখ এবং ওসি প্রদীপ তার (পি. ডব্লিউ-১৫) দেওয়া ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে দলবলসহ চলে যায়। পরের দিন সকালে তিনি ওসি প্রদীপকে ফোন করেন, কিন্তু সে ফোন রিসিভ করে নি। পরের দিন তিনি আবার টেকনাফ থানায় ওসি প্রদীপ সাহেবের রুমে গিয়ে তাকে চেয়ারে পান। তিনি ওসি প্রদীপের কাছে জানতে চান তার স্বামীর কি দোষ, তিনি ভিটা বাড়ী বন্ধক দিয়াছেন তার ভিটা বাড়ী চলে যাবে, রাস্তায় গিয়ে থাকতে হবে, সে তার স্বামীকে ফেরত দিচ্ছে না কেন, তার চাহিদা মত টাকাও তিনি দিয়েছেন। ওসি প্রদীপ কোন কথা না বলে কেবল হাসে। এরপর তিনি বাড়ী ফিরে যান, সাথে তার ছোট ছোট ২ ছেলে ছিল। কিছু দিন পরে তিনি আবার কক্সবাজার এস. পি. মাসুদ সাহেবের কাছে গেলে সেখানে সাগর, রুবেল ও মশিউর তাকে দেখে হাসে এবং এস. পি সাহেবের গেটের পুলিশদেরকে তাকে ভিতরে ঢুকতে বাঁধা দিতে বলে। সাগর, রুবেল ও মশিউর বলে ''তুমি আবার এখানেও এসেছ''। তার সাথে ছিল ৬ বছর ও ৪ বছরের ছোট ২ টি ছেলে। ওসি প্রদীপের ভয়ে তাকে সাহায্যের জন্য তখন কেউ এগিয়ে আসে নি। এস. পি. মাসুদ সাহেবের অফিসের গেটে থাকা পুলিশদেরকে তিনি বলেন যে, তার বেঁচে থেকে আর কি হবে। ঐ দিন রাত ১০.৩০ টার সময় এস. পি মাসুদ সাহেবের সাথে তার দেখা হয়। তিনি কি জন্য এসেছেন তা এস. পি. মাসুদ সাহেব জানতে চান। তিনি উনাকে বিস্তারিত ঘটনা বলেন। ওসি

প্রদীপকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, সেই কাহিনী বলেন। এস. পি মাসুদ তার নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর লিখে অফিসে জমা দিতে বলেন এবং তিনি পরের দিন তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) জানাবেন বলেন। ঐ দিন রাত প্রায় ২ টা বাজে তার ৬ ও ৪ বছরের ছোট ছোট ২টি ছেলে সহ তিনি বাড়ী ফিরে যান। পরের দিন এস. পি. মাসুদ সাহেব তাকে কিছু জানান নি। লক ডাউনের কারনে এস পি. সাহেবের সাথে তিনি আর যোগাযোগ করতে পারেন নি। এরপর ঢাকার একজন সাংবাদিক তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর দরখাস্ত দিতে বলেন। ঢাকার ঐ সাংবাদিক বলেন যে, তিনি নিজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে দরখাস্ত দিবেন। ০৩/১২/২০১৯ তারিখ তার স্বামী আব্দুল জলিলকে আটক করে। ২০২০ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখ একজন সাংবাদিক তাকে ফোন করে জানান যে, তার স্বামীর লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। তিনি ফেইস বুকের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ওসি প্রদীপ তার স্বামীকে ক্রসফায়ার দিয়েছে। তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে গিয়ে তার স্বামী আব্দুল জলিলের লাশ সনাক্ত করেন। তার স্বামী আব্দুর জলিলের শরীরে কোন রক্তের দাগ দেখেন নি। তার মনে হয়, তার স্বামীকে খেতে না দিয়ে প্রায় ৮ মাস আটক রেখে হত্যা করে ক্রসফায়ারের নাম দিয়ে লাশ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রেখে গেছে। তার স্বামী আব্দুল জলিলের লাশ প্রাপ্তির পর লাশ বাড়ীতে নিয়ে এলাকার কবরস্থানে কবর দেন। ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এলাকায় লোক মুখে জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানা এলাকায় সেনাবাহিনীর একজন মেজর ভিডিও বানাচ্ছে, ওসি প্রদীপের হাতে ক্রসফায়ায়ের শিকার এমন বহু লোকের আত্নীয়স্বজন ঐ মেজর সাহেবকে গিয়ে ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। তিনিও ঐ মেজর সাহেবকে তার স্বামী আব্দুল জলিলের ক্রসফায়ায়ের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। মেজর সাহেবের সাথে থাকা লম্বা চুলা লোক (পি. ডব্লিউ-২) তার সাক্ষাৎকার ভিডিও করেন। মেজর সাহেব বলেন, এই জাতীয় অনেক ঘটনা আছে, সবগুলির বিচার হবে। তার (পি. ডব্লিউ-১৫) সাথে তার ছেলে ২ টা ছিল, সেটা জুলাই

মাসের ১৮/১৯ তারিখ হবে। এরপর ওসি প্রদীপ, সাগর ও রুবেল সহ ৬/৭ জনের ১ টা দল তাদের বাড়িতে এসে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায়, সেনাবাহিনীর কোন মেজর ভিডিও করেছে কিনা এবং তিনি ওনার কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কিনা? তিনি উত্তরে বলেন, এই জাতীয় কোন ঘটনা হয় নি। ওসি প্রদীপ বলে, সে মেজর সাহেবকে খুঁজতেছে, পেলে তাকে মেরে ফেলবে। তিনি যদি মেজর সাহেবের কাছে সাক্ষাৎকার দেন তাহলে তাকেও মেরে ফেলবে। ওসি প্রদীপ তাকে হুমকি দিয়ে ও সতর্ক করে চলে যায়। ওসি প্রদীপ তাকে মেজর সাহেবের বিষয়ে জানানোর জন্য একটি মোবাইল নাম্বারও দিয়ে যায়। কোরবানীর ঈদের দিন সকালে তিনি শুনেন যে, ওসি প্রদীপ সেনাবাহিনীর একজন মেজরকে শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেক পোষ্টে মেরে ফেলেছে কোরবানীর ঈদের আগের রাতে। ফেইসবুকে তিনি দেখেন, যে, তিনি সেনাবাহিনীর যে মেজরের নিকট সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাকেই হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন, ওসি প্রদীপ তাকে হুমকি দিয়ে যে কথা বলেছে তা সত্য হয়েছে। ওসি প্রদীপসহ যারা তার স্বামীকে হত্যা করেছে তাদেরকে আসামী করে তিনি কক্সবাজার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

পি. ডব্লিউ-১৬ হাম জালাল তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই দিবাগত রাত আনুমানিক ১ ঘটিকার সময় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের ৬ জন পুলিশ তার বসত বাড়ির মেইন গেটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে তার বসতঘরের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। তিনি তখন ঘুমে ছিলেন, ধাক্কার শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি বসতঘরের লাইট জ্বালিয়ে চারদিকে পুলিশ দেখতে পান। তিনি পুলিশের কাছে জানতে চান, কেন পুলিশ তার বাড়িতে এসেছে। এস. আই সঞ্জীত বলে, দরজা খুলেন নইলে গুলি করব। তিনি ভয়ে দরজা খুলে দিয়ে তাদের বসতে বলেন। এস. আই সনজিত, এস, আই সাগর, এস. আই মিঠুন এস, আই রাজু আহমেদ গাজী তার ড্রইং রুমে ঢোকে। ২ জন কন্সটেবল বাইরে দাড়ানো ছিল। পুলিশ কি কারনে তার বাড়িতে এসেছে জানতে চাইলে

তারা জানায় যে, ২০১৯ সালে টেকনাফের ১০২ জন মাদক কারবারী পুলিশের নিকট আত্নসমর্পন করেছে। ঐ ১০২ জনের ১ জন এনাম বাহিনীর এনাম নাকি তার (পি. ডব্লিউ-১৬) নাম বলেছে। এস, আই সাগর তাকে বলে, তাকে যদি ২০ লক্ষ টাকা দেয় তাহলে তাকে থানায় নিয়ে যাবে না। তিনি বলেন তার কাছে এতো টাকা নাই, আর কেনই বা তাদের টাকা দেবেন। তখন এস, আই সনজিত ওসি প্রদীপকে ফোন করে বলে, স্যার আমরা হাম জালালের বাড়ীতে এসে তাকে পেয়েছি। ওসি প্রদীপ উত্তরে বলে, তাকে থানায় নিয়ে আসো। এরপর এস, আই সনজিত, কং সাগর ও রুবেলকে ডাকে। সাগর ও রুবেল ঘরে ডুকে তাকে দুই হাত ধরে জোর করে ঘরের বাইরে নিয়ে তাদের গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা তখন কান্নাকাটি করছিল। এস, আই সনজিত, এস, আই সাগর ও মিঠুন ওসি প্রদীপের কোয়ার্টারে ঢুকে যায় এবং তাকে পুলিশের গাড়ীতে বসিয়ে রাখে। কং সাগর, কং রুবেল ও এস আই রাজু আহমেদ গাজী তার সাথে পুলিশের গাড়ীতে বসে থাকে। প্রায় ৪০ মিনিট পর এস আই সনজিত, এস, আই সাগর ও এস, আই মিঠুন ওসি প্রদীপের কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে এসে কং সাগর, কং রুবেল ও এস, আই রাজু আহমেদ গাজীকে বলে তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) থানার দোতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, পিছনে পিছনে এস, আই সনজিত, এস, আই সাগর ও এস, আই মিঠুন ছিল। থানার দোতলায় হাজত খানাতে ৪টি রুম আছে। হাজত খানার ৪টি রুমে ক্রসফায়ারের হাজতিদের রাখা হতো। সেই রুমটার দরজায় নিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে এস, আই সাগর বলে, মেম্বার জীবনে অনেক টাকা পয়সা দেখেছেন পনের লক্ষ টাকা দেন, তারা স্যারকে বলে তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করবে, নইলে মেরিন ড্রাইভে নিয়ে আজকে রাত্রেই ক্রসফায়ারে দিবে। তিনি ভয়ে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়ে যান। তখন এস, আই সনজিত ১৫ লক্ষ টাকা কার কাছ থেকে নেবে জানতে চান। টেকনাফ উপজেলা রেন্ট এ কার সমিতির তিনি সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক মোঃ রফিক। তিনি তাদেরকে সাধারন সম্পাদক রফিকের কাছ থেকে টাকা নিতে বলেন। তখন

তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) হাজতখানায় ঢুকিয়ে তারা চলে যায়। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ অনেক নারীকে ধর্ষন করেছে, অনেক লোককে ক্রসফায়ারে দেওয়ায় তিনি ভয় পেয়ে হাজতখানার টয়লেটে ঢুকে অজু করে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়েন। ঐ রাত্রে ফজরের ১৫/২০ মিনিট আগে কং রুবেল একটি মোবইল ফোন নিয়ে এসে তাকে খোঁজ করে এবং মোবাইলে কথা বলতে বলে, তিনি হ্যালো বললে রফিক উত্তরে তাকে সালাম দেয় এবং বলে উনারা ১৫ লক্ষ টাকা দিতে বলেছেন, কোথা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দিব। তিনি রফিককে বলেন, ‘‘আমার নোহা মাইক্রোবাস একজনের কাছে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রির কথা হয়েছে। ৫০ হাজার টাকা মাইনাস করো, ১২ লক্ষ টাকা বিক্রি করে দাও। আমার বাড়িতে দেড় লক্ষ টাকা আছে, বাকি টাকা তোমার কাছ থেকে দাও। আমি বের হলে তোমার টাকা তোমাকে দিয়ে দিবো। তিনি রফিককে আরো বলেন, ‘‘আমার বাড়িতে গিয়ে বইলো, আমি সুস্থ আছি’’ যেকোনো কিছুর বিনিময়ে ওদের টাকা দিয়ে তাকে বের করতে বলেন। পরের দিন তার বাবা আলহাজ্জ খলিলুর রহমান ওসি প্রদীপের সাথে দেখা করে ওসি প্রদীপের কাছে জানতে চান, তার ছেলেকে কোথায় রেখেছে, তারা তার ছেলেকে আনেনি বলে ওসি প্রদীপ অস্বীকার করে। তখন তার আব্বা কান্নাকাটি করে বাড়িতে চলে যান। ঐ দিন বিকালে তার আব্বা প্রথম আলোর সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিনের কাছে গিয়ে তার (পি. ডব্লিউ-১৬) বিষয় নিউজ করেন। সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন ওসি প্রদীপকে ফোন করলে ওসি প্রদীপ সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিনকে তার বিষয়টি অস্বীকার করে। ২৫/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ তার আব্বা এবং তার ভগ্নিপতি আইনজীবির সহকারী শুকুর মুন্সি টেকনাফ থানায় গিয়ে ওসি প্রদীপের সাথে দেখা করলে ওসি প্রদীপ তার আব্বাকে চেম্বারে নিয়ে বলে, ৭ লক্ষ টাকা দিলে তার ছেলেকে ছেড়ে দিবে। তার আব্বা বলেন, ৬ লক্ষ টাকা দেবেন এবং তার ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলেন। এরপর ২৫ তারিখের দিবাগত রাত আনুমানিক ১.৩০ ঘটিকায় তাকে চোখ বেঁধে মেরিন ড্রাইভে নিয়ে কং সাগর ও কং রুবেল তার দুই হাত ধরে এবং এস, আই সনজিত তাকে কালেমা পড়তে

বলে। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) ওসি প্রদীপের সাথে একটু কথা বলতে চাইলে ওসি প্রদীপ মেরিন ড্রাইভ রোডের রাস্তার উপর থেকে এসে কি কথা বলবে তা জানতে চায়। তখন তিনি ওসি প্রদীপকে বলেন, ‘‘স্যার আমার ৪টি ছেলে একটি মেয়ে, আমি ওদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই, আমাকে মেরে ফেললে আমার ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করতে পারবে না’’। তিনি আরও বলেন, তিনি মাদক কারবারি না। তিনি সারাজীবন মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন । রাজনৈতিক কারনে কারো যদি সমস্যা হয়, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিবেন। তাকে আন্ডারটেকিং দিবেন। তিনি ঠিকাদারী করেন। তার দুই কোটি টাকার উপরে মানুষের কাছে পাওনা আছে। তার কাছেও এককোটি টাকার উপরে মানুষ পাবে। তাকে যদি মেরে ফেলে তাহলে মানুষের পাওনা টাকা কে দেবে, তিনি তার কাছে ২ দিনের সময় চান। তিনি আরও বলেন, ‘‘আপনি এলাকার রিপোর্ট নেন তিনি যদি মাদক কারবারি হন তাহলে তাকে মেরিন ড্রাইভ রোডে মারবেন না, তাকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে শাপলা চত্তরে গুলি করে মারবেন’’। তার কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপের মোবাইলে একটি কল আসে এবং সে কথা বলে। কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপ এস, আই সনজিতকে ডেকে কথা বলে এবং কথা বলা শেষ হলে ওসি প্রদীপ তাকে বলে যে, ‘‘তোর ভাগ্য ভাল,’’ এই কথা বলে তাকে সোজা গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন ২৬ তারিখ আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় তাকে হ্যান্ডকাপ পড়িয়ে এস, আই রাশেদের সামনে নিলে তখন এস আই রাশেদের সামনে তিনি ৩ হাজার পিস ইয়াবার একটি এজাহার দেখতে পান। ঐ সময় তার আব্বা এসে হাউমাউ করে বলেন, ‘‘আপনারা আমার কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা নিয়েছেন। আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবেন বলেছেন’’। এসব কথা বলে তার আব্বা ওসি প্রদীপকে খুঁজতে থাকে। এস, আই রাশেদের সামনে থাকা এজাহারে তিনি দেখতে পান, টেকনাফ থানার জি, আর মামলা নং ৫০/২০১৯, ইয়াবার পরিমান ৩ হাজার পিস দিয়ে কোর্টে তাকে (পি. ডব্লিউ-১৬) চালান করে দেয়। ঐ মামলা এখন এস, টি-০৪/২০২০ বর্তমানে অতিরিক্ত দায়রা জজ

আদালতে বিচারীধীন আছে। ঐ মামলায় প্রায় সাড়ে তিন মাস হাজত খাটার পর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে তিনি জামিন প্রাপ্ত হন। জি. আর-৫০/২০১৯ মামলার এজাহারের সত্যায়িত কপি তিনি দাখিল করেছেন, যা প্রদর্শনী-১৬ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি ২০১৯ সালে জানুয়ারীর ২৩ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত টেকনাফ থানার হাজতখানায় ছিলেন। হাজতখানার ১ নং রুমে ৩ জন মেয়ে ছিল। তাদেরকে রাত ১ টার পরে নিয়ে যেত এবং ফজরের আজানের আগে আগে তাদেরকে ফেরত আনা হতো, ঐ মেয়েরা কান্নাকাটি করতো এবং বলত ‘‘একটি বিষের বোতল দাও, বিষ খেয়ে মরে যাব’’। হাজতখানায় তিনি পাশের রুমে থেকে এ সব কথাবার্তা, কান্নাকাটি শুনেছেন। তার মনে হয়েছে ঐ ৩টি মেয়েকে নির্যাতন করা হয়েছে। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেল, এস, আই শরিফুল ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখে দুপুর আনুমানিক ১ টায় তার ছোট ভাই ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে বাড়ি থেকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। ঐ দিন মাগরিবের নামাজের আগে আগে টেকনাফ পৌরসভার ড্রাইভার শফিক তার বাড়িতে এসে বলে ওসি প্রদীপ বলেছে, ১ কোটি টাকা দিলে ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে ছেড়ে দিবে। তারা ১ কোটি টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে ঐ দিন রাত আনুমানিক ১ ঘটিকার সময় টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মৌলভী পাড়ার ফজল আহমদের বাড়ির সামনে তার ছোট ভাই ইউসুফ জালাল বাহাদুরকে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেলসহ ১৫/২০ জন পুলিশ মিলে সিনায় ২ টি এবং নাভির উপরে ১ টি মোট ৩ টি গুলি করে হত্যা করে। ফজল আহমদের বাড়ির পূর্ব দিকের বাড়ির তার খালা নূর জাহান, স্বামী- সুলতান আহমদ (সাবেক মেম্বার) এই ঘটনা দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেলসহ ৭/৮ জন পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায় একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর তাদের বাড়িতে এসেছে কিনা, তারা কোন ভিডিও দিয়েছে কিনা? ওসি প্রদীপ তাকে খুঁজতেছে, মেজরের খোঁজ পেলে

তাকেও ইউসুফ জালালের মত ক্রসফায়ার দিবে। মেজর সিনহা নামের সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি প্রদীপ যাদের ক্রসফায়ার দিয়েছে এমন অনেকের আত্নীয় স্বজনের ভিডিও নিয়েছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তা তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) জানতে পেরে জুলাই মাসের ২৫ তারিখে উনার সাথে মারিশবুনিয়া মাধ্যমিক স্কুলের পশ্চিম পাশে মেরিন ড্রাইভ রোডে সাক্ষাৎ করেন। ওসি প্রদীপের কীর্তিকলাপ তিনি মেজর সিনহাকে বলেন। নাজির পাড়ার নুরুল হক ভুট্টোর বাড়িকে ওসি প্রদীপ জলসা ঘর বানিয়ে ওসি প্রদীপ ঐ বাড়িতে নারী ধর্ষন, মদ খাওয়া, লোকজন থেকে টাকা পয়সা নেওয়া এই সব অপকর্ম করতো, এসব কথা মেজর সিনহাকে তিনি বলেন। মেজর সিনহা তাকে বলেন, এই সব ঘটনার বিচার হবে এবং উনি তাকে সান্তনা দেন। ৩১ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টায় মেজর সিনহাকে শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ওসি প্রদীপ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। শামলাপুর বাহারছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার ঐ রাত্রে তাকে ফোন করে মেজর সিনহার হত্যাকান্ডের খবর দেয়। তিনি ফেইসবুকে ঐ খবর দেখেছেন। ওসি প্রদীপের অপকর্ম ও কীর্তিকলাপ বলে শেষ করা যাবে না। মেজর সিনহা হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। ওসি প্রদীপ জেলে গেছে না হলে এতদিনে আরও বহু লোক ক্রসফায়ারের শিকার হতো।

পি. ডব্লিউ-১৮ ফরিদুল মোস্তফা খান তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি পেশায় একজন সাংবাদিক। তিনি দৈনিক কক্সবাজার বাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। গত ২৪ জুন ২০১৯ খ্রি: তারিখ তিনি টেকনাফের আইনশৃংখলার অবনতি, কক্সবাজারের উন্নতি ফলোআপে ২৭ জুন ২০১৯, টাকা না দিলে ক্রসফায়ার দেন টেকনাফের ওসি শিরোনামে ২ টি তথ্যবহুল সংবাদ প্রকাশ করেন। এই কারনে টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ ক্ষিপ্ত হয়ে কক্সবাজার শহরের তার (পি. ডব্লিউ-১৭) বাসায় একদিকে মাদক ব্যবসায়ী অপরদিকে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে একের পর এক অভিযান চালিয়ে তাকে বাসা থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা

করলে ভয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকায় পালিয়ে যান। ঢাকায় গিয়ে তিনি ওসি প্রদীপের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকার নিকট ২৮/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখ লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্তি হিসেবে ওসি প্রদীপের অপকর্মের সংবাদের কাটিং সংযুক্ত করেন। এই খবর পেয়ে ওসি প্রদীপ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সর্বশেষ গত ২১/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত অনুমান ১ টার দিকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থানরত তার (পি. ডব্লিউ-১৬) ভাড়া বাসায় একদিকে পুলিশ অন্যদিকে সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী লেলিয়ে দিয়ে তাকে বাসা থেকে ওসি প্রদীপ তুলে নেয়। এরপর ঢাকা থেকে তাকে নোয়াহ মাইক্রোবাসে করে কক্সবাজারের টেকনাফ আসার পথে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে এবং ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়। পরের দিন ২২/০৯/২০১৯ খ্রি: তারিখ টেকনাফ থানায় নিয়ে প্রথমে তাকে থানা হাজতে রাখে, কিছুক্ষন পর হাজত থেকে তাকে বের করে ওসি প্রদীপের রুমে নিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন শুরু করে। একদিকে ওসি প্রদীপ নিজে অন্যদিকে তার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা তাকে বিবস্ত্র করে ভিডিও করে, ২ চোখে মরিচের গুড়া দেয়, হকিস্টিক, লাঠি, রাইফেলের বাট দিয়ে মেরে তার হাত পা গুড়িয়ে দেয় এবং ধারালো পিন দিয়ে চোখ নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করে। তিনি ভয়ে পানি পানি করে চিৎকার করে কালেমা পড়তে থাকেন। প্রদীপ নিজেই প্যান্টের চেইন খুলে তার (পি. ডব্লিউ-১৮) মুখে প্রস্রাব করে দেয়। শুধু তাই নয়, ওসি প্রদীপ এবং সন্ত্রাসীরা প্লাস দিয়ে তার হাত পায়ের নখ উপড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এরপর তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় হাজতে লটকিয়ে রেখে ঐ দিন রাত অনুমান সাড়ে ১২ টার দিকে হাজতখানার লটকানো অবস্থা থেকে তাকে নামিয়ে হাতে হ্যান্ডকাপ পড়ানো ও চোখে গামছা বাঁধা অবস্থায় নোয়াহ গাড়িতে তুলে মেরিন ড্রাইভ সড়কে নিয়ে যায় এবং ক্রসফায়ার দেয়ার হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে রাতে মেরিন ড্রাইভ হয়ে কক্সবাজার শহরের বালিকা মাদ্রাসার কবিতা চত্বরে তাকে নিয়ে যায়। এরপর

কবিতা চত্ত্বরে এনে তাকে মাইক্রোবাস থেকে নামিয়ে টানা হেচড়া করে ঝাউ বাগানে নিয়ে আবার ক্রসফায়ার দিতে চায়, বুট জুতা পরা অবস্থায় তার গায়ের উপর উঠে পুলিশ নাচানাচি করে। তিনি হাত দিয়ে কৌশলে চোখের গামছা সরিয়ে ফেলেন। তাকে টানা হেচড়া করে আবার নোয়াহ গাড়িতে তুলে তার কক্সবাজার শহরের কুতুবদিয়া পাড়ার বাসায় (যে বাসায় তিনি আগে থাকতেন, ওসি প্রদীপের ভয়ে পালিয়ে পরে ঢাকা চলে যান) নেয়। বাসায় তার ছোট বোন সন্তান সহ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। তখন ওসি প্রদীপ লাথি মেরে ঐ বাসার দরজা খুলে। পুলিশের ভয়ে তার ছোট বোন সালমা খাতুন সন্তানসহ বাসা থেকে পালিয়ে যায়। এরপর ওসি প্রদীপ টেকনাফ থেকে নিয়ে আসা ৪ হাজার পিস ইয়াবা, ২ টি দেশীয় তৈরী বন্দুক, ৫ রাউন্ড কার্তুজ, মদ ও বিয়ার বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে আবার নাটকীয় ভাবে তা উদ্ধার দেখিয়ে উক্ত মালামালসহ নোয়াহ গাড়িতে তাকে নিয়ে সোজা কক্সবাজার সদর মডেল থানায় নিয়ে যায়। এরপর ঐ সব মালামাল তার সামনে রেখে জোর পূর্বক ওসি প্রদীপ তার ছবি তুলে। তিনি ছবি তুলতে না চাওয়ায় তাকে আবার ফ্লোরে ফেলে লাঠি ও হকিস্টিক দিয়ে মারধর করে কিল, ঘুষি ও লাথি মারে। তার শরীর থেতলে ফুলা জখম হয়, এরপর তাকে সদর থানার হাজতে ঢুকিয়ে রাখে। পরের দিন ২৩/০৯/২০১৯ তারিখ বিকেলে অস্ত্র ও মাদকের ৩ টি মামলা এবং টেকনাফ থানায় আগে রুজুকৃত ৩টি সহ মোট ৬টি সাজানো মামলায় তাকে আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরন করেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়ায় কারা হাসপাতাল, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তিনি জেল হাজতে থাকাবস্থায় ২০২০ সালের কোরবানীর ঈদের ৪/৫ দিন পর এই মামলার সাক্ষী সিফাতের (পি. ডব্লিউ-২)সাথে তার দেখা হলে সিফাত তাকে বলে যে, ফরিদুল মোস্তফা ভাই আপনাকে ওসি প্রদীপ অনেক নির্যাতন জুলুম করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়েছে, এই খবর মেজর সিনহা ভাই জেনেছেন, উনি আপনার সাথে দেখা করে আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার

ইচ্ছা পোষণ করেছেন, আপনার মত আরও ২০/৩০ জন নির্যাতিত ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ভিডিও ধারন করেছেন, আপনার সাথে উনার দেখা করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ওসি প্রদীপ তাকে বাঁচতে দিল না, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ৩১ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে তাকে শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে তার (পি. ডব্লিউ-২) সামনে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই সব কথা সাক্ষী সিফাত তাকে জেল খানায় বলেছে। ওসি প্রদীপের দায়েরকৃত ৬ টি মিথ্যা মামলায় তিনি টানা ১১ মাস ৫ দিন জেল হাজতে ছিলেন। এরপর ২৭/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন। পেশাগত কারনে তিনি ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে তার মাদক ব্যবসা, ক্রসফায়ার, কন্ট্রাক্ট কিলিং, মিথ্যা মামলা দেওয়া, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখির কারনে ওসি প্রদীপ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ৬ টি সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে, ক্রসফায়ার দেয়ার চেষ্টা করে। তিনি ঐ সময় যদি সংযত হতেন তাহলে তাকে আজকে জেলে থাকতে হতো না।

পি. ডব্লিউ-২০ বেবী বেগম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেল ২০১৯ সালের রোজার ঈদের ১৫ দিন পর বিকেল বেলা সিভিল ড্রেসে তাদের বাড়িতে যায়, তারা ১০/১৫ জন লোক ছিল। ওসি প্রদীপসহ তারা সবাই মিলে তাদের পুরো বাড়ী ঘিরে ফেলে। ওসি প্রদীপ বলে, তাদের বাড়ীতে ইয়াবা আছে কিন্তু তাদের বাড়ী তল্লাশী করে কোথাও ইয়াবা পাওয়া যায় নাই। ওই সময় তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে মারধর করা হয়। তারা তাদের (পি. ডব্লিউ-২০) বাড়ীর আলমিরা ভাংচুর করে। তাদের গহনা ২ টি হার, ৩ টি চেইন, ৬ টি চুড়ি, ৩ জোড়া কানের দুলসহ আরও কিছু স্বর্ণ, ৪/৫ লক্ষ টাকা, কাপড় চোপড়, ৪ টি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপ, কং সাগর ও রুবেল তার স্বামী ও মেয়ে নাজনীন আক্তার জুই (বয়স-১৫) কে অনেক মারধর করে। কং সাগর ফ্রিজ থেকে বুম্বাই মরিচ বের করে তার মেয়ে নাজনীন আক্তার জুইকে মুখে ডলে দেয়। তার স্বামী

জিয়াউর রহমান ও নাজনীন আক্তার জুইকে তারা থানায় নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপের নির্দেশে এস, আই মশিউর, এস, আই অহিদুল তাদের এলাকার চৌকিদার আমিনকে তার দেবর জিয়াবুল হকের কাছে পাঠিয়ে তার (পি. ডব্লিউ-২০) মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দাবী করে। তিনি দেবর জিয়াবুলকে বলেন, তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা নাই, কোথা থেকে টাকা দেবেন। তারা তাদের কথামত ৫ লক্ষ টাকা না দেয়ার কারনে তার মেয়ে জুইকে ২ দিন টেকনাফ থানায় আটক রেখে ২ হাজার পিস ইয়াবার মামলা দিয়ে কোর্টে চালান করে। ৪/৫ দিন পর ওসি প্রদীপ নিজে তাকে মোবাইলে ফোন করে এবং চৌকিদার আমিনকে পাঠিয়ে বলে ৪০ লক্ষ টাকা দিলে তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে ছেড়ে দিবে, নইলে তাকে ক্রসফায়ার দিয়ে মেরে ফেলবে। তিনি ওসি প্রদীপকে বলেন, তাদের কাছে টাকা নাই, যা ছিল সব তারা নিয়ে গেছে। তার (পি. ডব্লিউ-২০) ব্যাংক একাউন্ট থেকে তিনি ৫ লক্ষ টাকা তুলেন। এছাড়া তার দেবর, ভাসুর, আত্নীয়স্বজন থেকে আরও ৫ লক্ষ, জমি বিক্রি করে আরও ৫ লক্ষ এই মোট ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে তার দেবর জিয়াবুল, তার ছেলে মোঃ আহাদ, তার ছোট মেয়ে জয়া, ননদ হাসিনাকে সাথে নিয়ে তিনি সিএনজি করে টেকনাফ থানায় যান। তারা সিএনজি নিয়ে থানার বাহিরে ছিলেন। তার দেবর জিয়াবুল ১৫ লক্ষ টাকা ওসি প্রদীপকে দেয়। এরপর তার দেবর জিয়াবুলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে জিয়াবুলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে তারা ঐ সিএনজি নিয়ে তার মেয়ে জুইকে দেখার জন্য কক্সবাজার আসার পথে দরিয়ানগর আসলে ডিবি পরিচয়ে সিভিল ড্রেসে ৪/৫ জন তাদের সিএনজি থামায়। তাদের গাড়ি থামানোর কারন জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, সিএনজিতে ইয়াবা আছে, তাদের কাছে খবর আছে। তিনি বলেন, তাদের কাছে ইয়াবা নেই। তাদেরকে সিএনজি সহ ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয়া ঐ ৪/৫ জন কক্সবাজার এস, পি অফিসে নিয়ে যায়। ঐ ৪/৫ জন প্রথমে সিএনজি ড্রাইভারের মোবাইল নম্বর নেয়, তারপর তাকে বলে, ''এই মহিলাকে আমরা নিয়ে এসেছি, তুই কোন কিছু দেখেছিস, কোন কিছু শুনেছিস'' ড্রাইভার বলে, ''না দেখি নাই''।

তারপর তারা বলে, ''এদেরকে নিয়ে এসেছি এই কথা তুই কাউকে বলবিনা, বললে তোকে ক্রসফায়ার দেব''। এরপর তারা সিএনজি ড্রাইভারকে বিদায় করে দেয় এবং তাদের সবাইকে এস, পি অফিসে ঢুকিয়ে তাদের সকলের দেহ তল্লাশি করে ও তাদের সকলের ব্যাগ তল্লাশি করে কিন্তু তাদের কারও কাছে কোন ইয়াবা পাওয়া যায় নাই। এরপর তাদেরকে এস,পি, মাসুদের রুমে নেওয়া হয। এস, পি মাসুস সাহেব তখন অফিসে ছিলেন। এস, পি মাসুদ সাহেবের সামনে ডিবি পুলিশ পরিচয় দেওয়া ঐ ৪/৫ জনের একজন তার হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে তার পাসওয়ার্ড নেয়। ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয়া এই ৪/৫ জন যারা তাকে এনেছিল, তার একজন তাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে বলে, ''তুই ওসি প্রদীপের কথা কেন রেকর্ড করেছিস, ওসি প্রদীপকে ডেকে এনে তোকে তার হাতে তুরে দেব''। তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) এসপি, মাসুদ সাহেবকে বলেন, ''তার মেয়েকে ইয়াবা দিয়ে কোর্টে চালান দিয়েছে, তাকে ওসি প্রদীপের হাতে তুলে দিবেন না, প্রয়োজনে তিনি তাকে এখানে মেরে ফেলেন''। তখন এস, পি মাসুদ ওসি প্রদীপকে ফোন দেন এবং তাকে চিনে কিনা জানতে চান, ওসি প্রদীপ বলে, সে তাকে চিনে। ওসি প্রদীপ এস, পি মাসুদকে বলে ''স্যার ওনাকে রাখেন, আমি ফোর্স পাঠাচ্ছি। ওসি প্রদীপ ফোর্স পাঠাচ্ছে এ কথা শুনে তিনি এস, পি মাসুদকে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলেন, তার স্বামী ১৮ দিন যাবৎ টেকনাফ থানায় আটক, তার ১৫ বছরের মেয়ে ইয়াবার মামলায় হাজতে। এস, পি মাসুদ তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। তিনি ওখানে অজ্ঞান হয়ে যান, এরপর হাসপাতালে তার জ্ঞান ফিরে। জ্ঞান ফিরে তিনি দেখেন যে, তিনি আইসিইউতে আছেন। তার পাশে ২ জন মহিলা কন্সটেবল ছিল। তাদেরকে দিয়ে তার ছেলেকে ডাকলে তার ছেলে সেখানে আসে, সাথে ছিল কং রুবেল ও কং সাগর। হাসপাতালে মহিলা কন্সটেবলদের কাছে তিনি জানতে চান তাকে কে এখানে এনেছে, মহিলা কং তাকে জানান, টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপের ফোর্স তাকে হাসপাতালে এনেছে। আইসিইউতে কং সাগর ও কং রুবেল তাকে অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ করে। কং রুবেল ও কং সাগরসহ টেকনাফ থানার পুলিশ তার ছেলেমেয়ে ও ননদকে টেকনাফ থানায় নিয়ে যায়। ওসি প্রদীপ চৌকিদার আমিনের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে তার দেবর মুজিবুল হককে টেকনাফ থানায় গিয়ে তার ছেলেমেয়ে ও ননদকে নিয়ে যেতে বলে। টেকনাফ থানায় নেওয়ার পর তার মেয়ের ব্যাগ থেকে কং সাগর ১৫ হাজার টাকা নিয়ে নেয়, তার দেবর মুজিবুল হক মানিক ১৫ হাজার টাকা নিয়ে ওসি প্রদীপের হাতে দিয়ে তার ছেলে মেয়ে ও ননদকে টেকনাফ থানা থেকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার (পি. ডব্লিউ-২০) বিরুদ্ধে ৩ টি মামলা দিয়ে কোর্টে চালান করে দেয়। কোর্ট থেকে তাকে জেলে পাঠানো হয়। জেলে যাওয়ার পর তার মেয়ে জুই এর তার (পি. ডব্লিউ-২০) সাথে দেখা হলে মেয়ে খুব কান্নাকাটি করে বলে, তাকে টেকনাফ থানা হাজতে খুব যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, এই কথা সে বলতে পারবে না, জানতে চাইলে সে বিষ খাবে, আত্নহত্যা করবে, সে কোনদিন টেকনাফে যাবে না। তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) হাজতে যাওয়ার পরের দিন তার স্বামী জিয়াউর রহমানকে আনা হয় এবং তার বিরুদ্ধে ৬ টি মামলা দেওয়া হয়। তার স্বামী জিয়াউর রহমান জানায় যে, তাকে যখন টেকনাফ থানায় রাখা হয়েছিল তখন বেশ কয়েকজনকে ক্রসফায়ার দেওয়া হয়েছে। ক্রসফায়ারের শিকার হওয়া লোকজন যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করত, তথন জিয়াউর রহমানকে তা দেখানো হতো। ওসি প্রদীপ বলত, ‘‘তুই টাকা না দিলে তোকেও এই ভাবে ক্রসফায়ার দেওয়া হবে’’। জিয়াউর রহমানকে ৩টি ক্রসফায়ারের ঘটনা দেখানো হয়েছে। ৪ মাস পরে তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) জামিন পান। এস, আই মশিউর তার দেবর জিয়াবুলের কাছে তার মোবাইল নম্বর চায়, মোবাইল নম্বর না দেয়ার কারনে জিয়াবুলকে মশিউর ধরে নিয়ে যায়। তার দেবর আবুল কাশেমের মাধ্যমে ওসি প্রদীপকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা দিয়ে জিয়াবুলকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২২/২৩ তারিখে ওসি প্রদীপ, কং সাগর, কং রুবেলসহ মোট ৬/৭ জন পুলিশ একটি নোয়াহ মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে

জানতে চায়, মেজর সিনহা নামের লোক, লম্বা চুলের লোক, ১ জন মহিলাসহ তাদের কাছে এসেছিল কিনা, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে কিনা, কোন ইন্টারভিউ নিয়েছে কিনা, ভিডিও করেছে কিনা? তিনি বলেছেন, এই রকম কোন লোক আসে নি। ওসি প্রদীপ বলেছে, তারা মেজর সিনহা নামের লোককে খুঁজতেছে। এই রকম লোককে দেখলে তাকে ফোন করে জানাতে বলে, না জানালে তাকে ৬ টি মামলা দিয়ে পূর্বের মত ধরে নিয়ে গিয়ে চালান দিবে, পেলে কুত্তার বাচ্চাকে (মেজর সিনহা) মেরে ফেলবে। গত বছরের কোরবানীর দিন সকালে তিনি শুনেন, শামলাপুরের এপিবিএন চেক পোষ্টে ওসি প্রদীপ এবং তার লোকজন মেজর সিনহা নামের এক লোককে কোরবানীর ঈদের আগের রাতে মেরে ফেলেছে। ওসি প্রদীপ তার বিরুদ্ধে ৩ টি, তার স্বামীর জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৬ টি, মেয়ে নাজনীন আক্তার জুই এর বিরুদ্ধে ১ টি মামলা দেয়। তার মেয়ে জুই দারুল তাওহিদ ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, প্রদীপ কুমার দাশ, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ লিটন মিয়া, সাফানুল করিম, মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াইজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন, শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মোঃ রাজিব হোসেন, রুবেল শর্মা ও সাগর দেবের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয় এবং বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত উপরোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন।

তর্কিত রায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, প্রদীপ কুমার দাশ, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াইজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন, রুবেল শর্মা ও সাগর দেবকে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক, দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ১২০-বি ধারার অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে কিনা?

প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থানে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের তৎকালীন পরিদর্শক লিয়াকত আলীর পিস্তলের ৪টি গুলিতে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান মারাত্নকভাবে আহত হন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ডিসিস্ট ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্নক আহত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে থাকাকালে টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত এর সাথে গোপনে আলোচনা করে। এরপর প্রদীপ কুমার দাশ গুরুতর আহত মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের নিকট উপস্থিত হলে তখন ভিকটিম তার কাছে পানি ও শ্বাস চাইলে সে বিশ্রিভাবে ভিকটিমকে গালাগালি করে ভিকটিমের বুকের বাম পাজরে পা দিয়ে আঘাত করে এবং বাম পাশের গলা পা দিয়ে চেপে ধরে ভিকটিমের মৃত্যু নিশ্চিত করে। ভিকটিমের বুকের বাম পার্শ্বের পাজরের দুটি হাড় ভাঙ্গা ও গলার বাম পাশের আঘাত ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য মামলাটিতে প্রসিকিউশন পক্ষে গৃহিত সাক্ষ্য, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিন সহ অপর খালাস প্রাপ্ত আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহ ও আলোচ্য ঘটনার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান সহ সঙ্গীয় সায়েদুল ইসলাম সিফাত, শিপ্রা দেবনাথ ও রুপ্তি গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ কক্সবাজারে এসে পরবর্তীতে ০৭/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে নিলীমা রিসোর্টে অবস্থান করে কক্সবাজার, টেকনাফ ও রামু এলাকার নৈর্সগিক দৃশ্য

সমূহের ভিডিও ও স্থির চিত্র ধারন করাকালে টেকনাফ থানার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ ও তার সঙ্গী বিশেষ করে কনস্টেবল রুবেল শর্মা ও সাগর দেব সহ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়ে অবহিত হন এবং ভুক্তভোগীদের বক্তব্যের ভিডিও চিত্র ধারন করেন। বিষয়টি প্রদীপ কুমার দাশ তার সোর্সের মাধ্যমে অবহিত হন। ইতোমধ্যে জুলাই ২০২০ এর মাঝামাঝি সময়ে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোডে প্রদীপ কুমার দাশ ও লিয়াকতের সাথে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা, শিপ্রা দেবনাথ ও সায়েদুল ইসলাম ওরফে সিফাতের (পি, ডব্লিউ-২) দেখা হলে মেজর (অব:) সিনহা ওসি প্রদীপ কুমার দাশের পূর্ব পরিচিত হওয়ার স্থানীয় লোকজনের তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে মেজর (অব:) সিনহা জিজ্ঞেস করলে প্রদীপ কুমার দাশ তখন মেজর (অব:) সিনহার সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে এবং বলে যে, সে অনেক সাংবাদিক পিটিয়ে জেলে পাঠিয়েছে। এছাড়া মেজর (অব:) সিনহাকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে, নয়তো তাকে ধ্বংস করে দেবে মর্মে হুমকি দেয়, যা পি. ডব্লিউ-২ তার সাক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

এছাড়া, প্রদীপ কুমার দাশের সরাসরি নির্যাতনের শিকার পি. ডব্লিউ-১৫ ছেনোয়ারা বেগম, পি. ডব্লিউ-১৬ হামজালাল, পি. ডব্লিউ-১৮ ফরিদুর মোস্তাফা খান এবং পি. ডব্লিউ-২০ বেবী বেগম তাদের সাক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রদীপ কুমার দাশের যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং প্রদীপ কুমার দাশের এসকল অপকর্মের সব সময়ে সঙ্গী ছিল কন্সটেবল সাগর দেব ও রুবেল শর্মা, যা তাদের (পি. ডব্লিউ-১৫, পি. ডব্লিউ-১৬, পি. ডব্লিউ-১৮, পি. ডব্লিউ-২০) সাক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পি. ডব্লিউ-১৫ তার সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন যে, ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এলাকার লোকমুখে তিনি জানতে পারেন যে, টেকনাফ থানা এলাকায় সেনাবাহিনীর একজন মেজর ভিডিও বানাচ্ছেন। ওসি প্রদীপের হাতে ক্রসফায়ারের শিকার

এমন বহু লোকের আত্নীয় স্বজন ঐ মেজর সাহেবকে গিয়ে ওসি প্রদীপের বিরুদ্ধে সাক্ষাতকার দিচ্ছে। তিনিও মেজর সাহেবকে তার স্বামী আঃ জব্বারের ক্রস ফায়ারের ঘটনা সহ সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। মেজর সাহেব তখন বলেন উনি তার স্বামী হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করবেন। এটা জুলাই মাসের ১৮/১৯ (২০২০) তারিখ হবে। এর পর ওসি প্রদীপ সাগর ও রুবেল সহ ৬/৭ জনের একটি দল নিয়ে তার (পি. ডব্লিউ-১৫) বাড়িতে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে সেনাবাহিনীর কোন মেজর কোন ভিডিও বানাচ্ছে কিনা এবং সে (পি. ডব্লিউ-১৫) মেজরের কাছে কোন সাক্ষাৎকার দিয়েছে কিনা? সে উত্তরে বলে যে, এই জাতীয় কোন ঘটনা হয় নাই। তখন ওসি প্রদীপ বলে যে, সে মেজর সাহেবকে খুঁজতেছে, তাকে পেলে মেরে ফেলবে। এছাড়া ওসি প্রদীপ তাকে (পি. ডব্লিউ-১৫) এই মর্মে হুমকি দেয় যে, মেজরকে কোন সাক্ষাৎকার দিলে তাকেও মেরে ফেলবে এবং ঐ মেজরের খবর দেয়ার জন্য তাকে একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে যায়।

পি. ডব্লিউ-১৬ হামজালাল তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, ২০২০ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওসি প্রদীপ, কন্সটেবল সাগর ও রুবেল সহ ৭/৮ জন পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছে জানতে চায় একজন অবসর প্রাপ্ত মেজর তাদের (পি. ডব্লিউ-১৬) বাড়িতে এসেছে কিনা তারা (পি. ডব্লিউ-১৬) কোন ভিডিও দিয়েছে কিনা। সে (ওসি প্রদীপ) তাকে খুঁজতেছে। খোঁজ পেলে তাকেও ইউসুফ জালালেরর মতো ক্রসফায়ারে দিবে। ওসি প্রদীপ ক্রস ফায়ারে দিয়েছে এমন অনেক আত্নীয় স্বজনের ভিডিও ও সাক্ষাৎকার নিয়েছে এমন একজন সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিষয়ে জেনে সে (পি. ডব্লিউ-১৬) জুলাই মাসের ২৫ তারিখ তার (মেজর অব: সিনহা) সাথে মারিশবুনিয়া মাধ্যমিক স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে মেরিন ড্রাইভ রোডে সাক্ষাৎ করে ওসি প্রদীপের কীর্তিকলাপ মেজর সিনহাকে বলেছে। এছাড়া, সে (পি. ডব্লিউ-১৬) মেজর সিনহাকে এও বলেছে নাজির পাড়ার নুরুল হক ভুট্টোর বাড়িকে ওসি প্রদীপ জলসা ঘর বানিয়ে ঐ বাড়িতে সে নারী ধর্ষন ও মদ

খাওয়া, লোকজন থেকে টাকা পয়সা নেওয়া এই সব অপকর্ম করতো। মেজর সিনহা তখন তাকে বলেন যে, এই ঘটনার বিচার হবে এবং ওনি তাকে সান্তনা দেন।

পি. ডব্লিউ-১৮ তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি জেল হাজতে থাকা অবস্থায় ২০২০ সালের কোরবানী ঈদের ৪/৫ দিন পর সাক্ষী সিফাতের (পি. ডব্লিউ-০২) সাথে তার দেখা হলে সিফাত তাকে বলে যে, ওসি প্রদীপ তাকে (পি. ডব্লিউ-১৮) অনেক নির্যাতন ও জুলুম করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়েছে, এই খবর মেজর সিনহা ভাই (ডিসিস্ট) জেনেছেন। ওনি তার (পি. ডব্লিউ-১৮) সাথে দেখা করে সাক্ষাৎকার নেওয়ার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন। তার (পি. ডব্লিউ-১৮) মত আরো ২০/৩০ জন নির্যাতিত ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছেন, ভিডিও ধারন করেছেন। তার (পি. ডব্লিউ-১৮) সাথে মেজর সিনহার দেখা করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যা, ওসি প্রদীপ তাকে বাঁচতে দিল না। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ তাকে শামলাপুর এপিবিএন পুলিশ চেকপোষ্টে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

পি. ডব্লিউ-২০ বেবী বেগম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২২/ ২৩ তারিখ ওসি প্রদীপ কন্সটেবল সাগর ও রুবেল সহ মোট ৬/৭ জন পুলিশ এবং একটি নোয়া মাইক্রো বাস নিয়ে তাদের (পি. ডব্লিউ-২০) বাড়ীতে গিয়ে ওসি প্রদীপ তার কাছ জানতে চায় মেজর সিনহা নামের কোন লোক, লম্বা চুলের লোক একজন মহিলা সহ তাদের বাড়িতে এসেছিল কিনা, তাদের সাক্ষাতকার নিয়েছে কিনা কোন ভিডিও করেছে কিনা? তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) বলেছেন এই রকম কোন লোক তাদের বাড়িতে আসে নাই। ওসি প্রদীপ বলেছে তারা মেজর সিনহা নামের একজন লোককে খুঁজতেছে। এরকম লোককে দেখলে ওসি প্রদীপকে ফোন করে জানাতে বলে না জানালে তাকে (পি. ডব্লিউ-২০) ০৬ টি মামলা দিয়ে পূর্বের মতো ধরে নিয়ে চালান দেবে, মেজর সিনহাকে পেলে কুত্তার বাচ্চাকে মেরে ফেলবে। গত বছর কোরবানীর দিন সকালে তিনি শোনেন, শামলাপুরের

এপিবিএন চেকপোষ্টে ওসি প্রদীপ এবং তার লোকজন মেজর সিনহা নামের এর লোককে কোরবানীর ঈদের আগের রাতে মেরে ফেলেছে।

এছাড়া আসামী লিয়াকত আলী তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে (প্রদর্শনী-৩৮) উল্লেখ করেন যে, ‘‘ওসি স্যার ঘটনার কিছুদিন আগে এলাকায় ডাকাতের আনাগোনা বেড়েছে এবং একটি গ্রুপ অত্র এলাকায় ভিডিও চিত্র করার জন্য এসেছে জানতে পারেন। এটাও জানতে পারেন যে, গ্রুপটি অত্র এলাকায় ভিডিও চিত্র করার নামে অন্য উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছে। এই গ্রুপটির ব্যাপারে ওসি স্যার আমাকে বিশেষ ভাবে সর্তক করেন এবং গ্রুপটিকে সুবিধামতো পেলে জানে শেষ করে দিতে বলেন। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ জিওসি স্যারের বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে রামু সেনানিবাসের ৩ নং সার্ভিস পয়েন্টে আমি ও ওসি স্যার যাই। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে ওসি প্রদীপ স্যার সেই ভিডিও ধারন করা দলটি সম্পর্কে আমাকে পুনরায় সর্তক করেন এবং ওসি প্রদীপ স্যার বা অন্য কারো ফোন পাওয়ার সাথে সাথে যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি সে জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। এরপর স্যার চলে যান, আমিও আমার অফিসে চলে আসি। পরবর্তীতে রাত অনুমান সাড়ে আটটার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের নুরুল আমিন আমাকে কল করে জানায় যে, তাদের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ভিডিও দলের সদস্য ঘুরাঘুরি করছে। তখন আমি তাদের সতর্ক করে দিই আর বলি যে, বেশী করে লোকজন জড়ো করো। পরবর্তীতে সে ফোন দিয়ে জানায়, ভিডিও দলের দুই জন লোক পাহাড় থেকে নেমে তাদের ধাওয়া দিয়ে মেরিন ড্রাইভে উঠে সিলভার কালারের গাড়ীযোগে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। তখন আমি শ্যামলাপুর চেকপোষ্টে এস আই শাহজাহানকে মোবাইল করে সতর্ক করি এবং আমি সংগীয় এস আই নন্দ দুলালকে সাথে নিয়ে চেকপোষ্টের দিকে মোটর সাইকেল যোগে যাই এবং রাত্রিকালীন ডিউটি পার্টিকে আসতে বলি। আমরা চেকপোষ্টে পৌঁছার কিছুক্ষন পর সংবাদ দাতাদের বর্ণনা মতে একটি সিলভার কালারের প্রাইভেট কার সেখানে আসলে

এপিবিএন এর একজন সদস্য গাড়ীটি থামার সংকেত দিলে গাড়ীটি থামে। আমি তখন দৌড়ে গিয়ে সামনের দিকে ব্লক দেই। পরে গাড়ীর আরোহী দুইজনকে হাত উঁচু করে নামার জন্য বললে একজন হাত উঁচু করে নামে এবং কম্ব্যাট কাপড় পড়া অপর জন কিছুক্ষণ পর নামে। পরে নামা ব্যক্তিটি হাত উঁচু না করায় এবং তার হাতে পিস্তল আছে মনে হওয়ায় আমি ভীত হই এবং ০৪(চার) রাউন্ড গুলি বর্ষন করি। বিষয়টি তৎক্ষনাৎ ওসি স্যারকে জানালে তিনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং হাসপাতালে (ভিকটিমকে) না পাঠাতে বলেন। এর মধ্যে বিষয়টি আমি একাধিক স্যারকে অবহিত করি। কিছুক্ষন পর ওসি স্যার ও তার সঙ্গীও ফোর্সরা আসলে তিনি আমার সাথে ও এস আই নন্দ দুলালের সাথে আলাপ করেন। ওসি স্যার আমার কাছে গুলি খাওয়া ব্যক্তিটি মারা গেছে কিনা জানতে চাইলে জীবিত আছে বলে আমি জানাই। ওসি প্রদীপ স্যার তখন পড়ে থাকা ব্যক্তির নিকট যান এবং প্রথমেই পা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখেন যে, আহত ব্যক্তি তখনও জীবিত আছে। ওসি স্যার তখন আহত ব্যক্তির বুকের বাম পার্শ্বে সজোরে কয়েকটি লাথি মারেন এবং পা দিয়ে গলা চেপে ধরেন, এরপর ব্যক্তিটির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ওসি স্যারকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিলো।

আাসামী নুরুল আমিন তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে (প্রদর্শনী-৪০) উল্লেখ করেন যে, তিনি মারিশবুনিয়া এলাকায় চায়ের দোকানের ব্যবসা করেন এবং টেকনাফ থানা পুলিশ ও বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির সোর্স হিসেবে অনেকদিন যাবত কাজ করেন। টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার যোগদানের পর হতে বিভিন্ন সময় আমি, নিজাম ও আইয়াছ (আইয়াজ ওরফে আয়াছ) বিভিন্ন গোপন বিষয় নিয়ে ওসি স্যারের সাথে গোপন মিটিং করেছি। আমরা বড় কাজ করে বেশি টাকা ও ছোট কাজ করে কম টাকা পেতাম। জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে লিয়াকত স্যারের মাধ্যমে প্রদীপ স্যার আমাদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে বলেন, নিজেকে মেজর সিনহা পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি একটি মেয়ে ও আরো

কয়েকজনকে নিয়ে কিছুদিন যাবত ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে ভিডিও চিত্র ধারন ও সুটিং এর নামে টেকনাফ থানা এলাকা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি ও ভিডিও করছে। প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে বলেন, ''শালার মেজরের কোন কাম কাজ নাই, সে ভিডিও চিত্র ধারন ও সুটিং এর নাম দিয়ে আমাদের ক্রস ফায়ার ও অন্যান্য কাজকর্ম গোপনে ভিডিও করছে আমাদের ফাঁসানোর জন্য, সিনহা টিনহা এসব ঝামেলা না রেখে গায়েব করে ফেলতে হবে। তোরা তাড়াতাড়ি আমাকে ও লিয়াকতকে খবর এনে দে, ওরা কোথায় ঘোরাঘুরি করে, তাহলে পয়সা পাবি। বাকিটা আমরা করবো। আমি কি পারি আর কি পারি না তার দেখা তো গত দুই বছরে তোরা পাইছোছ''। তারপর থেকে আমরা তিনজন এ বিষয়ে খোঁজ নিতে থাকি। গোপনে বিভিন্ন জায়গায় যাই। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লিয়াকত স্যার আমাকে ও নিজামকে বলে, ''যেখানেই পাবি সিনহা ও তার ভিডিও দলকে খুঁজে বের কর, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে, তারা কোন্ দিকে যায় আমাকে জানাবি, বাকি ব্যবস্থা আমি করব''। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যার সময় আমি লোক মারফত জানতে পারি মুইন্না পাহাড়ে সেনাবাহিনীর মতো পোষাক পড়া একজন এবং লম্বা চুলওয়ালা একজন মেয়ে দুইজন লোক মাগরিবের আগে তাদের ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘুরতে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর পাহাড়ের উপর টর্চ লাইটের আলো দেখা গেছে বলে অনেকে বলতে থাকে। আমরা তিনজন তখন মারিশবুনিয়া মসজিদে গিয়ে এশার নামাজের সময় মসজিদের মাইক থেকে ডাকাত এসেছে বলে ঘোষনা দিয়ে এলাকাবাসীকে একত্রিত হতে বললে কিছুক্ষন পর কিছুলোক জানায়, পাহাড়ে কোন ডাকাত দেখা যাচ্ছে না। লোকজন চলে গেলে আমরা মাথাভাঙ্গা মসজিদের মাইক হতে একই ঘোষনা দিতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন ''যাদেরকে ডাকাত বলা হচ্ছে তাঁরা সেনাবাহিনীর লোক, তাঁরা পাহাড়ে উঠার সময় আমার সাথে দেখা হয়েছে''। এছাড়াও ঐ সময় এলাকার কিছু ছেলে জানায়, রাস্তায় তারা একটি প্রাইভেট কার দেখেছে যেখানে বড় করে লেখা আছে একজন মেজর সাহেবের

নাম ও মোবাইল নম্বর। এসব শুনে সব লোকজন চলে গেলেও আমরা উক্ত এলাকায় নজরদারি করতে থাকাকালীন দেখতে পাই জোরে জোরে পাহাড় থেকে দুইজন লোক নেমে আসছে। আমরা তাঁদের মুখের উপর টর্চ মারলে তারা টর্চ মারতে মানা করে ও আমাদেরকে কাছে ডাকে। আমরা একটু দূরে সরে যাই ও দেখি তাঁরা তাঁদের সিলভার রংয়ের গাড়ি নিয়ে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। আমি বিষয়টি লিয়াকত স্যারকে ফোনে বলি। আরো কয়েকবার লিয়াকত স্যারের সাথে ফোনে কথা হয়। কিছুক্ষন পর লিয়াকত স্যার ফোনে বলে,'' আমি টার্গেট শেষ করে ফেলছি। ওসি স্যারও বিষয়টি জানে। তোরা তাড়াতাড়ি আয়''। আমি আর আইয়াজ রাত ১২.৩০ ঘটিকার দিকে বাহারছড়া ফাঁড়িতে পৌঁছলে আমাদেরকে কিছু মামলার সাক্ষী হতে বলা হয়, কাগজপত্রে দস্তখত দিতে বলে। কিন্তু এগুলো রেডি না করায় রাত ১ টার দিকে গাড়ি দিয়ে আসি।

আসামী মোহাম্মদ আইয়াজ ওরফে আয়াছ তার অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে,

''আমি এবং আমাদের এলাকার নুরুল আমিন ও নিজাম উদ্দীন পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করি। বিভিন্ন সময়ে আমরা টাকা পয়সার বিনিময়ে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ স্যার এবং এস আই লিয়াকত স্যারের সাথে দেখা করতাম। গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন নুরুল আমিন এবং নিজাম উদ্দিন আমাকে জানায় একজন মেজর সাহেব একজন মেয়ে মানুষ এবং কিছু লোক নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছে। নুরুল আমিন এবং নিজাম উদ্দীন আরো বলে, তাদেরকে ওসি প্রদীপ স্যার এবং লিয়াকত স্যার বলেছেন ঐ মেজর সম্পর্কে খোঁজ খবর জোগাড় করে দিলে ভালো টাকা পয়সা দিবে। তারা কথায় কথায় আরো বলে, ওসি প্রদীপ স্যার মেজর সিনহা এবং তার সাথের লোকদের উপর খুব রেগে আছে এবং যেভাবেই হোক তিনি মেজর সিনহাকে মেরে ফেলবেন। এসব কথা জানার পর থেকে আমি, নুরুল আমিন এবং নিজাম উদ্দীন টেকনাফ থানা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায়

মেজর সিনহা ও তার সহযোগী ভিডিও দলের খোঁজ খবর করতে থাকি। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ওসি প্রদীপ এবং এস আই লিয়াকত তাগাদা দিলে আমরা আরো জোরে জোরে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করি। গত জুলাই মাসের ৩১ তারিখ সন্ধ্যার সময় আমরা জানতে পারি মুইন্না পাহাড়ের উপর সেনাবাহিনীর মতো পোষাক পরা একজন লোক এবং লম্বা চুলওয়ালা চিকনমতো একজন লোক ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছে। অত:পর আমি, নুরুল আমিন ও নিজাম উদ্দীন এবং আরো কিছু লোক নিয়ে এশার নামাজের সময় মারিশবুনিয়া মসজিদে যাই। নিজাম উদ্দিন মসজিদের মাইকে মুইন্যা পাহাড়ে ডাকাত আসছে বলে ঘোষনা দেয়। ঘোষনা শুনে কিছু লোক মারিশবুনিয়া মসজিদের সামনে জড়ো হয় কিন্তু পাহাড়ে কোন ডাকাত দেখা না যাওয়ায় লোকজন চলে যায়। তারপর আমরা মাথাভাঙ্গা মসজিদে যাই এবং এশার নামাজের পর মসজিদ থেকে ডাকাত আসার ঘোষনা দিতে চাইলে ইমাম সাহেব জানায়, যারা পাহাড়ে গেছে তারা ডাকাত নয়, সেনাবাহিনীর লোক। এলাকার ছেলেরাও বলে তারা রাস্তায় একটা প্রাইভেট কার দেখেছে এবং কারের ভিতর মেজর সাহেবের নাম এবং মোবাইল নম্বর লেখা আছে। এসব শুনে ইমাম এবং অন্যান্য লোকজন চলে যায়। তারা চলে যাওয়ার কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা পাহাড় থেকে সেনাবাহিনীর পোষাক পরা একজন এবং লম্বা চুলওয়ালা একজন লোককে নেমে আসতে দেখি। তারা কাছে আসলে আমরা তাদের মুখের উপর টর্চের আলো ফেলি। তখন ড্রেস পরা লোকটি টর্চ মারতে নিষেধ করলে আমরা তাদের দুইজনকে অনুসরন করতে থাকি। কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখতে পাই সেনাবাহিনীর পোষাক পরা লোকটি এবং তার সাথের লোকটি সিলভার কালারের একটা প্রাইভেট কারে করে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। সাথে সাথে নুরুল আমিন এস, আই লিয়াকত স্যারকে ফোন দিয়ে তাদের কারে করে চলে যাওয়ার ঘটনা জানায়। এরপর বেশ কয়েকবার নুরুল আমিন এবং লিয়াকত স্যার একে অপরের সাথে ফোনে কথা বলে। একপর্যায়ে লিয়াকত স্যার নুরুল আমিনকে ফোন করে

আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে বলে এবং তিনি তাকে আরো জানায় যে, তিনি তার টার্গেট অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করেছেন এবং ওসি স্যারও বিষয়টি জানেন। খবর শুনে আমি এবং নুরুল আমিন বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে যাই। সেখানে যাওয়ার পরে আমাদের কিছু মামলায় সাক্ষী হতে হবে বলে জানায় এবং কিছু স্বাক্ষর করতে হবে বলে জানায়, কিন্তু সবকিছু তৈরি না থাকায় আমরা রাত অনুমান **১** টার দিকে বাড়ীতে চলে আসি।

আসামী মোঃ নিজাম উদ্দিন তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে,

" আমি আমার এলাকায় পান সুপারির ব্যবসা করার সাথে সাথে টেকনাফ থানা ও বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির সোর্সের কাজ করি। আমি ইয়াবা, মাদক এবং বিভিন্ন ব্যক্তির খোঁজ পুলিশকে দিতাম। আমাদের এলাকায় নুরুল আমিন ও আইয়াজ সোর্স হিসেবে কাজ করে। আমরা ওসি প্রদীপ স্যার ও লিয়াকত স্যারকে বিভিন্ন বিষয়ের খবর দিতাম এবং বড় খবর ও কাজের জন্য বেশী টাকা এবং ছোট খবর ও কাজের জন্য কম টাকা পেতাম। আমরা ওনাদের সাথে মাঝে মাঝে গোপনে মিটিং করতাম। সেখানে ওসি প্রদীপ স্যার জানতে চাইতেন কেউ তার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু বলছে কিনা। জুলাইয়ের মাঝামাঝি একদিন নুরুল আমিন জানায় লিয়াকত স্যার বলেছে ওসি প্রদীপ স্যারের সাথে কথা বলতে। আমি নুরুল আমিনকে নিয়ে টেকনাফ থানায় যাই। সেখানে প্রদীপ স্যার আমাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে বলেন, "কোন এক মেজর সিনহা নাকি একজন মেয়ে ও দলে আরো কয়েকজন নিয়ে এলাকায় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে ও ভিডিও বানাচ্ছে"। খুব রেগে ওসি স্যার বলেন, "শালাকে সুযোগ মতো শেষ করে দিতে হবে"। ওসি স্যার থেকে জানতে পারি ঐ ভিডিও দল নাকি ক্যামেরা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে মেরিন ড্রাইভে ঘোরাঘুরি করে ও মাঝে মাঝে পাহাড়েও যায়। তিনি (ওসি প্রদীপ) তাদের খোঁজ নিতে বলেন। আরো বলেন, "আমার বা লিয়াকতের হাতে ওদের আনতে পারলেই হবে। আমার আর লিয়াকতের জানা আছে কিভাবে

শালাকে ধরতে বা মারতে হবে''। তারপর থেকে আমরা ঐ মেজর ও ভিডিও দল সম্পর্কে টেকনাফ থানা ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায় খোঁজ নিতে থাকি এবং সাবধান হই এই বিষয়ে যেন কেউ টের না পায়। এরই মধ্যে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে একদিন আইসি লিয়াকত স্যার আমাদের আবার বলে সিনহা ও তার ভিডিও দলকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে না পারলে স্যারদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। লিয়াকত স্যার আরো বলেন ''শালাদের যেখানে পাবি, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিবি আমাকে বা ওসি সাহেবকে। একবার ধরতে পারলে আমার মতো ব্যবস্থা করবো''। বিগত ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যার সময় লোক মারফত খবর পাই মুইন্না পাহাড়ে একজন আর্মি মতো পোষাক পরা ও আরেকজন লম্বা চুলওয়ালা ভিডিও পার্টির লোক ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠেছে। আমাদের মনে হলো এরাই স্যারদের কথিত সেই ভিডিও পার্টি। আমি, নুরুল আমিন সহ মারিশবুনিয়া মসজিদের দিকে গিয়ে মসজিদে পৌঁছে এশার নামাজের সময় মসজিদের মাইকে থেকে ঘোষনা দিয়ে এলাকাবাসীকে জানাই, মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত এসেছে। মাইকের ঘোষনায় এলাকার কিছু লোকজন মারিশবুনিয়া মসজিদের সামনে জড়ো হয় ও বুঝতে পারে পাহাড়ে কোন ডাকাত নাই। এরপর তারা চলে যায়, ফলে ঐ ভিডিও দলকে তখন ধরতে পারি নাই। আমরা এশার নামাজের পর মাথাভাঙ্গা মসজিদের ইমামের সাথে দেখা করে এলাকায় ডাকাত আসার ও তাদের লাঠি সোটা নিয়ে ঘেরাও করার ঘোষনা দিতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন, তাঁরা পাহাড়ে যাওয়ার সময় তার (ইমাম সাহেবের) সাথে দেখা হয়েছে, তাঁরা ডাকাত নয় সেনাবাহিনীর লোক। ঐ সময় এলাকার কিছু কিশোর ও লোকজন এসে জানায়, তারা রাস্তায় একটি প্রাইভেট কার থামানো অবস্থায় দেখেছে, সেখানে একজন মেজর সাহেবের নাম ও মোবাইল নম্বর লেখা আছে। এরপর মসজিদের ইমাম সহ অন্যান্য লোকজন চলে গেলে আমরা উক্ত এলাকায় নজরদারী করতে থাকাকালীন দেখতে পাই অনেকটা জোরে জোরে পাহাড় থেকে আর্মির মতো পোশাকধারী একজন লোক ও আরেকজন লম্বা চুলওয়ালা লোক

নেমে আসছে। তখন আমরা তাদের দুই জনের মুখের উপর টর্চ মারলে তারা তা করতে নিষেধ করে, তারা আমাদের কাছে ডাকলে আমরা দূরে সরে যাই। বেশ কিছুদুর গিয়ে দেখি তারা একটি সিলভার রংয়ের প্রাইভেট কারে উঠে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নুরুল আমিন লিয়াকত স্যারকে ফোন দিয়ে এই বিষয়টি জানায়। এরপর আমি ও আইয়াজ নুরুল আমিনের পাশে থাকাকালীন নুরুল আমিন বার বার লিয়াকত স্যারের সাথে ফোনে কথা বলে। আমাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ গাড়ীটি সহ সিনহা সাহেব ও সাথে ভিডিও পার্টিকে আটকাতে গেছে কিনা জানতে চাইলে নুরুল আমিন তখন বলে লিয়াকত স্যার তাকে বলেছে, টার্গেট মানে মেজর সাহেবকে এপিবিএন চেকপোষ্টে শেষ করে ফেলেছে। ওসি স্যারও বিষয়টি জানে। আমরা যেন তাড়াতাড়ি সেখানে যাই। আমি তখন লিয়াকত স্যারের সাথে দেখা করার জন্য নুরুল আমিন ও আইয়াজ সহ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের দিকে যাই। পরে বাড়ী চলে যাই। ঈদের দিন দুপুরে আমাদের তিনজনকে টেকনাফ থানা পুলিশ বাড়ী হতে টেকনাফ থানায় নিয়ে গেলে এস আই নন্দ দুলাল স্যার থানায় আমাদের অনেক গুলো কাগজে স্বাক্ষর নেন। ঐ সময় ওসি প্রদীপ স্যার তার চেয়ারে বসা ছিলেন। প্রদীপ স্যার নন্দ দুলালের সাথে বিভিন্ন কথা বলছিলেন। প্রদীপ স্যার বলেন ‘‘এই ঘটনা সম্পর্কে তোরা কাউকে কিছু বললে এবং আমার কথা বললে তোদের বড় বিপদ হবে’’। এরপর পুলিশের গাড়ীতে করে আমাদেরকে রাত ৮ টার দিকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অপরাধ মুলক ষড়যন্ত্র (criminal conspiracy) প্রকৃতগত ভাবেই গোপনে করা হয়ে থাকে, তাই এরুপ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া শুধু দূরহ নয় বরং অসম্ভবও বটে। এরুপ অবস্থায় মামলার ঘটনাক্রম, আসামীদের পূর্ববর্তী (antecedent) ও ঘটনার পরবর্তীকালে তাদের আচরনগত বিষয়,

মামলায় প্রাপ্ত প্রসিকিউশন সাক্ষ্য সহ স্বীকৃত ও প্রমানিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট মামলা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ফসল কিনা তা নিরুপন করা যায়।

অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র (criminal conspiracy) দন্ডবিধির 120A ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিষয়টি সহজে বোধগম্যের জন্য ধারাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

> 120A. Definition of Criminal conspiracy- when two or more persons agree to do, or cause to be done:-
>
> (1) an illegal act, or
>
> (2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:
>
> Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.
>
> Explanation- It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.

এ প্রসঙ্গে ৬২ ডি এল আর (এডি) পৃষ্ঠা নং-১ এ প্রকাশিত মেজর এমডি বজলুল হুদা ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১০৮- ১১৭ প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

108. Conspiracy means something more than the joint action of two or more persons to commit an offence; if it were otherwise, section 10 would be applicable to any of the offences committed by two or more persons jointly and would thus import into a trial of hearsay evidence whcih the accused person would find it impossible to meet. The section is intended to admit evidence of communications between differnect conspriators while the comspiracy was going on, with reference to the carrying out of the conspiracy. Now the question is, whether section 10 is capable of being widely construed so as to include a confession made by a conspirator with reference to past acts done in the actual course of carrying out the conspiracy after it has been completed.

109. In the case of Emperor of India vs Abani Bhusan Chakrabutty, 15 CWN 25. question arose whether confessions of co-accuseds is a relevant fact under section 10 of the Evidence

Act. In the above decision the Full Bench observed as follows:

“The first piece of evidene we referred a short time ago. It is argued, on behalf of the Crown, that statement comes within the provisions of section 10 of the Indian Evidence Act and is therefore to be treated as evidence against Abanils fellow-prisoners. It is said that, if it does not fall within section 10, at any rate, under the provisions of section 10 at any rate, confession of one of the co-accused and may be referred to in the courrse of the trial. It is argued by Mr. Roy with veryconsiderable force, that in the evidene of an accoplice and that indeed accomplice, because an accoplice an be cross-examined for the purpose of testing his accuracy, while this confession of Abani made when he was a prisoner cannot be subject to that test. There is, of course, very great force in that the statement of Abani cannot property be treated as evidence under section 10 of the Evidene Act, that section, in our view is

intended to make evidence communications between different conspirators while the conspircy is going on, with reference to the carring out of the conspiracy. But we do not think that section is intended to make evidence the confession of a co-accused and put it on the same footing of a co-accused and put it on the same footing as a communication passing between conspirators, or between conspiratorss and others persons, with reference to the conspiracy. But, with regard to section 30m, in our opinion the statement beign the confession of a co-accused, can be looked at under that section. But its value is discounted by the fact that it cannot be tested by cross-examination.

110. We do not think, for a moment, of putting it any higher than the statement of an accomplice, nor can we in any way allow ourselves to be influenced by the statements in it, except where those statements are corroborated by independent testimony

implicating the acccused persons in the design with which they are charged.

111. This point was then considered within Mirza Akbar vs King Emperorm, AIR 1940 (PC) 176. Their Lordships of the Privy Council on consideration of different authorities and section 10 of the Evidence Act observed as follows:

“This being the principle, their Lordships think the words of section 10 must be construed in accordance with it and are not capable of being widely construed so as to include a statement made by one conspirator in the absence of the other with reference to past acts done in the actual course of carrying out the conspiracy, after it has been completed. The common intention is in the past. In their Lordship’s Judgment, the words “common intention” signifies a common intention existing at the time when the thing was said, done or written while the conspiracy was on foot are relevant as evidence of the common intention, once

resaonable ground has been shown to believe in its existence. But it would be a very different matter to hold that any narrative or statement or confession made to a Third party after the common intention or conspiracy was no longer operating and had ceased to exist is admissible against the other party. There is then no common intention of the conspirators to which the statement can have reference. In their Lordships' Judgment section 10 embodies this principle. That is the construction which has been rightly applied to section 10 in decision in India, for instance, in 55 Bom 839 and 38 cal 169. In these cases the distrinction between conspirarors while the conspiracy was going on with reference to the carrying out of conspiracy and statements made, after arrest or after the conspiracy has ended, by way of description of events then past.

112. As it appears the expession in reference to their common intention is very comprehensive a wider scope than the words in furterance of

the common intention used in section 34 of the Penal Code with the result, anything said, done or written by a co-conspirator, after the conspiracy was formed will be evidence against the other before he entered the field of conspiracy or after he left it.

113. On analysing section 10, it has been observed in Bhagwan Swarup vs State of Maharashtra, AIR 1965 SC 682 as under:

"Anything so said, done or written is a relevant fact only as against each of the persons believed to be so conspiring as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of proving the existence of the conspiracy of that the other party or for the purpose of showing that such a person was not a party to the conspiracy. In short, the section can be analysed as follows: (1) there shall be a prima facie evidence affording a reasonable ground for the Court to believe that two or more persons are members of the conspiracy; (2) if the said condition is

fulfilled, anything said, done or written by any one of them in reference to their common intention will be evidence against the other; (3) anything said, done or written by him should have been said done or written by him after the intention was formed by any one of them; (4) it would also be relevant for the said purpose agaisnt another who entered the conspiracy whether it was said, done or written before he entered the conspiracy or after he left it; and (5) it can only be used against a co-conspirator and not in his favour."

114. Similar views have been expressed in the case of Zulfiqar Ali Bhutto vs State PLD 1979 SC 53 and also in the case of State vs Nalini (1999) 5 SCC 283 . In the case Moqbool Hossain vs State, 12 DLR SC 217 the case agaisnt Moqbool Hossain rested entirely on what the other two accused were alleged to have sated to Tahsilder at the time of purpose of mutating his name in the register. At the trial those two accused repudiated their alleged

stateemnts. The question that arose was whether the statements of two co-accused were available to the prosecution against him by virtue of sections 10 and 30 of the Evidence Act. It was held as follows:

115. Section 10 of the Evidence Act declares that where there is reasonable ground to believe that two or more perons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as agaisnt each of the persons believed to be so conspiring as wel for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. A plain reading of this section makes it clear that apart from the act or statement of the co-conspirator, some prima facie in order to attract section 10 such evidence of a pre-existing conspiracy

between the appellant and the two Revenue Officers is conspicuous by its absence in this case.

116. Accordingly, once a reasonable ground exists to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence, anything said, done or written by one of the conspirators in reference to the common intention after the common intention was entertained, is relevant against the othere, not only for the purpose of proving the existence of the conspiracy but also for proving that the other person was a party to it. There can be two objections to the admissibility of evidence under section 10 of the Evidence Act. Firstly, that the conspirator whose evidence is sought to be admitted against the coconspirator is not confronted in Court by the co-conspirator, and secondly, the prosecution merely proves the existence of reasonable ground to believe that two or more persons have conspired to commit an offence and that brings into operation the

existence of agency relationship to implicate co-conspirator.

117. But however statement made after the conspiracy has been terminated on achieving its object or it is abandoned or it is frustrated or the conspirator leaves the conspiracy in between, is not admissible against the co-conspirator. Fixing the period of conspiracy is importantas the provisions of section 10 of the Evidence Act would apply only during the existence of conspiracy.

ষড়যন্ত্র (conspiracy) বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ৬২ ডিএলআর (এডি) পৃষ্ঠা নং-১ এ প্রকাশিত মেজর এমডি হুদা ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৫৯৪ প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

594. A conspiray is a matter of inference deduced from certain criminal acts of the parties accused done in pursuance of an apparent criminal purpose common between them. A criminal conspiracy consists not merely intention of two or more, but act or to do a lawful act by unlawful means. When two agree to carry it into effect the very plot of act

itself, and the act of each of the parties capable of being enforced, if lawful, possible if for a criminal object or for the use of criminal means. The elements of criminal conspiracy are (a) an agreement between two or more persons, (b) to do an illegal act, or (c) to do a legal act by illegal means, and (d) an overt act done in pursuancee of the conspiracy. In order to prove a charge of criminal conspiracy for an offence under section 120B of the Penal Code, the prosecution need not porve that the perpetrators expressly agree to do or caused to be done the illegal act; the agreement may be proved by necessary implication. In a conspiracy, persons are often required to do various acts at various stages; even if for the first time they come into conspiracy, at a later stage they are members of the conspiracy provided their act is calculated to promote the object of complete as soon as an agreement is made between section 120B. The section is intended to be treated as a continuous offence

and whoever is a party to conspiracy during the period for which he is charged is liable under section 120B.

দন্ডবিধির ১২০এ, ১২০বি, ১০৭, ১০৯, ১১৬ ও ৩৪ ধারার বিষয়ে ৬২ডিএলআর(এডি) পৃষ্ঠা নং-১ এ প্রকাশিত এমডি বজলুল হুদা বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩ ও ৭৭৯ প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

771. There is no substantial difference between conspiracy as defined in section 120A and acting on a common intention as contemplated in section 34. In the former the gist for the offence is bare agreement and association to break law even though illegal act does not follow while the gist of an offence under section 34 is the commission of a criminal act in furtherance of a common intention of all the offenders which means that there should be a unity of criminal behavior resulting in something for which an individual will be punishable if it is done by himself alone. When a criminal conspiracy for committing murder has been established there is no need to award a conviction in the aid of section 34 for, in an

offence of criminal conspiracy anything said, done or written in reference to their common intention after the intention was entertained is relevant against all the accused. When specific acts done by each of the accused have been established showing their common intention they are admissible against each and every other accused. Though an act or action of one accused cannot be used as evidence against other accused but an exception has been carved out in section 10 of the Evidence Act in case of Criminal conspiracy. If there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together in the light of the language used in 120A of the Penal Code, the evidence of acts done by one of the accused can be used against the other.

772. Section 120A which defines criminal conspiracy enacts that an agreement to commit an offence may itself amount to a criminal conspiracy even if no overt act follows on the agreement. The second class of cases is that in

which the conspiracy is formed in order to do an illegal act or an act not illegal by illegal means; this sort of conspiracy in no case amounts to abetment and does not amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done in pursuance thereof. It is thus clear that section 120A provides the extended definition of criminal conspiracy covering acts which do not amount to abetment by conspiracy within the meaning of section 107; Section 120B provides punishment for criminal conspiracy where not express provision is made in the Penal Code for the punishment of such conspiracy.

773. Sub-section (1) of section 120B imposes a penalty equal to the punishment for abetment on participation in criminal conspiracy to commit an offence. The section appears to have been introduced to fill up the gap in section 107 "secondly" provides that a person abets the doing of a thing who engages with others in a conspiracy for doing of that thing if

an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy. Abetment of an offence is punishable under section 109 and 116 as the case may be, if the offence is not committed; but it is clear that a conspiracy will not amount to an abetment unless an act or illegal omission takes place in pursuance of the conspiracy. Therefore, the first class of cases which section 120B is designed to cover, is that in which the conspiracy is formed for the commission of a serios offence. But no act or illegal omission has taken place in presence of it. Put very briefly, the distinction between the offence of abetment under the second clause of section 107 and that of criminal conspiracy under section 120A is this, in the former offence a mere combination of persons or agreement between them is not enough. An act or illegal omission must take place in pursuance of the conspiracy and in order to the doing of the thing conspired for; in the latter offence the mere agreement is enough, if the

agreement is to commit an offence. In pursuance of the criminal conspiracy if the conspirators commit several offences, then all of them will be liable for the offences, then all of them had not actively participated in the commission of the offences. It is not required to prove that each and every person who is a party to the conspiracy must do some overt act towards the fulfilment of the object of conspiracy, the essential ingredient being an agreement between the conspirators to commit the crime since from its very nature a conspiracy is hatched in secrecy, direct evidence of a criminal conspiracy to commit a crime is not available other wise only the circumstantial evidence which is available from which an inference giving rise to the commission of an offence of conspiracy may be legitimately drawn.

774. In Noor Md. Yousuf Momin (Supra), the distinctive features of sections 34, 107 and 120B are explained. It is said that so far as

section 34 of the Penal Code is concerned, it embodies the principle of joint liability in the doing of a criminal act, the essence of that liability beign the existence of a common intention. Participation in the commission of the offence in furtherance of the common intention invites its application. Section 109 of the Penal Code, on the othere hand, may be attracted even if the abettor is not present when the offence abetted is committed provided that he has instigated the commission of the offence or has engaged with one or more other persons in a conspiracy to commit an offence and pursuant to that conspiracy some act or illegal ommission takes place or has intentionally aided the commission of an offence by an act or illegal omission on a charge under section 120B of the Penal Code.

779. Therefore, in order to constitute the offence of conspiracy, there must first be a combining together of two or more persons in the conspiracy; secondly, an act or illegal

omission must take place in pursuance of that conspiracy in order to the doing of that thing. It is not necessay that the abettor should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is commited. Therefore, I find that each conspirator plays his separate part in one integrated and united effort to achieve the common purpose. The cumulative effect of the proved circumstances should be taken into account in determining the guilt of the accused rather than adopting an isolated approach to each of the circumstances. Each one is aware that he has a part to play in a general conspiracy though he may not know all its secrets or the means by which the common purpose is to be accomplished. The common intention of the conspirators then is to work for the furtherance of the common design.

ইহা স্বীকৃত যে, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (criminal conspiracy) প্রমানের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক ভাবে অপরাধ প্রমানের আবশ্যকতা নেই। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার চুক্তিই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে ২২ বিএলসি

(এইচসিডি) পৃষ্ঠা নং- ১৬১ এ প্রকাশিত হুমায়ুন কবির চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ নং প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

101. It is now settled that it is not required to prove that each and every person who is a party to the conspiracy must do some overt act towards the fulfillment of object of the conspiracy. The essential ingredient being an agreement between the conspirators to commit crime since from its very nature a conspiracy is hatched in secrecy direct evidence of a criminal conspiracy to commit a crime may not be available. The circumstantial evidence which is available from which an inference giving rise to the commission of offence may be legitimately drawn.

102. In the case of State of HP vs Krishan Lal Pardhan, reported in (1987) 2 SCC page-17, it has been held that:

"In the opinion of Special Judge every one of the conspirators must have taken active part in commission of each and every one of he conspiratorial acts and only then the offence of

conspiracy will be made out. Such a view is clearly wrong. The offence of criminal conspiracy consists in a meeting of minds of two or more persons or agreeing to do or causing to be done an illegal act or an act by illegal means, and the performance of an act in terms thereof. If pursuant to the criminal conspiracy the conspirators commit several offences, then all of them will be liable for the offences even if some of them had not actively participated in the commission of the offences."

103. In the case of state of Maharashtra vs Som Nath Thapa, reported in (1996) 4 SCC, page 259, it has been held that:

"To establish a charge of conspiracy knowledge about indulgence in either an illegal act or a legal act by illegal means is necessary. In some cases, intent of unlawful use being made of the goods or services in question may be inferred from the knowledge itself. This apart, the prosecution has not to establish that a

particular unlawful use was intended, so long as the goods or service in question could not be put to any lawful use. Finally, when the ultimate offence consists of a chain of actions, it would not be necessary for the prosecution to establish, to bring home the charge fo conspiracy that each of the conspirators had the knowledge of what the collaborator would do, so long as it is known that the collaborator would put the goods or service to an unlawful use. .... Where in pursuance of the agreement the conspirators commit offences individually or adopt illegal means to do a legal act which has a nexus to the object of conspiracy all of them will be liable for such offences even if some of them have not actively participated in the commission of those offences.

104. In the case of Yash Pal Mittal vs State of Punjab, reported in (1977) 4 SCC, page 540 it has been held that:

"9, The offence of criminal conspiracy under section 120A is a distinct offence introduced for the first time in 1913 in Chapter V-A of the Panal Code, The very agreement, concert of league is the ingredient of the offence. It is not necessary that all the conspirators must know each and every detail of the conspiracy as long as they are co-participators in the main object of the conspiracy. There may be so many devices and techniques adopted to achieve the common goal of the conspiracy and there may be division of performances in the chain of actions with one object to achieve the real end of which every collaborator must be aware and in which each one of them must be interested. There must be unity of object or purpose but there may be plurality of means sometimes even unknown to one another, amongst the conspirators. In achieving the goal several offences may be committed by some of the conspirators even unkonwn to the others. The only relevant factor is that all means adopted

and illegal acts done must be and purported to be in furtherance of the object of the conspiracy even though there may be sometimes misfire or overshooting by some of the conspirators. Even if some steps are restored to by one or two of the conspirators without the knowledge of the others it will not affect the culpability of those others when they are associated with the object of the conspiracy. The significance of criminal conspiracy under section 12-A is brought out pithily by this court in Major EG Barsay vs State of Bombay thus:

"The gist of the offence is an agreement to break the law. The parties to such an agreement wil be guilty of criminal conspiracy, though the illegal act agreed to be done has not been done. So too, it is not an ingredient of the offence that all the parties should agree to do a single illegal act. It may comprise the commission of a number of acts. Under section 43 of the Indian Penal Code, an act would be

illegal if it is an offence or if it is prohibited by law. Under the first charge the accused are charged with having conspired to do three categories of illegal actss, and the mere fact that all of them could not be convicted separately in respect of each of the offences has no relevancy in considering the question whether the offence of conspiracy have been committed. They are all guilty of the offence of conspiracy to do illegal acts, though for individual offences all of them may not be liable.

উপরোল্লিখিত স্বীকৃত ও প্রমানিত অপরাধমূলক (incriminating) পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সহ প্রসিকিউশন পক্ষে পি. ডব্লিউ-২, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২০ এর সাক্ষ্য, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী লিয়াকত আলী, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিন এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও আলোচ্য মামলার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সহ উদ্ধৃত নজির সমূহের আলোকে এক্ষনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বর্বরোচিত ও মর্মান্তিক হত্যাকান্ডটি আকস্মিক ভাবে সংঘটন করা আদৌ সম্ভব ছিল না, বরং তা ছিল একটি সুদূর প্রসারি ষড়যন্ত্রের ফসল। যার সাথে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাস, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিন সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল।

আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি জনাব মোঃ মনসুরুল হক চৌধুরী বলেন যে, ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ও পরবর্তীতে বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে সাক্ষী সাইদুল ইসলাম সিফাতকে (পি. ডব্লিউ-২) জিজ্ঞাসাবাদ করে উহার ভিডিও চিত্র ধারন করা হয়েছে, যা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দি হিসেবে গন্য হবে। এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য আসামী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতে আবেদন করা হলে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি, ফলে আপীলকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উক্ত বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অত্র আদালতে আবেদন করেন।

বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যার্টনি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, প্রসিকিউশন পক্ষের ২ নং সাক্ষী জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সিফাতকে ঘটনাস্থলে ধৃত করে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল এবং ঘটনার পর তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। যদিও তদন্তে ঐ মামলা গুলিতে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত না হওয়ায় পরবর্তীতে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া তদন্তকালে জামিনে মুক্ত হয়ে ২নং সাক্ষী সাইদুর ইসলাম সিফাত তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধান মতে জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে বিবৃতি প্রদান করেছে। বিচার কালে ২ নং সাক্ষী সাইদুল ইসলাম সিফাতকে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ সহ অন্যান্য আসামীদের পক্ষে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জেরা করা হয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, ঘটনার পরপর ২ নং সাক্ষী সাইদুল ইসলামকে ঘটনাস্থলে ও বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও চিত্র বিচার কালে মামলায় পর্যালোচনার জন্যে বিবেচনা করা না হলেও তাতে আসামী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। ফলে শুনানীর এ পর্যায়ে উহা পুনরায় বিবেচনা করার আবশ্যকতা নাই।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের উপরোক্ত বক্তব্য সহ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে ২নং সাক্ষী সাইদুল ইসলাম সিফাতকে আসামীগন পক্ষে বিস্তারিতভাবে জেরা করা হয়েছে। ফলে ঘটনার অব্যবহিত পরে পুলিশ কর্তৃক ধৃত সাইদুল ইসলাম সিফাতকে জিজ্ঞাসাবাদের ধারনকৃত ভিডিও চিত্র এ পর্যায়ে পর্যালোচনা না করলেও তাতে আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশ বা অন্য কোন আপীলকারী কোন রুপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বিধায় উক্ত বিষয় বিবেচনা করার আবশ্যকতা নাই বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি শুনানীকালে আরও উল্লেখ করেন যে, মামলাটি তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের বিলম্বে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন, যা সঠিক ও আইনানুগ নহে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৯ এএলআর (এডি) ৫৭ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এম এ কাদের বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ২২ ও ২৩ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> 22. In Bhagwan V. State of Madhya Pradesh, AIR 1980 SC 1750, P. W. 5 one of the vital witness was examined by the police merely one and half months after the date of incident. According to the prosecution, this witness was kept confined by the police for about two days before they took his statement and it was argued before the High Court that he gave his evidence under duress. The High Court has declined to accept the story. The Supreme Court acquitted the accused observing that "the

fact however remains that Latif was examined on 25.11.1972 and there was no explanation why he could not be examined earlier". In State V. Mobile Kader, 67 DLR (AD) 6, this court accepted the delay of examination of the witnesses on taking into consideration of the exceptional circumstances. The main accused was an influential political activist of a big political party. It was clearly observed that "It would vary from case to case and upon the peculiar circumstances of the particular case under which delay in recording the statement of a witness about the fact which he knew or knows might be cost."

23. The High Court Division thought noticed the delayed examination of the witnesses it believed the witnesses merely on the ground that as there is not chance of their falsely implicating the accused their evidence should not be rejected only due to delay in recording the statement by the investigation officer. The High Court Division failed to apply its judicial

mind in this regard, inasmuch as, section 157 of the Evidence Act provides an exception of the general rule excluding hearsay evidence and in order to bring a statement within the exception, the duty cast on the prosecution to establish by clear and unequivocal evidence the proximity of time between the taking place of the fact and making a statutory statement before the investigation officer. The expression at or about the time, when the fact took place should be understood in the context according to the facts and circumstances of each case but this does not mean that in very case if the investigation officer recklessly or intentionally or for any other reason did not examine the witnesses, the delay will be condoned without any plausible explanation . The Court is bound to reject the statemnts of those witnesses who did not furnish the complicity of the accused person at or about the time of the occurrence. The discloser must be at once or at least shortly

after the event when a reasonable opportunity of making it present itself.

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলাটি ঘটনার ৬ দিন পরে রুজ্জু হয় এবং প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ-৬৪) মামলাটি তদন্ত শুরু করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন সহ ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। অত:পর ১৩/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ- ৬৫) তদন্ত শুরু করে তদন্ত শেষে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকালে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তদন্ত সহ তিনি ৮১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। ফলে কতিপয় সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে তার কিছুটা বিলম্ব হলেও এতে আসামীপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগন সাক্ষ্য প্রদানকালে ডিফেন্স পক্ষে এ বিষয়ে সাক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষন না করায় তারা বিলম্বের কারন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্য প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জেরাকালে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ সাক্ষীদের তিনি যথা সম্ভব দ্রুত পরীক্ষা করেছেন। ফলে, এক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে তিনি ৬৭ ডিএল আর (এডি) পৃষ্ঠা নং-৬ প্রকাশিত রাষ্ট্র এবং অন্যান্য বনাম আব্দুল কাদের ওরফে মোবাইল কাদের ও অন্যান্য মামলার নজিরটির ৮৪ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

84. It is true that section 157 of the Evidence Act stipulates that the statement of a fact by a witness should be made to the competent authority at or near the time when the fact to which the statement relates took place. What should be the span of time to making such

> statement by a witness is basically a question of fact and no hard and fast rule can be laid down in that regard. It would vary from case to case and upon the peculiar case under which delay in recording the statement of a witness about the fact which he knew or knows might be caused. And mere delay in recording the statement of a witness by the investigation officer cannot be the sole ground to discard his evidence, if he withstands the test of cross-examination and thus appears to be truthful witness.

এছাড়া তিনি ২৩ বিএলসি (এডি) পৃষ্ঠা নং-২৫ এ প্রকাশিত সেলিম এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ২৯ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> 29. As regards the delay in examining some of the PWs by the Investigating Officer, we find that the attention of the witnesses was not drawn in this regard and, as such, they could not explain the cause of delay. The Investigating Officer, however, stated in cross-examination that he examined most of the witnesses after about two months of the date of

> occurrence. Having considered the facts and attending circumstances, we are of the view that the delay was not inordinate. As such, the trial court and the High Court Division rightly relied upon the evidence of the PWs.

আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশ এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি শুনানীকালে আরও উল্লেখ করেন যে, আসামী প্রদীপ কুমার দাশকে দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সে কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেনি। কিন্তু সহ-আসামীদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তাকে দন্ড প্রদান করা হয়েছে, যা বেআইনী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৭ এএলআর (এডি) পৃষ্ঠা নং-১ এ প্রকাশিত আলমগীর হোসেন বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১৮ ও ১৯ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> 18. A confessional statement of a co-accused is only evidence against the maker but the same has not evidentiary value against other co-accused except only to lend assurance to other evidence. A confessional statement of a co-accused is a matter for consideration against another accused if tried jointly with him. It has been stated in section 30 of the Evidence Act as follows:
>
> "30. When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a

confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such their of such persons as well as against the person who makes such confession.

19. This section simply makes the confession of a co-accused a relevant fact. In other words, the confessional statement of a co-accused is admissible against other persons in the sense that it may be taken into consideration against them along with other evidence. But for this section 30, the confessional statement of one accused will be inadmissible in evidence against another accused in view of section 3 of the Evidene Act. The statement of a co-acused does not fall within the definition of evidence as given in section 3 of the Evidence Act. The simple reason is that it is not made oath; that it is not made in presence of the accused and that its veracity is not tested by cross-examination. It is, therefore, a very weak evidence against

co-accused if it is regarded as evidence under section 30.

এ প্রসঙ্গে তিনি ৬৭ ডি এল আর (এডি) পৃষ্ঠা নং-৬ এ প্রকাশিত রাষ্ট্র ও অন্যান্য বনাম মোবাইল কাদের ও অন্যান্য মামলার নজিরটির ৪৫ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ সহ ৪৬ প্যারা উদ্ধৃত করেন যা নিম্নরুপ:

45. ----------- The use of confessional statement which has been retracted against co-accused is very weak type of corroborative fact and conviction taking it as corroborative evidence is not permissible in law. If the confessional statement is found true and voluntary, it can form the basis for conviction even if retracted so far the maker is concerned but it cannot be used against co-accused.

46. It is now settled that the retraction of a confession has no bearing whatsover if it was voluntarily made so far the maker is concerned. It is however, very weak type of a fact like any other fact and it cannot be the basis for conviction of co-accused. The proper way is, first marshall the against the accused excluding the confession altogether from the

consideration and see whether, if it is believed, a conviction could safely be based on it. If it is capable of belief independently of the confession, then of course it is not necessary to call the confession in aid. It should be kept out of consideration and the court is required to see whether the other evidence available with the record are sufficient to award the conviction. The court is required to examine those evidence independently and found that there are sufficient evidence to award conviction it shall convict the accused without the aid of confession of the co-accused.

এ প্রসঙ্গে তিনি ৫৫ ডিএলআর (এইচসিডি) ৩৮২ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রেজাউল করিম ওরফে রেজাউল আলম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ২৬ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

"In the case of State vs Muktaher Ali and another reported in 10 DLR 155 it has been held that the confession of one co-accused cannot be used for corborating the confession of another co- accused, as both are tained evidence, must more so when they are

retracted, for them the maker himself repudiates the correctness of his earlier statement and the confession of a co-accused could not be sustained and further that the confession of one co-accused could not be said to be corborated by the confession of another co-accused. In this context we would like to refer a decision in the cae of Ustar Ali Vs State reported in 3 BLC (AD) 53 where the Appellate Divsion of the Supreme Court held that confession of an accused is not a substantive piece of evidence aginst co-accused so such evidence alone without substantive corborative evidence can not form the basis of conviction of a co-accused.”

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন, ইহা সঠিক যে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাশ , সাগর দেব ও রুবেল শর্মা অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেনি। তবে কেবল মাত্র সহ-আসামীদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করেই এই আসামীদের দন্ড প্রদান করা হয়নি। সহ-আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিন ঘটনার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে এবং আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, সাগর দেব ও রুবেল শর্মার আলোচ্য হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও একই অভিপ্রায়ে ঘটনাটি সম্পন্ন করার বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। এছাড়াও পি. ডব্লিউ-২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৪ সহ পি. ডব্লিউ-১৫, ১৬, ১৮, ২০ ও ২১ সুনির্দিষ্টভাবে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, সাগর দেব ও রুবেল শর্মা সহ অপর আসামী

লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৩০২/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অভিযোগ প্রমানের জন্য উপরোল্লিখিত সংশ্লিষ্ট আসামীদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। উপরন্তু, আলোচ্য ঘটনা প্রমানের জন্য শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য রয়েছে। বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং আলোচ্য ঘটনার বিষয়ে পি. ডব্লিউ-২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ১০, ১২, ১৪ সহ পি. ডব্লিউ-১৫, ১৬, ১৮, ২০ ও ২১ এর প্রদত্ত সমর্থনমূলক সাক্ষ্য (coroborative evidence) সহ ঘটনার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (strong circumstantial evidence) বিবেচনায় নিয়ে সঠিক ও আইনানুগ ভাবে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা, নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও নিজাম উদ্দিনকে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ১৯ এডিসি (২০২২) ৪০৩ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত নজিরটির ৬৩ ও ৬৮ প্যারা ও ৭৪ ডিএলআর (এডি) ১১ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত নজিরটির ৭০ প্যারার বক্তব্য উদ্ধৃত করেন।

১৯ এডিসি (২০২২) ৪০৩ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত লিটন মল্লিক ওরফে লিটন বনাম রাষ্ট্র মামলার ৬৩ ও ৬৮ প্যারা নিম্নরুপ:

> “In the instant case, Md. Jahagir Hossain, Mukhter Hossain and Mosharaf Hossain Haji made inculpatory confessioal statements by which they narrated how the crime was commited by all of them. They made the inculpatory confessional statements incriminating them-selves along with other co-accused Liton Mallick alias Liton and the defence failed to prove any personal enmity or

grudge of Mosharaf Hossain,, Haji Md. Jahangir Hossain and Mukhter Hossain with the non-confessing accused Liton Mollick alias Liton. Hence, although convict accused Liton Mollick alias Liton did not make any confessional statement, but his participation in the commission of murder of the victim has been abundantly proved by the corroborative confessional satements of convict accused Mosharaf Hossain, Haji Md. Jahangir Hossain and Mukhter Hossain. In their confessional statements each of them narrated the role played by themselves and other accused person Liton Mollick alais Liton in the occurrence. There is no inconsistency in their statements which lead us to believe that the confessional satements of Md. Jahagir Hossain, Mukhter Hossain and Mosharaf Hossain Haji involving accused Liton Mollick alias Liton in the said occurrence are true. Apart from this convict accused Liton Mollick alias Liton remained absconding from the begining of the alleged

occurrence and he did not cross-examine the prosecution witnesses. From such absconsion of the convict accused Liton Mollick alias Liton we may draw a reasonable hypothesis that since he committed the killing of victim Rahat Karim Mukul he kept himself in hiding to avoid the trial. ”

“68. It is true that there is no eye witness in the instant case, but the inculpatroy, true, and voluntary confessional statements of three accused and the circumstances are so well connected to indicate that those circumstances render no other hypothesis other than the involvment of the appellants in the murder of the victim Rahat Karim Mukul.”

৭৪ ডিএলআর (এডি) ১১ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত শুকুর আলী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৭০ প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“We hold that confessional statement of co-accused can be used against others non-confessing accused if there is corroboration of that statement by other direct or circumstantial evidence. In the instant case, the makers of the

confessional statements vividly have stated the role played by other co-accused in the rape incident and murder of the deceased which is also supported/ corroborated by the inquest report, post-mortem report and by the deposition of the witnesses particularly the deposition of PWs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14 and 18 regarding the marks of injury on the body of the deceased. Every case should be considered in the facts and circustances of that particular case. In light of the facts and circumstances of the present case, we are of the view that the confessional statement of a co-accused can be used for the purpose of crime control against other accused persons even if there is a little bit of corroboration of that confessional statement by any sort of evidence either direct or circumstantial. ”

উপরে বর্ণিত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য, উদ্ধৃত নজির সমূহ, তর্কিত রায় ও প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং দন্ডপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কেবলমাত্র সহ আসামীদের স্বীকারোক্তির উপর

ভিত্তি করে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, সাগর দেব ও রুবেল শর্মাকে দোষি সাব্যস্ত করেননি। এই আসামীগন সহ দন্ডপ্রাপ্ত অপর আসামীদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পক্ষের সমর্থনীয় সাক্ষ্যসহ শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, ক্রমাগত পুলিশ হেফাজতে রেখে আসামীর স্বীকারোক্তি আদায় করা স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি ৫ এএলআর (এডি) ৯৭ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম নুরু মিয়া মামলার নজিরটির ১৭ প্যারাটি উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> "With regard to the confessional statement of Abul Hashem, the High Court Division observed that it was almost exculpatory. However from the contents of the confessional statemnt, it appears to us that the statement is infact inculpatory there can be no such classification of a confessional statement as "Almost exculpatory. On the other hand, the fact that the accused was priviously taken on remand and did not make any confessional statement and only make the confessional statement after having being taken on remand for the 2nd time , raised doubts about the voluntariness of the confessional statement, especially when the Magistrate who recorded

> the statement is found to have not made jenuine effort to find out the real character of the confession. The Hight Court Division noted that the confessional statement was recorded in a very mechanical and casual manner.”

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, এই মামলার অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানকারী আসামীদের একাধিক বার পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও স্বীকারোক্তি প্রদান কালে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় (পি. ডব্লিউ-৫৮ ও ৫৯) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ও ৩৬৪ ধারার বিধি বিধান সঠিক ভাবে পালন করে উহা লিপিবদ্ধ করেছেন। বিচার কালে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদের আসামীগন পক্ষে বিস্তারিতভাবে জেরা করা হয়েছে এবং উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ও সঠিক মর্মে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ফলে, উপরোক্ত নজিরটি এই মামলায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তি সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি আরও উল্লেখ করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে আসামীকে পরীক্ষা করাকালে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আসামীদের নির্দোষিতা প্রমানের জন্য তাদের প্রদত্ত অপরাধমূলক স্বীকারোক্তিসমূহ জোর করে আদায়ের বিষয়ে তাদের দাখিলি আপত্তি বিবেচনায় না নিয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি সমূহ সঠিকভাবে তাদের অবহিত না করে তর্কিত রায়টি প্রদান করেছেন, যা ত্রুটিপূর্ন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৬ বিএলসি (এইচসিডি) ৩১০ নং পৃষ্ঠায় এ প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম আশরাফ আলী এবং অন্যান্য মামলার নজিরটির ৮১ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

81. In the instant case convict Ashraf Ali and Ataur Rahman at the time of examination under section 342 of the Code of Criminal Procedure made statement in support of their innocence and also as to their respective confessional statement, but the learned Druta Bichar Tribunal did not at all take notice of those and did not consider the same with reference to the evidence on record. The learned Tribunal is not justified in ignoring the statements of said accused persons recorded under section 342 of the Code of Criminal Procedure and by such non-consideration the merit of the case has been materially affected.

এ প্রসঙ্গে তিনি ১৮ এম এল আর (এডি) ১০৯ নং পৃষ্ঠায় এ প্রকাশিত হাবিবুর রহমান বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১২ ও ১৩ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরূপ:

12. As observed above, the object of section 342 is to afford to the accused an opportunity of showing that the circumstances relied upon by the prosecution which may be prima facie against him, is not true or is consistent with his innocence. The opportunity must be real and

adequate. the accused must be given clear notice of the circumstances and must be given the opportunity to render such explanation as he can of those circumstances. It follows as a necessary corollary there from that each material circumstance appearing in evidence against him is required to be put to him specifically, distinctly and separately. Failure to do so amounts to a serious irregularity vitiating the trial if that is shown to have prejudiced the accused.

13. In Shivagi V. State of Maharashtra, AIR 1973 SC 2622, K. Iyer, J. speaking for the supreme Court ovserved:

"It is trite law, nevertheless fundamental, that the prisoners attention should be drawn to every inculpatory material so as to enable him to explain it. This is the basic fairness of a criminal trial and failures in this area may gravely imperil the validity of the trial itself; if consequential miscarriage of justice has flowed. However, where such an omission has

occurred it does not ipso facto vitiate the proceedings and prejudice occasioned by such defect must be established by the accused. In the event of evidentiary material not being put to the accused, the court must ordinarily eschew such material from consideration. It is also open to the appellate court to call upon the counsel for the accused to show what explanation the accused has as regards the circumstances established against him but not put to him and if the accused is unable to offer the appellalte court may plausible or reasonable explanation of such circumstances, the court may assume that no acceptable answer exists and that even if the accused had been questioned and the proper time in the trial court he would not have been able to furnish any good ground to get out of the circumstances on which the trial court had relied for its conviction.”

জবাবে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলাটি বিচার কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে রায় ঘোষনা পর্যন্ত আসামীগন আদালতে হাজির থেকে বিচারিক

কার্যক্রম যথারীতি পর্যবেক্ষন করেছে এবং তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলীর মাধ্যমে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেছে। সাক্ষ্য গ্রহন শেষে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক আসামীকে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে যা বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের স স স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় যথাক্রমে পি. ডব্লিউ-৫৮ ও ৫৯ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং আসামীগন পক্ষে তাদেরকে বিস্তারিকভাবে জেরা করা হয়েছে। ফলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে কার্যক্রম গ্রহন কালে কোন আসামী কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। প্রদত্ত রায়টি আইনের সকল নিয়ম অনুসরন করেই সঠিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ২৩ বিএলসি (এডি) ১৫০ নং পৃষ্ঠা ও ২৮ ডিএল আর (এডি) ৩৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নজির দুটি উদ্ধৃত করেন।

২৩ বি. এল. সি (এডি) পৃষ্ঠা নং ১৫০ এ প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম মোঃ জাকির হোসেন মামলার নজিরটির ২১ প্যারায় বর্ণিত অংশটি নিম্নরুপ:

> "An issue was raised by the advocate for the respondent, Rayhan that his attention was not drawn to his confessional statement when he was examined under section 342 of the Code. In this regard the fundamental issue is whether the accused was prejudiced by the omission to bring to his notice the fact that he had made a confessional statement implicating himself in the offence charged. The High Court Division

considered several decisions where it had been held that ‘‘incrimaniting evidence or circumstances sought to be proved by the prosecution must be put to the accused during examination under section 342 of the Cr. P.C. otherewise, it would cause a miscarriage of justice.” The learned advocate for the appellant has referred to the decision in the case of Mezanur Rahman VS State, 2 BLC (AD) 27, where it was held that the accused was aware of the fact that he had made a confesssional statement and the Magistrate had also deposed in respect of the confessional statement, and hence the accused was not prejudiced by the omission to specially bring to his notice the confessional statement.

২৮ ডিএলআর (এডি) ৩৫ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত আব্দুর রাজ্জাক এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৬ ও ৭ প্যারায় বর্ণিত অংশ নিম্নরুপ:

“6. It is quite obvious that the legislature provided for the examinaiton of the accused with view to enabling the accused to explain the circumstances appearing in evidence

against him. Where the circumstances appearing in evidence against him are not put to the accused and his explanation is not taken thereupon, it cannot be said that the requirements of section 342 Cr. P.C. have been fulfilled. It is , therefore, desirable that the trial court should particularly bear in mind that while examining the accused under section 342 Cr. P.C. it is incumbent to invite the attention of the accused to the point or points in the evidence which are likely to influence the mind of the Court in arriving at conclusions adverse to the acsued and before such an adverse inference an opportunity to offer an explanation if he has any. It should be remembered that examination of the accused is not a mere formality but an essential part of the trial inasmuch as examination of the accused under section 342 Cr. P.C. is mandatory.

In view of the contention urged by the learned counsel and also having regard to the requirements of section 342 Cr. P.C. it is to be

considered whether the appellants have been prejudiced in the trial due to trial courts failure to invite the attention of the appellants to circumstances appearing in evidence against them. It is to be remembered that concensus of judicial opinion is that trial will not be vitiated if there is no question of prejudice due to any flaw in the examination of the accused under section 342. Arguments were, no doubt, advanced that the appellants have been prejudiced as they were not given any opportunity to offer any explanation as to the circumstances under which they were implicated in this case and as their attention was not drawn to the incriminating evidence against them. It is to be noted that the case against the appellant was one under section 19(A) & (f) of the Arms Act for keeping in their possession arms and ammunitions without licence. The appellants were well defended in the trial as it appears from the record. The defence challenged the prosecution case in

respect of the alleged statemnts of appellant Abdur Razzaque to P.W. 1 Humayan Kabir, Officer in Charge and the recovery of the rifle and the magazine containing 7 live cartridges in pursuance of his alleged statement. It also appears that all the prosecution witnesses were cross-examined at length on belalf of the appellants and through cross-examination the whole case of the defence was put before the Court and to the witnesses. The appellants were fully aware of the prosecution case and heard the evidence from start to finish. They had therefore no difficulty to follow the trial proceeding. After close of the prosecution case they were examined under section 342. It was put to them that they had heard the evidence in details against them and they were asked if they had anything to say their reply was simply that they were innocent. If they had anything more to say to exonerate them from the charge against them they were free to make any statements they would like to make but they

did not put forward any plea except saying that they were innocent. This shows that they had nothing more to tell the Court besides what the defence lawyer tried to elicit through cross-examination of the witnesses. In these circumstances we do not think that because of the general question put to the appellants while examined under section 342 any miscarriage or failure of justice has been caused and as such there arises no question against them. It will be expedient to mention here that similar view was taken by the federal Court as regarding the examination of the accused in similar manner in the case of Abdul Wahab Vs. The Crown reported in 7 DLR (FC) 87."

আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি জনাব এস. এম. শাহজাহান শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আপীলকারী লিয়াকত আলী ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত আপীলকারী নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন ও খালাস প্রাপ্ত আসামী শাহ্জাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মোঃ রাজিব হোসেন, লিটন মিয়া, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ কামাল হোসাইন আজাদ ও সাফানুল করিম কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের পূর্বে তাদের প্রত্যেককে দীর্ঘ সময়

পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে বিধায় তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং উহার উপর ভিত্তি করে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের এবং সহ-আসামীদের দন্ডিত করা সঠিক ও আইনানুগ হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩৬ ডি. এল. আর. ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সফর আলী এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরের ১২ প্যারায় বর্ণিত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরূপ:

> "Prolong police custody immediately preceding the making of confession is sufficient if not otherwise, properly explained to brand it as involuntary. In this case, there was no explanation from the prosecution side why the accused was detained in Thana custody for 3 days. Apart from that it is also required to be verified and asscertained whether the confession was true. Without verification as to the truth and voluntariness of the confessional statement it is quite unsafe to rely upon such confession."

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামী-আপীলকারীগন সহ অপর খালাসপ্রাপ্ত আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ সঠিক, শুদ্ধ ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান প্রতিপালন অন্তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যে বিষয়টি সমর্থন পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগন পি. ডব্লিউ-৫৮ ও ৫৯ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ এই মামলার জখমী সাক্ষী (injured witness) পি . ডব্লিউ-২ সাহেদুল ইসলাম ওরফে সিফাত সহ আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৪, পি. ডব্লিউ-৫, পি. ডব্লিউ-৬, পি. ডব্লিউ-৭, পি. ডব্লিউ-১০, পি. ডব্লিউ-১২, পি. ডব্লিউ-১৪ ও পি. ডব্লিউ-২১ এর প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং মামলার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। এছাড়াও নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ আইয়াজ প্রকাশ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন প্রত্যেকে সর্বমোট-১৪ দিন করে পুলিশ হেফাজতে থাকার পরে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। খালাসপ্রাপ্ত আসামী সাফানুল করিম, কামাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও লিটন মিয়া প্রত্যেকে সর্বমোট ১১ দিন করে পুলিশ হেফাজতে থেকে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। এছাড়া খালাসপ্রাপ্ত আসামী মোঃ শাহজাহান আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ও মোঃ রাজিব হোসেন প্রত্যেকে সর্বমোট ০৭ দিন করে পুলিশ হেফাজতে থেকে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন আসামীকে রিমান্ডে প্রেরন করা আইনগত বৈধ প্রক্রিয়া। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ও ৩৪৪ ধারার অধীন একজন ম্যাজিস্ট্রেট কোন আসামীকে পুলিশের নিকট সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের রিমান্ডে প্রেরন করতে পারেন। সুতরাং, শুধুমাত্র কোন আসামীকে রিমান্ডে প্রেরন করা হয়েছে এই অজুহাতে উক্ত আসামী কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সন্দেহের চোখে দেখার কোন অবকাশ নাই।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোঃ জসিম সরকার বলেন যে, এই মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানকারী আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ আইয়াজ প্রকাশ আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন সহ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী এবং খালাসপ্রাপ্ত

আসামীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪(১) ধারার বিধান মোতাবেক এই মামলার প্রয়োজনে ১৫ দিনের বেশি পুলিশ হেফাজতে ছিল না বিধায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ মূলক স্বীকারোক্তি তাদের বিরুদ্ধে এবং দন্ড প্রাপ্ত অপর সহ আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ভাবে গ্রহনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪(১) ধারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> "If, from the absence of a witness, or any other reasonable cause, it becomes necessary or advisable to postpone the commencement of , or adjourn any inquiry or tiral, the Court may, if it thinks fit, by order in writing, stating the reasons therefor, from time to time, postopone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accsued if in custody:
>
> Provided that no Magistrate shall remand a accused person to custody under this section for a term exceedig fifteen days at a time."

এই প্রসঙ্গে তিনি ৬২ ডি. এল. আর (এডি) ১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মেজর এমডি বজলুল হুদা এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্যারা ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এ উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

"88. Regarding the confessional statements of the appellants Faruque Rahman, Sultan Shahriar and Mohiuddin (Artillery) , the learned Counsel for the appellants submitted those were procured by torture and coercion by the police by keeping them on police remand for a long time and therefore, those were not voluntrary as would be evident from the resonings and findings given by first learned Judge and the second learned Judge erred in law in accepting these confessions as voluntary and the Third learned Judge also erred in acepting the confession of Mohiuddin (artillery). It was further urged that since the learned Judges of the Divison Bench were equally divided in their opinion as regards the confessional statements of Sultan Shahriar, Farook Rahman, the third learned Judge ought to have considered their confessions statements also.

89. Mr. Anisul Huq and the learned Attorney General, on the other hand submitted that the

first learned Judge not only misread the materials on record, but on misconception of law disbelieved the above confessioanl statements on the grounds that before recording the statements the confessing accuseds were kept in police remand beyond period as provided in section 167 (2) of the Code of Criminal Procedure by a device. The learned Attorney General drew our attention to the statement of PW 61 and submitted that the appellant Farook Rahman was taken on police remand for 13 days on two occasions in Lalbagh PS case No. 11(11)75 before the institution of the instant case on 2nd October 1996 and sultan Shahriar was also taken on 15 days remand on three occasions in the said case before he was shown arrested in the instant case on 3rd October 1996 and accordingly, findings of the first learned Judge that the confessional statement of Farook Rahman was in fact, recorded after keeping him on police remand for 32 days and likewise

the confessional statement of Shahriar was recorded after keeping him on police remand for 34 days not correct.

90. Records show that Sultan Shahriar was shown arrested in the instant case on 3rd October, 1996 and he was taken on police remand for 7 days on 30th November, 1996 and then his confessional statement was recorded and that Farook Rahman was shown arrested on 3rd October, 1996 in the instant case and thereafter he was taken on police remand for 7 days on 12th December, 1996 and then his confessional statements was recorded on 19th December, 1996 and that Mohiuddin (Artillery) was taken on police remand for 7 days on 19th November, 1996 and thereafter he made his confessional statement on 27th November, 1996."

এক্ষনে পূর্বে বর্ণিত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য, উদ্ধৃত নজির সমূহ সহ নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এই মামলার প্রয়োজনে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের পুলিশ হেফাজতে থাকার মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৪ দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়নি বিধায় আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয় বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী নন্দ দুলাল, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াছ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি আরও উল্লেখ করেন যে, এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষে কোন আইনানুগ সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি। কেবলমাত্র সন্দেহজনক ভাবে এই আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যা আইনানুগ নহে। এ প্রসঙ্গে ৩২ বিএলডি (এইচসিডি) পৃষ্ঠা নং ১৮৪ এ প্রকাশিত মোঃ রায়হানুল ইসলাম খান ওরফে রায়হান ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১০৫ প্যারায় বর্ণিত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> "The accused were convicted merely on suspicion without any legal evidence. To that end in view, law is now well settled that suspicion or doubt however strong it might be cannot take place of evidence or therebe slightest doubt also as to the involvement of the accused in the crime, he can not be convicted."

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উপরোক্ত বক্তব্য ও উদ্ধৃত নজির প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলাটির ক্ষেত্রে আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ, ও মোঃ নিজাম উদ্দিন আলোচ্য ঘটনার ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা, হত্যাকান্ডে সহায়তা ও একই অভিপ্রায়ে আসামী নন্দ দুলাল কর্তৃক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আসামী লিয়াকত আলী, ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে উক্ত হত্যাকান্ডে সহায়তা করা সম্পর্কে নিজেদের সম্পৃক্ত করে স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের পূর্ব পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ঘটনাটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত দন্ডপ্রাপ্ত আাসামীদের ঘটনার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত থাকা সম্পর্কে পি. ডাব্লিউ-২ কর্তৃক ঘটনার পুর্নাঙ্গ বিবৃতি প্রদান সহ পি. ডব্লিউ-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৪ ও ২১ এর সমর্থনমূলক সাক্ষ্য, জব্দকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য আলামত এবং ঘটনার

শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এই মামলার আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য। ফলে, আসামীদের সন্দেহজনক ভাবে দোষী সাব্যস্ত করার বক্তব্য এবং উক্ত বক্তব্যের এর সমর্থনে আপীলকারী পক্ষের পূর্বে উদ্ধৃত নজিরটি এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য আলোচ্য মামলার ঘটনাগত ও আইনগত বিষয়কে সমর্থন করে বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি শুনানীকালে আরও উল্লেখ করেন যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন সহ খালাস প্রাপ্ত আসামী শাহজাহান আলী, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, সাফানুল করিম, কামাল হোসেন, লিটন মিয়া, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাজিব হোসেন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তি জবানবন্দি প্রদান করলেও পরবর্তীতে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিল। যেহেতু এই আসামীগন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের পরে উহা প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত বরাবর আবেদন করেছিল, সেহেতু উক্ত স্বীকারোক্তি দুর্বল প্রকৃতির এবং উক্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামী কিংবা সহ-আসামীকে সাজা প্রদান করা সঠিক হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি ১২ এডিসি(২০১৫) ১০১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম আব্দুল কাদের ওরফে মোবাইল কাদের মামলার নজিরের ৪৭ প্যারায় বর্ণিত অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্মরুপ:

> "It is now settled that the retraction of a confession has no bearing whatsoever if it was voluntarily made so far the maker is concerned. It is, however, very weak type of a fact like any other fact and it cannot be the basis for conviction of co-accused. The proper way is , first marshall the evidence against the

> accused excluding the confession altogether from the consideration and see whether, if it is believed , a conviction could safely be based on it. If it is capable of believe independently of the confession, then of course it is not necessary to call the confession in aid. It should be kept out of consideration and the court is required to seen whether the other evidence available with the record are sufficient to award the conviction. The court is required to examine those evidence independently and found that there are sufficient evidence to award conviction it shall convict the accused without the aid of confession of the co-accused.”

এ প্রসঙ্গে এই আসামীগনসহ অপর আসামীদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনাটি ঘটানোর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ঘটনাটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত আপীলকারীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসামীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগন (পি. ডব্লিউ-৫৮, ৫৯) হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং তাঁদেরকে যথারীতি আসামীপক্ষে জেরা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আপীলকারীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিসমূহ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উহা প্রত্যাহারের কোন সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে ১২ ডিএল আর (এসসি) (১৯৬০) ১৫৬ নং পৃষ্টায় প্রকাশিত জয়গুন বিবি বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৯ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হলো, যা নিম্নরুপ:

"We are unable to support the proposition of law laid down by learned Judges in this regard. The retraction of a confession is a circumstance which has no bearing whatsoever upon the question whether in the first instant it is voluantarily made, and on the further question whether it is true. The fact that the maker of the confession later does not adhere to it can not by itself had any effect upon the findings reached as to whether the confession was voluntary, and if so, whether it was true, for to withdraw from a self-accusing statement in direct face of the consequence of the accqsation, is explicable fully by the proximity of those consequencess, and need have no connection whatsoever with either its voluntary nature, or the truth of the facts stated. The learned Judges were perfectly right in first deciding these two questions, and the answers being in the affarmative, in declaring that the confessions by itself was sufficient, taken with the other facts and circumstances, to support

Abdur Majid's conviction. The retraction of the confessions was wholly immaterial once it was found that it was voluntary as well as true. That being the case, no reason whatsoever can be found for the inability felt by the learned Judges in taking the confession into consideration against the co-accused. "

আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শুনানীকালে আরও উল্লেখ করেন যে, ঘটনার পরপরই এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত ঘটনার বিষয়ে হত্যা মামলা সহ মাদকের মামলা দায়ের করে। কিন্তু উক্ত মামলা দুটি বিবেচনায় না নিয়ে ঘটনার ০৫ দিন পরে অর্থ্যাৎ ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ বিজ্ঞ আদালতে ফরিয়াদী কর্তৃক নালিশী দরখাস্ত (petition of complain) দাখিল করা হলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালত উহা এজাহার হিসেবে গন্য করে র‍্যাব-১৫, কক্সবাজার কর্তৃক তদন্তের জন্য টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিলে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নালিশী দরখাস্তটি এজাহার হিসেবে গন্য করে র‍্যাব -১৫, কক্সবাজার বরাবর তদন্ত করার জন্য প্রেরন করেন। এছাড়া আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে দাখিলী প্রথম এজাহারটি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ফলে, এক্ষেত্রে আইনের ব্যাত্যয় ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে ফৌজদারী রিভিশন দায়েরকারীনির পক্ষে নিয়োজত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব বশির আহমেদ বলেন যে, ঘটনার পর বর্তমান দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত অপর দন্ডপ্রাপ্ত আসামী টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশের নির্দেশে ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ঘটনাস্থলে নিহত মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের সহকর্মী এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাহেদুল ইসলাম

সিফাতকে আসামী করে হত্যা মামলা সহ মাদকের মামলা দায়ের করে। ঘটনার ০৫ দিন পরে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশী দরখাস্ত (petition of complain) দাখিল করে মামলাটি এজাহার হিসেবে গন্য করা সহ সঠিক ভাবে তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার কর্তৃক তদন্তের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদীকে বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করে এবং শুনানী শেষে নালিশী দরখাস্তটি এজাহার হিসেবে গন্য করার জন্য টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান সহ মামলাটি তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫, কক্সবাজারকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, বিষয়টি নিয়ে আসামী পক্ষে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বরাবর আপত্তি উত্থাপন করলে উহা শুনানী অন্তে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করেন। উক্ত আদেশে ক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কক্সবাজার দায়রা আদালতে ফৌজদারী রিভিশন দায়ের করলে বিজ্ঞ দায়রা জজ শুনানী অন্তে উক্ত রিভিশনটি খারিজ করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ উচ্চতর আদালতের সরনাপন্ন না হওয়ায় এক্ষনে উক্ত বিষয়ে তাদের কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ নাই।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মামলার তদন্তভার র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার বরাবর ন্যস্ত করা হলে অধিনায়ক র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার কর্তৃক মামলাটি তদন্তের জন্য অনুমোদন চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখের ৩১১ নং স্মারক মূলে পত্র প্রেরণ করা হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অধি-শাখার স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২০-৫০০ তারিখ ০৪/১০/২০২০ খ্রি: মোতাবেক র‌্যাব কর্তৃক মামলাটি তদন্তের অনুমোদন দেয়া হয়। ফলে, র‌্যাব কর্তৃক মামলাটি তদন্তের ক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি।

এছাড়া আলোচ্য মামলাটিতে দ্বিতীয় এজাহার দায়েরের ক্ষেত্রে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস প্রকৃত ঘটনা উল্লেখে দ্বিতীয় এজাহার দায়ের করেন। এক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি বরং প্রকৃত ঘটনা উল্লেখে সঠিক এজাহার দায়ের করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি এআইআর ২০০৪ এসসি ৪৩২০ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উপকর সিং বনাম বেদ প্রকাশ ও অন্যান্য মামলার নজিরটির ২৩, ২৪ ও ২৫ প্যারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> 23. Be that as it may, if the law laid down by this Court in TT. Antony's case is to be accepted as holding a second complaint in regard to the same incident filed as a counter complaint is prohibited under the Code then, in our opinion, such conclusion would lead to serious consequences. This will be clear from the hypothetical example given herein below i.e. if in regard to a crime committed by the real accused he takes the first opportunity to lodge a false complaint and the same is registered by the jurisdicational police then the aggrieved victim of such crime will be precluded from lodging a complaint giving his version of the incident in question consequently he will be deprived of his

legitimated right to bring the real accused to books, this cannot be the purport of the Code.

24. We have already noticed that in the T.T. Antony's case this Court did not consider the legal right of an aggrieved person to file counter claim, on the contrary from the observations found in the said judgment it clearly indicates that filing a counter complaint is permissible.

25. In the instant case, it is seen in regard to the incident which took place on 20th May, 1995, the appellant and the 1st respondent herein have lodged separate complaints giving different versions but while the complaint of respondent was registered by the concerned police, the complaint of the appellant was not so registered, hence on his prayer the learned Magistrate was justified in directing the police concerned to register a case and investigate the same and report back. In our opinion both the learned Additional Sessions Judge and the High Court erred in coming to the conclusion

> that the same is hit by section 161 or 162 of the Code which, in ourt considered opinion, has absolutely no bearing on the question involved. Section 161 or 162 of the Code does not refer to registration of a case, it only speaks of a statement to be recorded by the police in the course of the investigation and its evidentiary value.

এছাড়া তিনি ৫৩ ডি এল আর (এডি) ১০২ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আব্দুল খালেক বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ০৩ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> 3.----------- Further, the filing of the first information report by Asia Khatun's father that she died after taking poison was no bar to file a second first information report if subsequently, it transpires from inquiry that the death was homicidal in nature whcih was proved beyong reasonable doubt at the trial and appeal.

আলোচ্য ঘটনার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় এজাহার দায়েরের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের বক্তব্য সহ রিভিশনকারী পক্ষে উদ্ধৃত নজীর দুটি পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে এক্ষনে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনাটি নিয়ে এই মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিত ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: (জি. আর. ৬৯৫/ ২০২০

টেকনাফ) ধারা ২০১৮ সনের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনী ১০(ক) / ৩৮/ ১৯(ক), টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং ০২ তারিখ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: (জি. আর, ৬৯৬ (২০২০) টেকনাফ) ধারা ১৮৬/ ৩৫৩/ ৩০৭/ ৩০২/ ৩৪ পেনাল কোড এবং রামু থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: (জি. আর. ৩১১/ ২০২০ রামু) ধারা ২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনী ১৯(ক)/২৪(ক) দায়ের করে। পরবর্তীতে ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস কক্সবাজারের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঘটনাটি উল্লেখে ফৌজদারী দরখাস্ত (petition of complaint) দায়ের করেন এবং শুনানী অন্তে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত দরখাস্তটি এজাহার হিসেবে গন্য করে মামলাটি তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫, কক্সবাজারকে নির্দেশ প্রদান করলে টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা এজাহার হিসেবে রুজ্জু করে মামলাটি তদন্তের জন্য র‌্যাব-১৫, কক্সবাজার বরাবর প্রেরন করেন। ফলে সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু এস. আই নন্দ দুলাল রক্ষিত কর্তৃক টেকনাফ থানার মামলা নং ০১ ও ০২, তারিখ ০১/০৮/২০২০ খ্রি: দায়ের করেছে প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং পরবর্তীতে ০৬/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখে ডিসিস্টের বোন কর্তৃক দাখিলী নালিশী দরখাস্তটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশে উহা এজাহার হিসেবে গন্য করা হয়েছে। সেহেতু আলোচ্য ঘটনায় দ্বিতীয় এজাহার দায়েরের ক্ষেত্রে আইনের কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডটি পূর্ব পরিকল্পিত নয়। আপীলকারী লিয়াকত আলী ও ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহার মধ্যে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে পরস্পর ভূল বোঝাবুঝির কারনে আত্নরক্ষার্থে লিয়াকত আলী ডিসিস্টের উপর গুলি বর্ষন করে। এক্ষেত্রে আপীলকারী

লিয়াকত আলীকে অর্পিত দন্ড প্রদান সঠিক হয়নি। তাকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে।

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সম্পূর্ন পূর্বপরিকল্পিত যা প্রসিকিউশন পক্ষ মৌখিক ও শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করাতে সক্ষম হয়েছে এবং আপীলকারী লিয়াকত আলীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকেও প্রমানিত। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন এদের কাছ থেকে আপীলকারী লিয়াকত আলী ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার ঘটনার দিন মারিশবুনিয়া থেকে রাত অনুমান ৮.৩০ ঘটিকার সময় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ব পরিকল্পিনা মতে ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে সঙ্গীয় এস আই নন্দ দুলাল সহ আপীলকারী লিয়াকত আলী ঘটনার পূর্ব থেকেই ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিল, যা প্রসিকিউশন পক্ষে পি. ডব্লিউ-২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর সাক্ষ্য সহ আপীলকারী লিয়াকত আলী এবং নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে প্রমানিত । ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা সঙ্গীয় সাহেদুল ইসলাম ওরফে সিফাত সহ গাড়ী যোগে ঘটনাস্থলে পৌছে সেখানে পাহাড়ারত এপিবিএন সদস্যদের নিজের পরিচয় দিয়ে উক্ত চেকপোষ্ট থেকে রওয়ানা হওয়ার মুহুর্তে আপীলকারী লিয়াকত আলী সঙ্গীয় এস আই নন্দ দুলাল সহ রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে ভিকটিমের গাড়ীর গতিরোধ করে তাকে গাড়ী থেকে বের হয়ে আসতে বললে এবং প্রথমে সাহেদুল ইসলাম ওরফে সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) বের হয়ে আসলে লিয়াকত আলীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে পাহাড়ারত এস আই শাহজাহান আলী ও কন্সটেবল রাজিব তার দুই হাত শক্ত করে ধরে রাখে এবং লিয়াকত আলীর নির্দেশে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা উক্ত গাড়ী থেকে বের হয়ে দুই হাত উঁচু করে নিজের পরিচয় দিয়ে এবং লিয়াকত আলীকে শান্ত থাকতে বলে গাড়ীর সামনের দিকে

এগিয়ে এলে নিরস্ত্র এবং দুই হাত উঁচু করা মেজর (অব:) সিনহার শরীরের উর্ধাংশের গুরুত্বপূর্ন অঙ্গে লিয়াকত আলীর হাতে থাকা সরকারি পিস্তল দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে পরপর ০৪ রাউন্ড গুলি করে, যা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আপীলকারী লিয়াকত আলী সহ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী অন্যান্য আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়না তদন্ত প্রতিবেদন ও লিয়াকত আলীর ঘটনার সময় ব্যবহৃত পিস্তলের ব্যালাস্টিক ও রাসায়নিক প্রতিবেদন থেকে প্রমানিত। ফলে, এক্ষেত্রে আপীলকারী লিয়াকত আলী ও ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহার মধ্যে ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় ভূল বোঝাবুঝির কারনে আত্নরক্ষার্থে আপীলকারী লিয়াকত আলী আত্নরক্ষার্থে ভিকটিমের উপর গুলি বর্ষন করেছে মর্মে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উক্ত বক্তব্য সঠিক নয় এবং মামলার বিচার কালে ডিফেন্স পক্ষে এ বিষয়ে কোন দাবী উথাপন করেনি।

এ বিষয়ে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর উপরোক্ত বক্তব্যসহ সংশ্লিষ্ট মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য সহ সংশ্লিষ্ট অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে উথাপিত উক্তরুপ দাবী আইনত গ্রহনযোগ্য নয়।

আপীলকারী লিয়াকত আলীর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী পুনরায় উল্লেখ করেন যে, প্রসিকিউশন পক্ষ আলোচ্য হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য (motive) প্রমান করাতে সক্ষম হয়নি। ফলে, আপীলকারী লিয়াকত আলীকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সবোর্চ্চ দন্ড প্রদান করা আইনত সঠিক হয়নি।

এ প্রসঙ্গে রিভিশনকারী পক্ষে নিয়োজত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বশির আহমেদ উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার ও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পরিস্কার। আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে টেকনাফ

থানায় কর্মরত থাকাকালে তার ও তার সঙ্গীয় অপরাপর আসামীর অতীত বেআইনী কর্মকান্ডের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত্ব প্রদীপ কুমার দাশ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করাকালে বিষয়টি প্রদীপ কুমার দাশের গোচরীভূত হওয়ায় মেজর (অব:) সিনহাকে প্রদীপ কুমার দাশ তার এলাকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে। এরপরও মেজর (অব:) সিনহা ও তার সঙ্গীয় লোকজন প্রদীপ কুমার দাশ ও তাঁর সঙ্গীদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহের তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকলে প্রদীপ কুমার দাশ লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, রুবেল শর্মা, সাগর দেব, মোঃ নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন সহ অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত অপর আসামীগন মেজর (অব:) সিনহাকে হত্যার পরিকল্পনা করে, যা প্রসিকিউশন পক্ষের সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর (পি. ডব্লিউ-২, ১৫, ১৬, ১৮, ২০) সাক্ষ্যসহ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের স্বীকারোক্তি এবং শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, যেকোন অপরাধের উদ্দেশ্য অপরাধীর মনে ধারন করে এবং বিষয়টি অপরের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর। কেউ সাধারনত উদ্দেশ্যে বিহীন কাজ করে না। কোন অপরাধের উদ্দেশ্য উদঘাটনে ব্যর্থ হওয়া মানে উক্ত অপরাধের অস্তিত্ব নেই তা বলা যাবে না এবং কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য প্রমানিত না হলেও মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যখন কোন ঘটনা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার উদ্দেশ্য প্রমান অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে তিনি (১৯৯২) ৩ এসসিসি ৪৩ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মুলুখ রাজ ও অন্যান্য বনাম শতিষ কুমার ও অন্যান্য মামলার নজিরটির ১৭ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> Motive always locks up in the mind of the accused and some time it is difficult to unlock. People do not act wholly without motive. The

> failure to discover the motive of an offence does not signify its non-existence. The failure to prove motive is not fatal as a matter of law. Proof of motive is never an indispensable for conviction. When facts are clear it is immaterial that no motive has been proved. Therefore, absence of proof motive does not break the link in the chain of circumstances connecting the accused with the crime, nor militates against the prosecution case.

এক্ষনে উপরে বর্ণিত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য, এ বিষয়ে প্রসিকিউশন পক্ষের উথাপিত সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি প্রদানকারী দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের স্বীকারোক্তি সহ শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য (motive) প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করাতে সক্ষম হয়েছে।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মামলার অভিযোগকারিনী শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস (পি. ডব্লিউ-১) তর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হয়ে খালাসপ্রাপ্ত আসামীদের দন্ড প্রদান সহ যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের শাস্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/২০২৪ দায়ের করেন। শুনানীকালে রিভিশনকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আকরাম উদ্দিন শ্যামল সহযোগে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বশির আহমেদ শুনানীর শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, অত্র রিভিশনটি দায়ের করা হয়েছে দুটি প্রতিকারের দাবীতে; প্রথমত: এই মামলার রায়ে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত যাদের খালাস প্রদান করেছেন তাদেরকে দন্ড প্রদানের জন্য

এবং দ্বিতীয়ত: যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে তাদের সাজা বৃদ্ধির জন্য এবং ফৌজদারী রিভিশনটি প্রাথমিক শুনানী অন্তে অত্র আদালত কর্তৃক প্রতিপক্ষগনের প্রতি রুল ইস্যূ করা হয়।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের দেশে প্রচলিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হল কোন অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিশন পক্ষের স্পষ্ট (clear), অকাট্য (congent) ও বিশ্বাসযোগ্য (credible) সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করাতে হবে।

ইহা স্বীকৃত যে, প্রচলিত ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানের ভার প্রসিকিউশন পক্ষের উপর বর্তায় এবং সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

ইহাও স্বীকৃত যে, কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানের ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদত্ত সমুদয় মৌখিক সাক্ষ্য সহ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য মূল্যায়ন করতে হবে এবং কোন বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি। এছাড়াও প্রসিকিউশন কেস বিচারের ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক কার্যকর (practical), বাস্তবতা (pragmatic) ও যুক্তির সাথে পদ্ধতি (resonable approach) দিয়ে সাক্ষ্য যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

ইহা আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, কোন আসামীর মামলা থেকে খালাসের ক্ষেত্রে বা সাজা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ ধারার বিধানমতে যদি তর্কিত রায়টি স্পষ্টতই ভূল (manifesty wrong), বিকৃত (perverse) এবং প্রদত্ত সাক্ষ্যকে ভূল ভাবে ব্যখ্যা করে উহার উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করা হলে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে উচ্চতর আদালত অবহিত হওয়ার পরও হস্তক্ষেপ করা না হলে ন্যায় বিচার ব্যহত হবে। কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়টিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে রিভিশনকারী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলীসহ যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ও খালাসপ্রাপ্ত আসামীদের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলীদের পূর্বে বর্ণিত যুক্তিতর্ক সহ প্রসিকিশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট আসামীগন কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহ, আলোচ্য ঘটনার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সহ তর্কিত রায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হলো।

এ প্রসঙ্গে ১১ ডিএলআর, ২৫৯ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জননেন্দ্র নাথ বনাম মকবুল হোসেন সিকদার মামলার রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

> "It is an established principle of law that the power of setting aside an acquittal order by the High Court should be exercised only in exceptional cases where the interest of justice requires such interference for the purpose of correction of manifest illegality."

এ প্রসঙ্গে ১৬ ডিএলআর (এসসি), ৬০৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আব্দুর রহমান বনাম চন্দ্র মাষ্টার মামলার রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

> "High Court's duty to examine the facts and circumstances in order to see that justice is done. In revision under section 339, CrPC the High Court may not reverse an acquittal but it may yet interfere with it in another way, so as to ensure that justice is done. The line of

approach in such a case is to see that the case in its details and the supporting evidence, had been fairly and fully appreciated by the court below, and its conclusions were reached in accordance with the basic principle governing the formation of a verdict adverse to an accused person.”

এ প্রসঙ্গে ১৫ ডিএলআর (এসসি), ১৫০ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সামিউল্লাহ খান বনাম রাষ্ট্র মামলার রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“High Court’s wide power under its revisional jurisdiction enumerated. In the exercise of its revisional jurisdiction, the High Court can even, inappropriate case disturb the finding of facts, as for example, where the Subordinate Court has wrongly placed the onus of proof or not applied the correct principles relating to the appraisement of evidence or an important piece of evidence has been ignored.”

আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে প্রসিকিউশন পক্ষের সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের সাক্ষ্য, এই মামলার দন্ডপ্রাপ্ত ও খালাস প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সহ প্রসিকিউশন ম্যাটিরিয়াল সমূহ ও তর্কিত রায় পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই মামলায় খালাস প্রাপ্ত আসামী যথাক্রমে- ১। এস,

আই, মোঃ শাহজাহান আলী, ২। মোঃ রাজিব হোসেন ও ৩। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোষ্টে ঘটনার সময় পাহাড়ারত থাকাকালে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান গাড়ী যোগে সঙ্গীয় সাইদুর ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের পরিচয় দিলে কর্তব্যরত এস, আই, শাহজাহান আলী ও কং রাজীব হোসেন ভিকটিমকে স্যালুট দিয়ে চেকপোষ্ট অতিক্রমের অনুমতি দেওয়া মাত্র পূর্ব পরিকল্পনামত আসামী মোঃ নুরুল আমিনের মোবাইল ফোনে দেয়া তথ্য মতে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘটনার পূর্ব থেকে ঘটনাস্থলে অবস্থানরত পরিদর্শক লিয়াকত আলী তৎক্ষনাৎ গাড়ীটির সামনে এসে পুনরায় তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে এবং ভিকটিম তাঁর নাম বলার সাথে সাথে লিয়াকত আলী চেকপোষ্টের বেরিকেড টেনে গাড়ীর পথরোধ করে। একই সময়ে পরিদর্শক লিয়াকত আলীর সাথে ঘটনাস্থলে আগত এস আই নন্দ দুলাল রক্ষিতও রাস্তার উপর বেরিকেড দিয়ে গাড়ীটির পথরোধ করতে সহায়তা করে। এরপর লিয়াকত আলীর হুকুমে প্রথমে সাইদুল ইসলাম সিফাত গাড়ী থেকে বের হয়ে এলে লিয়াকত আলীর নির্দেশে এস, আই শাহজাহান আলী ও কং রাজিব তার (সাইদুল ইসলাম সিফাত) হাত দুটি শক্ত করে ধরে রাখে। একই সময়ে লিয়াকত আলীর হুকুমে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান গাড়ী থেকে বের হয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে দু হাত উঁচু করে সামনের দিকে এগোতে থাকলে এবং লিয়াকত আলীকে শান্ত হতে বললে আসামী লিয়াকত আলী পূর্ব পরিকল্পনা মত ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার হাতে থাকা সরকারি পিস্তল দিয়ে ভিকটিমের শরীরের উর্ধ্বাংশে পরপর ৪ রাউন্ড গুলি করে। এরপর মারাত্নক আহত অবস্থায় রাস্তার উপর পরে থাকা ভিকটিমের দু হাত পিছ মোরা করে এস, আই নন্দ দুলাল হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রাখে যা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষী যথা- পি. ডব্লিউ-২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর সাক্ষ্য সহ খালাস প্রাপ্ত আসামী ও দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমানিত। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, খালাস প্রাপ্ত আসামী

শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও উক্ত হত্যাকান্ডটি সংঘটনে তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন রুপ সহায়তা করেনি।

একই ভাবে খালাস প্রাপ্ত অপর আসামী ১। লিটন মিয়া, ২। আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩। ছাফানুল করিম ও ৪। মোঃ কামাল হোসেন আজাদ স্বীকৃত মতে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে গাড়ী থেকে বের হওয়ার পর তার উপর লিয়াকত আলীর গুলি বর্ষনের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না এবং তারা ঐ সময়ে বাহাড়ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। উক্ত গুলি বর্ষনের পরে লিয়াকত আলীর নির্দেশে ঘটনাস্থলের আইনশৃংখলা স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তারা আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সংঘটনের ষড়যন্ত্র, সহায়তা কিংবা একই অভিপ্রায়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আলোচ্য হত্যাকান্ড সংঘটনের তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ খালাসপ্রাপ্ত আসামীগন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে আদৌ প্রমানিত হয়নি।

রিভিশনকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বশির আহমেদ শুনানীকালে আরো উল্লেখ করেন, যদিও তর্কিত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালাস প্রাপ্ত আসামীগন ভিকটিমকে হত্যার সাধারন অভিপ্রায়ে ঘটনার সময় কিংবা ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল তা প্রমানিত হয়নি, কিন্তু খালাস প্রাপ্ত আসামীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সঠিক হয়নি। কারন ঘটনা চলাকালীন সময়েও সাধারন অভিপ্রায় গঠিত (formed) হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের (দি স্টেট অব মধ্য প্রদেশ বনাম জাড ভাই) ক্রিমিনাল আপীল নং ৫৮৬/২০২৩ মামলার (অপ্রকাশিত) রায়ের ৬.৩ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> "Common intention can be formed at the spur of the moment and during the occurrence itself. It is submitted that it is further observed and held by this Court that, whether or not there exists a common intention, has to be determined by drawing inference from the facts proved".

এই মামলার খালাস প্রাপ্ত আসামীদের বিষয়ে উপরোক্ত নজিরটি সহ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, খালাস প্রাপ্ত আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, দন্ডপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, আলোচ্য ঘটনার পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সহ তর্কিত রায় পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে এক্ষনে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আসামী ১। শাহজাহান আলী, ২। মোঃ রাজিব হোসেন, ৩। আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ৪। লিটন মিয়া, ৫। আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৬। ছাফানুল করিম ও ৭। মোঃ কামাল হোসেন আজাদ এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ১০৯/ ১১৪/ ১২০বি/ ৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত না হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সঠিক ও আইনানুগ ভাবে উক্ত আসামীদের নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। ফলে, তর্কিত রায়ে উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ নাই বলে আমরা মনে করি।

এক্ষনে দেখা যাক, রিভিশনকারী পক্ষের দাবীর মর্মানুসারে এই মামলার যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ২। সাগর দেব, ৩। রুবেল শর্মা, ৪। মোঃ নুরুল আমিন, ৫। মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও ৬। মোঃ নিজাম উদ্দিনকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক পর্যাপ্ত দন্ড প্রদান করা হয় নাই কি?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক, ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাশ আলোচ্য হত্যাকান্ডের মাষ্টার মাইন্ড, পরিকল্পনাকারী ও ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বুকের বাম পাজরে জুতা পরা পা দিয়ে জোরে আঘাত করে তাঁর বুকের দুটি হাড় ভাঙ্গা সহ ভিকটিমের গলার বাম পাশে জুতা পরা পা দিয়ে চেপে ধরে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে, যা প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১০)দ্বারা প্রমানিত।

এছাড়া প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দন্ডপ্রাপ্ত সংশ্লিশষ্ট আসামীদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে ইহা প্রমানিত হয়েছে যে, মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত অপর আসামী লিয়াকত আলী পূর্ব পরিকল্পনা মতে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নিরস্ত্র ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার (লিয়াকত আলীর) হাতে থাকা সরকারি পিস্তল দিয়ে ভিকটিমের শরীরের উদ্ধাংশের গুরুত্বপূর্ন অঙ্গে (vital parts of the body) পরপর ০৪ টি গুলি করেছে এবং ঐ গুলির আঘাতে ভিকটিমের মৃত্যু হয়েছে মর্মে ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১০) উল্লেখ করা হয়েছে।

যেহেতু আসামী প্রদীপ কুমার দাশ আলোচ্য হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের বুকে আঘাত করে বুকের দুইটি হাঁড় ভাঙ্গা সহ গলার বাম পার্শ্বে পা দিয়ে চেপে ধরে ভিকটিমের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে এবং যেহেতু অপর আসামী লিয়াকত আলী পূর্ব পরিকল্পনা মতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে ভিকটিমের উপর পরপর ০৪টি গুলি করেছে এবং উক্ত গুলির আঘাতেই মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃত্য হয়েছে মর্মে ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু আসামী প্রদীপ কুমার দাশ ও লিয়াকত

আলীকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সঠিক ভাবে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় বর্ণিত সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন।

এছাড়া যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। নন্দ দুলাল রক্ষিত, ২। সাগর দেব, ৩। রুবেল শর্মা, ৪। মোঃ নুরুল আমিন, ৫। মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও ৬। মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আলোচ্য হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সাধারন অভিপ্রায়ের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত তাদের কৃত অপরাধের ধরন বিচার বিশ্লেষন করে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় বর্ণিত মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছেন, যা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। সে কারনে তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ নাই।

অত্র মামলার শুনানীর সমাপনি বক্তব্যে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি মৃত্যুই আপনজন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অপরিসীম ক্ষতিকর। কিন্তু এই মামলার ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে অকাল মৃত্যু হিমালয় পর্বত সমান ভারী ও বেদনাদায়ক। নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেআইনী কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে গিয়ে কিভাবে মনুষত্ব হারিয়ে দানবে পরিনত হতে পারে তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরন এই মামলার দন্ডপ্রাপ্ত আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা, মোঃ নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াজ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন। বিজ্ঞ বেচারিক আদালত প্রসিকিউশন পক্ষে উথাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য সহ দন্ডপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ ও এই মামলার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে সঠিক ও ন্যায়ানুগ ভাবে আসামীদের দন্ড প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ডেথ রেফারেন্সটি গ্রহন (accept) সহ আপীল সমূহ নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

এক্ষনে, পূর্বে বর্নিত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, মোঃ নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, প্রসিকিউশন ম্যাটিরিয়াল সমূহ, আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সমূহ সহ উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্কের বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য এবং তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত নজির সমূহ একত্রে পরীক্ষ ও পর্যালোচনান্তে ইহা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই মামলার ভিকটিম ডিসিস্ট মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান তাঁর Just Go নামক ইউটিউবের জন্য পাহাড়, জঙ্গল ও সী বিচ এলাকার ভিডিও ও স্থীর চিত্র ধারনের জন্য গত ০২/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সঙ্গীয় সাহেদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২), শিপ্রা দেবনাফ ও রুপ্তি সহ কক্সবাজার পৌঁছে পরবর্তীতে ০৭ জুলাই, ২০২০ খ্রি: তারিখ নিলীমা রিসোর্টে অবস্থান করে তাদের পূর্ব পরিকল্পনামত কক্সবাজার, টেকনাফ ও রামু এলাকার বিভিন্ন স্থানের ভিডিও ও স্থীর চিত্র ধারন করাকালে স্থানীয় জনসাধারনের কাছ থেকে টেকনাফ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ ও তার বাহিনীর কতেক সদস্যের চাঁদা আদায়, গুম, ক্রসফায়ার সহ বিভিন্ন বেআইনী কার্যকলাপের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে ভুক্তভোগিদের বক্তব্যের ভিডিও ধারন করেন, যা পি. ডব্লিউ- ১৫, ১৬, ১৮ ও ২০ এর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত। বিষয়টি প্রদীপ কুমার দাশ সোর্সের মাধ্যমে অবগত হয়ে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে উক্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য ২০২০ সালের জুলাইয়ের মধ্যভাগে ভিকটিমকে হুমকি প্রদান করে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়, যা পি. ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য এবং শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে প্রমানিত। আসামী প্রদীপ কুমার দাশের উক্ত রুপ হুমকির পরও ভিকটিম তাঁর দলবল সহ ঐ এলাকা ত্যাগ না করে বরং তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া কালে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ সঙ্গীয় লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, সাগর দেব, রুবেল শর্মা, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ

আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিন ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং ভিকটিমের গতিবিধির উপর নজর রেখে তথ্য প্রদানের জন্য সোর্স হিসেবে আসামী নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটনার তারিখ অর্থাৎ ৩১/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যায় ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান সহ সায়েদুল ইসলাম সিফাত (পি.ডব্লিউ-২) টেকনাফ থানাধীন মারিশবুনিয়া মুইন্না পাহাড়ে অবস্থান করে ভিডিও ও স্থীর চিত্র ধারন করে নিলীমা রিসোর্টে ফিরে আসার সময় উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁদের ডাকাত সাব্যস্ত করে গন পিটুনিতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উম্মুল কুরআন জামে মসজিদের মাইক থেকে মুইন্না পাহাড়ে ডাকাত এসেছে বলে আসামী নিজাম উদ্দিন মাইকিং করে, যা আসামী নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং পি. ডব্লিউ-১০ ও পি. ডব্লিউ-১৪ এর সমর্থনীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত।

আসামী মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের মাইকিং সত্ত্বেও স্থানীয় জনসাধারন এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখালে এবং ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান সঙ্গীয় সায়েদুল ইসলাম সিফাত সহ গাড়ী যোগে কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা করলে বিষয়টি মোবাইল ফোনে বাহাড়ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ লিয়াকত আলীকে আসামী নুরুল আমিন অবহিত করে, যা আসামী নুরুল আমিন, আইয়াজ ওরফে আয়াছ, মোঃ নিজাম উদ্দিন ও লিয়াকত আলীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ আসামী নুরুল আমিন, লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশের ঘটনার তারিখে মোবাইল ফোনে কথোপকথনের কললিষ্ট (প্রদর্শনী- ৩১, ৩২) দ্বারা সমর্থীত।

উক্ত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য আসামী নুরুল আমিনের ফোন কল পেয়ে আসামী লিয়াকত আলী ও নন্দ দুলাল রক্ষিত বাহাড়ছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে ঘটনাস্থল শামলাপুর এপিবিএন চেকপোস্টে এসে অবস্থান গ্রহন করার কিছু সময় পরে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান গাড়ী চালিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছার পরে চেকপোষ্টে পাহাড়ারত এসআই শাহজাহান আলী ও কন্সটেবল রাজীব হোসেন গাড়ীর আরোহীদের পরিচয় পেয়ে তাদের চলে যাওয়ার সংকেত দিলে এবং তাঁরা ঐ স্থান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতির মুহুর্তে আসামী লিয়াকত আলী ও নন্দ দুলাল রক্ষিত রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে আসামী লিয়াকত আলীর হুকুমে প্রথমে সাইদুল ইসলাম সিফাত (পি. ডব্লিউ-২) গাড়ী থেকে নেমে এলে লিয়াকত আলীর নির্দেশে এসআই শাহজাহান আলী ও কন্সটেবল রাজীব শক্ত করে তার দু হাত ধরে রাখে এবং লিয়াকত আলীর হুকুমে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খান নিরস্ত্র অবস্থায় গাড়ী থেকে বের হয়ে দু হাত উঁচু করে উক্ত গাড়ীর সামনের দিকে এগিয়ে গেলে আসামী লিয়াকত আলী পূর্ব পরিকল্পনামতে ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার সরকারি পিস্তল দিয়ে ভিকটিমের শরীরের উর্ধাংশের গুরুত্বপূর্ন অংগে পরপর ০৪ টি গুলি করে এবং ঐ গুলির আঘাতে মারাত্নক ভাবে আহত হয়ে ভিকটিম রাস্তায় পরে গিয়ে পানি ও শ্বাস চাইলে তখন আসামী লিয়াকত আলী ভিকটিমকে বিশ্রি ভাষায় গালাগাল করে এবং মারাত্নক আহত ভিকটিমের হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত ভিকটিমকে পিছমোরা করে তাঁর দুহাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দেয়, যা আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, শাহজাহান আলী, রাজীব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও পি. ডব্লিউ- ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর সমর্থনীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত।

আসামী লিয়াকত আলী কর্তৃক ভিকটিমের উপর গুলি বর্ষনের পরে বিষয়টি তৎক্ষনাৎ আসামী প্রদীপ কুমার দাশকে লিয়াকত আলী মোবাইল ফোনে অবহিত করলে আলোচ্য

হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আসামী প্রদীপ কুমার দাশ, রুবেল শর্মা ও সাগর দেব সহ অন্যান্য পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে এসে প্রদীপ কুমার দাশ ঘটনাস্থলে মারাত্মকভাবে আহত ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের কাছে গিয়ে বিশ্রিভাবে তাঁকে গালাগাল করলে ভিকটিম প্রদীপ কুমার দাশের নিকট পানি ও শ্বাস চাইলে সে (প্রদীপ কুমার দাশ) তার জুতা পরা পা দিয়ে ভিকটিমের বাম পাজরে জোরে লাথি মারে। ফলে, ভিকটিমের বাম পাজরের দুটি হাড় ভেঙ্গে যায় এবং পুনরায় সে পা দিয়ে ভিকটিমের গলার বাম পার্শ্বে চেপে ধরলে ভিকটিমের শরীর কেঁপে কেঁপে নিস্তেজ হয়ে যায়, যা আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, শাহজাহান আলী, রাজীব হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, লিটন মিয়া, ছাফানুল করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কামাল হোসেন আজাদ কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত পি. ডব্লিউ- ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর সাক্ষ্য সহ ভিকটিমের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১০) দ্বারা প্রমানিত।

এছাড়া উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এবং আলোচ্য হত্যাকান্ডের সহায়তা করার উদেদ্দশ্যে আসামী রুবেল শর্মা ও সাগর দেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মর্মে পি. ডব্লিউ- ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ সহ আসামী লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, লিটন মিয়া, ছাফানুল করিম, মোঃ কামাল হোসেন আজাদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া আসামী লিয়াকত আলী তার নামে বরাদ্দকৃত সরকারি পিস্তল দিয়ে ঘটনার সময় ভিকটিমকে পরপর ০৪ টি গুলি করেছে তা পি. ডব্লিউ- ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এর সাক্ষ্য সহ আসামী নন্দ দুলাল রক্ষিত, শাহজাহান আলী, রাজিব হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দ্বারা প্রমানিত। এছাড়া আসামী লিয়াকত আলীর বর্ষন করা গুলির আঘাতে ভিকটিম মেজর (অব:) সিনহা মোঃ রাশেদ খানের মৃত্যু হয়েছে তৎমর্মে ভিকটিমের ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১০) উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া মেজর (অব:) সিনহার শরীরে বর্ষন করা গুলি ও পিস্তল আসামী লিয়াকত আলীর নামে সরকারিভাবে বরাদ্দ ছিল, তা পি. ডব্লিউ-৩৮, ৩৯, ৪৬, ৪৭ ও ৪৮ এর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত। লিয়াকত আলীর সরকারি পিস্তল দিয়ে গুলি ছোড়া হয়েছিল, তদ্মর্মে ব্যালাস্টিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পি. ডব্লিউ- ৪৬ এর সাক্ষ্য এবং উক্ত পিস্তলটি পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৩৩) ও উক্ত পিস্তল থেকে যে, গুলি ছোড়া হয়েছিল তৎমর্মে রাসায়নিক পরীক্ষক হিসেবে পি. ডব্লিউ- ৪৭ এর সাক্ষ্য ও উক্ত আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৩৪) দ্বারা প্রমানিত।

এক্ষনে উপরোক্ত সামগ্রিক আলোচনা ও পর্যালোচনা সহ বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় পরীক্ষান্তে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী-আপীলকারী প্রদীপ কুমার দাশ, লিয়াকত আলী, নন্দ দুলাল রক্ষিত, রুবেল শর্মা, সাগর দেব, মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ আইয়াজ ওরফে আয়াছ ও মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দন্ডবিধির ৩০২/ ১২০বি/ ১০৯/ ১১৪/ ৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করাতে সক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সঠিক ও আইনানুগ ভাবে উপরোক্ত আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড প্রদান করেছেন। ফলে, এক্ষনে উক্ত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ নেই বলে আমরা মনে করি।

<u>সুতরাং আদেশ হয় যে,</u>

অত্র ডেথ রেফারেন্সটি গ্রহন (accept) করা হলো।

আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদন সহ তাদের প্রত্যেককে প্রদত্ত ৫০,০০০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা করে অর্থদন্ড প্রদান সংক্রান্ত আদেশ বহাল রাখা হলো।

আসামী লিয়াকত আলী ও প্রদীপ কুমার দাশের পক্ষে দাখিলকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ১৩২৭/২০২২, তৎসঙ্গে জেল আপীল নং ০১/ ২০২২, ফৌজদারী আপীল নং ১৩৮৭/ ২০২২, তৎসঙ্গে জেল আপীল নং ০২/ ২০২২ নামঞ্জুর করা হলো।

আসামী ১। এস, আই নন্দ দুলাল রক্ষিত, ২।কং সাগর দেব, ৩। কং রুবেল শর্মা, ৪। মোঃ নুরুল আমিন, ৫। মোঃ আয়াজ প্র: আয়াছ ও ৬। মোঃ নিজাম উদ্দিন-কে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) টাকা করে অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড সংক্রান্ত আদেশ বহাল রাখা হলো। একই সঙ্গে তাদের পক্ষে দাখিলকৃত যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ২৪০০/ ২০২২, ২৮৯০/২০২২, ৩০১৩/২০২২, ৩০১৭/২০২২ ও ৫৯৮৯/২০২২ নামঞ্জুর করা হলো।

এছাড়া, এই মামলার ফরিয়াদী শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস কর্তৃক দাখিলী ফৌজদারী রিভিশন নং ২৭৬৮/২০২২ এর ইস্যূকৃত রুলটি খারিজ (discharge) করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের নথি সত্ত্বর সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরন করা হউক।

<u>বিচারপতি মোঃ সগীর হোসেন,</u>

আমি একমত।

আ:রাজ্জাক/বি.ও.